বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ

কবিরাণী

গিরীন্দ্রমোহিনীর গ্রন্থাবলী



গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত

প্রথম [illegible]

[মূল্য ১৲ এক টাকা]

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

সূচীপত্র

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

এত দিনে কবিরাণী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইল। যে অশ্রুসজল মর্ম্মন্তুদ স্মৃতি-কাহিনী এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, বোধ হয়, এ প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ অসঙ্গত— অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রতিভাময়ী সুলেখিকার কাব্য-পারিজাতরাজি—বিশেষতঃ কবিতা-কুসুমগুলি বহু মাসিক পত্রিকার কুসুম-কাননে প্রস্ফুটিত হইয়া সঙ্কলন অভাবে সেইখানেই শুষ্ক হইতেছিল—হয় ত কাল-প্রভাবে ঝরিয়া পড়িয়া লুপ্ত হইতেও পারিত—তাহা সঙ্কলন করিয়া মালাকারে বা স্তবকে গ্রথিত সজ্জিত করিয়া গ্রন্থাবলীরূপে সাহিত্যামোদী সম্প্রদায়ের কমকণ্ঠে বা কমলকরে সাদরে উপহার দিবার জন্ত সৎসাহিত্য-প্রচার-ব্রত উপেন্দ্রনাথ সুপ্রবীণা কবিরাণীকে অনুরোধ করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেও আজ দীর্ঘ দশ বৎসরে গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। কাব্যগ্রন্থগুলি দীর্ঘকাল অপ্রকাশের জন্ত লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল,—তাহা সংগ্রহ করা—লুপ্তপ্রায় মাসিক পত্রিকার ফাইল সংগ্রহ করিয়া কবিতার উদ্ধার করার অবসর সাহিত্য-সৃষ্টিনিপুণা কবিরাণীর বা সাহিত্য-প্রচার-সাধনামগ্ন স্বর্গীয় পিতৃদেব—কাহারও হয় নাই। গ্রন্থাবলী প্রচারের কল্পনামাত্র করিয়া তাঁহারা সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করিলে—তাঁহাদের সেই মন-সাধ পূর্ণ করিবার—সে স্মৃতিরক্ষার ভার পড়ে কবিরাণীর সুযোগ্য সন্তান—সাহিত্যসাধক প্রকাশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর—আর এই অধম প্রকাশকের উপর।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কবিরাণীর শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই গ্রন্থাবলী প্রকাশের সকল ব্যবস্থা স্থির হইলেও আমার কার্য্য-উন্মত্ততায় বন্ধুবর প্রকাশচন্দ্র দত্তের বহু অনুরোধ-অনুযোগেও তাঁহার সে সাধ তাঁহার জীবদ্দশায় পূর্ণ করিতে পারি নাই। পরলোকগমনের দুই সপ্তাহ পূর্ব্বেও তিনি বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরে আগমন করিয়া গ্রন্থাবলী প্রকাশের জন্য আমাকে তাগিদ করিলেও, অন্তরের আগ্রহ কার্য্য-সমুদ্রের ব্যস্ততা উচ্ছ্বাসে লীন হইয়াছিল। তাহার পর কার্য্যানুরোধে এক সপ্তাহের জন্য হঠাৎ আমাকে কাশীধামে যাইতে হয়—তাঁহার পরলোকগমনে যে দিন বসুমতীতে শোকপ্রকাশ হইয়াছিল—সে দিন আমি ট্রেণে

তিনি যে অকস্মাৎ অজ্ঞাতরাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন, তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কল্পনাতীত হইলেও কাশী হইতে ফিরিয়াই কবিরাণীর গ্রন্থাবলী প্রকাশের দীর্ঘ দশ বৎসরের সুপ্ত বাসনা হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে— বসুমতীর লাইব্রেরী হইতে গিরীন্দ্রমোহিনীর কয়েকখানি কাব্য গ্রন্থাবলীরূপে সত্বর মুদ্রণের জন্য বসুমতীর মুদ্রণযন্ত্রের সুযোগ্য মালিক—বহু শাস্ত্র ও সাহিত্য-গ্রন্থ প্রচারে অক্লান্তকর্ম্মা মাননীয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে প্রদান করি। তিনি তাঁহার মুদ্রারাক্ষসের সাহায্যে কয়েক দিনের মধ্যেই সেগুলি নিঃশেষিত করিয়া আরও ছাপার জন্য আমাকে অস্থির করিয়া তুলিলে—আমি বন্ধুবর প্রকাশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে পত্র লিখিয়া বাকী কাব্য-কবিতাগুলি সঙ্কলন করিয়া সত্বর পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিয়া অনুরোধ করি। উত্তর না পাইয়া তাঁহার গৃহে যাইয়া প্রকাশ বাবুর পুত্র, শ্রীমান্ প্রভাতচন্দ্র দত্তকে [illegible] কাতর উদরায়ু পরিহিত দেখিয়া বিস্মিত হই। তাহার পর সদা-হাস্যবদন বন্ধুবর প্রকাশ বাবুর হঠাৎ পরলোক-প্রয়াণের সংবাদ পাইয়া বজ্রাহতবৎ স্তম্ভিত [illegible]। নিজের সংবাদ না রাখার জন্য [illegible] তাঁহার

মৃত্যুর তারিখ হইতে হিসাব করিয়া দেখি, আমি সে দিন কাশীতে—বসুমতীতে সংবাদ-প্রকাশের দিন ট্রেণে। বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করিল—প্রকাশ বাবু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বদিনে আমাকে গ্রন্থাবলী প্রকাশের জন্য শেষ অনুরোধ করিয়া স্বহস্তে যে পত্রখানি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া। সেই পত্রে গ্রন্থাবলীর জন্য আমাকে একটি ভূমিকা লিখিতে তিনি সবিনয় অনুরোধ করিয়াছেন। গ্রন্থাবলী প্রকাশে তাঁহার জীবনের এই শেষ মনঃসাধ অশরীরী আত্মারূপে আমার দশ বৎসরের সুপ্ত বাসনা উদ্বোধিত করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছে দেখিয়া—তাঁহার এই বাসনার আন্তরিক প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইলাম। বন্ধুবিরহদুঃখ হইতেও বড় দুঃখে হৃদয় ব্যথিত হইল—এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের কল্পনা—বাসনায় যাঁহারা আগ্রহে অধীর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের তিন জনের কেহই গ্রন্থাবলীর প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

পরলোকের সহিত ইহলোকের সম্বন্ধ কিরূপ, জানি না—যদি তারহীন বার্ত্তাবহে গ্রন্থাবলী-প্রকাশ-সংবাদ সে অজ্ঞাতরাজ্যে পৌঁছান সম্ভব হয়—যদি তাঁহাদের মুক্ত আত্মার গ্রন্থাবলী দেখিবার সুযোগ থাকে, তবে তাঁহাদের সম্মিলিত আশীর্ব্বাদবর্ষণে গ্রন্থাবলী-প্রকাশ সার্থক হইবে। শ্রীমান্ প্রভাতকুমার পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিয়া গ্রন্থাবলী প্রকাশের জন্য আমাকে কাপী সংগ্রহ করিয়া দিয়া কর্ত্তব্যসম্পাদন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া সঙ্গত হইবে না—তাঁহার সহিত ধন্যবাদ দিবার সম্পর্কও [illegible] নহে। কাপী-সংগ্রহের বিলম্বের জন্য এবং গ্রন্থাবলীর আকার আশাতীত বৃদ্ধির জন্য কবিরাণীর অনেক প্রকাশিত অপ্রকাশিত কবিতা-কাব্যে গ্রন্থাবলী সমলঙ্কৃত—সুসম্পূর্ণ করিতে পারিলাম না—দ্বিতীয় সংস্করণে সে ত্রুটি সংশোধনের বাসনা রহিল।

প্রকাশ বাবুর শেষ অনুরোধ—প্রতিভাময়ী কবিরাণীর স্মৃতিস্মরণে, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান। বন্ধুপ্রীতিতে তিনি যে অযোগ্য হস্তে সে ভার দিয়াছেন—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহার শেষ অনুরোধ শিরোধার্য্য—তাঁহাকে অক্ষমতার কথা জানাইয়া অব্যাহতি-লাভ করার উপায় নাই। বিশেষতঃ কবিরাণীর প্রতিভাবিশ্লেষণ দূরের কথা—তাঁহার বাল-বৈধব্যের—ব্রহ্মচর্য্যের মহিমাদীপ্ত আত্মজীবন-কাহিনীর পূর্ণ অভিজ্ঞতাও আমার নাই। তবে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলিতে যোগ্যতা-অযোগ্যতার তর্ক নাই—প্রাণের শ্রদ্ধা উচ্ছ্বাস—অন্তরের মর্ম্মকথা নিবেদনেই ইহার পরিসমাপ্তি।

সর্ব্বজন-চিত্ত-সম্মোহিনী, প্রতিভাগৌরবময়ী, হিন্দুর হিন্দুত্বধারা-নিয়ন্ত্রিণী কবিরাণী গিরীন্দ্রমোহিনী শুদ্ধাস্তচারিণী—সম্ভ্রান্ত দত্ত-গৃহের বধূ। তিনি স্বভাবকবি—কৈশোরেই তাঁহার কবিপ্রতিভা বিকসিত হইয়াছিল—তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষের দান, "ভারত-কুসুম" "কবিতাহার" সাহিত্যে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। তাঁহার স্বল্প-কাল-লব্ধ স্বামি-সৌভাগ্যের ভিতর তিনি যে সকল পত্রে স্বামীকে প্রেম-নিবেদন জানাইয়াছেন—আত্ম-হৃদয়ের স্বর্গীয় প্রেম-ভক্তির অর্ঘ্য সমর্পণ করিয়াছেন—সাহিত্যে তাহা সুষমা-মাধুর্য্যের বিচিত্র বিকাশ। যে যুগে হিন্দু-নারী অসূর্য্যম্পশ্যা, অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকিয়া সমাজের সহিত—বিদ্যাচর্চ্চার সহিত পূর্ণভাবে সম্মিলিত হইবার সুযোগ পাইতেন না—সেই যুগের আচার-নিষ্ঠ হিন্দু-পরিবারে শিক্ষিতা বর্দ্ধিতা মহীয়সী নারী তিনি। সামাজিক বাধা তাঁহার উচ্চ শিক্ষার—বিদ্যানুশীলনের—সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনার—প্রতিভাবিকাশ-সাধনার পথরোধ করিতে পারে নাই।

কৈশোরেই সুকবি বলিয়া তিনি মাসিক-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন—কেবল কাব্য-কলার চর্চ্চাতেই তাঁহার কল্পনকিল্পর সম্যক্

বিকাশ নহে—শিক্ষকের সাহায্য না লইয়া তিনি কল্পনাশক্তিবলে অনেক সুরঞ্জিত চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন—কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারের শক্তি পরাজয় করিয়া মাটীর পুতুলে মৃন্ময় পল্লীদৃশ্য পরিকল্পনায় ভাস্কর্য্য শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মহিলা-শিল্প-প্রদর্শনীতে এই সকল চিত্র ও ভাস্কর্য্য যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

বর্ত্তমান যুগের মত এত মহিলা সুলেখিকার লেখনীপ্রভাবে তদানীন্তন কালের সাহিত্য সমৃদ্ধ হয় নাই—সেই অনাদৃত যুগের সাহিত্যে অন্তঃপুরসীমাবদ্ধ নিভৃতে বালবিধবার ব্রহ্মচর্য্যের পূত প্রভাবে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল—কল্পনা-লীলাময়ী বীণাপাণি গিরীন্দ্র-মোহিনীর সম্মোহন বীণার অনাহত ঝঙ্কারে বাঙ্গালার গগন-পবন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে মূর্চ্ছনা-তরঙ্গের পবিত্র প্রবাহে সাহিত্য-গগন চির-প্রতিধ্বনিত। তিনি আত্মজীবনের অনুভূতি-প্রভাবে পবিত্র ধূপের মত হৃদয়ে হৃদয়ে পুড়িয়া সে ধূপ-সৌরভে বাঙ্গালার সাহিত্য-মন্দির সৌরভিত, গৌরবান্বিত করিয়াছেন!

তাঁহার কল্পনার অনাবিল প্রবাহ হিন্দুর মহতী চিন্তার ধারা দেশের সর্ব্বস্তরে সর্ব্বসমাজের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যুগযুগান্তরেও সমগ্র বাঙ্গালীজাতিকে স্বদেশপ্রেমে সঞ্জীবিত করিবে। গ্রন্থাবলী আকারে সুলভ সুপ্রচারে তাঁহার কাব্যসুধা-মাধুরী বাঙ্গালীর কণ্ঠে চির-বিরাজিত হইয়া সাহিত্যপ্রিয় সুধীজনসমাজকে চির-আনন্দে উৎফুল্ল করুক, ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা—গ্রন্থাবলী-প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য—একমাত্র সার্থকতা।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
মহাপঞ্চমী, ১৩৩৪

বিনয়াবনত
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আভাষ

হৃদয়ে উথলে মম যে সিন্ধু-উচ্ছ্বাস
'আভাষ' তাহার মাত্র প্রকাশে আভাস।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী-প্রণীত

উপহার

ভাই প্রিয়,

ভালবাসি যে কাহাকে ভাই বলি তারে,
স্নেহমাখা "ভাই," ভাই, অতুল ধরায় !
স্নেহ-উপহার তোরে দিব রে কি ক'রে,
হৃদয়ের স্নেহ কভু ভাষাতে কুলায় ?
জানি না কি সুরে ভাই বাঁধা তোর প্রাণ,
চিরদিন, বাস ভাল বিষাদের গান।
স্নেহভরে দিনু তোরে বধূটি কবিতা,
শুনো ভাই, তার মুখে প্রকৃতির গাথা।

আভাষ



পুষ্পনারী

আশার শিশির জলে সিঞ্চন করিয়া ফুল,
গড়েছি বিনোদ গুচ্ছ, ঘেরিয়া পল্লবকুল,
যতনে সাজায়ে সাজী পাঠাতেছি উপহার,
জুড়ায় সুবাসে যদি একটুকু হৃদ কা'র।

বেছে বেছে তুলে ফুল সাজায়েছি চারু ডালা,
রচিয়াছি কণ্ঠহার, মুকুট. নূপুর, বালা,
পাঠাতেছি ঘরে ঘরে যদি কেহ ভালবেসে,
একটি কুসুম মোর তুলে পরে এলোকেশে!

বিনা সূতে গেঁথে হার কাঁদিতেছি নিরিবিলি,
ভাবিতেছি এ মালাটি দিব কা'র করে তুলি,
পরিতে বাসিত ভাল যে মোর সে গেছে চ'লে,
কা'রে আর দিব তবে, ফেলে দিই খুলে ধূলে!

ভুলে যাওয়া মুখগুলি যদি এ মালাটি হেরে,
মানসে ফুটিয়া উঠে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে,
সফল মানিব শ্রম না করি অধিক আশ,
দুঃখিনী কুসুম-নারী মালা গাঁথি বারমাস।

প্রকৃতি

(১)

কি পুলকে কি বিষাদে, কি দিবসে কি নিশীথে
প্রশান্ত মূরতিখানি নিয়ে আছ আঁখি আগে,
প্রেম-মাখা রূপ হেরি দূরে যায় আঁখি-বারি,
নিভ নিভ আশাগুলি পুনঃ প্রাণে উঠে জেগে।

হৃদয়, পরাণ মোর, অই রূপে সদা ভোর,
আকুল হয়েছে আঁখি অই রূপ-সুধা পিয়া।
তোমার জোছনা হাসি, প্রাণের পরাণে মিশি,
হৃদয়ের উপকূলে রহিয়াছে ঘুমাইয়া।

চিরদিন সমভাব, আর সে কাহারে পা'ব,
তোমা ছেড়ে কোথা যাব, তাই ভাবি মনে মনে,
ফুরাইলে এই কায়া, কে মনে রাখিবে ছায়া,
এক মুঠা ভস্ম শুধু প'ড়ে রবে তব প্রাণে!

(২)

তবে, এস গো প্রকৃতি আজি দোঁহে মিলে একত্তরে,
যা কিছু বিভব সব দিয়ে পূজি প্রাণেশ্বরে;
আয় গো কুসুমবধূ লইয়া হৃদয়-মধু,
আজিকে পূজিব বঁধু মিলে সব চরাচরে।

ঢাল শশী সুধারাশি, আয় রে শারদ নিশি,
শুভ্র আস্তরণ তোর বিছায়ে দে ধরাপরে।
ভূধর হৃদয় হ'তে নিঝর ছুটিছে স্রোতে
নাচে লতা কাননেতে মৃদুল সমীরভরে।

নদী গাহে কুল্ কুল্, গাহিতেছে বুল্ বুল্,
যামিনী কনক-ফুল তুলেছে আঁচল ভ'রে।

গাও, তবে, গাও রে হৃদয় মোর
পুলকে হইয়া ভোর,
আজি ডাক্ বিশ্বে প্রাণে তোর খুলে দিয়া বদ্ধ দ্বারে।

বাদল

কল্পনে, আমায় আজিকে সজনি,
লইয়া কোথাও চল,
মেঘের আঁধার ছেয়েছে গগন,
সই, ছেয়েছে মরমতল!

দুরাশার মত বিজলি চমকে,
পলকে মিলায় কায়,
জলভরা মেঘ মধুর গরজে,
কে মোরে ডাকিছে হায়!

ফুটিয়া উঠেছে প্রাসাদ, কুটীর,
গাছ পালা উপবন,
বিস্মৃতির কোলে উঠেছে ফুটিয়া,
তাহার মধুরানন!

সুনীল আকাশে ভাসে বকাবলী,
অমনি ভাসিয়া যাই,

চাতকীর মত আছি ত চাহিয়া,
কেন না উড়িতে পাই!

একা এ আঁধারে বিরহ-পাথারে,
ভাসিতে পারি না আর,
নিয়ে যা আমারে নিয়ে যা সজনি,
সে ডাকিছে বার বার!

প্রভাতে জলাক্ষেত্র

বিপুল প্রান্তর-হৃদি অতি দূর দূরান্তরে,
নীল আকাশের কোলে গিয়াছে মিশিয়া,
অকূল পরাণখানি লইয়া গগন যেন,
প্রশান্ত বুকেতে তার পড়েছে ঢলিয়া!

ছোট ছোট মাথা তুলি, ফুটে ঘাস-ফুলগুলি,
হরিত গালিচা হ'তে উঠিল তপন,
নারিকেল-কুঞ্জ-মাঝে বসিয়া কৃষক-বধূ,
সোনার মুখানি তার করে নিরীক্ষণ।

কেশে কর পড়ে ঝ'রে, কাছে ছেলে খেলা করে,
হল কাঁধে যায় গেয়ে কৃষক সুজন,
হাঁস ভাসে দলে দল, তরী বেয়ে যায় জলে,
তৃণের লহরী খেলে মোহিয়া নয়ন।

হল কাঁধে গরুগুলি, সারাদিন ক্ষেতে ফিরে,
সারাদিন বৃষ্টি পড়ে মাথে।

সারাদিন 'পোলো' নিয়ে, জেলেদের ছেলে মেয়ে
কি আনন্দে ভ্রমে জলপথে!

এ শান্ত শ্যামল ক্ষেত্রে সরল সন্তোষ ছবি,
হেরে প্রাণ পুলকে আকুল,
মনে হয় আমি যেন এদের আপনা কেহ,
ক্ষণেকেতে হয়ে যায় ভুল!

নিদাঘে

নিদাঘেতে দ্বিপ্রহরে, জানালা মুদিত ঘরে,
আঁধারেরে পরাণ সঁপিয়া;
কোলে তার মাথা থুয়ে, নিরিবিলি আছি শুয়ে,
কাছে এল কল্পনা হাসিয়া।
পুরাতন ছবিগুলি, চোখের সম্মুখে খুলি',
ডেকে কহে সুমধুর স্বরে—
দেখ দেখ, চেয়ে দেখ, একবার চেয়ে দেখ,
কাহাদের আনিয়াছি ঘরে!
সেই বাল্যসখা সখী, যাহাদের নাহি দেখি,
পলকেতে হইতে আকুল;
ছায়া যেন আলোকেতে, কায়া যেন মায়া সাথে,
গুচ্ছে যেন কামিনীর ফুল।
সেই শান্ত দ্বিপ্রহর, জনশূন্য সে প্রান্তর,
ঘুরে ঘুরে ঘুঘু দু'টি ডাকে।

বায়ু বহে হু হু করি, তপ্ত ধূলা উঠে ঘুরি,
পথিকের নয়ন সন্তাপে।
পুকুরে পঙ্কের কোলে, লিহ লিহ জিহ্বা মেলে,
অবসন্না নিদাঘে কুকুরী।
তীরে কুকো কুব্ কুব্, ছায়ায় মরালী চুপ,
পদ্মে শুধু আকুল ভ্রমরী।
দুপুরে চাষার ঘরে, ঝাঁপ বন্ধ ঘর-দ্বারে,
স্নিগ্ধ বড় ঢেঁকীশালাখানি।
ছায়া হেথা মায়াপাশে, বাঁশঝাড় চারিপাশে,
কিচি মিচি সালিখের ধ্বনি।
নথখানি মুখে শুয়ে, আঁচল পাতিয়া ভুঁয়ে,
ঘুমাইছে কৃষকের দারা।
উঠানে তুলসী-শিরে, ঝারা-জল ঝরে ধীরে,
ছিদ্র ঘট সলিলেতে পোরা।
অপরাজিতাটি তার, ফটাইয়া ফুলভার,
মাচাখানি নীলিমায় ঢাকি।
স্নিগ্ধ সে কুঞ্জের মাঝে, বিড়ালীটি শুয়ে আছে,
ছানাগুলি নিয়ে মুদি আঁখি!
হোথা দেখ ক্ষেতে চাহি, শ্রমজল পড়ে বহি,
শিরে বাঁধা উত্তরী বসন।
গাত্র দহে ভানু-করে, দাত্রখানি আছে করে,
হেসে ধান বপে চাষাজন।

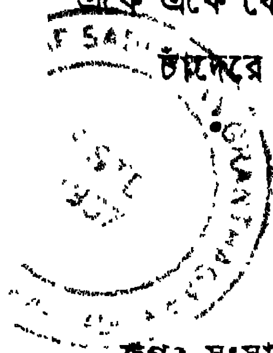
গোধূলি

লুকাও রে তপন কিরণ, সায়াহ্নের সুনীল অঞ্চলে ;
না ঢাকিলে সোনা মুখখানি, কেন বাছা কেন রে না জানি,
স্বপ্ন মোর আসিবে না চলে।
তবে লুকা রে লুকা রে রবিকর, আঁখি তার বিরহে কাতর ;
জলদের বুকে খেলা ক'রে, ঘুমাগে যা সুনীল সাগরে।
হের অন্ধকারে আকাশ ছাইয়া রহস্যের শত ছবি নিয়া.
আসিতেছে স্বপ্ন সাথে নিশি,
তুই যারে দিবা সাথে চ'লে, আমি গিয়া আঁধারেতে মিশি।

গ্রাম্য-সন্ধ্যা

দিগন্তে ডুবিল রবি, বসুধা কনক-ছবি
বিষাদেতে ছায়াময়ী মিলায় মিলায়।
পূরবে গগন-কোণে, করুণাব্যথিত মনে,
নীরবেতে সন্ধ্যা-তারা মুখপানে চায়।
আঁধারে ছাইল ধরা, প্রকৃতি নিস্তব্ধ পারা,
দূরে শুধু শোনা যায় ঝিল্লীর স্বনন।
হলটি লইয়া কাঁধে, অতি শ্রান্ত মৃদু পদে
ধীরে ধীরে গৃহে ফিরে কৃষকসুজন।
প্রশান্ত নিস্তব্ধ সব, শুধু টুন্ টুন্ রব,
গাভী-গল-ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায় দূরে।
কুটীরে কৃষক-দারা, দীপ হাতে নমে তারা,
তুলসী-তলায় আসি সন্ধ্যা দেয় ধীরে।

নিস্তব্ধ বনানী কায়া, আঁধারেরে স'পি দিয়া,
জলধি-জলেতে যদি ডুবিল তপন।
ব্যথিত কম্পিত শাখী, গৃহে ফিরে যায় পাখী,
বিলাপ কাকলীপূর্ণ করিয়া গগন।
(ক্রমে) ধীরে ধীরে অতি ধীরে, আলোকে নিষিক্ত ক'রে
মেঘের আড়াল হ'তে চাঁদ উঠে হেসে।
একে একে ফোটে তারা, প্রেম-নিমন্ত্রিতা তা'রা,
চাঁদেরে ঘেরিয়া সুখে সভা ক'রে বসে।



কোজাগর নিশি

জগৎ সংসার আজি আমরি কি শোভিতেছে!
আজি কোজাগর নিশি, জোছনায় ভাসাভাসি!
—যেন রাশি রাশি হাসি জগৎ প্লাবিয়া দেছে!
প্রেমের উৎসবে যেন, আজ শশী নিমগন!
যারে দেখে তারে চুমে, প্রাণ প্রেমে ভেসে গেছে!
কল্ কল্ নদী-জল, তক্ তক্ নিরমল,
রজত-মার্জ্জিত কায়া নেচে নেচে চলিতেছে।
ধীরি ধীরি তরি চলে, দাঁড়-জলে সোণা জ্বলে,
আরোহী মধুর গলে সুখ-গান গাহিতেছে;
অধরে ফুটিয়া হাসি, নয়নে উঠিছে ভাসি,
সুরে সুরে মেশামিশি, প্রাণে প্রাণ মিলিতেছে।
কুটীর, প্রান্তর, বন, জোছনায় নিমগন,
কুসুমিত উপবন, সুখ-স্বপ্নে মজিতেছে!

ধরা আজি সুখে হারা — তুমি, ত্যজি' দুঃখ-কারা,
এস জগতের পাশে সবে যবে আসিয়েছে !
এ যে সুখ-স্বপ্ন-ভূমি, মিলিবে না কেন তুমি ?
আজি আলোকেরে চুমি, আঁধার মরিয়া গেছে
জগৎ সংসার আজি আমরি কি শোভিতেছে !

বাল্যস্মৃতি

আজিকার রাতে বিমল জোছনা আনিল বহে' কি গান।
ঘুমঘোরময় শৈশবের স্মৃতি ছাইয়া দেছে গো প্রাণ।
পড়িতেছে মনে চিলের সে ছাদ খেলাতে ধূলিতে মাখা ;
বসিয়া যেখানে দেখিতাম চেয়ে রামধনু নভে আঁকা।
যেখানে বসিয়া দেখিতাম চেয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে খেলা ;
নারিকেল, বট, অশ্বথের শিরে কষিত কাঞ্চন ঢালা।
বসিয়া যেখানে অবাক্ নয়নে, শ্যামল দিগন্ত ধার ;
দেখে ভাবিতাম পৃথিবীর সীমা ওই অবধি— নাহি আর।
বসিয়া যেখানে সঙ্গিনীর সনে গাঁথিতাম বকুল ফুল,
দেখিতাম চেয়ে দুলিত কেমন সখীর কানের দুল।
পড়িছে মনেতে মায়ের কাছেতে ভাই, বোন, সখা-সখী,
কত গল্প শুনি কত কি কাহিনী উপকথা 'চখা-চখী'
বলিতে বলিতে জড়িত রসনা ঘুমে মা'র আঁখি ঢুলে,
কত ব্যগ্র হয়ে, ভাইবোনগুলি "ওমা, বল বল" বলে।
পড়িতেছে মনে বাঁধা ঘাট, মাঠ, মঞ্চ, পথ, ফুলবন ;
বৃষ্টি পড়ে সেই ছাপান পুকুরে, হংসীদের সন্তরণ ;

শরতের সেই স্বচ্ছ সরোবর, কুমুদ কহ্লার দল ;
বরষার সেই নিবিড় নীরদ, ঝম ঝম বৃষ্টি জল।
পড়িতেছে মনে সুখের শরতে কুমারে প্রতিমা গড়ে।
কত সাবধানে আঁকে চিত্রকর, তুলিকা ধীরেতে নড়ে।
ময়ূরে কার্ত্তিক, বাণী করে বীণা, হেরিয়া মোহিত প্রাণ ;
ইন্দিরার করে মোমের কমল, ভ্রমরা হারাত জ্ঞান।
পড়িতেছে মনে কত হাসি খেলা, শৈশবের সুখ দুঃখ,
ভাসা ভাসা আঁখি, কচি রাঙা ঠোঁট, কত সুকুমার মুখ।
পড়িছে মনেতে পূজার আরতি, ঢাক ঢোল কাড়া দল,
সঙ্গিনীর সনে চামর দোলানো ঘুঙুরের কোলাহল।
পড়িছে মনেতে শীতের সকালে ভোরে মাঠে ছুটে খেলা।
মনে পড়িতেছে শেফালি বিছানো শিউলি গাছের তলা।

ভগ্ন দেবালয়

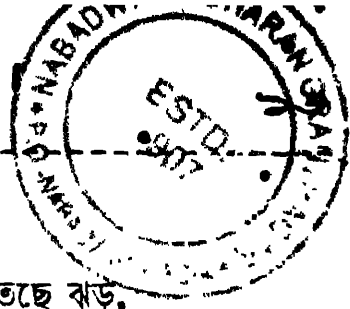

SADAWIP SAD. ESTD 1907

করিত আরতি, কাহার মূরতি, ছিল এ মন্দির মাঝে।
মলয় চন্দনে, ফুল-আভরণে, সজ্জিত সুন্দর সাজে।
নর নারী সবে মিলে ভক্তি-ভাবে গাহিত বন্দনা গান,
শঙ্খ-ঘণ্টা-রব. ধূপের সৌরভ, পবিত্র করিত প্রাণ।
বিকট করাল নিরদয় কাল, হায় একি তার দশা,
সে দেবনিলয় শিবার আলয়, পেঁচক, বায়স বাসা!
জরা-জীর্ণ প্রাণ ভগন সোপান, একা প'ড়ে নদীকূলে,
পুরাতন বট বিলম্বিত-জট, আননে পড়েছে ঝুলে।
কুলু কুলু ধ্বনি স্ফীতা গরবিণী, সগর্ব্বে বহিয়া যায়,
কহিবারে কথা ফেলে শুষ্ক পাতা, বট সম্ভাষিতে যায়।

মোহিনী নগরী সজ্জিতা সুন্দরী, তোমার চিকণ ভাল,
তোর হাসি খুসী তোর বীণা বাঁশী, চারু অট্টালিকা মাল।
কিছু মূল্য নাই এর কাছে ছাই, বিভব রাশিতে ধিক্;
নবীন যৌবন সুচারু আনন, থাক নিয়ে ফল পিক।
এই জীর্ণ প্রাণ এ ভাঙ্গা সোপান, এই বট জটাজাল;
এই নিরজন ভাবের ভবন, কবির এ চিরকাল।

মেঘ

বিপুল গগন-হৃদি ঢেকে ফেলে নীলিমায়,
তবু তবু নবঘন কোন দেশে চ'লে যায়?
ফোঁটা ফোঁটা আঁখি-জল বুঝি পড়ে নিরাশায়,
কেন অত গতি দ্রুত, কাহারে পাইতে চায়?
যা রে, যা রে, প্রাণ মোর হেথা কেন প'ড়ে আর,
মিশে যা চ'লে যা সাথে যদি দেখা পাস্ তার।
যেতে যেতে পথে যেতে যদি সে দেখিস্ কার,
বিষাদ-মলিন মুখ, নিরাশার অশ্রুধার,
তবে ভুলে গিয়া তোর ব্যথা, দাঁড়াস্ দাঁড়াস্ সেথা,
সে ছবি আঁকিস্ প্রাণে দিয়ে অশ্রু উপহার।
ভবিষ্যৎ আছে জানা ধূলি প'রে ধূলি হবি,
কেন নিলি হেন প্রাণ যদি একা প'ড়ে রবি।
যেতে যেতে পথে যেতে মেঘের আড়াল থেকে,
যে ভাল বাসে না তারে চেয়ে যাস্ প্রেম চোখে।



গ্রাম্য ঝটিকা

গাছ পালা শাঁ শাঁ ক'রে, আসিতেছে ঝড়,
ধূলা উড়ে পাতা উড়ে, বাঁশ কড়্ কড়্।
সড়্ সড়িয়ে কাঠবিড়ালী খেজুর গাছে উঠে,
ল্যাজটি তুলে হাম্বা রবে, বাছুরগুলি ছুটে।
নীড়ে ফিরে যায় পাখী কিচির-মিচির ধ্বনি।
মাথায় কাপড় কাঁখে ছেলে, ছোটে রজকিনী;
প্যাক্ প্যাক্ ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ জলে থেকে উঠে,
এঁকে বেঁকে মরালগুলি খোঁয়াড় পানে ছুটে।
মাঠে থেকে আসে কৃষাণ লাঙ্গল ঘাড়ে ক'রে,
"আয় রে মোদো ও সিধে—এ—এ" ডাক্ প'ড়েছে ঘরে।
চিকির মিকির চিকির মিকির চিকুর ঝলা রাঙা।
গড় গড়িয়ে ডাকে মেঘ, জাঁতায় ডাল ভাঙা।

—— ——

জাহ্নবী

হীরক তরঙ্গ ভাঙ্গা　　পূত তরঙ্গিণী গঙ্গা,
দুই কূলে শোভিতা নগরী।
রাজার নন্দিনী মত　　পদতলে শত শত
সেবিতেছে কিঙ্কর কিঙ্করী।
তর্ তর শুভ্রবারি,　　ভূলোক পুলক করি,
আনমনে বহ হেলে দুলে,
কিবা ধনী কি ভিখারী,　　দুকূলে বিতরি বারি,
স্নেহময়ি, কোথা যাও চ'লে?

তট তরু শ্যাম কায়, মিশিয়া দিগন্ত কায়,
আকাশ প্রসারি শ্যাম শির।
নিচল আকাশ আঁখি, হৃদয় তরঙ্গ দেখি,
পুলকিত অধীর সমীর।
রৌপ্য-চরা-বালুকায়, ভিখারী ভিক্ষান্ন খায়,
সন্ন্যাসী জপয়ে জপমালা।
পূত উপকূল-কায় মানব মিশায়ে কায়,
শান্তি পায় দুঃখ শোক জ্বালা।

বীণাপাণি

মানস-সরোজলে, হৃদি কমলদলে,
বিহরে বীণাবাদিনী।
রুণু রুণু রুণ্ রুণ্ মূর্চ্ছনা সুনিপুণ,
গুন্ গুন সঙ্গীত-ধ্বনি।
পহিরণ ফুলসাজ, বসন্ত রাগ রাজ,
খেলত এ তারে ও তারে,
মৃদুল ফুলবায়, উত্তরী উড়ে যায়,
কুণ্ডল দুলয়ি অধীরে।
মুকুট মুঞ্জরী, আকুল পড়ে ঝরি,
চঞ্চল চিকুর চাঁচরা।
নাচত রঙ্গিণী, সঙ্গিনী সুহাসিনী,
মুখর চরণ-মঞ্জীরা।
যত রাগ সুন্দরী, জননী বাণী ঘেরি,
গাহত বন্দনা গানে।

অঞ্জলি প্রেমফুল, লয়ে কোবিদকুল,
গদ গদ ফুল্ল নয়ানে।
লম্বিত ঘন কেশ, শুভ্র উজল বেশ,
অধর মধুর হাসিনি।
নমঃ নমঃ সরস্বতি, দেবি ভারতি,
পীযূষ-ভাষ-ভাষিণি।

ভৈরবী

এস দিব তোমায় শ্যামা প্রেম-জবাফুলের মালা,
কালী-রূপে কাল-জায়া, তাই গো রসনা লোলা।
অজ্ঞতায় বধেছ ভীমা,
এই ত মায়ের ধারা গো মা,
নিঠুরতা বধি সতী পরিয়াছ মুণ্ডমালা।
স্বীয় শিব পদে দলি,
শিখাও স্বার্থে জলাঞ্জলি;
করালিনী-রূপে কালী পূর্ণ কর কালের খেলা।
ত্রিকাল, ত্রিনেত্র ভরি,
মোহনাশা দিগম্বরী,
শিব সতী শুভঙ্করী বরাভয়প্রদা বালা।

রাধিকা

আহা কি সুন্দর রাতি, বিমলা জোছনা ভাতি,
যমুনা সুনীল কাঁতি, বহে দুলে দুলে লো।

SADH...

চাঁদ-ভাঙ্গা ঢেউ তুলি যমুনালহরীগুলি,
অলসে পড়িছে ঢুলি ধীরে উপকূলে লো,
মধুর মলয় বায় ধীরে ধীরে বহে' যায় ;
ও কে দূরে গান গায় ? মরি মরি মরি লো !
মুখানি হেরিতে ওর আকুল পরাণ মোর,
সাধ যায় কাছে যাই দেখি আঁখি ভরি লো !
হৃদি করে চিনি চিনি আঁখি না মানে সজনি,
যেন ওই সুরখানি শুনিয়াছি কবে লো !
আহা কি মধুর তান উদাস করিছে প্রাণ,
কে গাহে অমন গান বল্ তোরা সবে লো !
গগনে শারদ শশী হেসে পড়িতেছে খসি,
গানেতে যেতেছে ভাসি স্তব্ধ ধরাতল লো।
সুরে সুখে মেলামেলি প্রেমে সাধে গলাগলি,
উলটা পালটা স্রোতে প্রাণ চল চল লো !
ও গান মধুর মধু দূরে গায় পিক-বধূ,
প্রাণ ধরে' গোপবধূ কিসে রবে হায় লো !
স্তবধ যমুনাকূল, চকিত হরিণী-কুল,
নদীমুখে কুল কুল, বুঝি কুল যায় লো !

স্বপ্নহারা

কে তারে লইল হরি, নিশির তামসী মাঝে !
নূপুরের রুণু ঝুণু, আর না হৃদয়ে বাজে।

হায়, নয়ন-তারার দেশে বেড়াইত এলোকেশে
পলকে পলকে নব মধুর মোহন সাজে।
তার সাথে প্রতি নিশি খেলিতাম কাঁদি, হাসি,
লুকাত হেরিলে দিশি, উষার অঞ্চল মাঝে।

[library stamp]

স্বপ্নহারা

(২)

স্বপন-কৃপণ হ'লো হায় কোন্ অপরাধে!
সতত দেখাত যে গো এনে সেই মুখ-চাঁদে।
নয়ন-তারার দেশে,
বেড়াত সে এলোকেশে,
কত কি দেখাত হেসে কাছে এসে সেধে সেধে।
কোমলা সরলা বালা,
না জানিত ছলা-কলা;
সঁপিল বিরহ-জ্বালা কে তারে রাখিয়া বেঁধে।
তাহার বিরহে মোর
এ ঘর হয়েছে ঘোর,
আর কে মুছাবে আঁখি-লোর, মরি একা অভাগিনী কেঁদে।

শুকতারা

সারাটি রজনী জাগি, অলস মদির আঁখি,
সবে ঘুমাল আনন ঢাকি, আকাশের বুকে,—

মুখানি কিরণ-মাখা, তুমি কেন জেগে একা,
পাইতে কাহার দেখা অনিমেষ চোখে ?
প্রতিনিশি জাগি জাগি, তবু শ্রান্ত নহে আঁখি,
তোমারে যেন গো দেখি বিরহীর পারা !
তবে সই কহ হেন, সমুজ্জ্বল শোভা কেন,
বাসরে বধুটি যেন, অতি মনোহরা !
তুমি কি প্রেমিক কবি, রজনী রহস্য ছবি
আঁকিছ নিরালা বসি গগন-প্রাঙ্গনে !
অথবা উষার সনে, মুগ্ধ প্রেম-আলাপনে,
ভুলে আছ অরুণের অসহ কিরণে !
কিবা, স্বপ্নের সীমন্ত হ'তে, খসিয়া পড়েছ পথে,
জগত-মুগধকারী মোহময় মণি !
সারা-রাতি ছলাকলা দিয়া সুখ দিয়া জ্বালা,
তাড়াতাড়ি পলায়েছে ছুটে কুহকিনী !
কোন্ ভাবে কার আশে, একাকিনী থাক বসে,
ভাবিয়া না পাই শুধু মুগ্ধ হয় আঁখি !
চেয়ে দেখি বাতায়নে, চেয়ে আছ সুলোচনে,
আঁখিতে আঁখিতে মিলে হাস, হাসি সখি।

কারাগার

কি উপকরণ দিয়া, না জানি গঠিত হিয়া,
সদা তাই ভাবি মনে মন,
অস্থিকারাগার মাঝে, কে উহাকে স্থাপিয়াছে,
সসীমে অসীম সম্বেষ্টন।

কভু, অচল, অটল, কভু সিন্ধু সচঞ্চল,
কখন কঠিন শিলাখানি,
কভু বা মোহিত ছলে সামান্য উত্তাপে গলে,
সুকোমল সদৃশ নবনী।
স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা, অনন্ত অতৃপ্ত আশা,
ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান ;
পূর্ণজ্ঞান, উচ্চশিক্ষা, অনন্ত কালের দীক্ষা,
ক্ষুদ্র পঞ্জরেতে গাহমান।
তুমি হৃদিহীন ধাতা, এ কি এ নিয়ম, পাতা,
নিরদয় তোমার বিচার!
বিপুল প্রেমের হৃদি, কোন্ দোষে তার বিধি,
অস্থিময় ক্ষুদ্র কারাগার ?

(উত্তর) *

দেহ নহে কারাগার, নহে অস্থি-চর্ম্মসার,
নহে হেয় তুচ্ছ এ শরীর।
পবিত্র অক্ষয় বট, মাটীর মঙ্গল ঘট,
হৃদি-রূপা দেবতা-মন্দির।
উজলি সহস্রাধার, প্রকৃতির অবতার,
বিরাজেন কুল-কুণ্ডলিনী।
মায়া, মোহ সখী দুটি, আজ্ঞে ধায় ছুটাছুটি,
মর্ত্ত্য-ক্ষেত্রে নিত্য বিহারিণী।

---

* "কারাগার"এর উত্তরে ইহা জনৈক মাননীয় ব্যক্তির লিখিত।

শরীরের তন্ত্রে তন্ত্রে, নাচিছে দেবীর মন্ত্রে,
তাল লয়ে নহে কভু ভুল ;
হাসাতেছে হাসিতেছি, কাঁদাতেছে কাঁদিতেছি,
ভাবাতেছে ভাবিয়া আকুল।
তবে তুচ্ছ নহ তুমি, প্রকৃতির রঙ্গভূমি,
মহাশূন্য নহে তাঁর বাস।
অধীনে স্বাধীন প্রথা, লাঠী-বদ্ধ ঘুড়ী যথা,
উড়ে যায় সুদূর আকাশ।

বিস্মৃতা শকুন্তলা

রজনী চাঁদিমা-শালিনী,
হীরক-ভূষিতা মালিনী
কুলু কুলু কুলু নাদিনী
কোথা যাও অভিসারিণী ?

তীর-তরু-ছায়-শোভিতা
সুনীল আঁচল আবৃতা,
ভাঙিয়া নিশির স্তবধতা
কি গান গাহিছ ভাবিনী ?

আকাশেতে চাঁদ হাসিছে
তব হৃদে ছায়া ভাসিছে,
সমীরে লহরী কাঁপিছে
কানন ব্যাপিয়া চাঁদিনী !

একলি তৃণের কুটীরে,
অলস-বিহীন আঁখিরে,
তুয়া সাথে আজি সখিরে,
কহি মম মন-কাহিনী !

আমি রে তাপস বালিকা
ফুল তুলি গাঁথি মালিকা,
সখী মোর বন-সারিকা,
তরু-লতা ভাই-ভগিনী !

কিছুরি অভাব ছিলনা,
নাহি জানিতাম বেদনা,
উহাদেরি সুখে মগনা,
ওদেরি দুঃখেতে দুঃখিনী !

গগনেতে চাঁদ হেরিয়া,
কলিকা উঠিত ফুটিয়া,
সমীর খেলিত ছুটিয়া,
নাচিত লতিকা-ভগিনী !

বনে বনে গান গাহিয়ে,
বকুলের ফুল কুড়ায়ে
তাহাতে মালিকা গাঁথিয়ে
সাজাতেম সুখে শিখিনী !

হায় ! কেন গো এমন হইল ?
একি জ্বালা হায় ঘটিল,

কেন পোড়া আঁখি হেরিল
অতি দুরলভ সে জনে !

কেন মধু হাসি হাসিয়া
কুল-লাজ গেল নাশিয়া
গলে দিয়ে প্রেম ফাঁসিয়া
কেন গো বধিল পরাণে !

সরলা কানন কুমারী
বুঝিনে, নিষাদ-চাতুরী
হায় ! বাজায়ে প্রেমের-বাঁশরী
ধরিল হৃদয়-হরিণে !

সুবিশাল নীল আঁখিয়া,
কি জানি কি বিষ ঢালিয়া,
হৃদয় ফেলিল জারিয়া,
এমন দেখিনি জনমে।

আর কি সে মন পাইব ?
সে মুখ ভুলিতে নারিব,
দগধ পরাণ ডারিব,
তোমার সুনীল জীবনে !

———

ব্রজাঙ্গনা

(বিশাখা)

কেন কেন কেন ওরে ডাকিস্ আকুল তানে,
কুলবতী কুলে থাকে ভাল কি লাগে না মনে ?

কি তোর প্রেম অমূল,
বিনিময়ে চাহ কুল,
হায়, বিকশিত প্রেম-ফুল শুখাবে সে ত দুদিনে,
কেন কেন কেন ওরে ডাকিস্ আকুল তানে।

(সুদেবী)

কাঁটা বনে ফুল ফুটেছে আকুল অলি,
খেদে গুন্ গুন্ গায়,
ফিরিয়া ফিরিয়া যায়,
সৌরভে চিত মাতায় কুসুম কলি!

(চন্দ্রাবলী)

সইলো ও মায়ামৃগ ধ'রে দেবে কে আমায়!
বাঁধিবারে গিয়া ওরে,
বাঁধা পড়ি শত ফেরে,
চুরি-করিবারে গিয়ে ধরা দিয়ে প্রাণ যায়,
ধ'রে দেবে কে আমায়!

(ললিতা)

চল লো সখি,
দূর হ'তে করে গুণ, ও গুণী কেমন জন,
কি গুণে বাঁধিল মন আকুল আঁখি!
দেখি কি কৌশল তার, বিনা সূতে গাঁথে হার,
হানে শব্দভেদী শর বিনাশে পাখী!

(বৃন্দা)

ঐ চলে যায় যায় মলিন মুখে,
কেন গো ফিরালে ওরে কিসের দুঃখে?

নিরাশা-আঁধার ঘোর,
ছাইল মুখানি ওর,
বিমল প্রেমের আলো থাকিতে বুকে
কেন গো ফিরালে ওরে কিসের দুঃখে ?
কুসুমে পাষাণ যেন,
দেখি নিরদয় হেন,
তবে সকরুণ আঁখি কেন কি লাগি মুখে ?
কেন গো ফিরালে ওরে কিসের দুঃখে !

(মানিনী রাধা)

মান রাখা মন চাইনে আমি,
থাকুক সে মন তারি কাছে,
যার চোখে না জল ঝরে, কাঁদব কি তার গলে ধ'রে ?
সেটি ত পারব না কভু, ম'রে না হয় র'ব বেঁচে !

শ্যাম

যাইবে চলিয়ে, রহিব ঘেরিয়ে, কেমনে ফিরাবে মুখ ;
তুমিই রমণী, তনুয়া নবনী, নহে ত পাষাণ বুক।
তবু নয়ন-কমল, প্রেমে টলমল, কমল আননখানি।
স্বভাবকোমলা কর কত ছলা, তুহু রাই কমলিনী।
(কিবা) যেতে যদি পার, যাও তবে যাও, মানা না করিব তোমা ;
অসাধ্য সাধনা আর সাধিব না, তু বড় কঠিনা রামা।
যেতে যদি পার, যাও তবে যাও, আমি কাঁদিব না আর।
পাষাণের বেড়া-রুদ্ধ এ হৃদয়, যাও ভেঙ্গে হৃদি-দ্বার !

(যাও) ফিরাবে তোমারে তৃষিত নয়ন, ফিরাবে আকুল আশা,—
ফিরাবে তোমারে বাঁশরীর গান, ফিরাবে প্রাণের ভাষা।
যদি গো না পারি মোহন বাঁশরী ভাঙি ফেলিব যমুনা-জলে;
যদি নাহি পারি, শপথ প্রেমেরি ; রাধে, মরিব চরণতলে।

কবিতা সখী

সাধের পবনে, কল্পনা-কাননে, সখি, তুমি গো জীবন-সাথী!
ভাষার আননে মরমের সুধা, পিও সে দিবস রাতি।
ভাবের মৃণাল বাহু শত দিয়া,
সদা সাধ, তোরে রাখিতে বাঁধিয়া,
প্রদোষে, উষাতে, আঁখিতে আঁখিতে, খেলিবে স্বপন-ভাতি!
সখি, তুমি সে জীবন-সাথী।
হের নীরবেতে তারা, ঢালে প্রেমধারা,
ওই, পাপিয়া কাঁপায় রাতি!
আয়, দুঃখের মতন থাকিবি মিশিয়া
মরমে মরমে গাঁথি, সখি, তুমি সে জীবন-সাথী!

পঠ-মঞ্জরী

মধুর পবনে, কুসুম-কাননে, বসিয়া রমণী কে?
সুবরণ গোরী যৌবন-মাধুরী, উছলি উঠিছে দে!
আলু থালু বাস, হৃদয় উদাস, মুখানি মলিন ভায়।
কুঞ্চিত কুন্তল, সমীরে চঞ্চল, লুণ্ঠিত ভূতল কায়।
দু কপোলে ধারা, স্থির আঁখি-তারা, পদ্মে যেন হিম-কণা,
ঘেরি সখী সব, বিষাদে নীরব, নেহারি মলিনা দীনা!

বড় হংসিকা

স্মের-আননী বিলোলা দিঠি, মন্দ মৃদু হাসয়ি,
পুলকে সখা, সোহাগে মাথা, মিঠি মিঠি ভাষয়ি !
অলস সুখে, কান্ত মুখে আধ আধ দিঠিয়া !
মাধুরী ছবি নেহারি কবি মুগধ ভেল আঁখিয়া ।

বসন্ত-রাগ

হরিত কানন, লতাকুঞ্জবন, দোয়েলা কোয়েলা গায় ।
গন্ধে ভর ভর, ফুল্ল ফুল থর, উথলে সুবাস বায় ।
রসে মাতোয়ারা, ভ্রমরী ভ্রমরা, গুন্, গুন্, গুন্, গুন্ ।
এ ফুলে ও ফুলে, যেন বসে ভুলে, সুচতুর সুনিপুণ ।
মুকুট সুন্দর, চূতাঙ্কুর থর, দোদুল মৃদুল বায় ।
সুপীত বসন সুবর্ণ বরণ, ফুলে ফুলময় কায় ।
নাচে ধীরি ধীরি ময়ূর-ময়ূরী, খুলে চাঁদ-আঁকা পাখা ।
প্রেমে ঢর ঢর নয়ন উজর, মধুর আনন রাকা ।
দুলি দুলি দুলি মরাল-মরালী, চারু সরোবরে ভাসে ।
করে ফুল থর প্রফুল্ল অধর, বসন্ত মৃদুল হাসে ।

বাসন্তী যামিনী

বিমল নিশি, পুলক দিশি রজত হাসি হাসিছে,
আপনা হারা বিবশা ধরা, সুরভি বাস শ্বাসিছে ।

ললিত কায়া হেলিত ছায়া, দোদুল ফুল লতিকা,
সমীর চুমে, তটিনী ঘুমে, উরসে তারা মালিকা।
কুসুম-বধূ হৃদয়ে মধু, বঁধুর মুখ চাহিয়া,
পুলকে গলি বিভব অলি গাহিছে গান সাধিয়া।
কূজিত পিক মোহিত দিক, ডাকিছে ওকি বধূরে ?
বিমল নিশি বিমল শশী মিশিছে মধু মধুরে।
আকুল তান আকুল প্রাণ চাহে চরণ-কমল,
কোথায় সখা, দেহ হে দেখা, ভকত-আঁখি সজল।

বসন্তে কাননরঙ্গ

(প্রজাপতি ও কামিনী)

কামিনী।—সখা, সুখের ভরমে, কিনিবারে দুঃখ,
হাসিয়া যেতেছ কোথা ?
প্রজা।—নারে না, জাননা তুমি সে বোঝনা,
সে মোর অমিয়া লতা !
কামিনী।—সখা, আপনা চেননা, আপনা বোঝনা,
পরে কি বুঝেছ এত !
প্রজা।—ছিছি ওকথা বোলনা, কুটিল ললনা,
তোর মত নহে সে ত।
কামিনী।—সখা, প্রণয়ের ফাঁদে সবে প'ড়ে কাঁদে,
হাসিতে দেখিনে কারে ;
তাই বলি থাক, আর যেওনাক
কণ্টকী ফুলের ধারে।

প্রজা।—আপনার মত করিতে সবারে,
সাধ তোর যায় বুঝি ?
তোর কথা শুনে পাতার কুটীরে,
ব'সে থাকি চোখ বুজি !
সুনীল আকাশে বসন্ত বাতাসে
ভ্রমিগে হরষে সখা,
দেখিবি তখন আসিব যখন
প্রণয়-পরাগ মাখি।
তোরে ব'লে যাই আসিলে ভ্রমর,
মুখানি করিয়া ম্লান ;
গেওনা তেমন বিষাদের সুরে
হতাশ প্রাণের গান।
আহা, অত ক'রে সাধে, অত ক'রে কাঁদে,
কি পাষাণ তোর বুক।
একাকী থাকিয়া একাকী কাঁদিয়া
বুঝিনা কি পাও সুখ।
এলে পরে অলি, ক'স সখী কথা,
লাজ সে কিসের এত ?
সব ক'টা বোন্ একই রকম,
এমনও দেখিনে ব্রত !

[প্রজাপতির প্রস্থান।

গুন্ গুন্ করিতে করিতে কামিনী গুচ্ছের
নিকটে আসিয়া ভ্রমরের গীত।

গীত

চা'বিনে কি মুখ তুলে, আঁখি খুলে ফুল-রাণী?
পূরাতে মনের আশা, কেন সখী উদাসিনী?
বিমল হৃদয়-মধু
না বিতরি ফুল-বধূ,
কি দুঃখে ঝরিয়া যাবি, বনমাঝে, বিরাগিণী?

কামিনীর গীত।

মধুপ, তোমার মধুর কথা,
বল গে তাহার কাণে।
রূপের কাঁটাতে পারে যে বিঁধিতে,
ব্যথিতে নয়ন বাণে।
ফুরাইলে মধু, তুমি মধু-বঁধু,
তারেও চাবেনা ফিরে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাতাগুলি তার,
যাইবে যখন ঝ'রে।
ধরার প্রণয় দেখেছি গো ঢের,
কপট প্রেমের খেলা।
অমন প্রণয় চাহিনা ত সখা,
সাধে কে আনিবে জ্বালা?

[বিমুখে অলির রোষভরে প্রস্থান।

দ্বিতীয় নাট্য

কণ্টকাঘাতে ছিন্নপক্ষ প্রজাপতির আগমন।

কামিনীর গীত।

একি একি একি সখা, ফিরে ত এসেছ সুখে ?
মলিন মুখানি কেন, কেন হেরি অধোমুখে ?
মুছে ফেল আঁখিধারা, এ ধরণী স্বার্থে ভরা,
তাই গো বলিয়াছিনু যেওনা কাহারো পাশে ;
বিরল প্রেমিক হেন নিঃস্বার্থে যে ভালবাসে।

কিয়ৎক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে মলয় সমীরের আগমন

(কামিনীর প্রতি প্রজাপতি)

গীত।

সখি লো আঁখি খুলে দেখ কে তব পাশে,
সুবাস বিতরিয়া তোষনা ওরে হেসে।
ওকি গো একি ধারা, লাজে যে হলি সারা,
কেন লো পাপড়িগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ে খ'সে ?
শুন লো ফুল-বধূ, এ নহে মধু-বঁধু,
ফুরালে পরিমল আর না রবে দেশে।
সবারে ভালবাসে, সবারি থাকে পাশে,
মলয় সমীরণ নিলয় সব দেশ।

কামিনীর সুবাস প্রদান এবং ভ্রমরের আগমন

গীত।

ভ্রমর।—সাধিলে কাঁদিলে কেন পাওয়া যায় না?
গুন্, গুন্, গুন্ করি,
দিবানিশি কেঁদে মরি,
হায়, এ পোড়া কপাল-গুণে, কেহ চায় না!
মধু খুঁজে ভ্রমি ব'লে, কলঙ্ক দিয়েছে তুলে,
হায়! কেন হে মাধুরী অন্ধ, সে রূপধন্ধ চায় না!

[প্রস্থান।

হৃদয়ের কথা

হারায়ে ফেলেছি সখী হৃদয়ের কথা,
শূন্য পানে চেয়ে তাই ভাবি শূন্য প্রাণে।
আকাশেতে গান গেয়ে পাখী উড়ে যায়,
"আয় চাঁদ," গেয়ে শিশু, কোলেতে ঘুমায়।
জোছনা গাহিছে গান, আঁখি ঢুলু ঢুলু।
তটিনী চলেছে গাহি কুলু কুলু কুল্!
বিভাবরী গাহে গান সাড়া দেয় পিক্,
ফুল-বধূ গাহে গীত উথলয়ে দিক্।
একাকিনী ব'সে তাই ভাবি আনমনে
আমার গানটি কোথা ঘুমায় কে জানে।

ভাব

বলিবারে চাই যাহা পারি না বলিতে,
ধরিবারে গিয়া তারে পারি না ধরিতে,
সে যেন রে মায়ামৃগ ক্ষণেক চমকি
বনের শ্যামল ছদে কোথা হয় লুকি!
তার সে আঁখির জ্যোতি হৃদয় আকাশে,
বিজলীর ঝলা সম নিভে আর হাসে।
ভাষার বাগুরা হেন দেখি না ত কই?
ভাবের হরিণী যাহে ধরা পড়ে সই।

স্নেহ উপহার

তুই কি তাঁহার, স্নেহ-উপহার, পাঠালেন মোর করে।'
মল্লিকার বাস, হিমাংশুর হাস আসিলি শরীর ধ'রে?
তরল লোচনে, কি ভাষ কে জানে উথলি ঝরয়ে হিয়া;
স্বরগের ভাষ, মুখেতে প্রকাশ, ফোটে আঁখি-পথ দিয়া!
এ হাসির রেখা, তাঁর প্রেম-লেখা, কচি কিশলয় অধরে—
এ মুখ-সৌরভ, কমল-গৌরব বুঝি পরাভব করে।
নবনীত গুটী, কচি কচি মুঠি ক্ষুদে পা দুখানি রাঙা।
দুপ্-দাপ্ খেলা, মায়া-জাল মেলা, মাঝে মাঝে "ওঁয়া" "ওঁয়া।"

অনাহূত

তোদের মতন, অতিথি এমন দেখিনে ত কভু জনমে;
কোন্ দেশে ছিলি, কোথা হ'তে এলি জুড়াতে তাপিত মরমে;

চুরি ক'রে খাস্, কেড়ে নিয়ে যাস, উলটি পালটি সব ;
বকিবারে গিয়ে, ফেলি যে হাসিয়ে, কি মধুর উপদ্রব !
বকিয়ে বকিয়ে, দিলি মেরে ফেলে, এক কথা শত বার ;
কোথায় শিখিলি, ভাঙা চোরা বুলি ? উত্তরে মেনেচি হার ।
উঁকি ঝুঁকি চেয়ে, ছুটে যাও ভয়ে, পুনঃ এসে ধর গলে ;
মিঠে মিঠে হেসে, কোলে চ'ড়ে ব'সে, প্রেম উৎস দাও খুলে !

অমিয়া বালা

কালো কালো চুলগুলি, মুখেতে পড়েছে ঝুলি,
ছুটে আসে বালিকা "অমিয়া ;"
"হাঁগো তুমি কোথা ছিলে," "আজকে তুমি কি এলে,"
বলিতে বলিতে হেসে ধরে জাপটিয়া ।
"এখানেতে থাকিবে ত ?" "আজি চ'লে যাবে না ত ?"
এই মত কত কথা বলে,
"হাঁগো তুমি ভালবাস ?" "তবে কেন আসনাক ?"
একি দেখি শিশু হৃদিতলে !
উচ্ছ্বাসিত প্রাণ, মন, সজল নয়ন-কোণ,
ক্ষুদ্র হৃদে এত প্রেম-রাশি !
কি প্রেমিক সেই জন, যাহার এ সিরজন,
স্মরিয়া, নয়ন-নীরে ভাসি ।
অমিয়া, অমিয়া ঢালা, বাসি ভাল বাসি, বালা,
খেলা ধূলা কেন এলি ছেড়ে ?
প্রেমের পুতলি তোরা, সংসার, সুখের কারা,
বেঁধে রাখ স্নেহের নিগড়ে !

কাকাতুয়া

অধরে চঞ্চুটি রাখি, কি বলিতে এস পাখী,
কেন রে দেখিলে মোরে নত কর মাথা ?
তুমি কি বুঝেছ হায়, সমদুঃখী ছলনায়,
আমারো চরণ সখী, শিকলেতে বাঁধা ?
তাই, কপোলে কপোল রাখি, বেদনা জানাও পাখী,
এসো দি, পায়ের খলে শৃঙ্খল তোমার ;
যাও, সুদূর কাননে গিয়ে, মন খুলে গেও প্রিয়ে,
ছার নারী-জনমের বেদনা-সম্ভার !
ভুলিও না যেতে ষেতে, উড়িয়া আকাশ-পথে,
আকুল করিয়া দিক্ গেও কণ্ঠ তুলে,
"অযুত নারীর প্রাণ, নর করে বলিদান,
হয়েছে, হতেছে, আরও হবে, স্বার্থে ভুলে !"

ভাবা সুখ

তুই আলেয়ার আলো—সংসার প্রান্তরে,
দূর হ'তে দেখে ভোলে মুগধ নয়ন।
কাছে গেলে ধীরে ধীরে দূরে যাস্ সোরে।
আঁধার বাড়াতে বুঝি জগতে জনম ?
কিবা, তোরে দোষী বৃথা; দরিদ্র আমরা,
কিছুতেই পূরেনাক আকাঙ্ক্ষা-পশরা।

চোখ গেল

অতি গূঢ় মরমের কথাটি আমার
কেমনে জেনেছ তুমি ভাবিয়া না পাই,
ভাসায়ে আকাশ নীল, বলি' বার বার
"চোখ গেল, চোখ গেল," চলিয়াছ গাহি !
আয় আয় কাছে আয় রাখিব না ধ'রে,
কি তোর সে আঁখি-শূল, বলিবি কি মোরে ?
"পিউ" "পিউ" "পিউ" "পিউ" ও কাহার নাম ?
কে তোর বঁধুয়া তারে ডেকে কর গান ?
আজি এ চাঁদিনী রাতে পরাণ বিভোর,
ও তানে মিশায়ে তান গাই সাধ মোর।
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল পাখী,
চোখ গেল—পরাণের মলিনতা দেখি,
চোখ গেল—সরলতা-হীন বসুন্ধরা,
চোখ গেল—ধনীদের দীনে ঘৃণা করা,
চোখ গেল—মানবের স্বার্থপর প্রাণ,
চোখ গেল—রমণীর নির্ম্মম পরাণ,
চোখ গেল যৌবনের তরা গর্ব্বভরা,
চোখ গেল—প্রেমিকের কলঙ্ক-পশরা,
চোখ গেল— মেঘে ঢাকা চাঁদিমার রাতি,
চোখ গেল—নিভ, নিভ, বন্ধুতার বাতি,
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল পাখী।
আর হইবে না বলা যা রহিল বাকী !

প্রভাতে পদ্ম

জীবন-সায়রে, কলিকা নলিনী এখনো ফোটেনি ভাল।
প্রতিদল তার সরমে কুঞ্চিত, অরুণ, ঢাল গো আলো।
বুঝেও বোঝ না, রাগে হয়ে রাঙা ওকি, চ'লে যাও কোথা?
না ঢালিলে কর, আধ মোদা থর আর না খুলিবে পাতা।
চাহে ফিরে ফিরে, কাঁপিছে সমীরে, শিশিরে আঁচল ভিজে।
প্রাণে প্রেম-কথা, পাতে পাতে গাঁথা, হৃদে শত ভাব যুঝে।

সায়াহ্নে

সমীর ছুটিয়ে ফেলিল ছড়ায়ে, গোলাপের দলগুলি।
হায়!—যাহার পরশে, ফুটিলি হরষে, সে তোরে লুটালে ধূলি!
রূপের যৌবন গিয়াছে ঝরিয়া, ফুরায়ে গিয়াছে মধু,
তাই,—কাছে আর, আসে নাক তোর, চতুর ভ্রমর বঁধু!
মুগধ নয়নে তোর মুখ পানে, চেয়ে যে থাকিত সই,
চারুরঙে মাখা সুকোমল পাখা, সেই তোর সখা কই?
ওরে!—কুজনের প্রেম কেবলি পরাণে রেখে যায় দুঃখ, জ্বালা—
তাই,—ঝরা দল চেয়ে ব্যথিত হৃদয়ে, কবি গাঁথে গীত-মালা।

শারদীয়া নিশীথিনী

যেন রে আমারি তরে মোর মনোমত ক'রে,
বেছে বেছে নিধি নিধি গড়েছে ও তনুখানি!
পলক না পড়ে যদি,
চেয়ে থাকি নিরবধি,
শত শত বর্ষ ধ'রে, দেখি তোর ও মুখানি

তবুও পূরে না আশা,
মিটে না দর্শন-তৃষা,
কি জানি কি দিয়ে তোরে নিরমিল নাহি জানি।
গত জন্ম সুখ-ছায়া,
ও তোর ললিত কায়া,
মায়ার মধুর মায়া শোভার পূরণ খনি!
ও মুখানি মনোহর,
রচিল যে শিল্পিবর,
তাঁরে চাহি সকাতর সদা হৃদি চাতকিনী!
শারদীয়া নিশীথিনী!

অভাগিনী

গভীর বেদনে লইয়ে,
এ ধারে ও ধারে চাহিয়ে,
ধীরে ধীরে আঁখি মুছিয়ে,
কোথা চ'লে যাস ভাই?

আতপ-তাপিত-মালিকা,
আহা!—কাহার কিশোরী বালিকা,
কে দেছে ফেলে এ কলিকা,
অনলে হইতে ছাই!

আয় রে প্রাণের মাঝারে,
রাখিব স্নেহের আগারে,
সুখে কিবা দুঃখ আঁধারে,
রহিব আননে চাই!

ভেব না আমারে অপর,
জানিও, তোমারি এ ঘর,
জানিও, ব্যথার দোসর,
আর কিছু নাহি চাই!

না চাহি তোমার যতনে,
নাহিক প্রয়াস তাহাতে,
শুধু—বিমলিন ঐ আননে,
ফুটে যদি হাসি প্রভাতে!

যে তোমারে আর চাহে না,
যে দেছে তোমারে বেদনা,
যদি পার করো সুখী সে জনে!

চাও যদি পেতে পুলকে,
রেখ প্রাণে প্রেম-আলোকে,
ভুল না সে ধরা-পালকে,
করুণা যাহার ভুবনে!

কাহে বালা পুছসি

কাহে বালা পুছসি নিশিদিন অনুক্ষণ,
কিয়ে ব্যথা পরাণে মোর,
বৈসি নিরজনে কিঁসিকো লাগিয়া,
মুছি এ নয়ন-লোর।
ভাষ নহি ফুটে রে মুকুল আননে,
কাতর নয়নে চাহ,

সুন্দর অঙ্গুলী চিবুকে অরপয়ি
কাহে রে জানাও লেহ।
ইহ হৃদয় মঝু দগধয় কোন তাপে
কি তোহে বুঝাব বালা!
বালি হৃদয় তব, হরষ পরতিমা
সমুঝবে কোন্ দুখ-জ্বালা।
ইহ ভূমণ্ডল ভরমিণু দেশ দেশ,
ন মিলল রে সো বীণা,
যথি ’রে বাওবে ইহ রিঝ বেদন,
শুনইবে সো পিয় জনা।

নির্ম্মমতা

বৈরাগ্যের নামে, কভু নিম্মমতা, এসো না নিকটে মোর।
ভালবেসে সুখ, কেন না বাসিব, ছিঁড়িব, মমতা-ডোর?
তোমার ক্ষমতা সব আছে জানা, গোটাকত শুষ্ক-কথা।
উলটা পালটা, তাহাই লইয়া ঘুরাইয়া দাও মাথা।
দিন রাত যুঝি শুকাব পরাণ, কেন বা কিসের তরে?
তোমার সান্ত্বনা, তোমার মন্ত্রণা, ল’য়ে তুমি থাক দূরে।
প্রেমের জগতে, তুমি হে বিরাগ, বৃথা ভ্রম মিছামিছি!
ফুল, পাতা, পাখী প্রাণে মেশামিশি, সবে লয়ে সুখে আছি।
ধরা ভরা যশ, আছে জানি তব, জগতেতে বহু মান।
অতি-ক্ষুদ্র নারী ক্ষুদ্র হৃদি তারি হেথা কোথা তব স্থান।
কচি মুখে হাসি বাসি সুধারাশি, ফাঁসী হয় হোক্ তাই।
হয়ে জ্ঞানবান্ মরুময় প্রাণ কাজ নাই কাজ নাই!

মুগ্ধ-আঁখি

মুগধ নয়ন মোর আঁকে হৃদে যারে তারে,
এই ত গো ক্ষুদ্র হৃদি জানি না কেমনে ধরে।
মলিনা অপরাজিতা,
চারু লজ্জাবতী লতা,
মৃণালিনী বিকশিতা ঢল ঢল সরোবরে।
প্রজাপতি চারু পাখা,
রামধনু নভে আঁকা,
ঘাসেতে শিশির-বিন্দু শরদিন্দু নীলাম্বরে:
এ মোর মনের আশা,
সবে পায় ভালবাসা,
আকুল পরাণ মম একা না রহিতে পারে।
সতত উছলি উঠে,
পাগলের মত ছুটে,
কাঁদিয়া ভূতলে লুঠে রহিতে দেখিলে দূরে:
স্নেহ-স্রোত নদী মত,
হ'তে চায় প্রবাহিত,
পাষাণ-হৃদয়ে কত রাখিব রোধিয়া তারে।

শিশির

ঘাসের বনে মুক্তামালা, ছড়িয়ে ফেলে চপল বালা,
রাতারাতি চলে গেছে কোন্ সাগরের পার—
—রাগ ক'রে ছিঁড়েচে সাধের প্রেমের উপহার।

তারেই নিশির শিশির ব'লে, যাচ্চে লোকে পায়ে দ'লে,
হায় হায়! মুক্তাগুলি কেঁদে গলে বিরহে কাহার?
রাগ ক'রে ছিঁড়েচে সাধের প্রেমের উপহার।
অথবা কোন্ বিরহিণী, খুঁজতে এসে নয়ন-মণি,
দেখা বুঝি না পেয়ে তার, সারানিশি কেঁদে কেঁদে,
নিরাশ আশা প্রাণের তৃষা চোখের জলে গেছে গেঁথে।

বর্ষা

নিবিড় ধমল মেঘ ছেয়েছে গগন,
দুরু দুরু গুরু গুরু ঘন গরজন।
কুঁড়ে চালা, গাছ পালা ফোট ফোট ছবি,
আনমনে বাতায়নে বিমোহিত কবি।
সুনীল অম্বরে ক্ষীণ তড়িতের রেখা,
কষ্টি পাথরের গায় কষা স্বর্ণলেখা।
বাঁকা টেরা বৃষ্টি-ধারা এগিয়ে এল ধেয়ে,
আকুল পথিক এদিক্ ওদিক্ একেবারে নেয়ে!
এসে ছাট্ ভেজে খাট্ বন্ধ জানাল দোর,
দিন দুপুরে সন্ধ্যা ঘরে, বর্ষা আঁধার ঘোর।

স'রে যাও

কাছে থেক নাই, স'রে যাও, ভাই,
আপনা হইতে তুমি।

শুনে রূঢ় কথা, পাছে পাও ব্যথা—
তাই,— ভয়ে না প্রকাশি আমি।
জগত আমার, শোভার আগার,
পলকে পলকে নব।
কত প্রিয় প্রিয়া, জুড়ায় এ হিয়া,
কি তাহা তোমারে ক'ব।
তীক্ষ্ণ তর্ক ধার, পরাণে আমার,
ছুরীর অধিক বসে।
মোহন মুকুর, ভেঙ্গে হয় চুর,
তিলে তিলে, ধরা খসে।
হায়!—তোর মুখে থাকি, ঐ তোর আঁখি,
তোরে ফাঁকী দিছে কত!
ভাবিয়া আমার হৃদয় কাতর,
হায়—না, দেখিলি এ জগত!
হাসিলে জোছনা, ত্রিদিব-ললনা
কত আসে মোর পাশে.
স্নেহভরা চোখে চেয়ে থাকে মুখে,
কত সুধা প্রাণে ভাসে!
এই মেঘ ভরা, এ বাদর ধরা,
এই স্নাত তরুলতা।
এই শৈত্য বায়, কি সঙ্গীত গায়,
ব'হে আনে কত কথা।

———

প্রেম-প্রতিমা

সই,—বলি তোরে থাক দূরে
এস না এস না কাছে,
দূরে হ'তে নিরখিয়া
র'ব প্রেমে তৃপ্ত হিয়া
নহে,—সাধের প্রতিমা খানি
মরীচিকা হবে কাছে।
পূত প্রেম-ফল্গুনদী
হৃদে হৃদে বহে যদি,
তারে—কি সুখ অধিক বাঁধি
মিলনের বালি বাঁধে।
হোক্ চিরজীবী আশা
থাকুক প্রাণে পিপাসা,
মিছা কেনই মিলন আশা,
প্রেমে সুখ দূরে কেঁদে।

*　*　*　*

প্রেমের প্রতিমাখানি হৃদয়-মন্দিরে মোর
যেখানে সৌন্দর্য্য হেরে তারি ভাবে হয় ভোর
কুন্দ, বিম্ব, নীলোৎপল, শশধর, শতদল,
সুরভি, জোছনা, আর সুনীল জলদ ঘোর।
গম্ভীর অশনিভাষ পিক বধূ মধুচ্ছ্বাস,
উষার হরষ রাশ, সন্ধ্যার বিষাদ ঘোর।

গিরি, দরী, সিন্ধু, বন, যা কিছু আছে শোভন,
সবে সে রূপ মোহন হের ঝরে আঁখি-লোর।
প্রেমের প্রতিমাখানি হৃদয়-মন্দিরে মোর।

মিলন ও বিরহ

মিলন।

মিলন মিলন কত বারই বলি, কই রে মিলন কই ?
মিলন চাহিতে বিরহ সায়রে, ডোব ডোব তরী সই।
ভাসা ভাসা নদী আশাভরা তরী বেয়ে চলি ধীরি ধীরি,
অনন্তের কূলে মধুর মিলনে, যদি রে মিশিতে পারি।
লইয়া বিদায় সবে চ'লে যায় দেখা না হইতে শেষ—
বুঝি তাই ভয়ে মরি, যাই সরি সরি করিতে প্রাণে প্রবেশ।
লাগে যদি বোঝা ফেলে সেও সোজা, গিয়াছে ফেলিয়া সবে।
একা আসিয়াছি যাব চ'লে একা, ভেসে ভেসে ভবার্ণবে।

বিরহ। *

অধরে মোহন হাসি, নয়নে অমৃত ভাসে,
বিরহ জাগাতে শুধু মিলন পরাণে আসে।
কই রে মিলন কোথা সে কি হেথা আছে আর !
রাখিয়া গিয়াছে শুধু গরল পরশ তার।
ফুলটি সে দিয়ে গেছে প্রভাতের আলো নিয়ে,
হাসি যত নিয়ে গেছে অশ্রুজল গেছে দিয়ে।

---

* মিলনের উত্তরে এই কবিতাটি শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর লিখিত।

সন্ধ্যা ক'রে দিয়ে গেছে নিয়ে গেছে সন্ধ্যা-তারা,
আঁধার পড়িয়া আছে সুষমা হইয়া হারা।
ফুলটি সে নিয়ে গছে ফেলে গেছে কাঁটা দুটি,
বিরহ কাঁদিয়া সারা নয়ন মেলিয়ে উঠি।

মিলন।

দূরে হ'তে কাছে আনা স্বভাব আমার,
ফুরাইয়া যায় কাজ মিশে গেলে দুটি।
জগৎ রয়েছে দূরে হইতে আমার,
আনিতে পরাণে তায় করি ছুটাছুটি।
প্রেমের জগতে আমি মাধ্য আকর্ষণ,
বিরহ রূপেতে আমি সম্পূর্ণ মিলন।

বিরহ।

বিরহে থাকে প্রেম মরমে মিশি,
তাই অদরশনে সুখসাধে ভাসি,
বিরহে আঁখি আগে, সকলি জেগে থাকে,
আঁখিতে আঁখিতে হ'লে শুধু জাগে হাসি!

আমোদিনী

সন্তোষের মত চিরদিন তুমি থেক রে প্রাণের কাছে।
হৃদয় আমার বিশ্বাসের মত, তোমারই সামীপ্য যাচে।
সুমধুর হাসি অধরে নয়নে, সারা মুখানিতে ভায়।
প্রেমরাশি যেন মাধুরী হইয়া, ঢেকেছে তনুয়া কায়।
দূরে কি নিকটে, সম্পদে সঙ্কটে, জানি, ত্যজিবে না মোরে;
শুধু ভাবি হায়, ফেলিয়া আমায়, কখন পালাবে দূরে।

বিদেশিনী

যত প্রেম ছিল সই ঢালিয়া হৃদয়ে,
চির ঋণী ক'রে মোরে গেছ পালাইয়া।
ফিরাইয়া দিব ব'লে ডাকি তোমা প্রিয়ে,
কোন্ সমুদ্রের পারে আছ লুকাইয়া?
কাতর আহ্বানে মোর পশে না কি সেথা?
কাহার বজ্ররবে হেন চির-বধিরতা?
হায়! আজি বরষার দিনে হৃদয় আঁধার,
তোমা বিনা মন-ব্যথা কারে ক'ব আর।
ফুরাইয়া গেলে পর পার্থিব জীবন,
কে জানে পড়িব কোথা নির্জ্জন-মরুতে,
দেখিতে পাব কি তোর সুচারু আনন,
দিন রাত যাহা মোর জেগে আছে চিতে?
মিটেনি যে সব আশা ক্ষুদ্র এ ধরায়,
পূরেছে কি সেথা কোন রজত নিশায়?

তুমি

তুমি গো শোভার সাথী, সাথে সাথে ফির মোর,
হাসিলে জোছনা নিশি, ছাইলে জলদ ঘোর।
নিরজনে বাপী-কূলে, সায়াহ্নে অশোক-মূলে।
স্বপনে মিলন-কূলে, অই রূপে হৃদি ভোর।
তুমি গো শোভার সাথী, সাথে সাথে ফির মোর।

তোমাকে (১)

তোমাকে দেখেছি কোন্‌খানে,
ভুলে গেছি, নাহি পড়ে মনে।
কিন্তু ও হাসিটি তব
পরিচিত, নহে নব,
অঙ্কিত হিয়ার কোণে কোণে,
তাই নয়ন হাসিয়া চায়,
কর পরশিতে ধায়,
রসনা অধীর সম্ভাষণে।
তোমাকে দেখেছি কোন্‌খানে—
পড়ে পড়ে, নাহি পড়ে মনে।

তোমাকে (২)

তোমাকে যাইলে দেখিতে,
আঁখি পায় না, পায় না, পায় না কূল।
লুকায় সুনীল সিন্ধু, লুকায় তপন, ইন্দু,
লুকায় জগত বিন্দু, আকৃতি-সঙ্কুল!
রূপাতীত, গুণাতীত, ভাষাতীত, জ্ঞানাতীত,
কিসে বা পাইবে চিত, অনুমতি স্থূল।
তোমাকে যাইলে দেখিতে,
আঁখি পায় না পায় না, পায় না, কূল!

ভুল

সবাই সবারে বোঝে ভুল! এ কি রে রহস্য অভিনয়?
পলকে পলকে হুলুস্থূল, ধরা যেন ইন্দ্রজালময়।
পাইয়াও পাইনি বলিয়া, ভুলে যাই কাছে হ'তে দূরে;
ফেলিয়া সরল পথখানি, আঁকা বাঁকা টিবি মরি ঘুরে,
এ কাহার অভিশাপ নাকি? নহে কেন এমনই.ভয়,
বিশ্বাস ত কেহ নাহি করে! বিশ্বাসিতে চাহে না হৃদয়!
তবু মরি কাছে কাছে টেনে; জাগাইয়া বিশ্বাসের আঁখি,
কি বলিব কত প্রাণপণে, পলাতক মন বেঁধে রাখি।

মুহুরী

ভুল ত সবারে বোঝে সবে, মোরে শুধু পেড়াপেড়ী হায়।
নিত্য ভুল ধরার হিসাবে, কেবা দেখে কেই বা মিলায়।
গোঁজামিলে চলেছে সংসার, দেখি আর হাসি, গাই গান।
আমি ত করিনি কিছু চুরী; মোরে কেন খর বাক্য-বাণ?
চুপ ক'রে ভাবি ব'সে তাই, তেমন মুহুরী পাকা কই;
নয়নে নয়ন হ'লে পরে, ফাঁকি জুঁকী ধরা পড়ে সই?

সঙ্গীত

গানের পাথারে প'ড়ে, বুঝি সই যাই ডুবে,
তোল তোল তোল।

ও পীযূষ ঘূর্ণিপাকে, ফেলো না শতেক পাকে,
খোল সই খোল।
(কিবা,) ও তোমার গীত-ধ্বনি,
যেন সুধা সঞ্জীবনী,
প্রেমেরে সে বাঁচাইয়া তোলে।
নিদ্রিত লহরীচয় জেগে উঠে ধীরে বয়,
কি স্বপ্ন দেখিয়া আঁখি খোলে।
হায় !— নীরস কঠিন হৃদি অসাড় পাষাণ সম,
হয়েছিল বিহীন চেতনা।
কে জানে রে কোথা দিয়ে
ও তান্ প্রবেশি হিয়ে
অনুভাবে দিল, সে বেদনা !

সখী

অই সুমধুর হাসি, এই ভালবাসা-বাসি,
জীবন ফুরালে যদি সবই হয় ছাই।
থাক, থাক, দূরে থাক, কাছে আর এসনাক,
ভালবাসা ঢেকে রাখ এই ভিক্ষা চাই ;
—সখী প্রেমে কাজ নাই।
এই দুদিনের ভবমেলা, যদি ফুরায় সাঁঝের বেলা,
তবে মিছার প্রেমের খেলা খেলিতে না চাই,
—সখী প্রেমে কাজ নাই।
কেহ কারে নাহি চাবে প্রভাতে পলাবে সবে,
বাহুপাশে বাঁধা এবে শেষে একা ছাই !
—সখী প্রেমে কাজ নাই।

আছে কিরে হেন বিধি, একত্তরে দুটি হৃদি,
কাঁচির মতন পাবে অনন্তেতে ঠাঁই ?
তবে ভালবাসা চাই।
চির প্রেম রহে যদি, তবে নিয়ে এস হৃদি,
হাসিয়া নয়নে তবে নয়ন মিলাই ;
—নহে প্রেমে কাজ নাই।

———

মালা

ছোট জিনিষ

ছোট ছোট যূঁইগুলি তুলি, গেঁথে হয় মালা মনোহর ;
ছোট ছোট বালকের মুখ, আনে প্রাণে স্নেহের নির্ঝর !
ছোট ছোট বিহগের ডাক, শ্রবণে শুনিতে সুমধুর !
ছোট ছোট তারকার হারে শোভায় গগন ভরপুর !
অতিক্ষুদ্র শিশিরের কণা, তৃণ আস্তরণে ঝলমল !
বিলোড়িত ক'রে দেয় প্রাণ ক্ষুদ্র এক ফোঁটা আঁখিজল !
নয়নের ক্ষুদ্র ২টি তারা, মরমেতে ঢালে প্রেমধারা !
ওগো তাই বলি তাই বলি তবে, ক্ষুদ্রে কেন অনাদর ভবে ?

রুদ্ধ স্নেহ

যাতনার বোঝা যেন রুদ্ধ স্নেহ তার,
কোমল হৃদয়খানি ক'রে আছে ভার,
নিশ্বাসি লইতে বায়ু নাহিক শকতি,
যেন, কুসুম উদ্যান মাঝে পাষাণ মূরতি !

দাও দাও

দাও দাও হৃদয়ের গ্রন্থি দাও খুলে
আসুক সরল কথা হইয়া বাহির,
কত খেলা লুকাচুরী পাতা আর ফুলে।
সৌরভের আশে হোথা অধীর সমীর।
পড়ুক ধরার প্রাণে ধীরে ধীরে ধীরে
স্বর্গ হ'তে পড়ে যথা বিমল শিশির।
পড়ুক, কুঞ্চিত প্রাণে অমৃতের মত
জাগরিত হয়ে সত্যে উঠুক জগত।

কেনই

জলভরা মেঘ সম সদা ভার ভার,
হয়ে আছে দিবানিশি হৃদয় আমার।
জানিনাক কি দেখিয়ে ভুলে আঁখি খুলি,
কেনই চমকে ক্ষীণ আশার বিজলী ?

উজানে

যেতে উজানে সাধ যে প্রাণে,
কেন পারিনে কেন পারিনে ?
তরী ভেসে যায়, করি কি যে হায়,
হলো রাখা দায় দ্রুত পবনে ;
ঘোর আঁধারে, পড়ে অপারে,
স্রোত পাথারে ভাসি একাকী,
ভাসি একাকী !

হৃদি কাঁপে চাই, কূল কোথা পাই ?
তীরে যারে তারে পাব কি ?
তারে পাব কি ?

ভগ্নতরী

দুই কূল হতে ডাকে মিলনের তরুলতা,
মাঝে জীবন বিরহনদী, শত উর্ম্মি-সমাকুলা !
এ পারে উঠিতে গেলে কায়াগুলি ব্যবধান,
চাহিয়া অপর পারে আতঙ্কে শুকায় প্রাণ !
দুভেদ্য আঁধার ঘোর সাথী প্রতিকূল বায়,
নিরাশার ভগ্নতরী ডোব ডোব পায় পায় ।

শঙ্কিতা

যদি কভু কারে আমি বেসে থাকি ভাল,
তাহারি শপথ লয়ে ডাকিতেছি তোরে,
দেখিছি সুন্দর তোর মুখখানি সরল,
আছে দেখিবারে সাধ হৃদয়খানি রে ।
ভয় নাই, প্রাণ নিয়ে খেলা নাহি করি,
জানি না পরাতে পায়ে মোহিনীর ডুরি ।
চ'খে চ'খে মিলায়ে দেখিতে ভালবাসি,
প্রাণ খুলে পারি দিতে অশ্রু আর হাসি ।

আত্মহত্যা

যাতনার বোঝা যদি বড় ভারী হয় ।
নিরাশার ঝড় যদি সারানিশি বয় ।

যদি দুকূল উছলি বহে বিরহের ঢেউ,
তবু এ সুন্দর জগতে যেন নাহি মরে কেউ।

আত্মহত্যা

হৃদয় কৌটায় আমি জনম ভরিয়া,
প্রেম-হলাহল সখী করেছি সঞ্চয়;
করিব তা পান এবে পরাণ পুরিয়া,
আত্মহত্যা করিবার এই সে সময়।

নারী

মুখে প্রকাশিতে ভালবাসা জানে না নারী
তার গভীর প্রণয়-সিন্ধু নিথর বারি।
সমীর কাঁপায় কূলে, ঝড়েও গিরি না টলে,
আছে প্রবাদ, গণ্ডূষ জলে খেলে সফরী।

সুখ ও দুঃখ

আয় রে সুখ, দুঃখ, লহরী তুলি তুলি,
তলাতে পারিবি না ঘৃণা পাকে ফেলি!
ফুলের মত যাব ভাসিয়া হেলে দুলে,
সমীর অনুকূল কিবা সে প্রতিকূলে?
ঊর্ম্মি যাবে নিয়ে, ভাসায়ে দেশে দেশে,
দেখিব ফাঁদে ফেলে বাঁধিতে পারে কে সে?
সমান ভাবে আছি দুয়েরি মাঝখানে,
ভাঙ্গেনি তটধূলি, কাহারো খর টানে।

ভবের হাট

না জানি কি শাপ লিখা ভবের বাজার,
যাহা চাই তাহা নাই সবি আছে আর !
তবে আপণে আপণে ফিরে, কেন বৃথা মরি ঘুরে,
চল চল গৃহে ফিরে ধরেছে বেজার !
যাহা চাই তাহা নাই, সবই আছে আর !

কল্পনাবধূ

নিকটেতে গেলে পরে দূরে যাবে স'রে,
দূর হ'তে ওর পানে থেক শুধু চেয়ে।
ও নয় ত ধ্রুবতারা আকাঙ্ক্ষা সাগরে,
প্রাণ-হরা স্মৃতিভরা মরীচিকা মেয়ে !
ও নহে চাঁদিমা আলো হিয়ার আঁধারে,
আলেয়ার আলো ওই সংসারপ্রান্তরে .
কারে চেয়ে কোথা ধীরে করিছ গমন,
দিগ্‌ভ্রান্ত প্রিয় পান্থ বিমুগ্ধ-নয়ন ?

জগৎ, সত্য ও সরলতা

দুটি অগ্নিশিখা সম দুখানি হৃদয়,
দূরে দূরে জ্বলিতেছে চাহিয়া সময়।
আছে চেয়ে তৃষাকুল কতির নয়নে,
পিপাসিত উভচিত উভেরি কারণে।
যবে,— কাঁটালতা কপটতা ভস্ম হয়ে যাবে,
কাছে এসে ধীরে ধীরে দোঁহে দোঁহা চাবে।

চিরপরিচিত দুটি সুন্দর জীবন,
বাঁধ ভেঙ্গে হবে চির প্রাণের মিলন।

সন্দেহ

প্রেম বুঝি নাহি গো আমার ?
ভাল বুঝি বাসি না কাহারে।
নহে কেন খুলিয়া ভাণ্ডার—
আগুইয়া পিছে যাই সরে ?

———

সাহসী বিড়াল

বিছানার পরে, বসিয়া গম্ভীরে, গল্প শুনি আনমনে।
সঙ্গিনী সকলে, বসে মিলে জুলে, কেহ কহে, কেহ শোনে।
কোথা হ'তে কোথা, চলে যায় কথা, কত মিঠা ছাই পাঁশ!
আকাশ পাতাল, ভাবি চিরকাল, সবে করে পরিহাস।
সহসা একি এ, না বলে না কয়ে, কোথাকার দেশাচারে,
বিড়ালের শিশু, লাফাইয়া আশু, বসিল অঙ্কের পরে।
নয় চেনা-শুনা, কি নাম জানি না, এ বড় গায়ের জোর।
সবার সাক্ষাতে, বিনা আদেশেতে, বসিল অঙ্কেতে মোর।
পশুর প্রণয়, বড় ভাল নয়, নখ-দাঁতে ভয় করি,
না চাই সভ্যতা, বিশ্ব প্রেমিকতা গায়েতে রাখিয়া সরি!

———

ধরণী

তোমার হৃদয়-কুসুম-কাননে
থরে থরে ফুল কতই ফুটে।
সৌরভে আকুল মানসে বাতুল,
তুলিতে সে ফুল যায় গো ছুটে।
বেছে বেছে তুলি যতনে কুসুম,
পরাতে সবারে সাধের মালা।
পাতা চাপা ছিল, না ডাকিতে এল,
বিঁধে গেল করে হায় কি জ্বালা!
কাঁটার ধরম কাঁটার জনম
বিঁধুনির তরে তাহা সে জানি।
জ্বলাবে জ্বলাও ক্ষতি কিছু নাই,
শুন গো কণ্টক একটি বাণী।
স্বভাব আচারে বেঁধ যা'রে তা'রে
পথে পড়ে থেকে, চরণ-তলে।
কোমলে বিঁধিয়া সুখ পাও ব'লে,
পাষাণ বিঁধিতে যেও না ভুলে।

নীলকণ্ঠ

সহিয়াছি বিরহ তাঁহার ভাবিতে যা পারিনেক মনে;
মুছিয়াছি নয়নের ধার মরুময়ী নিরাশা-সদনে।
সীমা হতে সীমান্তরে চেয়ে দেখিয়াছি পরাণের সাধ
—ধূলির শয়নে লুটাইয়া! শব লয়ে শিবার বিবাদ!

তবে, নিন্দুকের মুখে যাহা ফিরে, অতি তুচ্ছ হলাহল-কণা,
সেই কিনা দিতে করে সাধ নীলকণ্ঠে গরল বেদনা !

অলস প্রেম

প্রেমের চরণ, অলস যে দিন, সে দিনই নিধন তার।
প্রেম উদ্দীপক, জানে তা প্রেমিক, প্রেমে করে আগুসার।
দুর্গম কান্তার, নদ নদী পার, ত্রিলোক সুগম হয়।
'পলকে প্রলয়' প্রলাপ ত নয়, যবে মনে প্রেম রয়।
আড়া-মোড়া হাই, যাই কি না যাই, যাই বা কেমন ক'রে
এ কাজ সে কাজ, মিছা কালব্যাজ, তার প্রেম গেছে মরে !

অতৃপ্তি

(১)

প্রেমে তৃপ্ত যার মন, সে নহে প্রেমিক জন,
তৃপ্তি জগতের সর্ব্বনাশ।
তৃপ্ত যবে হবে ধরা, সে দিন জানিবে মরা,
অতৃপ্তিই জীবন বিকাশ।
অতৃপ্তি, অশান্তি নয়, ঘোর কালকূট-চয়
উগারিয়া না দহে জীবন।
সুন্দর প্রেমের ছবি অতৃপ্তি অমর কবি,
সদা সাধ সুন্দর দর্শন।

(২)

বিধি যদি দুটি আঁখি অধিক না দিলে,
জগতে সুন্দর তবে কেন নিরমিলে ?
বরিষার নবঘন,
বসন্তের ফুল্লবন,
সুন্দর শারদ নিশি, কেনই সৃজিলে !
হায় !—রূপ-ধন্ধে প্রাণ ভোরা,
কোথা দিয়ে যায় হোরা,
হইয়াছি দিশেহারা সৌন্দর্য্যের জালে !
হায় !—তেমন মধুর ক'রে,
কেন গঠেছিলে তারে,
দিয়ে পুনঃ নিলে হ'রে, কি কার্য্য সাধিলে !
দেখিয়াছি নিশি দিন,
তবু রূপতৃষা দীন !
আঁখিময় হ'লে প্রাণ পুরিত বা কালে !
বিধি কেন দুটি আঁখি, অধিক না দিলে !

পিপাসা

বিশ্বের প্রেমের নদী, শেষ হয়ে যায় যদি,
হৃদয়ের তৃষা পুরাইতে,
তবু ও কি পারে তা পুর্ণিতে ?

হৃদয়, করিয়া শূন্য প্রেমের নির্ঝর,
কতই ঢালিল ধারা, কোথায় তলিয়ে সারা,
কি গভীর খাদ এই প্রাণের ভিতর ?
অনন্ত তৃষিত হৃদি, সীমাবদ্ধ প্রেম-নদী,
কেমনে রাক্ষসী তৃষা করিবে পূরণ,
হায় !—পিপাসার হবে না মরণ !
পিপাসিত চাতকের তৃষা পূরাইতে
পারেনাক, সরসী বিমল ।
তার তরে আছে ধারা-জল ।
অসীম নীলিমা'কাশ মিশিয়া সাগরবুকে
—দেখে স্বীয় কান্তির নীলিমা ।
পুনঃ সুদূর গগন হ'তে কোন্ সূত্র বাহী হায় !
উথলে জলধি হৃদি, প্রেমিক চন্দ্রমা ?
তবে,—তব এ ঘোর তৃষার বারি,
নাই তাহা মনে করি,
শ্রান্ত হয়োনাক, পান্থ প্রাণ,
প্রকৃতির নহে তা বিধান ।

নিরাশ পথিক

একাকী বিজনে পান্থ কত খেদ গান গাও,
আলোকে করিয়া সাথী অনন্তের পথে যাও,
কেনই বিফল আশা,
নাই কি তোমার বাসা,

কেন সবই ভাসা ভাসা,
জগতের পানে চাও ?
একাকী বিজনে পান্থ কত খেদ গান গাও !
মোছ অশ্রু-জল-রাশি,
হায় !—হেস না নিরাশ হাসি,
জীবন পূর্ণিমা নিশি
দু দণ্ডের মেঘে ছাও !
একাকী বিজনে পান্থ কত খেদ গান গাও !
নিশীথে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন যত যায় দেখা,
সফল না হয় সব অস্পষ্ট অলক্ষ্য রেখা।
তা বলে কি ঊষা এলে চা'বে না রবির পানে,
জীবন কাটায়ে দিবে বিফল স্বপ্নের ধ্যানে ?
কিসের বেদনা ছার,
কেনই গভীর শ্বাস ?
প্রাণে আন নব বল,
মিছে, বৃথা হা হুতাশ।
সাধ প্রাণে আছে যার জীবন্ত তাহারই আশা,
(নহে) সাধ-হীন, আশা-হীন, লক্ষ্যহীন ভালবাসা।

পথিক

আঁকা বাঁকা গিরি-পথ উঁচু-নীচু অসমান,
চলেছে পথিক দুটি, গাহিয়া স্বপন গান।
সপ্তমে উঠিছে সুর শিহরি পাষাণ কায়,
চকিত আকুল আঁখি উভে চারি দিকে চায় !

ধীরে ধীরে কেঁদে ধীরে শূন্যেতে মিলিছে তান।
আঁকা বাঁকা গিরিপথ, মাঝে শিলা ব্যবধান।
সম্মুখে ধূসর সন্ধ্যা, পিছনে জোছনা ভায়,—
আকুল ব্যাকুল হৃদি উভয়ে উভয়ে চায়।

পুনর্ম্মিলনে

(১)

অনন্ত উদ্যান মাঝে, শত ফুল ফুটে আছে,
কে জানে কোথায় আঁখি সে মুখ দেখিতে পাবে,
যে মুখানি নিরুপম, চির পরিচিত সম,
স্মৃতিরে আকুল করি পরাণে মিশিতে চাবে,
কে জানে সুদূর গ্রহে কোথা আছে সেই প্রিয়া,
হৃদয়-সমুদ্রে যার এ স্রোত মিলাবে গিয়া!

(২)

কভু কি সে দিন হবে,
যে দিন প্রেমের ভবে
মিশিবে সবার প্রাণ
সবাকার সনে?
ক্ষুদ্র আমি ডুবে গিয়া, উঠিবে বিরাট হিয়া,
করুণার অশ্রুধার বহিবে নয়নে!
প্রীতির পুলক ভাতি নিরাশি আঁধার রাতি
চাহি সত্য সনাতনে হইবে ব্যাকুল;
ভ্রম, গর্ব্ব পরিহরি করুণায় প্রাণ ভরি,
ভিখারী ভূপেশ কবে হবে সমতুল?

অবলা

কি বলিব লোকনিন্দা ভয়ে,
কাঁপে মোর অবলা পরাণ
কেমনে সবার মাঝে পশি,
গাব আমি জীবনের গান,
হাস হাস দাও মোরে লাজ.
করি না গো জীবনের কাজ,
নহি তুচ্ছ যশ অভিলাষী,
পারি, খুলে দেখাতে হৃদয়,
মোরা নারী সংসারের দাসী,
তাই সে কাহার কেহ নয়।
চিররুদ্ধ জ্ঞানাগার দ্বার
প্রকৃতির কোলেতে লালিত,
বুদ্ধি-বল শ্রেষ্ঠ বল-সার,
তাই— নর-করে নারী অধিকৃত,
মোরা নহি সংসারের কেহ,
নহি দেবী জননী, ভগিনী,
(তা হইলে) মম নিন্দাবাদে তব গেহ
আনন্দে জাগ্রত কেন শুনি ?
আমাদের থাকিলে সম্মান
(পুরুষের) ধর্ম্মরাজ্য যেত না অতলে।
মোরা ভোগ্যা পুরুষের স্থান
শত রাজ্য তাই রসাতলে,
কে কি বলে শুনে ভয়ে মরি,

হায় !—নিন্দে যারা তারা ছায়া কালো
আশঙ্কায় আপনা পাশরি
ম্লান দেখি হৃদয়ের আলো.
ছি ছি খ্যাতি অবলা মোদেরি,
হার করে পরিয়াছি গলে,
ভীতি-মুগ্ধ এ আমারে হেরি,
কেঁদ সখী, কাঁদিও বিরলে।
দুর্ব্বলেরে ঘৃণা করে সবে,
দয়া, ধর্ম্ম, স্নেহ, মহত্ত্বতা,
সাহিত্যের শব্দ শুধু রবে,
অর্থশূন্য ক্রিয়া-হীন কথা।

ব'সে ব'সে

দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি ;
আঁধার রজনী ঘোরা,
আকাশ চন্দ্রমা হারা,
শিরোপরে মিটি মিটি
জ্বলিতেছে তারাগুলি,
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি ;
চারিদিক্ পানে চাই,
কূল না দেখিতে পাই,

ধীরি ধীরি মৃদু বেয়ে
আসিছে তরণী খানি,
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি!
মধুর সঙ্গীত ভায়,
তরী বুঝি বয়ে যায়,
কে তুমি তরীর মাঝে
দেখি দেখি মুখ খানি?
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি!
একি—আঁধার এ উপকূলে
কেন গো নামিয়া এলে,
কিনিতে কি সুখ মূলে
দুঃখের বাণিজ্য বিনী?
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি!

বিরহ-সাগরে

বিরহ-সাগ'র ভাসে তনু-তরী
মিলনের কূলে দেখা না পাই,
প্রতিকূল বায় আঘাতিয়া ধায়
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে কোথায় যাই।
কেহ নাই সাথী ভাসি দিবারাতি
অকূলে অকূলে পরাণ লয়ে—
মনে অনুমানি ডুবিবে তরণী;
প্রেম এ তরীর তরুণ নেয়ে

যায় যাক প্রাণ না যাব উজান,
ডুবে যদি মরি সেও ত সুখ,
সুধু ভয় করি ডুবে গেলে তরী
জগতে কাণ্ডারী পাবে কি মুখ?

সখা

নব যৌবনের সেই বসন্ত পরশ
—জন্ম জন্মান্তরে বুঝি র'বে গো জাগিয়া,
নিদাঘের প্রাণে যথা, সমীর অলস
—প্রবাহিত হয়, চির-তাপ জুড়াইয়া!
কিবা,—কুসুমের হৃদে যথা জড়িত সুরভি,
সৌন্দর্য্য পরশে যথা চির ভোর কবি।

হিংসুক

নিশার আঁধারে ঢেকে নিঠুর মুরতি
চুপে চুপে পা টিপিয়া ধ্বংস আসে ধীরে,
কেবলই মানস শোভা করিতে বিকৃতি
অযুত আঁখির আগে অলক্ষিতে ফেরে।
নিশ্বাস গরল বায়ু সঞ্চারি ভুবনে
ক্ষয় করে সুখ স্বাস্থ্য অমূল্য রতন,
আরক্ত কমলমুখে কালিমা সঞ্চারে
ধীরে ধীরে চুরি করে জগত-জীবন।

সুখের দিবস

হাসিতে খেলিতে সুখের দিবস যখন আসে গো কাছে,
জানে সে ক'জন ভাবে সে ক'জন কি ঢাকা তাহার মাঝে।
পুলকের রাঙ্গা গোলাপ কপোল মুখানি হরষ ভার,
ভাবের আবেশে আঁখি ঢুলু ঢুলু আধেক নয়নে চায়।
হেরে সে মাধুরী আপনা পাশরি, হৃদয়, বিভল পারা।
প্রফুল্ল কাননে বসন্তের দিনে, বিস্মৃতি বরিষা ধারা।
হায় —কুসুমের বুকে গোপনে যেমন কুটিল কীটের বাস,
বিজলীর বুকে চাপা সে যেমন বিকট বজর ভাষ,
শিশুর বুকেতে লুকান যেমন মৃতা জননীর ছায়া,
সুখ-দিবা-বুকে তেমতি গোপন দুঃখের কালিমা কায়া!

———

সোনার কাটী

নিরাশ প্রণয়ী যত উপাস বৃক্ষের মত
দেখে তোমা প্রণয় হে অদৃষ্ট বিগুণে।
আমি কিন্তু অনুক্ষণ, ওই পূত চন্দ্রানন,
মৃত সঞ্জীবন সম ভাবি মনে মনে।
তুমি প্রেম নিরুপম,
সুবর্ণ শলাকা সম
জাগাও মুমূর্ষু হৃদি কি মন্ত্রের পরশে,
জন্মান্ধ যে জন হায়!
কেমনে দেখিবে কায়,
বিরহেরই রাজ্যে তব সিংহাসন ঝলসে।

এ ধরণী নিরন্তর,
বিরহেতে জর জর,
শত দিবানিশি যায় সম্ভাষণ করিয়া
শতেক সুকণ্ঠ পাখী,
নাম ধরে ডাকি ডাকি,
লুকায় অনন্ত কোলে প্রেমালাপ ত্যজিয়া।
শতেক জোছনা রাতি
ছড়ায়ে পুলক ভাতি
ভেবেছিল রবে চির পরাণেতে মিশিয়া,
পরে হ'লে পক্ষ গত,
বিদেশী বান্ধব মত
একেবারে গেল ফেলে মায়া দয়া ত্যজিয়া।
তা বলে প্রকৃতি রাণী
হয়নি ত উদাসিনী,
হৃদয়-কমল খানি যায়নি ত শুকিয়া
যে আশে পারশে, হাসে তারি মুখে চাহিয়া,
(নিরাশের হৃদে তুমি চিরদিনই বাঁচিয়া।)

রূপার কাটী বা নিষ্ঠুরতা।

তোমার পরশ চণ্ডী বড়ই ভীষণ!
জীবন্তেতে মৃত্যুপম রজত শলাকা সম,
ছুঁইলে মরিয়া যায় মানবের মন।
রুদ্ররূপা, এ ধরায় তুমি না থাকিলে হায়!

প্রাণীর শোণিত নাহি দেখিত নয়ন—
হ'ত ধরা সুখ-ভরা নন্দনকানন।
তোমার পরশ চণ্ডী বড়ই ভীষণ!

জানি না

জানি না ঘুচিবে মোর, কবে এ দীনতা ঘোর.
চেয়ে থাকা মানবের মুখে!
মিলন, বিচ্ছেদ, গান, কবে হবে অবসান—
মগ্ন হ'ব শান্তিময় সুখে।
স্থিরা ভোগবতী সম, হৃদয়-অর্ণব মম,
কবে হবে তরঙ্গ-বিহীন—
নিবৃত্তির স্নিগ্ধ কোলে, র'ব সুখে অঙ্গ ঢেলে,
স্বপ্নহীন নিদ্রাতে বিলীন!

ভিক্ষা

সুখ কিবা দুঃখ আর কিছু নাহি চাই,
সন্তোষেরে সদা যেন হৃদিমাঝে পাই,
যা কিছু দিয়াছ, আর যাহা দিবে, বহে
যেতে পারি দীর্ঘপথ ওই মুখ চেয়ে।
কিবা জীবনের আলো, কিবা অন্ধকার!
কেবলি মায়ার ভ্রান্তি মনের বিকার।

তিন কাল

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান !
হায় !—হ'ল বুঝি ত্রিকালই সমান।
অসার অনিত্য কায়া,
শুধু কতগুলি ছায়া,
করিতেছি তাদেরই ধেয়ান।
হায় !—হলো বুঝি ত্রিকালই সমান।
ভবিষ্যতে আঁধা ঘোর !
কিন্তু কোথা আশা মোর,
জীবন ত মৃণাল সমান !
রহিবে ত এ মুগ্ধ পরাণ ?
আবার আবার ত রে,
ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে,
মোহ-সূত্রে হবে বদ্ধ প্রাণ !
হায় !—হলো বুঝি ত্রিকালই সমান।

আলোক

যে আলোক আছে হৃদয়ে আমার,
যাহার ভাতিতে উজ্জ্বল কায় ;
আঁখি-পথ হ'তে সরায়ে তাহারে ;
সেথায় দাঁড়াতে চাহিস হায় !
এ হেন বৈরতা সাধিবে ব'লে কি,
ধরেছি জঠরে যতন ক'রে ?

হেসে খেলে বাছা থাক চির সুখে ;
রেখ না থেক না অমন ঘিরে
এ পূত, এ সিত আলোকের ছটা !

বাসনা

উজল চাঁদিনী বাসন্তী যামিনী সুখেতে জগত হাসে।
হ'তে চাহে হৃদি, বেদনার সাথী, দুঃখেতে যে জন ভাসে।
কেহ ভালবেসে কাছে এসে ব'সে যদি কহে মন-কথা,
হৃদয় খুলিয়া আপনা ভাবিয়া জানায় প্রাণের ব্যথা।
হেন মনে হয়, সারা ধরাময়, ভ্রমি প্রতি ঘরে ঘরে,
সজল নয়ন, মলিন আনন, রাখিতে হৃদয়ে ধ'রে।
বিপুল ধরায় কত হৃদে হায়, নাহি সুখ তিল স্থল,
প্রতি নিশি হায় বহে লয়ে যায় কত পদ্ম আঁখি জল !
শত সুকুমার, কিশলয় হৃদি ধূলি পরে অনাদরে।
কুসুম-কলিকা সদৃশ বালিকা জরিত সন্তাপ জরে !
আছে কি এমন, অনুতাপে মন দহেনি যাহার ভবে ?
কে আছে এমন ভুলেও বেদন দেয়নি কাহারে কবে ?
হায় !— থাকে যদি কেহ, সুখে থাক্ সেহ, দুঃখিনী তারে না চায়,
ব্যথার ব্যথিনী, চির অভাগিনী যতেক দুঃখিনী আয় :

পতিতা

মলিন অধরে, তোর কপট মধুর হাসি
হেরে, ভুলে যায় সদা পথিকের মন।

কিন্তু অতি দীন-দৃষ্টি তোর, মুখেতে কজ্জল মাখি,
ঢাকা দিতে চাহে তার নীর-আভরণ।
তোর কথা ভেবে মনে, বড় দুঃখ পাই প্রাণে,
সরলা নারীর হায় একি পরিণাম!
প'ড়ে কি স্বপন ঘোরে, কি সুখ আশায় হা রে,
করিলে সুন্দর হৃদি নরকের ধাম!
মিষ্টভাষে মুগ্ধ হয়ে, সহস্র কপট নেয়ে
হাতে তরী দিলি সঁপে অবোধ দুর্ব্বল,
কেড়ে নিয়ে রত্নগুলি, ঘোর ঘূর্ণাপাকে ফেলি,
ডুবাইয়া তরী, তীরে হাসে খল খল!
(ওরে) করুণা-প্রতিমা নারী কি শাপে রে নিশাচরী,
অনাসে বিনাশ ক'রে প্রাণের পুতুল।
কি প্রমত্ত রে যৌবন, কি সে ছার প্রলোভন,
বিধির বিধান যাহে সব হয় ভুল।

ব্যথা

ফেলিতে চাহি রে তোরে বিস্মৃতির জলে,
কেন' আছ আঁকড়িয়া পরাণের তলে?
কেন মোর হৃদে তোর মুখ জেগে দিবানিশি?
ঘুমালেও ছাড়িস না স্বপনেতে পশি,
তবে, জীবনে কি ভুলিবি না দুরন্ত রাক্ষসী?

অসন্তোষ

যারে আমি স্বপনে না চাই,
সে কেন আসে গো মোর ঠাঁই ?
সে কেন ফিরে গো পিছে মোর ?
ধরা তারে দিলে পরে ছাই,
তবে ত পরাবে প্রেম-ডোর ?
সিন্ধুসম বিস্তারিত হিয়া,
ক্ষুদ্র কূপে লবে কি করিয়া ?

যদি

যদি জগতেতে নাহি সুখ, এস তবে এস মন,
তোমাতে আমাতে মিলি, নির্জনে করি রোদন।
আর. কি দেখিতে শতবার, ভ্রমিব রে চারি ধার,
যদি, আঁখি না দেখিল কা'র, প্রফুল্ল হৃদয়-মন ?
এস তবে এস মন,
তোমাতে আমাতে এস নির্জনে করি রোদন।

অভিনয়

(১)

যদি কারো নাহি থাকে প্রেম,
যেন করে নাক মিছে তার ভাণ।
প্রেমহীন প্রেম-অভিনয়
হেরিয়া, সরমে মরে প্রাণ !

নয়নের চটুল চাহনি
রাখে ঢেকে পল্লব আড়ালে,
নহে কার সরল হিয়ার মাঝে গিয়ে
ছলনা অনল দিবে জ্বেলে।
অভ্যস্ত সে সুমধুর বাণী
অতি মিঠা মিছরীর ছুরী,
রক্ষা করো, প্রণয়-দেবতা,
মুক্ত প্রাণ নাহি করে চুরী।

(২)

বলিবার নাই কিছু খুলে,
মিলে যদি পরাণে পরাণ,
প্রেমিকের কথা আঁখি-কূলে,
বুঝাইয়া দেয় সে নয়ান।
বুঝিয়া হাসে সে ভালবাসা
আর সবে শুধু চেয়ে রয়,
সভয়ে পিছায়ে পড়ে ভাষা;
নীরব প্রেমের অভিনয়!

সৌন্দর্য্য

দূরেতে দাঁড়ায়ে দেখ রূপ!
ছুঁয়ো না রে হইবে বিরূপ,
ফুল ফুটে আছে গাছে,
যেও না উহার কাছে,

নিশ্বাসে মলিন হবে, পরশে সরস যাবে,
ভোগে না মাধুরী র'বে রে মন লোলুপ।

পূর্ণ সৌন্দর্য্য

এমন সুন্দরী ধরা কেন গো হয়েছ তুমি?
পূরে না সৌন্দর্য্য-তৃষা—অপূর্ণ লাবণ্য-ভূমি।
প্রশান্ত নীলাম্বু রাশি,
তারকা, তপন, শশী,
অভ্রভেদী শৈলমালা, মুক্তাবর্ষী নির্ঝরিণী।
এ মোর তৃষ্ণার কাছে
পরাভব মানিয়াছে,
তাই দিবসে লুকায়ে শশী, নিশাঞ্চলে দিনমণি।
ফুল, ঝ'রে পড়ে খুলে,
সিন্ধু, কাঁদে ফলে ফুলে,
কুলু কুলু কেঁদে মরে সাগরেতে স্রোতস্বিনী।
তরুতলে ম্লান ছায়,
জোছনা বিবর্ণ কায়,
হায়!—হৃদি ত না সাম্য পায়, কোথা পূর্ণরূপখনি!

উচাটন

কি মন্ত্রেতে কোন জন চিত্ত মোর উচাটন
করিয়াছে, দেখ সহচরী।

কেন কেবলি যমুনাকূলে, ভুলিয়া চরণ চলে,
মনে আসে মেঘের মাধুরী ?
দেখ খুঁজে অবিরাম, এই ব্রজে কোথা ধাম,
কিবা নাম, পুরুষ কি নারী।
সখি, কালিন্দীর শ্যাম কূল, সুশ্যামল নীপ-মূল,
ঘনশ্যাম গগনের তল ;
শিখির শ্যামল পাখা, শ্যামল দিগন্ত রেখা,
কেন শ্যামা দেখে, চোখে আসে জল ?
কুলবতী কুলবালা, হায় কি হইল জ্বালা,
চিত আলা পাগলিনী প্রায় !
গৃহ, সম কারাগার, জীবন, দুর্ব্বহ ভার,
উচাটিত সতত হিয়ায়।
দেখ্ তোরা দেখে সখী আয় !

গরবিণী

নয়ন তাহার, প্রেম পারাবার, অকূল কিনারা নাই।
ক্ষুদ্র প্রাণ মোর, দুর-আশা ঘোর, সাঁতারি তরিতে চাই।
উজল সরল কটাক্ষ কোমল, কত ভাব ভাতি ভরা,
কত সুখ-ছায়, পূত হাসি ভায়, কিরণে উজল ধরা।
হোক্ হোক্ প্রাণ চিরমজ্জমান, ও অমৃত নীরধিতে।
রমণী বিভব, রূপের গরব, মিশুক ধূলির সাথে।

মুগ্ধা বা সন্দিগ্ধা

সে দুটি নয়ন তার, হেরিলাম বার বার,
কেমন সে বলিতে না পারি।
পরশিতে যাই কাছে কি জানি কি তাহে আছে,
চেয়ে চেয়ে আপনা পাসরি!
সই, একি হ'ল কহ না আমায়,
প্রাণ কেন সদা তারে চায়।
ভাল বাসে কি না বাসে তা ত কভু কহে না সে,
শুধু নীরবেতে হাসে সেই হাসিখানি।
সে হাসি বকুল বায় পরাণ উদাসী হায়,
অধরে মিলায়ে যায় আঁধারি অবনী।
যুগ যুগ বর্ষ ধ'রে চিনিতে নারিনু তারে
দিন রাত কাছে কাছে থাকি।
সদা হেন মনে লয় প্রেমসিন্ধু সে হৃদয়,
কভু ভাবি সবই বুঝি ফাঁকি!

বয়ঃসন্ধি

আজ হ'তে খেলতে আমি আর যাব না, বকুলফুল।
বিপিন বড় মুখের পানে চেয়ে থাকে ঢুলু-ঢুলু।
কে জানে ভাই লজ্জা করে খেলতে কেমন লুকোচুরী।
চায় যদি কেউ আমার পানে সেথায় কেমন রইতে নারি।

নবোঢ়া

এ তার কেমন ভালবাসা
বুঝতে পারি না সখি।
পলাতে পায় না পথ,
আঁখিতে মিলিলে আঁখি!
চেয়ে থাকি আসার আশে,
লুকিয়ে বেড়ায় আশে পাশে;
যদি বা সম্মুখে আসে,
ঘোমটাতে মুখ ঢাকি!
এ তার কেমন ভালবাসা
বুঝিতে পারি না, সখি।
আদরে ধরিলে পাণি,
অমনি সে লয় টানি;
চুমিলে অধর-খানি
জলে আঁখি ছল ছল,
বুকে যেন নাহি বল।
সাধিলে কাঁদিলে শত,
তবু কথা কহে না ত;
হাতেতে রাখিলে হাত,
নামাইয়া রাখে ধীরে,
দেখে না চাহিয়া ফিরে!
সুধাও তারে, সজনী,
কি হেতু সে গরবিণী?

রূপ-গর্ব্বে প্রেম-মণি
পরিতে চাহে না কি রে?

যুবতী

মুকুরের মাঝে হসিত মুখানি,
হরিণ-নয়নী বালা।
লাবণ্য-জোছনা, তনুতে ধরে না,
রূপেতে কুটীর আলা!
খুলিয়া ভাঙ্গিয়া আঁচড়ায় চুল,
কেশের উপরে চম্পক আঙ্গুল,
উরস-সরসে কনক-মুকুল
রূপের সলিলে ভাসে।
দেখে মৃদু মৃদু হাসে।
আপনার রূপে আপনি মোহিত,
নিজের সুস্বরে নিজে চমকিত,
গ্রীবার উপরে বিলোল কবরী,
এ পাশে ও পাশে দেখিছে নেহারি,
কোমল করেতে আঘাতিছে ধীরি,
মনোনীত হয় না।
বলয় কিঙ্কিনী, মৃদু ঝিনী, ঝিনা,
বিমল ললাটে মুকুতার শ্রেণী,
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মকণা
মনোনীত হয় না।

বাসর-সজ্জা

বিনায়ে বাঁধিল চুল কানে দিল নীল দুল,
কবরীতে বেল-ফুল বিতরে সুবাস।
নব মল্লিকার মালা, যতনে গেঁথেছে বালা,
কটিতে মেখলা-মালা, পরে নীলবাস।
হতাশ নয়নে চায়, কই এল না ত হায়,
নিশি যে পোহায়ে যায়, বৃথা ফুল-সাজ গো!
নয়নে কজ্জল-লেখা, অধরে তাম্বূল-রেখা,
বাসর কাটিল একা, ছি ছি ছি কি লাজ গো!

প্রোষিত-ভর্তৃকা

হ'সে ওই মেঘের পরে সাধ ক'রে, সই, যাই লো ভেসে,
হৃদয়ের ধন—প্রাণের রতন আছে যথায়—যাই সে দেশে!
চুপে চুপে গিয়ে কাছে দেখিব সে কেমন আছে,
কি দিয়ে বুক বাঁধিয়াছে, সুখে কি আছে বিরসে।
আর, মুছে মুছে আঁখিবারি, দিন না গণিতে পারি!
একেলা বাঁচিতে নারি তার মিছে আসার আশে!

বিরাগিণী

কেন বেঁধে দিলি চুল,
পরাইয়া দিলি ফুল,
কেন বা পরালি দুল,
মুকুতার হার লো?

নয়নে কাজল দিয়ে
কেন দিলি সাজাইয়ে,
নীল বাস পরাইয়ে
করালি বাহার লো।
যৌবন মিছার জানি,
সুখ মরীচিকা মানি,
হইব যোগিনী আমি,
কাজ নাই সাজে লো।
পরিব না প্রেম ফাঁসি,
মুক্ত প্রাণ ভাল বাসি,
প্রেমের সোহাগ-রাশি,
বাসি সম বাজে লো।

প্রেমিকা

সই, পিরীতি পরাণ চাহে।
কত জন্ম ঘুরে, কোন্ সুরপুরে,
না জানি মিলিবে কাহে?
সই—দরশ পরশ সুখে যার আশ,
পিরীতি না তারে চিনে।
হায়!—নয়নে নয়ন মিলাইতে জন
না জানি আকুল কেনে।
সই—হিয়ার মাঝার অলখিতে তার
আসে যায় প্রেম-কথা;

না হেরিলে চিত, নহে তিরপিত,
ভাবিতে লাগয়ে ব্যথা।
জানি, মধু নিশি পরকাশি শশী
পাতিলে রূপের ফাঁদে।
পাইতে তাহারে পরাণ কাতরে
মাধুরী জড়িত সাধে।
তবু প্রেমগুণ কেন সুনিপুণ,
বিধাতার নিরমাণ।
হৃদে উপজিয়া হৃদে পশে গিয়া,
সুদূরে জুড়ায় প্রাণ।

কামিনীগুচ্ছ বা বালিকা বিধবা

চেওনা চেওনা ও মুখের পানে
অমন করিয়া লালসা ভরে,
লাগিলে ও গায় বাসনার বায়,
বোঁটা হতে কায় পড়িবে ঝরে!
মধু বঁধু তুমি, চেন না দুঃখিনী!
শুধু সে সাধিতে গাহিতে জান।
জান কি হে অলি, অফুট ও কলি,
ফোট ফোট মুখে শুকাল কেন?
শত আশে ঢাকা সাধ-ভরা-হৃদি,
আর দুটি নীল তৃষিত আঁখি,
সারাটি রজনী চেয়ে চেয়ে মুখে,
প্রভাতে নিভেছে, ভুলিবে তা কি!

আর, শত রবি-কর যদি দেয় ঢেলে,
শত চাঁদ যদি প্রেমেতে চুমে,
খুলিবে না তবু ও দুটি নয়ন,
রহিবে মুদিত ধেয়ান ঘুমে।
আঁখি আগে জাগে ম্লান মুখখানি,
কাণে বাজে মৃদু নিরাশার বাণী,
ফুলশয্যা নিশি বিজয়া যামিনী,
মুখেতে মেখেছে ভসম-রাশি।
যাও স'রে ধীরে, ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না,
কর' না যতন আর ও যুটিবে না।
আঁখিজলে আর ভাসায়ে ভেস না,
হেস না হেস না হেস না প্রেমের হাসি

সুন্দরী

কোমল মৃণাল-বাহুযুতা সিমন্তিনি!
আর্ত্তের আশ্বাস তব বলয়ের ধ্বনি।
জলদপ্রতিম কেশ তাপিতের ছায়।
পূত হৃদি পদ্মগন্ধ ভুবন ভুলায়।
তুলিকালিখিত ভুরু ন্যায়ের সুধনু।
শাণিত-কটাক্ষে মৃত অধর্ম্ম অতনু।
অপাঙ্গে প্রণয়-সুধা, দৃষ্টি সঞ্চালনে
প্রেমে পরিপূর্ণ ধরা পাষণ্ড জীবনে।
হাসি, চিরপ্রবাহিত পারিজাত-বাস।

জীবন ধরার স্বাস্থ্য, অভাবের নাশ।
নির্ম্মলতা সুললাট, অধর মধুপ্লু,
মুখানি সন্তোষ, লাজ, কপোলে আরক্ত।
যৌবনের কান্তি তব মন্দাকিনী-ধারা!
পাপীর অন্তরে শুদ্ধি আধি-ব্যাধিহরা!
রসনে সঙ্গীত বাস, সুকণ্ঠে কোকিলা
বিনয়ের সিঁথি চারু শিরে চারুশীলা।
এ হেন সুন্দরী তুমি, বিধির সৃজনে,
ভুলিও না রূপগর্ব্ব রেখ রেখ মনে।

কেন ?*

কে জানে কেনই বাছা ভাল বাসি তোরে,
নব কিসলয়ে নত,
বসন্ত বল্লরী মত,
শ্যামল মাধুরী-খানি দুলে আঁখি পরে,
মৃদুল সুরভি বাসে মন মুগ্ধ করে।
(তাই কবে কি রে ?)
না গো না, তা বুঝি নয়—সুষমা মাধুরীচয়,
রূপমুগ্ধ আঁখি মম দেখিয়াছে ঢের,
পড়েনি তাহাতে প্রাণে এ স্নেহের ফের ;
জলে জল মিশে যায় আপনিই ধেয়ে।
ভাবি তাই নিরালায়—প্রেমে প্রেম ধরা যায়,

* এই কবিতাটি শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর উদ্দেশে লিখিত।

বুঝি বা আমারে ভাল বাসিস্ গো মেয়ে ,
তাই সদা আঁখি মোর তোরে থাকে চেয়ে ।
তাই বা কেমনে হবে ?
জাননি আমায় যবে,
জানিনি এখন ভাল জান না আমায়,
কিসে উপজিবে প্রেম বোঝা ত না যায় ।
যাক্, কথা যাক্ দূরে,
এস বাছা কাছে স'রে,
ভাল ক'রে দেখি আমি মুখানি তোমার,
কিসে তুমি দিলে ফের পরাণে আমার ।
প্রথম যে দিনে দেখি,
আঁখিতে মিলিতে আঁখি,
স্নেহের পুলকে প্রাণ ছেয়ে গেল ধীরে ।
মোর আপনার কেহ,
যেন দূরে ত্যজে' গেহ,
গিয়াছিল ; এত দিনে পাইলাম ফিরে ।
কত আসে কত যায়—
কে জানে কেনই হায় !
মিশে এক এক মুখ প্রাণের ভিতর,
শুধু সে আমার নয়,
সবারি এমন হয়,
কেন মেয়ে, এ 'কেনর,' আছে কি উত্তর ?

সরলা *

কেন রে হেরিলে তোরে হৃদয় আমার,
স্বভাব-গাম্ভীর্য্য স্বীয় ফেলে হারাইয়া ?
বালিকার মত ক'রে বাহুর বিস্তার
ছুটে যায় মিশাইতে হৃদয়েতে হিয়া।
আছে তোমা হ'তে কত আত্মীয় স্বজন,
কভু ত হেরিলে কারে হয় না এমন।
শশীরে হেরিয়া যথা প্রশান্ত জলধি—
উচ্ছসি উঠিয়া তুলে তরঙ্গ বিপুল ;
কিবা দেখিলে তোমারে মোর গুরুভার হৃদি
লঘু হয়ে দোলে, যেন সমীরণে ফুল
তুই সে আমার সখী আত্মার আত্মীয়,
সম্বন্ধ বন্ধন হ'তে প্রিয়তর প্রিয়।

কালের শিক্ষা

ধীরে ধীরে যাইতেছে শুকায়ে হৃদয়,
সে আমি এ আমি কত হইয়াছে দূর,
ছিল যাহা সুকোমল সরলতাময়,
হতেছে এখন তাহা কঠিন বন্ধুর!
এই কি কালের শিক্ষা প্রৌঢ়তা কুটিল,
বাহিরে শিথিল আর অন্তরে জটিল ?

---

* এই কবিতাটি সরলা দেবীর প্রতি লিখিত।

তবে, ধিক্ ধিক্ মানবের সুদীর্ঘ জীবন,
সরলতাময় বালো না হলো মরণ।
এখনো আঁখির জ্যোতি যায়নি ঝরিয়া
বিশ্বাস করিতে কেন পারি না জগতে ?
গোধূলি কনক রাগ না যেতে মুছিয়া
অমার তমস কেন আসে গো ঝাঁপিতে ?

ভালবাসা

সংসারের ভালবাসা দেখে
লাজে, ভয়ে, লুকায় হৃদয়।
যদি কেহ ভাল বেসে ফেলে,
তার মাঝে ক'রে ফেলে লয়।
পাছে কেহ ভালবেসে বসে
ভালবাসা পূতি-গন্ধ-ময়।
ভালবাসা ভালবাসা সে কি ?
দুটো মিষ্ট কথা বিনিময়।
ভালবাসা ভালবাসা সে কি ?
পিছে পিছে অতৃপ্ত নিশ্বাস।
ভালবাসা ভালবাসা সে কি ?
লালসার নয়ন বিলাস।
ভালবাসা ভালবাসা সে কি ?
কলঙ্কের অঙ্গার আবাস।
তবে, ভাল, ভালবাসা ছাই,
রসাতলে হউক বিনাশ।

ভালবাসা ভালবাসা সে যে
হৃদয়ের প্রগাঢ় বিশ্বাস।
ভালবাসা ভালবাসা সে যে
জ্যোৎস্নালোকে মন্দাকিনী-কূল,
ভালবাসা ভালবাসা সে যে
মল্লিকার সুরভি অতুল।
ভালবাসা ভালবাসা সে যে
উষার আরক্ত অনুরাগ।
ভালবাসা ভালবাসা সে যে
ভোগ, স্বার্থ, বিলাস বিরাগ।
ভালবাসা ভালবাসা পূত,
আত্মায় আত্মায় সম্মিলন।
দূর হ'তে দূরান্তরে থেকে,
স্মরণেতে প্রফুল্ল জীবন।

সুপ্তি

ঘুমাতেছে? ঘুমাক্ হৃদয়।
কি জানি কি তন্দ্রাঘোরে
সুখ বিভাবরী ভোরে
হইল না চেতনা উদয়!—
ঘুমাতেছে? ঘুমাক্ হৃদয়।
সুস্থির সুষুপ্তি ভোগে
থাক্, কাজ নাই জেগে,

নাহি কাজ উত্থান প্রলয়!
ঘুমাতেছে? ঘুমাক্ হৃদয়।
দুরন্ত হৃদয় মম,
প্রলয় পবন সম,
এখনি ছুটিবে ধরাময়,
কাজ নাই উত্থান প্রলয়,
ঘুমাতেছে ঘুমাক হৃদয়।
অমন করুণ-স্বরে
ডেক না, ডেক না, ওরে
গেও না জাগরণী দুঃখ মম,
ঘুমাতেছে ঘুমাক্ হৃদয়!
হায়! অতৃপ্তি নিশ্বাস ঘোরে
হাহাকার আঁখি লোরে
এখনি ছাইবে দেশময়,
ঘুমাতেছে ঘুমাক্ হৃদয়।
অদম্য প্রাণের বেগে,
ছুটিয়া পড়িলে ঝেঁপে,
হয়ে যাবে তুফানে বিলয়।
গেও না জাগরণী দুঃখময়।
ঘুমাতেছে ঘুমাক্ হৃদয়।

মনে করি

মনে করি ভাবিব না, আর তার সেই কথা,
বিষমাখা অমিয়া সে, সে যে প্রাণভরা ব্যথা।

কেনই কিসের আশে, এখনো সে কাছে আসে ?
আর, কেন আঁখি পাশে, জাগে তার তনুলতা !
যে যাবে বিদায় নিয়ে, থাক্ সে চির সরিয়ে,
কেন মিছে স্মৃতিভরে গ্রথিত তাহার গাথা।

— - -

কি আর বলিব

এ হতাশ হৃদয়ের সাধ, কাহারে সঁপিব ?
এমন যতন করে, কে আর রাখিবে ওরে,
রহিবে ধূলায় প'ড়ে যবে ধূলাতে মিশাব।
সই,
কে তোরা বাসিস্ ভাল, বল্ বল্ খুলে বল্,
আমার সাধের সাধ, তারে দিয়ে যাব !
এরা যে থাকিলে চিতে, আবার হবে আসিতে
তাই চাহি বিলাইতে কাঁদিয়া বিলাব,
মরম বিজনে ঢেকে, রেখে দিস্ চোখে চোখে,
নারে যেন পরশিতে অতৃপ্ত অশিব।
কি আর বলিব।

আভাষ

সুন্দর অনন্ত ছায়া।
আভাসেতে দেখাইয়া
কোথা আছে লুকাইয়া
বিনোদিয়া পিয়া রে ?

শিখায়ে প্রেমের কলা !
নীরব বিরহ-ছলা,
কোথা মিলনের ভেলা ?
আকুলিত হিয়া রে !
অকূল, কিনারা নাই !
চারি দিক্ পানে চাই,
যা কিছু দেখিতে পাই ;
ধরি আঁকড়িয়া রে !—
বিরহ-পাথারে ভেসে
পথে পথে ভালবেসে,
যেতেছে প্রেমের দেশে,
আশয়ে বাঁচিয়া রে !

তোমার

তোমারে ডাকিয়ে শান্তি পাই,
তোমারি মাঝারে মিশাতে চাই,
কেন গো তোমার দেখা না পাই ?
শীতল ও পায়, পাইতে স্থান,
সদা করে সাধ তাপিত প্রাণ।
তোমারি মহিমা করিতে গান,
চাই গো অনন্ত জীবন চাই।
কেন গো তোমার দেখা না পাই ?
সখা হে, অমৃত-সাগর তুমি,
আমি পিপাসায় মরুরে চুমি।

অনন্ত আলোক থাকিতে তুমি,
আমি সে আঁধারে ঘুরে বেড়াই।
কি দোষে তোমার দেখা না পাই?

কবে

অনুদিন অনুখন করব দরশন,
বৈঠয়ি চরণক-তলে,
তৃষিত নয়নযুগ নিমিখ পাসরিয়া
ভাসিবে পুলক-জলে।
শতযুগ অবসান না হোয়িবে অনুমান,
চাহয়ি চাহয়ি মুখে,
(কবে)
আদি অন্ত মঝু জনম মরণ কছু
ডুবে যাবে পরশ-সুখে।

তোমাকে

তোমাকে যাইলে দেখিতে
আঁখি পায় না, পায় না, পায় না কুল।
লুকায় বিশাল সিন্ধু,
লুকায় তপন, ইন্দু,
লুকায় জগত-বিন্দু, আকৃতি সঙ্কুল!
তোমাকে যাইলে দেখিতে
আঁখি পায় না, পায় না, পায় না কূল।

ভাষাতীত, জ্ঞানাতীত,
রূপাতীত, গুণাতীত।
হায়!—কিসে বা পাইবে চিত, অনুমিতি স্থল।
তোমাকে যাইলে দেখিতে
আঁখি পায় না, পায় না, পায় না কূল।

এ কেমন

দূর দূরান্তরে থেকে,
সদান্তরে দেয় দেখা।
আঁখি'র আকুল করি,
মনে মনে মন রাখা!
তারে, এমন নীরব প্রেম।
নীরবে শিখালে কেবা!
ভাবনা-অতীত সে'যে,
কেঁদে কাটে নিশি-দিবা।

সাথী হারা

কেন রে হৃদয় সদা ভাসিছ, বিষাদ-নীরে।
নির্জন পাইলে আঁখি, কেন ঝর, ধীরে ধীরে।
কার আসা আশা ক'রে আর চেয়ে পথপানে?
জীবন কাটাবি কি রে, বিফল স্বপন, ধ্যানে?
ওই যে আসিছে নিশি, লইয়া আঁধার ভার,
গৃহে ফিরে যা রে ধীরে, সাথী হারা প্রাণ আমার।

কে জানে

(১)

আকুল পরাণ সদা চেয়ে আছে যার মুখ,
কোথায় তাহার বাস ? সে জন সুখ, কি দুঃখ ?
আকুলতা তাঁরি পানে, জনম জনম ছুটে,—
পায়নি, পাবে না, তবু দুর আশা নাহি টুটে !
ভাবিতে ভাবনা যায়, পুলকে পরাণ ভোর,
কে জান গো, বল বল, কোথায় সে মনচোর !
তাঁহারি বিরহে কাঁদি কাটাতেছি দিনরাত !
কে জানে পাইব কি না কভু সে হৃদয়-নাথ।

(২)

কে জানে হৃদয়-নাথ নিদয় এমন,
প্রেমিকে কৃপণ প্রিয় দিতে দরশন।
হৃদয় দুয়ার খুলি,
ডাকিতেছি সখা বলি,
তাই কি দেখেন ছলি, বুঝিবারে মন ?
প্রেমিকে কৃপণ প্রিয় দিতে দরশন।
(কিবা) জগতের অধিপতি তাই সে এমন ?

সংসার

ফের, ফের, কোথা যাও, কার বাঁশীরবে ধাও,—
স্বর-মুগ্ধ কুরঙ্গিনী সমা।

ঘোর ও গহন মাঝে, ব্যাধের মুরলী বাজে,
ডাকিছে মোহের চির-অমা।
গায়ে গায়ে আত্মজন, শাখা বাহু প্রসারণ
করিয়া, ঢেকেছে ভানু-ভাতি।
দিবস তমসে হারা, ভ্রান্ত পান্থ পথহারা।
কোথা নাথ সিত শশিরাতি?

ভ্রান্ত

বাসনা থাকিতে হৃদে, কোথা যাবি আর?
চরণ-শৃঙ্খলে বাঁধা, সাধ ছুটিবার।
(গোষ্পদে ভরম সিন্ধু, সম্পূর্ণ বিকার!)
ওরে, ভরমে ভ্রমিবি কত ধাঁধা বার বার:
কোটি জন্ম এলি ঘুরে কত যাবি আর!
জ্ঞানানল জ্বালি, সাধে কর কর ক্ষার।

মোহ ফাঁস

(আমি) আপনি রচিয়া ফাঁসি,
আপনি পরেছি গলে।
ভুলে বাসনার ভাঁধে
চলেছি তমস কোলে।
পশারিয়া ভীম বাহু,
গ্রাসিতে আসিছে রাহু,

দেখেও দেখে না আঁখি,
না জানি কি মোহ-ভোলে!
পিতা, অঙ্গুলী চালনে তব,
বিভর জীবন নব,
নবীন জগত হেরি,
নবীন নয়ন মেলে।
ভুলে বাসনার ভাষে
চলেছি তমস কোলে!

আমি

দীরঘ স্বপন একি ভাবিতে বিদরে বুক।
প্রভাতে মিলাবে সব, মিছে এই সুখ-দুঃখ।
বাসনা, ধারণা, আশা, বর্ণের যোজনা ছার।—
ছায়া-বাজী সম খেলা, জনম-মরণ সার।
তাই যদি সত্য হয়, বিড়ম্বনা এই প্রাণ!
দর্শন, বিজ্ঞান বৃথা, বৃথা আমি অভিমান।

ঈশ্বর-বিরহী

এই বার আসিয়াছে অবস্থা আপন,
প্রাণেশের বিরহের পাথার অকূল!
জীবন-যামিনী মাঝে হয়ে অচেতন
পরেছিনু স্বপনেতে মিলনের ফুল!
গেছে গো ভাঙ্গিয়া গেছে দুদণ্ডের খেলা।

পেয়েছিনু মরীচিকা মরুময় পথে,
এখন বাসনা এই, এ বিরহ বেলা
হউক অনন্ত মোর অনন্তের ব্রতে।
মিলনের সুখে ভুলে ভুলেছিনু তাঁরে,
বিরহে, হৃদয়নাথ হৃদয় মাঝারে।
আর যেন কেহ পথে প'ড়ে মাঝখানে,
প্রাণেশের ধ্যানে মোর ব্যাঘাত না আনে

প্রতিদান

যে চাহে না প্রেম-প্রতিদান,
তারে আমি দিতে পারি প্রাণ।
হেন পূর্ণ কাহার হৃদয়?
ভ্রমি খুঁজে সেই প্রেমময়।
যে দিকেতে নেহারে নয়ন
বাণিজ্যে ধরণী সম্পূরণ!
বসন্তের প্রেমে ফুটে ফুল,
প্রতিদানে সুরভি অতুল!
অলির আকুল প্রেম-গান,
ফুল-বধূ মধু করে দান।
ভানু-প্রেমে ফুটে সূর্য্যমুখী,
সারাদিন অনিমেষ আঁখি!
চন্দ্রমার শুভ্র প্রেম হাস!
সিন্ধু দেয় হৃদয়-উচ্ছ্বাস।

অতি দীন হীন এ পরাণ।
নাহি হেথা দিতে কিছু দান।
আমার এ অতি শুষ্ক প্রাণ।
নাহি হেথা প্রেম প্রতিদান!
নাথ, তুমি বিনা, হেন কেবা ভবে,
এই—শুষ্কধূলি, যত্নে তুলি লবে?
শত জন্ম শত অপরাধ
ক্ষমিতেছ প্রসন্ন আননে।
আছ চেয়ে স্নেহপূর্ণ চোখে,
অনিমেষ মলিন আননে!
এত প্রেম কাহার ধরায়?
কারে দিব এ হৃদয় হায়!

প্রাচীন

শুভ্র কেশ, শুভ্র ভুরু, শুভ্র শ্মশ্রুরাজি,
হে প্রাচীন, দেখে তোমা নেত্রে নীর আসে,
বাহ্য শুভ্র মাঝে তব হৃদয়ের সাজী
পরিপূর্ণ নহে কিন্তু সুশুভ্র সন্তোষে।
পরামর্শদাতা তুমি তরুণেরে আজি।
দেখেছ অনেক খেলা সুদীর্ঘ জীবনে।
বিমল ললাটে তব শত রেখারাজি।
কি লেখা রেখেছ লিখে অস্পষ্ট লিখনে?

যৌবন কি লিখে গেছে কার্য্যাবলী তার ?
কিসের জটিল চিন্তা প্রাচীন তোমার ?
কত গণ' কড়া ক্রান্তি প্রস্থানের বেলা,
সরল ললাটে কেন অঙ্কপাত মেলা ?
এসেছে ত দিন তব অগ্রসর হয়ে,
মিছা শত চিন্তাভার কেন আর লয়ে ?

আশঙ্কা

যৌবন থাকিতে মোর যায় এ জীবন,
সদা এ দুরাশা আমি করি মনে মনে।
জরা, কম্প, কূটচিন্তা মোরে আলিঙ্গন
করে পাছে এই ভয় হয় প্রতিক্ষণে।
সত্য বটে গাহি আমি বিষাদের গান,
সন্তোষের মুখ মোর নহে কিন্তু ম্লান !
দুঃখের সাগরে মোর ওই ধ্রুবতারা
সদা ভয় হই পাছে সন্তোষেরে হারা।

সাধ

(১)

(শেষে) আছে সাধ, জাহ্নবীর কূলে
সুকোমল বালির শয্যায়,
মানব তনুর অণুতলে,
এই মোর জীবন, মিলায়।

সহস্রের মাঝারেতে পশি,
ভুলে যাব জীবনের ব্যথা,
ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান,
প্রাণে মোর মিশে যাবে সেথা।
আহা সেকি অতুল আনন্দ
লভিব গো মরণের কূলে,
হয়েছি ধূলির সাথে ধূলি,
লোকে ক'বে জীবনের ভুলে!
হইতে ধূলির সাথে ধূলি
যাব আমি হাসি মুখে চ'লে।
ভাল যারা বাসে মোরে এবে,
ভুলে যাবে এ মোর আনন।
দুঃস্বপ্নের মত মাঝে মাঝে
স্মৃতি-পথে উদিব কখন।

(২)

পরিচিত পূর্ণিমা শর্ব্বরী
নব পথে সাথী মম হয়ে
শ্রান্ত পান্থে করখানি ধরি
লয়ে যাবে পথ দেখাইয়ে।
তারাগুলি চোখে-চোখে চাহি
বলাবলি করিবেক তারা—
'এই সেই' শুধু গান গাহি
কাটাত যে যামিনী বিঘোরা।

'এই সেই' বাসনার রাশি,
উদ্বেলিত হৃদয়ের তলে
রেখেছিল সবলে চাপিয়া
কর্ম্মক্ষেত্রে বল নাই বলে।
'এই সেই' আমাদের মুখে
র'ত চেয়ে সারাটি যামিনী
আসিয়াছে আমাদের দেশে,
আয় ওরে কাছে ডেকে আনি
সুধাই গো মরতের ব্যথা
বড় দুঃখী আছিল ও তথা।

(৩)

(এবে) যাহাদের তারকার রূপে
প্রতি নিশি নেহারি গগনে
সেথা গিয়া পারিব চিনিতে
জন্মান্তের আত্মপরিজনে।
তাহাদের মাঝারেতে ব'সে
র'ব চেয়ে এ মোর আলয়ে
পূর্ব্বাপর প্রিয়জন মালা,
নেহারিব পুলক বিস্ময়ে!
আমি পাব দেখিতে সবারে
দেখিতে পাবে না মোরে কেহ,
(হেথা) কেহ বা ভাবিবে 'নাই' বলে
'আছে' 'আছে' কাহারো সন্দেহ!

হেথাকার হাসি, বাঁশী, গান,
হেথাকার আকুল বিলাপ,
সেথা গিয়ে পারিব বুঝিতে
দুদণ্ডের স্বপন, প্রলাপ।

(৪)

(হেথা) লোকে যবে ভাবনার ঘোরে
একেবারে হয়ে অচেতন
পথ ভুলে সংসার-সমুদ্রে
লক্ষ্যহারা করিবে গমন
আমি, দূর হ'তে দূরান্তরে রয়ে,
মনে চুপি চুপি (ধ্রুব) যাব কহে,
তারা, চমকিয়া চাহিয়া দেখিবে
আপনার হৃদয়ের পানে,
ভাবিবেক নিরালায় পরে,
শত কথা, চিন্তাকুল মনে।
ভাবিবেক নিরালায় ব'সে,
কে গেল বলিয়া, কাণে কাণে।

———

আঁধার

হৃদে যে আঁধার নাথ দিয়েছ ঢালিয়া
চির যদি হও তাও করিব বহন,
চরণ দুখানি তব হৃদয়ে ধরিয়া
অকূল-বিরহ-নিশা করিব যাপন।

আর কিছু নাই সাধ পরাণে আমার,
যত সাধ ছিল মোর হয়েছে বিলীন।
গানের ক্ষমতা নাথ হোরো না আমার,
দাও শক্তি গান গেয়ে পিছে ফেলি দিন।
ধরণীর মৃত্যু যদি শেষ মৃত্যু হয়,
বল, সে লুকান আশা দিই বিসর্জ্জন।
যে আশা-সূত্রেতে বদ্ধ অনন্ত নিলয়.
ছিন্ন ক'রে দিই পুনর্জনম. বন্ধন।

নিরুদ্দিষ্ট

তোমার বিরহ চির, কত সব প্রাণেশ্বর,
কোথায় আছ হে নাথ, ভুলে না দাসীরে স্মর,
নব নব বেশ ধরি,
গ্রহে গ্রহে খুঁজে মরি,
বিরহ-তপন-তাপে ক্ষীণ তনু জর জর।
কোথা ওহে নিঠুর সখা ?
কত দিনে দেবে দেখা ?
কাঁদায়ে রমণী একা, কি সুখ সম্ভোগ কর !
কোথায় আছ হে নাথ, ভুলে না দাসীরে স্মর

মায়াবিনী

বাসনা, ছাড় না মোরে, মিনতি করি,
হয়েছি গো বড় শ্রান্ত জনম, মরণ, ঘুরি।—

তুলিয়া মায়ার রথে,
কতই ঘুরাও পথে,
যেতে দাও আলয়েতে, চরণে ধরি !
তব মোহ-মন্ত্রে ভুলে,
এসে এই ধরাতলে,
যা ছিল হ'ল তা ভালে, এবে ছাড় নিশাচরী !
হয়েছি গো বড় শ্রান্ত জনম, মরণ, ঘুরি।

কত দূরে

অনুরাগে বদ্ধ আশা, নিতি যে হতেছে ক্ষীণ,
কত দূরে সে সুনিশা, কোথা বসিয়ে সে দিন !
একে দুরবলা নারী,
তাহে, বিরহ-পশরা ভারী,
আর যে চলিতে নারি, দীর্ঘ পথ, তনুক্ষীণ !
কত দূরে সে সুনিশা ? কোথা বসিয়ে সে দিন !
আর কত গেলে তবে,
আঁখি তাঁর দেখা পাবে ?
প্রেম-পারাবারে ক'বে, এ বিন্দু হবে বিলীন !
কত দূরে সে সুনিশা ? কোথা বসিয়ে সে দিন ?

শবদর্শনে

বিঘোরা তামসী নিশি, দিগন্ত ফেলেছে গ্রাসি,
প্রলয়ের ছায়া যেন আননে মাখিয়া !

আঁধার আকাশতলে, দিপ্ দিপ্ তারা জ্বলে,
এক গ্রহ অন্য গ্রহ পানে নেহারিয়া!
ভীষণ শিবার রাব, প্রকৃতি সভীত ভাব,
একা বসি বাতায়নে হৃদয় স্তম্ভিত!
সহসা ভীষণতর, "হরিবোল," উচ্চৈঃস্বর,
বিদারি গগন নৈশ হইল উত্থিত।
দিগন্তে মিলায়ে যায়, আবার চমকে কায়,
দূর দূর অতি দূরে ক্রমশঃ ধ্বনিত।
আলোড়ি স্মৃতির তল, উত্থিত নয়ন-জল,
সম্মুখে বিরাজে কত আলেখ্য অতীত!
উচ্চসাধ সুখ তৃষা, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা,
সকলি ফুরাল কি রে জীবনে উহার।
শুধু একমুষ্টি ছাই, মানব অস্তিত্ব গায়ি,
উড়ে বেড়াইবে শ্মশানের চারি ধার।
জীবন-নাট্যের মেলা, একি ভোজবাজী খেলা!
ভূতের সংযোগ প্রাণ, বিয়োগে অঙ্গার।
তাই যদি পরিণাম, কে চায় মানব নাম,
কেন এ ভূতের বোঝা বহা মাত্র সার।
(কিবা) নব-জীবন ফুলের সাজী, নূতন শোভায় সাজি,
করিবে আবার নব জগত উজ্জ্বল।
হায়! কে ক'বে কি অবশেষ, আঁধার ভবিষ্য দেশ,
জ্ঞান যথা অন্ধ আঁখি বিজ্ঞান বিফল।

মরণ

মরণ নামেতে এক প্রিয়তম আছে মোর,
দিবানিশি তার লাগি ঝরিছে নয়ন-লোর।
কি দিবস কিবা রাতি
তারে চাহি গাহি গীতি,
স্বপনেতে শত নিশি তার কোলে মাথা রাখি,
কহিতে কহিতে ব্যথা যেন গো মুদেছি আঁখি।
বসিয়া সিন্ধুর তীরে,
নিত্য সে ডাকিছে মোরে,
তিল তিল ধীরে ধীরে কাছে সরে আসিতেছে,
মোর মুখ তার বুকে সতত জাগিয়া আছে।
নিত্য তার বাঁশী শুনি,
গৃহে হই উদাসিনী
আকুলা দিবস গনি সদা তার কথা কই,
তার মত ভাল মোরে তোরা কে বাসিস্ সই?

কবর

গভীর নিদ্রায় পান্থ নয়ন মুদিয়া,
ধূ ধূ ধূ প্রান্তরে আছ একাকী পড়িয়া,
কোথা তব দারা-সুত-প্রিয়-পরিজন?
ভাবে কি গো মনে তারা এ ধুলি-শয়ন।
না—সুরম্য হর্ম্ম্য-মাঝে শুভ্র শয্যোপরে,
বীজনি ব্যজনে নিদ্রা যায় অকাতরে।

কিবা মাঝে মাঝে তব চিন্তা দুঃস্বপ্নের মত,
উদিয়া মানসে চিত্ত করে বিষাদিত।
হে দীন! তোমার মত আমিও এমন
ধূলির শয্যায় কবে করিব শয়ন।
কবে যে পাইব ত্রাণ এ মুমূর্ষুর দাহে,
কবে মিশে যাবে অণু মৃতের প্রবাহে।

পরজন্ম

পর জনম যদি, না থাকে হে বিধি,
শুন এ মিনতি মোর,
এ দুঃখ বেদন, মানিব রতন,
না নিও মরণ কোর,
এ রিঝ ভরিয়া, জাগিছে সোপিয়া,
জাগে সে আঁখিয়া আগে।
মানুখ জনম, দুলহ জীবন,
না নিও শপথি লাগে।
সে মোর বঁধুর, বিরহ মধুর,
পাঁজরে পাঁজরে গাঁথি।
রাখব যতনে, হেরব নিজনে,
উজালি স্মৃতির বাতি।

আকাঙ্ক্ষা

অতৃপ্ত পরাণে সে গেছে চলিয়ে বিষাদ বিষণ্ণ মুখে,
জনম, জনম, সেই মুখখানি রবে গো জাগিয়া বুকে।

আর কি রে তার, সাধের ভাণ্ডার দুঃখিনী পূর্ণিতে পাবে,
তা যদি গো পাই, কিছুই না চাই, রমণী জনম দিবে।

আমি

আমি কি গো পাপ করিয়াছি?
এমন অসাড় হলো মন,
পাষাণেরও আছে যে চেতনা
একি রে দারুণ বিড়ম্বনা।
মনে কেন আসে না রোদন?
বুকে কোথা ব্যথা বাজিয়াছে,
মুখেতে না কথা সরিতেছে।
একটিও নিশ্বাস পড়ে না,
নেত্রে নাই অশ্রু এক কণা।
এই কি গো নারীর হৃদয়,
এ যে ঘোর বাড়বাগ্নিময়।
ইহা কি গো পাপ মোরে বল?
হৃদে মোর অনন্ত পিপাসা
বুকেতে সমুদ্র ভালবাসা।
প্রাণ ভরে রেখেছিনু ভাল
তার কি গো এই প্রতিফল?
নেত্রে নাই এক বিন্দু জল।

অশ্রু

আয় রে নয়নে, লুকায়ে পরাণে
অমন রোসনে আর।
তোরে কাছে পেলে দুঃখে সুখ মেলে,
লঘু হয় গুরু ভার।
সম নিরঝর বোয়ো ঝর ঝর,
যদি তাহে হয় নদী।
অনাথিনী নারী পারে যেতে পারি,
তাহাতে সাঁতারি যদি।
ভেসে ভেসে জলে, যদি নিধি মিলে
যদি তুলে হাতে ধরে!
আয় সখি তোকে, রাখি চোখে চোখে,
কেন থাক হৃদিপুরে।

বহুদিন পরে

বহুদিন পরে পুনঃ কেন গো সে দিল দেখা!
হেরিনু সে মুখে কেন বিষাদের ছায়া লেখা।
এত যে বিরহে দহি,
সব সুখ মানি সহি,
ভাবি, সুখে আছে মোর চির দুঃখী প্রাণ-সখা!
কে মোরে দেখালে হা রে, প্রভাতের শশিলেখা!
শুনিয়াছি সে দেশেতে মায়াতে যাতনা নাই,
ভাবিতাম তাই আর স্বপনেও দেখা নাই!

কে বা চেয়ে ছিল হায়,
দেখিতে সে ম্লান ছায়,
কেন রে দেখিনু হায় সে মুখে বিষাদ লেখা!
বহুদিন পরে পুনঃ কেন গো সে দিল দেখা।
এখনো যে আছে তৃষা, এখনো পিপাসা ভরা,
তেমনি অতৃপ্তি মাখা সে দুটি নয়ন-তারা,
তবে আর কোন্ মুখে,
আছি গো পাষাণ বুকে,
ডাক্ ডাক্ মরণেরে যাক্ নিয়ে মোরে ত্বরা।

সুখের যামিনী

সুখের যামিনী দুটি করেছিনু ঋণ।
যার, সে নে গেছে, আমি যে দীন সে দীন।
পাতা লতা দিয়ে ঢেকে আছি ভাঙ্গাঘর,
মাঝে মাঝে বহে ঝড় কাঁপি থর থর,
কেন রে এমন হয়ে রহিনু এ ভবে,
নিয়ে ত আসিনি বোঝা বহে যেতে হবে।

বুঝিনি

পুণ্ডরীক সম মুখ সুধার আধার,
তাহে নীলপদ্মদলসম দুটি আঁখি!
ভাবিতে পারিনু তাহা যে দিন, আমার
সে দিন সুদিন কত বুঝিনিক সখী।

যে দিন কোমল করে ধ'রে দুটি কর,
আঁখিতে মিলাতে আঁখি আকুল অন্তর ;
মধুর সঙ্গীতসুধা ঢেলেছে শ্রবণে
সে দিনও বুঝি নাই কি সুখ সদনে।
হায় ! যে দিন সে বসন্তের সুখ পরশন
ফুটাইয়া প্রাণে সখী মুকুল কানন
বরষার প্রবাসেতে লইল বিদায়
কাঁদাইয়া অশ্রুমুখী মলিনা ধরায়
বুঝেছিনু সেই দিনে তাহার মরম,
তবুও ছাড়েনি হায় পাপিনী সরম।

জগৎ

ছেড়ে দাও পথ যাই আমি চ'লে
গেয়ে খালি দুটি গান।
হায় ! হৃদয় আমার, অতি গুরুভার,
অতি সে বিবশ প্রাণ !
কিছুই যে নাই, সবই হেথা চাই,
কি তোমারে দিব আর ?
আঁধার নিবাস, এ ভগ্ন আবাস,
আছে শুধু অশ্রুধার।
কেশ-পাশ দিয়ে এ মুখ ঢাকিয়ে
যাব, না দেখাব কারে !
ছেড়ে দাও পথ, এই পাশ দিয়ে
যাই চ'লে ধীরে ধীরে।

মলিনা

যেখানে মলিন কিছু, যেখানে দলিত,
সেই খানে প্রাণ মোর হয় উচ্ছ্বলিত।
মনে হয় ও যেন আমার প্রতিচ্ছায়া।
মিশে যাই ওর সনে হই এক কায়া।

—————

যত কিছু

যত কিছু গুরুভার ধরণীতে আছে,
সব যেন বুকে মোর নিয়েছে আশ্রয়।
সরল নিশ্বাস বায়ু রুদ্ধ হয়ে গেছে,
ভূকম্পনে ঘন ঘন কাঁপিছে হৃদয়!
যেন আমি কবে কারে দিয়াছিনু ব্যথা
ভুলিয়া কি মোহ-ঘোরে নিষ্ঠুর বচনে।
ম্লান মুখখানি তার কাছে কাছে ঘোরে,
অভিমানে ছল ছল সজল নয়নে।
একটুকু স্নেহ আশে ভিখারীর প্রায়
কাছে এসে কে যেন সে কেঁদে গেছে হায়!
দেখি নাই তার পানে ফিরে একবার,
দীর্ঘশ্বাসে রেখে গেছে হৃদয়ের ভার।
ব্যথা দিলে ব্যথা পায়, এ বুঝি বা তাই!
কা'র আঁখিজলে প্রাণ পুড়ে হয় ছাই!

—————

পুনর্ম্মিলনে

অনন্ত উদ্যান মাঝে শত ফুল ফুটে আছে—
কে জানে কোথায় আঁখি সে মুখ দেখিতে পাবে।
যে মুখানি নিরুপম, চির পরিচিত সম
স্মৃতিরে আকুল করি পরাণে মিশিতে চা'বে :
কে জানে সুদূর গ্রহে কোথা আছে সেই প্রিয়া
হৃদয়ে সমুদ্র যার এ স্রোত মিলাবে গিয়া।

সুখবিদায়

আর সবই রহিয়াছে, যে যাবার সেই গেছে,
সুখ যদি গেল চ'লে, সাধ কেন র'বে বেঁচে ?
কুড়াতে শুকানো পাতা, নিরাশা সে বেঁচে র'ল,
মুকুল ধরিয়া বুকে, ছিন্নলতা শুখাইল।
বায়ুর সমষ্টি প্রাণ নহে—সে দীরঘ শ্বাস!
অস্থির পঞ্জর হৃদি, কে কহে সাধের বাস।

শান্তি আহ্বান

আছ কোন স্থানে, এস এইখানে,
বিরহ-বিধুরা কামিনী।
পিক কুহরিছে, 'মলয় ছুটিছে,
অতি নিরমল যামিনী।
চ'লে গেছে সুখ, মোছ এসে দুঃখ,
ঘুচিয়াছে আশা তৃষা রে!

তবুও এ ছার, প্রাণের আঁধার,
ঘুচিছে না অমানিশা রে!
আছে কোন স্থানে, মেশ এসে প্রাণে,
হেরিব নির্জ্জনে মুখানি!
পিক কুহরিছে মলয় ছুটিছে
অতি সুমধুর যামিনী!

শান্তি

বিষাদ আঁধার ঘোরে যদিও রয়েছি প'ড়ে,
আশার বিজলী তবু চমকে আবার।
সুখের স্বপন সম, ও মুখানি মনোরম
আঁখি আগে সদা জেগে ঘোরে অনিবার।
কিছুতেই সাধ নাই আর কিছু নাহি চাই,
—শুধু তোমা দেখা পাই, তোমার মিলন
তৃষিত হৃদয়ে এক বাসনা এখন।
যদি গো কৃপণ হয়ে, নাহি দাও ওই হিয়ে,
তবে আছ যথা লুকাইয়া, লুকাও ও নাম,
শান্তি, শান্তি, শান্তি ভাষা কেন অবিশ্রাম?

জননী তোমার *

যেথা নাহি জীবনের ভীতি, শত চিন্তা, সন্দেহ, তরাস,
নাই যেথা আশার কুহক, অতৃপ্তির আকুল নিশ্বাস;

---

* এই কবিতাটি আমার কোনও সদ্য বিধবা মায়ের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত ৬৫ দিন মাত্র বিধবা হইয়া মৃত্যু হয়।

যেথা নাই মান, অভিমান, নিন্দা, যশ কলঙ্কের ভীতি,
নাই যেথা পরমুখে চাওয়া (বিরাম বিশ্রাম দিবারাতি)
সেথা গেছে জননী তোমার পুণ্যবতী। ওরে বাছা-ধন,
কেঁদ না কেঁদ না তার তরে (শান্তি শৈল সে নহে মরণ।)
হায়! সবে মাত্র না হ'তে পরশ বৈধব্যের জ্বালাময় বায়ু,
সুকোমলা লতিকার সম শুখায়ে ঝরিয়া গেল আয়ু।
কেঁদ নাক কেহ তার তরে ফেল নাক শোক-অশ্রুধার,
মরণের সুশীতল কোলে ঘুমায়েছে জননী তোমার!
রোগে, তা'র সুপ্রশস্ত দ্বার, বিভীষিকা, মোদের নয়নে,
প'ড়ে আছি সন্দেহে তরাসে, যাত্রী যায় সুপ্রসন্ন মনে।
কোথা নাথ অখিলের পতি দূর কর কর কর্ম্ম-ফাঁস,
কবে যাব দ্রুত পদে চ'লে শান্তিপূর্ণ-মৃত্যুর আবাস!

কেমনে লিখিব *

কি ক'রে লিখিব সই?
লিখিতে তাহারে
তুলিকা না সরে
আঁখি-নীরে অন্ধ হই।
কেমনে লিখিব সই?
হায়! উজল যে ছবি হৃদয়ের মাঝ,
কেমনে পরাব তারে মসী-সাজ?

---

* এই কবিতাটি আমার স্বামীর নিষ্ফল চিত্রাঙ্কণের চেষ্টা উপলক্ষে রচিত।

আঁখিতে আঁখিতে রাখিতে রাখিতে
কত কি ভাষে গো ওই !
কেমনে লিখিব সই ?

ওরে, রাখিতে বাহিরে ভয় হয় মনে,
কি জানি, সজনী, কপাল বিগুণে
যদি, জড়ে পদ্ পায়—
পলাইয়া যায় !
তবে কি করিব সই ?

বাসভবন

সুরম্য আশ্রম-খানি, জগত-মাঝারে.
সুশোভিত প্রেম-ফুলে ফুল্ল উপবন ;
স্নেহ মাখা আঁখি হ'তে সৌরভ উঠিয়ে
প্রবাহিত করে প্রাণে সুখ সমীরণ।
না আছে নিদাঘ-জ্বালা, শীতের বাতাস,
সুখদ বসন্ত হেথা করে চির বাস।
জীবনরক্ষক বর্ম্ম সম অনুমানি,
পূত তার তীরে যেন শান্তি-কুঁড়েখানি।

সদ্‌গ্রন্থ

তোমার মতন যেন হয় মোর প্রাণ,
ভাল বাসিবারে পারি সবারে সমান।

আখরে আখরে জ্ঞান অমৃত ঢালিয়া
মুমূর্ষু করিতে পারি সজীব সুন্দর,
তোমারই মতন আত্মগরিমা ভুলিয়া
হৃদয় করিতে পারি জগতের ঘর।
মুখে মুখে থাকে শত, মধুময়ী শ্লোক।
দূর ক'রে পারি দিতে ব্যাথা, দুঃখ, শোক

বিদ্যা *

ভুবন ভুলাতে মরি কে উহারে নিরমিল,
অনিন্দ্য সুন্দর তনু রূপরাশি সুবিমল,
দর্শন, বিশাল আঁখি,
হৃদয়, ভূগোল দেখি,
সুগঠন রসায়ন, সঙ্গীত, মুখ-কোমল,
কবিতা, মধুর ভাষা,
অধ্যাত্ম্য, সুসূক্ষ্ম নাশা,
জ্যোতিষ, বরণ জ্যোতিঃ সুচিত্র বসনাঞ্চল
রূপে মুনি-মন টলে,
নয়ন নিমিষে ভুলে,
গণিত, চিকুর জাল, জ্ঞান, সমুজ্জ্বল ভাল।

* এই কবিতাটি এবং সুন্দরী নামক অপর একটি কবিতা পাঠ করিয়া শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম বাবু বলেন, বড় সুন্দর এবং নূতন ধরণে হইয়াছে।

ভিক্ষা

কুমতি কুকথা আর, কুচিন্তা অনল-কণা,
দেখো নাথ দেখো দেখো হেথায় যেন আসে না।
ওই মুখ পূর্ণশশী,, ওই শুভ্র স্নেহ হাসি,
পূর্ণ ক'রে এই প্রাণ রহে যেন দিবানিশি।
শশি-প্রতিবিম্ব নীরে, কাঁপে যথা ধীরে ধীরে,
নব দেবদারু যথা একেলা প্রান্তর পরে,
তথা অনন্ত দিবস নিশি থাক এ পরাণে মিশি
এই ভিক্ষা মাগে দাসী আর ত কিছু চাহে না।

পাপীর হৃদয়ে

পাপীর হৃদয়ে কেমন রূপেতে প্রকাশ হে, হৃদি-রঞ্জন।
অভিলাষী দাসী হেরিতে সে ছবি, শুন হে মনোমোহন।
তুলিকা ধরিয়া, সে মধু মূরতি, আঁকিব এ হৃদি আগারে।
করিয়ে কি পাপ, পাইনু এ তাপ, শুধাব হে নাথ তোমারে।
হায়! নয়নের নীরে নিবে না অনল, ও পদ পরশে করিব শীতল!
এ ঘোর নিদাঘে, তুমি ঘনজল, ডাকিছে পাপিনী কাতরে।
কোথায় হারানু অমূল্য সন্তোষে,
হৃদয় আঁধার কেন হে কি দোষে?
কেন কেন নাথ তুমি নাই পাশে,
রেখেছ একাকী আমারে?,
শুধাব হে নাথ তোমারে।

প্রেম

প্রেম হেম নাহি যার হৃদি-কন্দরে,
প্রিয়লাভ আশা তার, বৃথা ধন্দ রে!
নয়নে মানসে বাদ, মিছা দ্বন্দ্ব রে
ঘূরে মরে বনে মঠে, গিরি কন্দরে
ধরণীর প্রেমামৃতে, শত সন্দ রে!
তার প্রতি, সদা প্রীতি তনুবন্ধ রে!
রসনা, কত না গাও, বৃথা ছন্দ রে!
ঘরে বসি পায় দেখা, প্রেম অন্ধ রে!

প্রকৃতির প্রতি

বিদায় দেহ গো হেসে, যাই চ'লে নিজ বাসে,—
আসিয়াছি দুদিনের তরে।
আর, হেস না মাধুরী হাস, খুলে নাও প্রেম-ফাঁস,—
ছাড়ি শ্বাস, বহুদিন পরে!
স্বাধীন বনের পাখী, কত ধ'রে রেখে সখী,
শুনিবি গো বিলাপের গান?
তুই না করুণাময়ী? কোথায়—করুণা সই?
বন্ধনের, কর অবসান।

সমাপন

থাকে যদি নিষ্ঠুরতা হৃদয়ে আমার,
সেই তবে হোক শেষ, চাহি না তাহারে,
কঠিন ধরার মাটী সনেতে মিশাক্‌
কিবা থাক্‌ পাষাণের পরমাণু স্তরে।
চেতনের রাজ্য হ'তে হউক নিধন,
কিবা, একেবারে ধরা হ'তে হোক সমাপন।

সমাপ্ত

অর্ঘ্য

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী-প্রণীত

আমার লোকান্তরিতা জননীর

শ্রীচরণোদ্দেশে অর্ঘ্য

অর্পণ করিলাম।

মহালয়া,
১১ই আশ্বিন ;
১৩০৯।

অর্ঘ্য



কি দিয়ে পূজিব আজি— প্রফুল্ল প্রসূন-রাজি
শুকায়েছে,—ফুল-সাজি, কালের উত্তপ্ত বায়!
বিষাদ-বিষণ্ণ-মনে পুণ্যাহ বৈশাখ দিনে
ভ্রমি শুষ্ক ফুল-বনে—উথলে হৃদয় হায়!
কোথা সে নিকুঞ্জ শ্যাম নয়নের অভিরাম
স্তবকে বিনম্র দাম ললিত লবঙ্গ কই!
মাধবী জবা মালতী অশোক চম্পক পাঁতি
শেফালী বকুল জাতি গরবী করবী সই!
চুম্বিত-মধুপ-বৃন্দা শীকরনিকরানন্দা
কোথা সে রজনীগন্ধা—সকলি বিশুষ্ক ওই!
সকলি গিয়াছে সেই আর ত কিছুই নেই—
যা আছে তা শুধু এই শুষ্ক-প্রায় বিল্বদল ;—
তাই বন্দন-চন্দনে মাখি' বসে' আছি, সিক্ত-আঁখি ;—
—পরশিতে পারিবে কি দুর্ল্লভ চরণতল!

মন্ত্রহীনা

কি মন্ত্রে করিবে দীক্ষা হে গুরু আপনি?
নাস্তিক বলে'ও দেব ক'র না ভ্রূকুটী ;

হেস না দাম্ভিকা বলে' চিরান্ধ রমণী ;
—প্রবেশিতে জ্ঞান-মার্গে শত বাধা ত্রুটী।
রাখ তব বীজমন্ত্র তুলিয়া অন্তরে,
তৃণ-চিহ্ন-হীন কোন বন্ধ্যা ভূমি তরে।
হে দেব! হেথায় নাহিক স্থান। সর্ব্ব আচ্ছাদিত ;
তৃণ-গুল্ম-লতা-তরু কণ্টকে আবৃত।
আমারে দেছেন দীক্ষা আপনি শর্ব্বাণী।
নানা মন্ত্রে নানা তন্ত্রে সর্ব্ব-পন্থী আমি।
প্রাবৃটে কভু আমি ধ্যানমগ্না, ঘোর ঘনচ্ছায়ে
নিরখি সে শ্যামা, বামা মুক্তকেশী মায়ে।
চক্ মক্ তক্ তক্ দীপ্ত তলবার,
পিছনে এলান কেশ—প্রলয় আঁধার।
গুড় গুড় গুম গুম পদ-শব্দ শুনি
উল্লাসে নাচিয়া উঠে হৃদয়-শিখিনী!
কখন ফাল্গুন-দিনে যমুনার কূলে
হেরি রাধা-শ্যাম-বামে চম্পক-দুকূলে।
রুণি ঝুনি রুণি ঝুনি নূপুর-শিঞ্জিনী,
হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে জাগে জাগে বংশীধ্বনি।
কভু সুশুভ্র চামর কাশ দুল' পথে পথে
সারদার আগমন সূচিছে শরতে।
কনক-বরণ ছটা দিগন্তে বিকাশ,
দশ দিকে বিকীরিত দীপ্ত চন্দ্র-হাস।
দক্ষিণে ইন্দিরার পদতলে পূর্ণ বসুন্ধরা
চম্পক-বরণ-দ্যুতি হরিত-অম্বরা।

বামে রক্ত-শতদল-দামে শ্রীপদ দু'খানি,
শুভ্র-কুবলয়-কান্তি চারু বীণাপাণি!
প্রসর ললাটপটে দীপ্ত জ্ঞান-জ্যোতি,
মোহ-ধ্বান্ত-বিনাশিনী দেবী সরস্বতী।
কবিতা-কমল-গন্ধে পূর্ণ দিক্ দশ,
লোলুপ মানস-ভৃঙ্গ বাঞ্ছিত পরশ।
কভু হেমন্তে নিরখি আমি বরাভয়দাত্রী
দারিদ্র্যনাশিনী দুর্গা দেবী জগদ্ধাত্রী,
ধৃত মাঙ্গলিক শঙ্খ ;—ধ্বনিত অম্বর
চারি দিকে প্রসারিত কল্যাণ সুকর।
শীতে সুশুভ্র তুষার মাঝে হিমাদ্রিশিখরে
বিমল-রজত-কান্তি হেরি যোগেশ্বরে।
রুক্ষ জটাজূটজাল পড়েছে প্রসারি,
ঝর ঝর প্রবাহিত মন্দাকিনীবারি।
ধুইয়া চরণ-যুগ্ম বহিছে নির্ম্মলা,
ভৈরব পিনাক ঘোষে ভীতা দিক্‌বালা।
নিদাঘেতে তীব্র দীপ্তি পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে
নেহারি মানস নেত্রে নির্ব্বাক বিস্ময়ে।
স্তম্ভিত নিস্তব্ধ দিবা কুলায়েতে পাখী ;
প্রকৃতি ধেয়ান-মগ্না, অবিচল শাখী।
পুরুষ-প্রকৃতি দ্বৈত অদ্বৈত পূজক
আমি শৈব, আমি শাক্ত, আমি সে বৈষ্ণব ;—
—কি মন্ত্র আমারে দেব ! দেবে অভিনব !

প্রভেদ

আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,—
তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ ;
—ভুক্ত সেথায় কোটি বসুন্ধরা,
মুক্ত সেথায় শত সরিদ্বরা,
দীপ্ত সেথায় নবগ্রহ তারা,
বিকীরিত জ্যোতি দশ দিশ ;
আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,
তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ।
তুমি ভালবাস রূপ-গৌরব,
সুকোমল তনু শিরীষপেলব,
বিম্ব-বরণ অধর-পল্লব,
নয়নের সুধামাখা বিষ ;
—আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,—
তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ।
সেথা কভু ভ্রমি আমি বনবীথিতলে,
হরিণীর মত হরিত শাদ্বলে,
মৃদু-কুহরিত মধুর রসালে,
বাসনা-সায়রে মরালী ;
কভু শতজন্মার্জ্জিত সাধ-শতদলে,
গুঞ্জিত ভুঞ্জিত মকরন্দে ভুলে,
ছিন্ন-সূক্ষ্মপক্ষ কেতক-মুকুলে,
ঘুরে ফিরে ফিরে কেবলি।

কখন মোহান্ধ বদরী-পল্লবে
আবদ্ধ গুটিকা নিজ মুখাসবে ;
নিজ কর্ম্মজালে গাঁথা সে ।—
—বিষম রহস্য-গাথা সে !
কভু কুন্দপ্রভ বসন্ত-প্রভাতে
স্ফুরিত আপনি আপন প্রভাতে
জ্ঞানরবি-কর-প্রদীপ্ত বিভাতে
বিচ্যুত সকল বাসনা ;
বিস্ময়ে নেহারি আপনা !
তুমি ভালবাস রূপ গৌরব,
সুকোমল তনু শিরীষপেলব,
বিম্ব-বরণ অধর-পল্লব,
নয়নের সুধামাখা বিষ,
আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,—
তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ।

কবি-যশ

পলে পলে মরি' এ মর জীবনে ধরে যে জীবিত-নাম
তারে কি জীয়াতে পারে লো সজনী ! কবির অমর নাম ?
বেদনার রাশি, পরিখার সম, প্রাণ যার আছে ঘিরি,
আসিয়া কল্পনা দূরে যায় সরে' চেয়ে চেয়ে ফিরি' ফিরি' ;
পিঞ্জরের পাখী, প্রভাতে প্রদোষে, গাহে লো বেদনা-গান ;—
তারে শোভা, সই, সাজে নাক—তথা আমার এ কবি-নাম !

স্বাধীন হৃদয় শুধু বিড়ম্বনা নারীদেহে ওরে সখী,
আপনার মাঝে ডুবিয়া আপনি, পরখি' দেখিও দেখি।
চিরবসন্তের ভাতি কারো প্রাণে থাকে যদি ধরাধামে,
তাহার শিরস সাজুক সজনী, কবির অমর নামে।
এই বোঝা ল'য়ে, এই ব্যথা ব'য়ে, ত্বরিতে চলিয়া যাই,
নাম ধাম কিছু চাহি না সজনী, যদি পথে দেখা পাই।

পুরস্কার

চারি দিকে ঘিরি, স্তরে স্তরে গিরি
মিশেছে দিগন্ত কায়।
তুষারে মণ্ডিত শুভ্র হিম-শৈল,
তৃণগাছি নাহি তায়।
শুভ্র মেঘরাশি ধীরে ধীরে ধীরে
ভ্রমে সদা তদুপরে,
উচ্চ গিরিশৃঙ্গ কভু ফেলে ঢেকে,
কখন বাহির করে।
উঠিয়াছে চাঁদ সে কোন আকাশে—
চাঁদ নাহি যায় দেখা,
দিবা কি নিশীথ পারি না বুঝিতে
বিশদ আলোক মাখা।
মধ্যস্থলে গিরি আরো উচ্চতর,
মেঘ শুয়ে তদুপরে;
তুষার কাটিয়া নির্ম্মিত মন্দিরে,
ইন্দ্র-ধনু-প্রভা ক্ষরে।

ঝর ঝর ঝর মুকুতার ঝার
বিন্দু বিন্দু বারিকণা,
ঝরে অবিরল সে মন্দির হ'তে
দ্রবিত তুষারকণা।
দেব কি মানব কেহ কোথা নাই,
নাহি তৃণ তরুরাজি,
অনন্ত এ শুভ্র শোভার মাঝারে
কেন আমি একা আজি ?
চারি দিকে চাই, কেহ কোথা নাই,
শুধু শ্বেত শৈলমালা,
সুদূর দিগন্তে গিয়াছে মিশিয়া
এ কি শুভ্রতার মেলা !
ধীরে ধীরে ধীরে, আনন ফুটিলে,
কহিলাম মৃদুস্বরে,—
'নির্ব্বাসিত আমি এ সুন্দর স্বর্গে
পাপ কিবা পুণ্য তরে ?'
জলদ-গম্ভীরে পশিল শ্রবণে,
—'এ তোমার পুরস্কার।'
হায় ! এ শোভার মাঝে নর-মুখ নাই
সকল শোভার সার !
পড়িল ঝরিয়া দীন আঁখি হ'তে
এক বিন্দু অশ্রুধার !
তেয়াগি' নিশ্বাস হইনু বাহির
মন্দির দুয়ার খুলি' ;

একা আনমনে কত না ভ্রমিনু
চরণে নীরদ দলি'।
কঠিন পরশে চমকি' জাগিল
কত না বিদ্যুৎলেখা।
শুভ্র অঞ্চল লুটিয়া লুটিয়া
হ'য়ে গেল তাহে মাখা।
গতি মন্থর, চরণ কাতর,
অবসাদ-পূর্ণ হিয়া ;—
সে নিসর্গ-রূপে কাতর নয়ন
ঢাকিনু দু' কর দিয়া।
অঙ্গুলি বহিয়া পড়িল ঝরিয়া
ঝর ঝর অশ্রুধার ;
কহিনু কাঁদিয়া,— 'নির্ব্বাসিত আমি,
এ মহান্ কারাগার !'
কতক্ষণ ছিনু পারি না বলিতে
বসি' সে তুষার-ভূমে,
ক্রমে ক্রমে দে'খ ছাইছে আমারে
কি এক মোহের ঘুমে।

* * *

পরশে কাহার উঠিনু জাগিয়া
একটি তরুণী নারী,
সে মধুর মুখ কভু কি ভুলিব ?—
র'বে শত জন্ম ভরি' !

তড়িৎ-বরুণী, পরশে জাগিল
তড়িৎ হিয়ার মাঝে,
সুপ্ত পলক জাগিয়া আবার
শোভিল নবীন সাজে !
করে করে ধরি' মনানন্দে ফিরি'
সুন্দর সে গিরিশিরে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোথায় এসেছি ?—
না জানি কত সে দূরে !
এ গিরি-প্রদেশ আরো যে সুন্দর !
কিবা নীল শৈলমালা !
অঞ্জন-বরণ নবীন নীরদ
উড়ে' উড়ে' করে খেলা।
স্থানে স্থানে শোভে নিকুঞ্জ শ্যামল,
নীল কিশলয়রাজি।
নীল গুল্মস্তূপ, ব্রততী নবীন
সুনীল শোভায় সাজি'।
কিবা নিরঝর ঝর ঝর ঝর
ব'হে যায় নীলধারা !
সে নীল শোভায় উনমাদ হিয়া,
হরষে ময়ূরী পারা
নেচে নেচে ফিরে ; দেখি নাই ফিরে,—
কখন মোহিনী বালা
সুন্দর সে নীলে ডুবায়ে আমারে
গিয়াছে করিয়া ছলা।

যাবে সে কোথায় ? ধরিব এখনি—
(মোর সাথে লুকোচুরি !)
— অক্লান্ত-চরণ বালিকার মত
শিখরে শিখরে ঘুরি।
খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিনু অদূরে
ওই যে রয়েছে বসি' !
মেদুর অম্বর এসেছে নামিয়া
পি'তে কি ও রূপরাশি ?
ঘন, ঘনতর ছাইছে আঁধার
আননে বসন ঢাকি,
লুকাতে কি মোরে পারিবি সজনী !
ভুলায়ে হৃদয়, আঁখি ?
ধীরে ধীরে ক্রমে নামে অন্ধকার,
দেখিতে ভাল না পাই ;
ধীরে ধীরে ধীরে বসিয়া পারশে
আনন খুলিতে চাই।
একখানি বাহু রাখিয়া গলায়
আর হাতে খুলি মুখ,—
থর থর তনু উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু করে বুক।
কোথায় তরুণী ! দু'টি বাহু কার
নীরবে ধরিল ঘেরি',—
আকুল পরশ পরশে গো কার
চেতনা লইল হরি' !

আষাঢ়ে

এই কি আষাঢ় সেই প্রিয়দরশন,
বাতায়নে বসি' যার নয়নে নয়ন
নিক্ষেপিয়া দেখিতাম—কত কি কাহিনী!
অতীতের দ্বার-পাশে বসি বিরহিণী
গণিছে কুসুম ধরি' বিরহের দিন;—
—প্রভাতের শশিলেখা যেমন মলিন;
অলক আগগুলম্বী পড়িয়াছে ঝুলে,
সরাইছে বার বার চম্পক অঙ্গুলে।
প্রথম আষাঢ়দিনে বিরহী উন্মনা
সহিয়া বিচ্ছেদ-ক্লেশ বিহীন চেতনা।
যুক্তকরে সানুনয়ে জলদের পাশে,
কত ভিক্ষা করে যেতে প্রিয়ার সকাশে
গুরু গুরু গরজন, দামিনী-চমক,
ঘন আঁধিয়ার নিশি; ভীষণ ভুজগ
তমস্বিনী অগ্নি-জিহ্বা মেলে বার বার;
জগত করিছে গ্রাস করাল আঁধার।
পঙ্কিল কানন-বীথি, শঙ্কিতচরণা,
মুখর মঞ্জীরে রামা করিয়া তাড়না
ফেলে দিয়ে যায় রোষে দ্রুত পাদচারে,
প্রেম কি পিছলে পদ ত্যজে অভিসারে?
অনাহূতা গুণমুগ্ধা সলজ্জা মধুরা
প্রিয়-দরশন-লুব্ধা বারবধূ বরা,

চারু-প্রাবারক-গাত্রা বিবশা কম্পিতা,
গুরু গরজিতা নিশি মিলন-সূচিতা।

শ্রাবণে

অকূল পাথার সম শাঙনের মেঘ ভায়,—
উহাতে ভাসায়ে তরী কে যাবে গো আয় আয়!
ছল-ছল জলবেগ,
শমিত নমিত মেঘ,
গুরু গুরু গুরু গুরু দুরু দুরু হিয়া ভায়;
উহাতে ভাসায়ে তরী কে যাবি গো আয় আয়!
তড়িৎ-ক্ষেপণী-ক্ষেপে,
বিদারি' বিদারি' মেঘে,
ধবল অঞ্চল চারু তুলে দিবি পাল তায়;
শাঙন-গগনে তরী ভাসায়ে কে যাবি আয়!
'জল দে' 'জল দে' ডাকি'
ঐ গো ডাকিছে পাখী,
তাহার তৃষার নীর বিতরিয়া যাবি তায়;
শাঙন গগনে তরী ভাসায়ে কে যাবি আয়!
উড্ডীন বলাকা-কুল
অলকে দানিবে ফুল,
উড়িবে নাগিনী-চুল চঞ্চল অঞ্চলবায়;
ধবল তরল মেঘ অনুকূল বয় বায়!

ডাকিতে ডাকিতে পথে,
যা'ব তুলি দু'টি হাতে,
অজানা পথিক কেহ যদি গো আসিতে চায়,
শাঙন-গগনে তরী ভাসায়ে কে যাবি আয়!

———

গাথা

গম্ভীর নদীর জলে, ভাঙ্গা চাঁদ তলতলে,—
ও কে দূরে যায় চ'লে, বেয়ে তরণী?
আকুল যুগল আঁখি পিছনে বারেক তাকি',
যেন কারে যায় ডাকি নীরব বাণী।
ঝোপে গুল্মে তরুশিরে জলে জোনাকির হীরে,
শোনা যায় দূর চরে শিবার ধ্বনি,
ও কে ফিরে যায় ঘরে বেয়ে তরণী।
গভীর ঝিল্লীর গীত গাহে রজনী,
জলে স্থলে ব্যাপি' কায়া কাঁপে বাবলার ছায়া,
স্বপ্নে জাগরণে চিত্র করা অবনী!
ও কে ফিরে যায় ঘরে বেয়ে তরণী।
খস্ খস্ পত্র শাখা, বাদুড় ঝাপটে পাখা,
দীপ হাতে চলে একা কূলে তরণী।
ডুবু ডুবু তরী প্রায় দীপ নিভু নিভু যায়,
পিছে ফিরে নাহি চায় দ্রুতগমনী।
সহসা উদিল মেঘ, লাগিল বায়ুর বেগ,
চমকি চমকি ঝকি গেল দামিনী।

আঁধারিল তরুতল, আঁধার নদীর জল,
অনাবৃত হৃদিতল শ্যামা কামিনী।
যুবক উঠিয়া কূলে, বাঁধি তরী তরুমূলে
রাখিল জানুর পরে নত মু'খানি,
কহিল নিশ্বাস ফেলে – 'আসিনু আতিথ্য ছলে,
ভালবাস—এই ভুলে হায় রমণী !
এ 'টি না কয়ে কথা, নীরবে সঁপিলে ব্যথা,
এই কি আতিথ্য প্রথা ? ধিক্ কামিনী !
এসেছিনু আশা নিয়ে, ফিরালে নিরাশা দিয়ে,
এমন কঠিন হিয়ে আগে না জানি।
চিরদিন তোরে নারী ! কখন বুঝিতে নারী,
এ বার চলিনু বুঝে, তোরা পাষাণী !'
মৃদু মৃদু টল-টলি,, তরণী উঠিল দুলি',
হাসিল বিজলী ঝলি', শুনে কাহিনী,
শিহরে তরুণ কায়, এ কি মৃদু শীত বায় ?
কাহার চিকুর-ছায় ছায় মু'খানি ?

———

স্মৃতিমন্দির

নাহি বটে সম্রাটের ধন-রত্ন স্তূপীকৃত,
যাহে রচি মমতাজ ভূমিস্বর্গ অতুলিত ;
যতনে স্থাপিত করি ক্ষুদ্র বর তনুখানি
মৃত্যুরো মাঝারে তুমি র'বে হ'য়ে রাজরাণী ;

নেহারিয়া মর্ত্ত্যজনে ভাবিবে বিস্মিত হ'য়ে
কোন বিশ্ববিমোহিনী শিল্প-পারিজাতে শুয়ে!
তবু যাহা আছে মোর, হ'লেও তা সামান্যতঃ
বালিকা লীলার ক্রীড়াগৃহ হবে মনোমত;
নব অশ্রুমুক্তাহারে বেঁধে দিব কেশভার,
থাক মোর অন্তঃপুর লীলাবতী মা আমার!

নির্ম্মাল্য

মোর লাবণ্য-কমল-মালা- সুশোভিত অঙ্গ জানি,
মুগ্ধ তাহে আমারি নয়ন,
জানি গো সৌরভ তার বিকীরিত দিগন্তরে,
উনমাদ মত্ত সমীরণ!
কত মৌন সাধনার বাসনার স্তূপাকার
আছে জানি চারি ধারে ছেয়ে,
শত অলি-গুঞ্জরণ, নূপুরে শিঞ্জরণ
নিশি দিশি রুণি ঝুনি পায়ে।
শুনায় গর্ব্বের মত, নহি কিন্তু গরবিনী,
অনাথিনী অভাগিনী বালা,
প্রদানিয়া আপনারে, পূজিয়াছি দেবতারে,
নিবেদিতা এ কুসুম মালা।
নির্ম্মাল্য এ মাল্যে আর, নাহি কারো অধিকার,
ভাসিবে জাহ্নবী নীর-ধারে।
দত্ত যাহা দেবতায়, সে শুধু বালকে চায়,
জ্ঞানহীন ক্ষমিনু তাহারে।

যমুনা-স্নানে

কুলু কুলু!
এ কি তব আকুল কল্লোল!
শুনিতেছি যমুনে লো! তোর তীরে বসি,
ঘূর্ণিয়া ঘূর্ণিয়া ওই হৃদয় মথিয়া
ও কি প্রবাহিয়া যায় তরঙ্গের রাশি?
পাষাণসোপানতলে কল অট্টহাসি
কে হাসিছে? ও কি হাসি উন্মাদিনী সখী?
দেখিয়াছি, দেখিতেছি একান্তে নিরখি—
সেই তো দুকূলা ওলো তোর উপকূলে,
সেই মত—সেই মত আহীরসুন্দরী
তেয়াগি সরম-শাটী চম্পক-দুকূলে,
মাজিছে বরাঙ্গ শত মন-সাধে ভরি।
সেই মত করে শোভে কঙ্কণ মুদরী,
নাসায় বেসর শোভে, কর্ণে কর্ণফুল,
সেই মত মুখরিত নূপুর গুর্জ্জরী,
মিশিতে মার্জ্জিত হাসি, দশন অতুল,
কারো কুন্দ দন্তপাঁতি সুবর্ণে মণ্ডিত,
শারদ কনক রৌদ্র হাস্যে বিকশিত,
সেই ত গো সুনয়ন উজ্জ্বল কজ্জলে,
চন্দ্রের মণ্ডল নথ মুখচন্দ্রে ঝুলে।
কলিত ললিত কণ্ঠ আগ্রীবমগনা,
স্খলিত নাগিনী বেণী, পিনদ্ধযৌবনা,

সেই ত কদম্ব-নিম্ব-শোভী উপকূল,
গাগরী নাগরী সেই ঘাঘরী দুকূল।
'সেই আমি' ধীরে ধীরে নামি তব নীরে,
এই বুঝি এই বুঝি কাছিমেতে ঘিরে।
চরণ পিছলি যায় পাষাণসোপানে,
ধরেছি ললিত বাহু কাহার কে জানে!
'মৎ ঘাবড়াও' সাথে উঠে হাস্যধ্বনি,
নামায়ে দিয়াছে নীরে ক'রে টানাটানি।
দুলাও তরঙ্গভঙ্গে কাহে লো যমুনে?
জানা আছে সন্তরণ,—সান্ত্বনাটি মনে।
এই ত তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহি' যেতেছ অঙ্গে,
কি বেদনা উন্মাদিনী বল গো এবার,
হৃদয়ে হৃদয়ে হোক বেদনা-সঞ্চার!
এই তব শ্যাম তীর মরি কি সুন্দর!
উন্নমিত শ্যাম শৈল পরশে অম্বর।
তুমিও ত নীলাঙ্গিনা সেই মনোরমা,
তোমারি তোমারি সাথে তোমারি উপমা
বিরাজিত ভগ্ন দুর্গে অতীত গৌরব,
ধুয়ে গেছে কালনীরে সমস্ত সৌরভ;
আচ্ছাদিত তৃণগুল্মে কক্ষ মনোহর,
বসিয়া বিস্তারি' পুচ্ছ শিখিনী সুন্দর,
বনপুষ্প-দ্রুমরাজি প্রাসাদশিখরে সাজি
দিতেছে মানবে সাক্ষ্য সকলি নশ্বর;
গর্জ্জে' নাক মেঘমন্দ্রে কামানের ধ্বনি,

নেচে নেচে তালে তালে বহিতে রঙ্গিনী,
ওরি পানে চেয়ে কি লো হাস উন্মাদিনী!
যাই সখি! ভ্রমি ক্ষণ ও ভগ্ন প্রাসাদ—
দেখি যদি খুঁজে মিলে নব অবসাদ!

কবির প্রতি কবি-প্রিয়া

হে কবি,

একা এ নির্জ্জন ঘরে, এ বাদল ঝর ঝরে,
না জানি সে কি তোমারে দিতে সাধ যায়!
তোমার অতৃপ্তি ক্ষুধা মিটাতে সে কোন সুধা
আনিয়া আহরি প্রিয়! পিয়াব তোমায়!
ঘন ঘনচ্ছায়ে ঘোর, আকুল অন্তর মোর,
নব রূপে, চাহে বঁধু সঁপিতে আপনা;
বিলসে বিদ্যুৎশিখা, ত্যজহ অলস লিখা,
দূর দূর কর কল্পনা!
ওই যে প্রান্তরভূমে আকাশ পড়েছে নুমে
মিশেও মেশেনি দুটি তৃষার্ত্ত অধর—
হে আমার প্রিয় পাখী, ওই লাজ বাধা মাখি,
মোরে কি নবীন করি করিব গোচর?—
কিবা, ঘনশ্যাম নীপকুঞ্জে নব শ্যাম তৃণপুঞ্জে
ডুবাইয়া শ্যামল অঞ্চল,
সাজিয়া এ শ্যাম কায় শাওন দিবার প্রায়
ক'রে দিব তোমারে বিহ্বল!

কিবা, ওই বাতায়নে পশি' এই কৃষ্ণ কেশরাশি
খুলি তরঙ্গিয়া দিব তিমির নির্ঝর,—
তাহা হ'তে লয়ে' মসী, তুমি গো লিখিবে বসি,
বরষা-মঙ্গল-গীতি, ঘন-ঘনতর !
নীরদ সোপানাবলী, অতিক্রমি' যাবে চলি,
অভিমানে গরবিনী সপত্নী কল্পনা !
আমি মোর রাজ্য মাঝে প্রবেশি' নবীন সাজে,
রচিব নবীন উৎস নবীন জল্পনা !—
নিঃশেষে করিয়া পান বরিবে নবীন গান
গুরু গুরু গম্ভীর মেদুর ;
চকিত জগৎবাসী চমকি চাহিবে আসি,
বিসারি অলস হাসি, বিলাস-বধুর !
রহি অন্ত অন্তরাল, দিব সঁপি রুদ্রতাল,
বাজিবে গো মৃদঙ্গ গভীর ,
হ'য়ে সে আরাবাক্রান্ত, টুটে যাবে বাহু-বন্ধ,
দূরিবে অধর-দ্বন্দ্ব লাজে দম্পতীর !

মনোবিজ্ঞান

আমার নয়ন দু'টি তোমাতে যেতেছে ছুটি',
বহু দিন পরে পুনঃ বহু জন মাঝে.
তোমারো কি যেন'আসি আমারে সম্ভাষে হাসি,
কতবার গৃহান্তর দেহান্তর মাঝে .--

এ নীরব অভিনয়, কি জানি কেমন হয়—
মরমে মরম-স্পর্শে ঐক্যতান বাজে !
তবু স্থূলেন্দ্রিয় জীব দেখিবারে উদ্‌গ্রীব
ঘন যবনিকা আড়ে কি রয়েছে ফুটে,—
কোন্ চিত্র বিকশিত ?— কি গান নীরবে গীত ?
ধূপগন্ধ সম যার পূত গন্ধ উঠে।—
জানিতে কুতর্কী চিত্ত, কে করে নিত্য এ কৃত্য,
এ অন্তর-রহস্তের নায়ক গোপন ?—
— হৃদি তাই বৈজ্ঞানিক-চিন্তায় মগন।

তৃষ্ণা

তৃষ্ণা কৃষ্ণা বিভাবরী ধীরে ধীরে যাবে সরি'
কবে এ হৃদয় হ'তে হইয়া অন্তর !
কবে, আত্মজ্ঞান পূর্ণ ভাতি— নির্ম্মল শশাঙ্ক রাতি
উদিবে হৃদয়ে সত্যতত্ত্ব সুধাকর !
বাসনা-চকোর হিয়া কবে বা সে সুধা পিয়া
লভিবে নির্ব্বাণ তৃপ্তি প্রকৃত মরণ !
শীতান্তে বসন্ত হাসে আবার বরিষা গ্রাসে,
ঘুরে ফিরে ভিন্ন মূর্ত্তি অভিনেত্রী মন !
নব নব মোহ-জাল রচিতেছে জাল্ম কাল,
মুগ্ধ তাহে অতিশয় মতি ;
কোথা দেবী জ্ঞাপ্তিরূপা, সেবিকারে কর কৃপা,
দেহ শান্তি পদাশ্রয়রতি !

পরশ-ফাঁদ

মনে হয় কে যেন
আমায় ভালবাসে;
তাহার বাসনাখানি
মোর চারি পাশে
মৃদুল মলয় প্রায়
অলক্ষ্যে বহিয়া যায়
গোপন তরাসে!
মনে হয় কে যেন
আমায় ভালবাসে;
জানি না জীবিত মৃত—
পুরুষ সে কি যোষিৎ?
অস্পষ্ট কাহার ছায়া
যেন ভেসে আসে—
মাঝে মাঝে আঁখি-পথে
তন্দ্রার আবেশে!
শান্ত নদী সান্ধ্যচ্ছায়
দূরে গ্রামখানি ভায়,
তন্দ্রার আবেশ মত
ঘনায় আঁধার;
কি জানি কি চাহি চিত্ত
ভ্রমে চারিধার!
মনে হয় কে যেন
নীরবে এসে পাশে

বাঁধিয়া ধরেছে বাহু
স্নিগ্ধ বাহুপাশে।
ফিরে যেতে চাহি গৃহে,
চলে না চরণ—
কার এ পরশ-ফাঁদ
সুদৃঢ় এমন!

—

ডিটেক্‌টিভ

দিনরাত পাছে পাছে ঘুরিস্ নিয়ত
তস্করের মত—ওরে তস্কর-প্রহরী!
আর কি করিবি মোর ওরে দৃঢ়ব্রত?
যাহা ছিল লয়েছিস্ এক এক করি'!
জীবন-আকাশ হ'তে চন্দ্রের কিরণ
নেছিস আঁখির জ্যোতিঃ করিয়া হরণ।
মুহূর্ত্ত রাখ না কভু মিনতি কাহার
ভীষণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ! জানি সে তোমার
ক্ষমতা অতুল যত; এবে থাক বসে'
কুক্কুরের মত মোর শয্যার পারশে;
চেয়ে চেয়ে মুখে কর চরণ লেহন।
একদিন দেব ফেলে অস্থি কয়খানা,—
মন-সাধে বসে' বসে' করিস্ চর্ব্বণ!

—

জীবন-বিহঙ্গ

সোনার শিকল পায়ে কি সাধে পরালি রে
পিঞ্জিরার মাঝে মোরে ঘিরি ?
ও নীল আকাশে চাহি' পরাণ উদাসে রে,
কেমনে যাইব হোথা ফিরি ?
সুস্বাদু গরলকণা মায়ার পিয়ালা রে,
টানিয়া ফেলিয়া দেহ দূরে,
ও শ্যাম কানন-মাঝে ডাকে শত বিহগী রে,
কি ক'রে যাইব হোথা উড়ে ?
ওই বনে আছে মোর পরাণ-পিয়াটি সে যে
নিতি ডাকে প্রভাতে প্রদোষে,
ওই গান শুনে মোর, প্রাণ বাহিরিতে চায়,
ত্যজি ছার দেহ-কারাবাসে।
মনে হয় আছে কাছে, দেখিতে না পাই গো,
তাহে যে কেমন করে হিয়া,
বিরহবিলাপে তাই, দিবানিশি গাই গো,
যদি পারি দিতে বুঝাইয়া।

তুমি

সকল হৃদয়ে বেঁধেছ ঘর,
সকল চিত্তে প্রসারি—
কিবা ক্ষুদ্র কূপ, তড়াগে পল্বলে,
দিগন্ত-প্রসারী নীল সিন্ধুজলে,

সমান ও দীপ্তি সকলেতে ঝলে,
কে তুমি হৃদয়-বিহারী !
আমি ভালবাসি চিত্ত আপনার,
ভালবাসি তাই হৃদয় সবার,
ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, এ চিত্ত-আগার
বুঝিবারে শুধু না পারি !
ভূলোক, দ্যুলোক, গ্রহ, পারাবার,
সবই ত ধরেছে নিখিল সংসার,
তবুও দরিদ্র আবার ও আবার,
আরো নিতে কর প্রসারি !
বিচিত্র ও চিত্ত-রহস্য মধুর,
কোথা যেতে চাই, শেষ কত দূর,
যেতে পারি কিবা না পারি !
না পারি বুঝিতে যদি এক বর্ণ,
আশা আছে তবু ছাড়িব না কর্ণ,
ঝটিকা তুফানে হয় হবে মগ্ন,
—নহে পাবে তীর এ তরী !
মোহ-যবনিকা তোমারে ঢেকেছে,
দেখিতে না পাই থাকিলেও কাছে,
শুধু তৃপ্ত হই ভাবি' আছে, আছে
মোর ঘরে প্রিয় আমারি !

মিলন

কই সে মিলন পুরাতন!
বিরহে শত কথা
উভয় হৃদে গাঁথা;
মিলনে ভাষাহীন আলাপন—
কই সে মিলন পুরাতন!
অধরে শুধু হাসি,
বাহুতে বাহু-ফাঁসী
সরস-পরশ-নিমগন—
কই সে মিলন পুরাতন!
এখন আসে দিন
একাকী উদাসী,
না জানি কোথা লীন সে এখন?—
কই সে মিলন পুরাতন!

———

সুন্দরী

আসিয়াছিল সে ভেসে নীরদের দেশ দিয়া,
পাল-ভরা ক্ষুদ্র এক তরণীর প্রায়,
নয়নে তড়িৎক্ষেপ,
চিকুরে লেগেছে মেঘ,
জোছনা গিয়াছে মেখে সুতনু-লতায়—
লেগেছে অরুণরাগ অঞ্চলকোণায়;
ঝরা তারা পড়ে' কাল চিকুরের গায়!

বহু দিবা বহু নিশি অতিক্রম করি,
নিশ্চিত সে বর্ষ ধরি' এসেছে সুন্দরী ;—
শারদ-কনক-রৌদ্রে রঞ্জিত বসন,
শীতের কুয়াসা মাথা উড়ানিশোভন !

অমার শর্ব্বরী ঘোর গুটায়ে অলকে,
শ্রাবণের ঘনচ্ছায় নয়নপল্লবে ;
সন্ধ্যার সিন্দুর মেঘ এক বিন্দু বারি'
পড়েছিল কবে শুভ্র সীমন্ত উপরি !

অপবাদ

তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন
জানি না মূল !
অথচ সকলে তুলে দেছে কথা,
মৃদু মর্ম্মরি' কহে লতা পাতা,
ইঙ্গিতে দুলে ;—
তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন !
জানি না মূলে !
গুঞ্জরি কেহ কহে কানে কানে,
কুহরিয়া কেহ গাহে বনে বনে,
তাই কভু আসে সংশয় মনে—
—আপনা ভুলে,

তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন
জানি না মূলে !
হেরিলে তোমার জ্যোতির্ম্ময় হাসি
মোর দলগুলি ফুটে সে বিকাশি' ;—
দিকেদিকে ছুটে সৌরভরাশি
সমীরে বুলে,—
তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন
জানি না মূলে !
তোমার হাসিতে হাসিয়া আকুল
হয় না কি বনে শত বন-ফুল,
শত বনবীথি, জানে না কি নিতি,
—শত বিহঙ্গম গাহে না ?—
জগৎ কি তোমা চাহে না !
মুদিত নয়নে, তাই ভাবি মনে
আপনা ভুলে,—
তোমাতে আমাতে ছিল কি মিলন,
কখনো মূলে !

———

অরণ্যদর্শনে

নিবিড় ঘন বন দ্রুমসঙ্কুলা,
কপোত-কুহরিত কানন-লীলা,
গন্ধিত ফুলবেণী লম্বিত শাখে,—
রঞ্জিত বনতল চূর্ণ পরাগে,

শঙ্খ-নিনাদিত বন-মন্দিরে
বিঘোষিত স্তবগীত সান্ধ্য সমীরে ;
বিথারি' বনফুল ঘন অরণ্যে
স্থাপিত গোপনে স্নকুমারী কন্তে,
মুগধ দিঠি ভরে, যদি পড়ে টুটি,
নিভৃত বনালয়ে তাই রহে ফুটি,—
স্নন্দর শ্বেত নীল বরণ-বিকাশ,
মৃদুল স্নকোমল উথলিত বাস।
কণ্টক-দ্রুমপরে কণ্টকী লতা—
যোগ্যে যোজিত কিবা স্নন্দর প্রথা!
বিম্ববিলম্বিত লতা-নিকুঞ্জে,
বিহগ বিহগী তিরাপত ভুঞ্জে।
শিথিল কুন্তল অঞ্চল লুটে,
বিক্ষত পদতল কণ্টক ফুটে ;
শিল্প-চাতুরী এ গো কার নিভৃতে,
আকুল অন্তর তাহারে পাইতে।
নিভৃতে নিবসে, বসি' মনচোর
মুগধ নয়ন হৃদয় ভোর!
লিখিতে স্নন্দর ছবি দুরাশা,—
মিলে না মিলে না মনোমত ভাষা!

সান্ত্বনা

আধি ব্যাধি দুঃখ শোক জ্বালা,
সংসারের বৃশ্চিক-দংশন,
শ্যামাঙ্গিনী! তোরই কাছে শুধু
আছে তার স্নিগ্ধ প্রলেপন।

যবে শরবিদ্ধ হরিণীর মত
ছটফটি পড়িয়া ধুলায়,—
অনাহূত রবাহূত কত
আসে নিয়ে সহস্র উপায়।

অশ্রুজলে পূত অশ্রুজল
মিশায় গো কোন দয়াবতী,—
কেহ জ্বালি দীপ্ত জ্ঞানানল
শুনায় সে মহান্ ভারতী;

নড়েনাক তবু গুরুভার
পরিশ্রান্ত হৃদয় দোলায়—
চাপিয়া বসিয়া যেন রে সে
আপনার গুরুত্ব বোঝায়;
মুখ দিয়া ছুটে বাষ্পরাশি,
কুণ্ডলিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
প্রায় বন্ধ করে' দেয় শ্বাসে
যত কিছু সমস্ত ঢাকিয়া;
হাঁপাইয়া উঠি গো তখন
ছুটে গিয়া পড়ি তব কোলে,

সর্ব্বাঙ্গে বুলায়ে দাও কর
সুশীতল মলয়-হিল্লোলে ;
ভুলে যাই ক্ষুদ্র আপনারে
হেরি মুক্ত উদার আকাশ,
দূর করে সব শ্রান্তি গ্লানি
সুধাদ্রব সুধাংশু-বিকাশ।

ভিক্ষা

নির্ব্বাণ মুক্তি দিও না আমারে
মোহান্ধ রমণী আমি,
সুন্দর এ ধরা ফিরে ফিরে মোরে
দিও হে জগত-স্বামী।

'এমন সুন্দর করিবে আমারে,
মোর রূপে ধরা দিতে পারি ভরে'—
সৌন্দর্য্যের মাঝে নিবসি' তোমারে
হেরিব দিবস-যামী।

হেন প্রসারিত কর হৃদি মম,
ধরে তাহে তব ও রূপ অসীম,
তোমারে লইয়া হে অন্তরতম
সদানন্দ মঠে বিহরি ;—

নির্ব্বাণ মুক্তি দিও নাকো মোরে
—হে প্রিয়, হে চিত্তবিহারী।

বসন্তে

মধু মর্ম্মর, মৃদু গুঞ্জর,
দিয়াছে বসন্ত কাননে ;—
আমি কি করেছি, কারে কি দিয়েছি,
ভাবিতেছি একা নির্জনে !
দোয়েল দানিছে অবিরাম গীতি, জ্যোৎস্না দিয়াছে সুবিমল ভাতি,
পূর্ণ পূর্ণিমা-রাতি রে ;
রজনী দিয়াছে প্রান্তর হৃদে
অশ্রু-শিশির গাঁথি রে ;
দিয়াছে বকুল বিছাইয়া তলে
পুষ্প-শয়ন পাতি রে ;
গোধূলি দিয়াছে উদার ললাটে
স্বর্ণ-মুকুট বাঁধি রে ;
সন্ধ্যা দিয়াছে শ্রান্ত রবিটি
ঘন কেশপাশে ঢাকি রে ;
প্রভাত দিয়াছে চুম্বন-রাঙ্গা
শ্যাম কপোলে আঁকি' রে ;
মধ্যাহ্ন দেছে স্নিগ্ধ মধুর
ঘুঘুর করুণ গীতিটি ;
নীহারিকা দেছে আঁকিয়া আকাশে
ছায়াপথের সীঁথিটি ;
শরৎ দিয়াছে কনক হরিদ্রা
শ্যামল ধরারে মাখায়ে ;

প্রাবৃট দিয়াছে অঞ্জন ঘন
নীল নয়নে টানিয়ে ;
মলয় দিয়াছে পুষ্প-সুরভি
বন উপবনে ছড়ায়ে ;
নিঝর দিয়াছে উৎস প্রেমের
শিখরে শিখরে ছুটায়ে ;
আমি কি দিয়াছি, কারেও আমার
স্নেহের নিঝরে নাওয়ায়ে !

মরণের প্রতি

তোমারে ভাবিবে কে বা পর !
প্রবাসী প্রিয়ার মত,
পথ চেয়ে অবিরত,
নিত্য রাখ সাজায়ে বাসর !
তোমারে ভাবিবে কেবা পর !
প্রতিদিনই গণ' দিন,
তবু নহে আশা ক্ষীণ ;—
হেন কত যুগ যুগান্তর !
কারেও বিশ্বাস নাই
রাখিয়া তোমার ঠাঁই,
যত কিছু প্রাণের রতন—
নিশ্চিন্ত করি হে শয়ন !

আমি ফিরে গেলে পরে,
দিবে তুলে মোর করে,
রাখিয়াছ করিয়া যতন,
হে বান্ধব প্রিয়-দরশন !
শ্রান্ত ক্লান্ত হ'লে পরে,
তুলে নিয়ে ক্রোড় 'পরে,
দাও স্নিগ্ধ অঞ্চলের বায় ;
ঢুলে আসে আঁখিপাতা,
দূরে যায় সব ব্যথা,
শান্তি-ক্রোড়ে গভীর নিদ্রায় ।—
হে জননি ! প্রণাম তোমায় !
দীনতা হীনতা কত,
নিত্য সহি অবিরত,
তবু যেতে না হয় মনন,
স্ব-ইচ্ছায় তোমার ভবন !
সমাদরে আগুসারি',
তুমি নিয়ে যাও ধরি,
প্রিয় বৈবাহিকের মতন !

কেড়ে লও

লও লও কেড়ে লও যা কিছু আমার আছে,—
নহিলে এ মুগ্ধ হিয়া পারে নাক যেতে কাছে ।
লও লও কেড়ে লও যা কিছু আমার আছে !

এ ছুটি নয়ন মম দাও গো আঁধার ক'রে—
নহিলে তোমার রূপে পারে না যে যেতে ভ'রে !
লও লও কেড়ে লও যা কিছু আমার আছে,—
নহিলে এ মুগ্ধ হিয়া পারে নাক যেতে কাছে !
অতুল ঐশ্বর্য্যভরা বিচিত্র এ বসুন্ধরা
মোহিয়া এ মুগ্ধ হিয়া তোমারে ফেলিছে পাছে ;
লও লও কেড়ে লও যা কিছু সুন্দর আছে !
স্বর-মুগ্ধা মৃগী সম মুগধ হৃদয় মম
ব্যাধের বাঁশরী-রবে হের গো গিয়েছে ভুলে !
—বিস্তৃত বাগুরা ওই পথ-তরু-মূলে মূলে ;
লও লও কেড়ে লও যা কিছু আমার আছে,—
নহিলে এ মুগ্ধ হিয়া পারিবে না যেতে কাছে !

ললাট-লিখন

শুক্লা দ্বাদশীর তিথি, শারদ-শর্ব্বরী
জ্যোৎস্না-স্নাত দিগঙ্গনা পট্টবস্ত্র পরি'
সাজায়েছে দিব্যারতি গগনের থালে।—
সমুজ্জল দীপাবলী ; গন্ধ-পুষ্প-মালে
সুহাসিনী বসুন্ধরা, কনক-প্রোজ্জ্বলা
গেঁথেছে মৃণালদামে দিব্যাম্ভোজমালা ;
রেখেছে সঞ্চিত করি' তড়াগে সরসে
সুপবিত্র দিব্য বারি নিত্য-পূজা-আশে।

তোমারে পূজিছে নিত্য বিশ্ব চরাচর ;—
আমি শুধু পূজি নাক অজ্ঞান পামর !
কিছুই সঞ্চিত নাই ;— অধম ভিখারী ;
যাহা পাই তাই নিয়ে আত্মসেবা করি ?

আজি আমি রাখিয়াছি খুলিয়া দুয়ার,
আমার কুটীরে হ'বে তব আগমন ;
ছ' দিনের শিশু-সুতা, কি নিয়তি তার
লিখিবে আজিকে তার ললাটলিখন ;—
কি লিখিবে জানিবারে না আছি জাগিয়া,
শান্তি-পূর্ণ করো চির এই শিশু-হিয়া !

— ——

বকুল-কুঞ্জ

কার এ সাধের কুঞ্জ শ্যামল শীতল ছায়—
সারাদিন রবি-কর ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে যায় !
প্রখর শাণিত দিঠি হিয়া-মাঝে নিবেশিতে
না পারিয়া ঘুরে ফিরে সরে' যায় সরমেতে !
কার এ নিভৃত কুঞ্জ—ঝুরু ঝুরু মৃদুবায়
হেলি দুলি পাতাগুলি মর-মর গীত গায় !
কত সাধে রোপেছিল সেচনিয়া আশা-বারি,
ফুটিলে কোমল বৃন্তে কিশলয় দুই চারি—
ফুটিলে নবীন দন্তে শিশুর মধুর হাসি
মায়ের হৃদয়ে যথা প্রবাহে পুলকরাশি !
পূরাতে দোহঁদ ওর না জানি কে সুনয়না
দিয়াছিল পরসাদ অধর-সুধার কণা !

সাফল্যের দিনে তারি বসিয়া এ স্নিগ্ধ ছায়
অজানা তাদের স্মৃতি ভেসে আসে ফুলবায়!
সাধের বকুল কার ঝরি' ঝরি' অবিরল
নিদাঘ-শয়ন মোর পেতে দেয় সুকোমল!
কেহ ঝরে' পড়ে মাথে দেবতা-আশিস্ মত,
কেহ বা কপোল চুমে স্নেহময়ী মা'র মত;
কেহ বা পরশে হৃদি, কেহ বা চরণ চুমে'
মগ্ন ক'রে রাখে মোরে স্বপ্নময় মোহ-ঘুমে।

বাবলা

ঝির ঝির সরু পাতা ঝুরু ঝুরু মৃদু বায়!
দেখে তোরে মনে হয় অতি সুকোমল কায়!
সুচারু কুসুম লঘু সহে না সমীর-ভর;
রতির শ্রবণ-ভূষা, কোমল কুসুম-থর।
পথের পারশে থেকে ভুলাও পথিক-মন,
কে পরালে কায়ে তোর তীক্ষ্ণ কাঁটা আভরণ?
তোরি ফুলে গড়ে কি রে মধুর কুসুম-বাণ?—
তীক্ষ্ণ কোমলে তাই চারু কায় নিরমাণ!

শারদ-নিশীথে

শত জনমের বিরহ-বেদনা শত জনমের সুখ;—
তোমার মাঝারে বিম্বিত চাঁদ, বিস্মৃত চাঁদ-মুখ!
সৌধ-শিখরে শুয়ে একাকিনী তোমা পানে চেয়ে থাকি;
কভু ফুটে হাসি ঈষৎ অধরে,— কভু আসে ভরে' আঁখি!

কেন উন্মাদনা দিয়ে সে গঠিত, ঐ তব মুখখানি—
ভাবিয়া না পাই, হৃদয়ের সাথে করি সদা কাণাকাণি ;
গুপ্ত বেদনা উচ্ছুসি উঠে মৃদু নিশ্বাস বায় ;
ছায়াবাজি সম এক একখানি ছবি আসে সরে' যায় ;—
বিস্মৃতি-মথিত—স্বপন-গঠিত পলকে মিলায় কায় ;
আদিম কালের ঐন্দ্রজালিক, চির রাত্রি এ কি খেলা !
যে থাকে তোমার পানে ক্ষণ চেয়ে তাহারেই কর উতলা !

এস না

এস না এ পথে অমন করে'—
চেয়ো না অমন নয়ন ভরে' ।
এত বড় ধরা মাধুরীতে ভরা,
দিবা নিশি রূপ করিয়া পান,—
তবু জানালার 'পরে গেল না টান !
আজি দুলেছে বাগানে অশোকশাখা ;
মৃদু কুহুরণ, অলি-গুঞ্জরণ,
করেছে বপন শরৎ রেখা !
ছিল যূথিকা-মুকুল, কামিনী বকুল,
পাতায় ঢাকা ;
ফুটাইয়া মুখ চেয়েছে পাইতে
কাহার দেখা ?
ছিনু জানালার ধারে
বসিয়া একা !

কোথা হ'তে ওই তপ্ত সায়ক,
চমকি নিশীথে শাণিত ফলক
আইল চকিতে ছুটি ?
ভেদিয়া পলকে জাল-রন্ধ্রাবলী,
ছেদিয়া পলকে বর্ম্ম-সোনালী
ঠিকরি পড়েছে লুটি !
ওই আঁখি হ'তে সহসা ছুটিয়া,
পাখীটির মত পড়েছে লুটিয়া
আমারি বুকের কাছে ;—
সে ত আর না তোমার আছে !
এখন সে তব আমারি বন্দী,
পেতে পার ফিরে করিলে সন্ধি,
এবে হে চতুরা আঁট গে ফন্দী—
—চোরেরও উপর আছে !

———

বিদ্রোহ

নিদাঘ-মধ্যাহ্নে আজি সন্ধ্যা ছেয়ে আসে।
অকাল জলদপাঁতি,
উজ্জ্বল তপন ভাতি,
হেরিয়া হারায়ে চিত্ত ছায় বাহু-পাশে ;
নিদাঘ-মধ্যাহ্নে আজি সন্ধ্যা ছেয়ে আসে।
এ ঘোর দৌরাত্ম্য পাশ,
মানে না আকুল শ্বাস,

চপল উড়ায়ে ধায় বিজয়-পতাকা!
ঘনঘোর অভ্রনীলে,
দলে দলে গাঁথি চলে,
সু-শুভ্র নিশান-পাঁতি উড্ডীন বলাকা!
সে তেজ গরিমা ভাতি
উজ্জ্বল বরণ কাঁতি,
পলকে ফেলেছে ঢেকে, বিলুপ্ত আভাষ,
রন্ধ্র-শূন্য, বর্ত্ম-শূন্য,—কি গভীর গ্রাস!
মৃদঙ্গ-নিস্বন ঘন,
গুরু গুরু গরজন,
পলকে পলকে উঠে চমকি আঁধার;—
ধরারে কাটিতে ছোটে তীক্ষ্ণ তরবার!
ধরা-আঁখি ছল ছল,
সপত্নী প্রকাশে বল.
নড়ে না একটি কেশ, নিষ্কম্প অধর!
কি ঘোর বিদ্রোহ শান্ত ধরণীর' পর!
রেখেছে বাঁধিয়া ভানু,
নাশিবে ও বর তনু,
মুহুর্মুহু ঈর্ষা-জ্বালা তরল অনল;
বজ্রদাহে ওই ধৈর্য্য দিবে রসাতল!
শত তীক্ষ্ণ খর-শরে নিক্ষেপি' ও হিয়া 'পরে
বহাবে সলিল-রাশি নলিন-নয়নে;—
তবে ত হইবে শান্তি, মলিন ও চারু কান্তি,
করিয়া নিষ্প্রভ ধরা মধ্যাহ্ন-যৌবনে!

বর্ষা মঙ্গল

লিখিতে বর্ষার গান আর ত চাহে না প্রাণ,
কি লিখিব ভাবিয়া না পাই ;
তুমি ত আদেশ দিয়ে, নিশ্চিন্ত আছ শুয়ে,
আমি সে নূতন কোথা পাই !
হেথা গায়ে গায়ে ঠাসা কোঠা, টিনের পাইপ আঁটা,
নিঃশবদে পড়ে জল ঝরি ;
উঠানে ভেকের দল, করে বটে কোলাহল,
দেশে নাই ময়ুর-ময়ূরী !
কলের ধোঁয়ায় ভোর, নভঃ বটে ঘন-ঘোর,—
—বরষা বলিয়া নহে আজ !
একেবারে কিছু নাই, তাও না বলিতে চাই,
—মাঝে মাঝে পড়া আছে বাজ !
ফুটো ছাত, ভিজে কোঠা, জল পড়ে ফোঁটা ফোঁটা,
ছাতে ছাতে চলে দাগরাজী ;—
আরও কি শুনিতে আছ রাজী !
দু'পসলা হ'লে ভারী, রাজপথে চলে তরী,
জয় ! জয় ! ম্যুনিসিপালিটী !
নগর-বরষা সুখে ভাব ফুটে চোখে মুখে
কোথা পাবে হেন মভেল্‌টি !

বদলাতে পারি সুর এস যদি কিছু দূর
ছাড়িয়া সুন্দরী রাজধানী ;

যেথা এলায়ে নিবিড় কেশে, প্রান্তরে গ্রামের শেষে,
আসন পেতেছে ঘন-রাণী !
সু-শুভ্র চামর-রাশ দুলায়ে ধবল কাশ
পথে পথে দাঁড়াইয়া সাজি ;
মৃদঙ্গ-আরাব উঠে, চপলা বালিকা ছুটে,
শিখিনী বিহরে সুখে নাচি !

কেতক বিকাশি উঠে, কদম্ব শিহরি ফুটে
শেফালী সাজায় ধরাতল ;
দিগঙ্গনা কুম্ভ ভরি, ঝর ঝর ঢালে বারি,
অভিষেক বরষা-মঙ্গল !
কুকো ডাকে কুব্ কুব্, পানকৌড়ী দেয় ডুব,
সারস মরাল সুখে বুলে ;—
দীর্ঘিকা পূর্ণিত কূলে-কূলে !
নিবিড় নীরদ ঘন, ঘনচ্ছায়-আম্রবন,
চৌদিকে বিস্তারি মেঘ-মায়া ;
ওদন ব্যঞ্জন পানী ঢাকিয়া গামছা খানি
ক্ষেতে যায় কৃষকের জায়া।
নথ খানি দুলে নাকে, কলস লইয়া কাঁখে,
আর্দ্র-বাসে ঝর ঝরে জল ,
দাঁড়ায়ে অশ্বত্থ তলে, বধূ ভাবে যেতে জলে,
উপকূল-সোপান পিছল !

স্বপ্ন-দূতী

সখি!

প্রতি পলে পলে নব প্রীতি-মালা,
পরাই যাহার গলে,
ওগো, সে কি কভু মোরে, দেখে গো স্বপনে,
বিজন মরম-তলে!
যবে, রজনীগন্ধার সুরভি নিশ্বাস
কানন আননে মাখে;
যবে, আকুল পাপিয়া ঘুমন্ত ডাকিয়া—
চমকে দিগন্ত আঁখে;
যবে, সুপ্ত জোছনা, ধরার অঞ্চলে,
মুদিত-নয়ন-পাতা;
যবে, সুশীত পবন নিশীথের কাণে
কহে গো গোপন কথা;
সখি, এ হেন নিশীথে কভু কোন রাতে
গোপন এ হিয়া খানি
গেছিলি কি নিয়ে পারশে তাহার
জানিতে রহস্য-বাণী!

চোর

নিশীথ-গভীর রাতি, নিভেছে গৃহের বাতি
আঁধারেতে মগন ভবন;

রূপ গন্ধ শব্দ লেশ— হইয়াছে নিরুদ্দেশ,
শুধু স্পর্শ করে জাগরণ!
সহসা বেষ্টিয়া চুপে, আনন সঁপিল মুখে,
গভীর নিশীথে কে এমন!
নূপুর বাজিল পায়, চোর পলাইতে চায়,—
খুলি হেন বাহুর বন্ধন;—
শেষে কেঁদে করে' সোর, মোরে প্রমণিল চোর,
—ক্ষুদে চোর নষ্ট সে এমন!

জানাজানি।

আমি যে তাহারে স্বপনেতে চাই,
কেমনে সে কথা জেনেছে?—
নয়ন-কাজলে লিখিয়া লিখন,
সে যে নীল নব ঘনে ছেপেছে!
তাই থাকি চেয়ে গগনের পানে,
পড়ি শতবার সজল নয়নে,
সকলি লিখেছে কেনই কে জানে—
নিশানটি শুধু ভুলেছে!

'নব-পর্য্যায়ে' বঙ্গ-দর্শনের প্রতি

পূর্ব্বে তোমার ললাটে ছিল যে মহিমা
নব গৌরব দীপ্তি—

ফিরে কি আসিবে লইয়া আবার
তেমনি অতুল তৃপ্তি ?
এবে নাহি সে চন্দ্র, রজনী অন্ধ,
এ গো ক্ষুদ্র খদ্যোৎ-ব্যাপ্তি !
তবু হ'লে অন্ধকার চির-নৈরাশ
না হয় জগতবাসী ;
সদা হৃদয় দুরাশা চাহে ফিরে ফিরে
পুন সে পূর্ণিমা-হাসি ;—
সে কি আসে না, সে কি হাসে না
পুন ছড়ায়ে বিমল ভাতি ?—
ফিরে আসে ত মাধবী রাতি !
আজি আকুল নয়ন সলিলভারে
ভরিয়া আসিছে স্মরিতে তাঁরে,
তাই নূতন বর্ষে বিষাদে-হর্ষে
বহিয়া অর্ঘ্য-ডলি—
যিনি নবীন মন্ত্র পড়িয়া অঙ্গে
দিল নব প্রাণ মুমূর্ষু বঙ্গে,—
দিনু তাঁহারি চরণে ঢালি !

রমা ও বাণী

পার্থিব সম্পদে কভু নাহিক বাসনা,
যা দিয়েছ সেই ভাল, অধিক চাহি না।

মদ যদি বৃদ্ধি করে রত্ন-সিংহাসনে,
বহে যদি রক্ত-নদী তল দিয়ে তার,
শোষণ করিতে যদি হয় দীন জনে,
নাহি কাজ ওগো রমে ! আমার সে ধনে ;
এ হেন সম্পদ দেবি ! থাক সে তোমার !
ক্ষয় পায় দানে যেই অকিঞ্চিত ধন,
তোমার ভাণ্ডারে পূর্ণ থাক সে রতন !

তোমারেই চাহি আমি ওগো মাগো বাণী !
হৃদি-পদ্মাসনে চির রাঙ্গা পা দু'খানি !
তুমি কৃপণতা কভু ক'রো না আমারে,
মানব-জনম যদি লভি জন্মান্তরে ।
তোমার প্রসাদ-দৃষ্টি হৃদয়-কুটীরে
পড়ে যার, সে কি চায় তুচ্ছ ধনে ফিরে !
কি অমৃত সুরেশ্বরী আছে তব কাছে,—
যত পায় তত চায় আরো ধায় পাছে !
ভিক্ষুকের বৃত্তি এই করিও না রোষ,
চিরদিন থাক মোর এ দারিদ্র্য-দোষ !
যা দিয়েছ তুষ্ট তাতে ঐহিক রাণী—
তোমারি দুয়ারে যেন চির-ভিখারিণী !

তোমার নিকুঞ্জে বসি আদি কবি-ঋষি,
গেয়েছিলা যেই গান, আকুলিয়া দিশি
উঠেছিল গৃহে-গৃহে তার প্রতিধ্বনি,—
আজো করে বিচরণ ; সুবর্ণ-হরিণী

আজো ফিরে নেচে নেচে ; শ্যাম-বনান্তরে
মায়া-মৃগ মাগে রামা যুড়ি দুটি করে !
তোমার চরণপ্রান্তে একান্তে বসিয়া
গেয়েছিলা যে বিলাপ, এসিয়া ভাসিয়া
পণ্য-ভূমি ইউরোপে করিয়া প্রবেশ
মাতোয়ারা করিয়াছে তার সুর-রেশ
মৃদঙ্গ-গম্ভীর ঘোষে :—সমগ্র ধরণী
কর্ণ তুলে চাহে—যেন চকিত হরিণী !

আর একবার
বৈষ্ণব নিকুঞ্জ-মাঝে ও বীণ-ঝঙ্কার
পশেছিল,—জেগেছিল সেই প্রতিধ্বনি ;
বেজেছিল বনে বনে বলয় কিঙ্কিণী ;
মুখর মঞ্জীর রোষে করি পরিহার
ফিরেছিল কুলবতী কালিন্দীর ধার।
কে না চাহে প্রবেশিতে ও অমরাগারে ?
তার মাঝে দীনা কন্যা,—ঠেল না তাহারে !

চিত্রাঙ্কণে

রং আর তুলি নিয়ে কাটে সারাবেলা,
গুরুজনে বলে—'ওর এ কি ছেলে খেলা !
চল্লিশ হ'য়েছে পার, গিন্নী আখ্যা গৃহে যার,
গৃহধর্ম্ম-কাজ-কর্ম্ম সব অবহেলা।
দূর ক'রে ফেল দেখি ছাই-ভস্ম-গুলা !'

স্বীকারিয়া ল'য়ে দোষ, করি সবে পরিতোষ,
দূরে যায় বিবাদ লাঞ্ছনা।
কাছে এসে ঘেঁসে ঘেঁসে তখন বলেন হেসে,
'এ ছবিটি হ'য়েছে মন্দ না!'
কাছে ছিল দাঁড়াইয়ে, মুখেতে আঙ্গুল দিয়ে,
'সুহাসিনী' ভ্রূকুটি-কুটিলা,
বলে 'উঁ—আস্পাদ্দা এত তুমি কেন বক অত
ও যে ঠাকুমার শকুন্তলা'!
'কনক' কুপিয়া কয়— 'কেন এ কি ভাল নয়,
তুমি তবে কিচ্ছুই বোঝ না'!
পড়িল হাসির রোল, দূরে গেল গণ্ডগোল,
লাঞ্ছনার উপরে লাঞ্ছনা!
অয়ি তন্বী শুচিস্মিতা, হে সুন্দরী অনিন্দিতা,
অয়ি মম আলেখ্য-লিখিতা!
অঙ্গে অঙ্গে স্নেহ-আঁখি, বর্ণ সাথে গেছে মাখি,
অয়ি মম স্বহস্ত-গঠিতা!
ঘসি মাজি সারাদিন, সদা শ্রান্তি ক্লান্তিহীন,
ঘুরে ফিরে দেখি বার বার।
কেমনে বুঝাব কায়, কি মমতা তারে হায়,
মানসী দুহিতা সে আমার!
জননি! তোমারে স্মরি ঝরে আজি অশ্রুবারি
মুছে যায় আলেখ্য আমার;
হ'লেও কুরূপা কালো, মায়ের নিকটে ভাল,
মা বিনে বুঝিবে কেবা আর!

এই যে সুন্দরী ধরা, সুনীল সাগরাম্বরা,
নবগ্রহ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী;
নরমুখ, বন্ধুজীব, শিখী, শশী, সরীসৃপ,
স্রষ্টা-চক্ষে সমান সকলি!

———

ঘুঘু

তোমার ও শোক-গীতি অয়ি বিহঙ্গিনী—
ওর সাথে বিজড়িত করুণ কাহিনী!
আছিলে গৃহিণী পূর্ব্বে গৃহস্থের ঘরে;
সুত শাপে বিহঙ্গিনী ধরার উপরে!
শারদা পূজার তিথি হ'লে সমাগত,
পূজোপকরণ এল ভারে ভারে কত;
কন্যা ও বধূরে দিলে বাছিবারে 'তিল'—
ভরিল কলঙ্কে তাহে সমগ্র নিখিল!
ঝেড়ে' বেছে' আনে দোঁহে হইয়া হরিষ—
মনে হ'ল অল্প বলে' বধূর জিনিস;
ক্রোধেতে জলিয়া করি শিলায় প্রহার
নাশিলে বালিকা-বধূ আঘাতে তাহার!
কাঁদিয়া শাপিলা সুত ব্যথিত অন্তরে।—
'অমঙ্গলা পক্ষী হবে ভুবন ভিতরে;
গৃহস্থের ঘরে কভু পাবে না সম্মান;
পোড়ো ভিটে পোড়ো জমী হ'বে বাসস্থান;

র'বে লেগে সারা-দেহে বধুর শোণিমা
তিল-তিল বিন্দু-বিন্দু কলঙ্ক-কালিমা !'
প্রতিবাসী সবে দিয়া ধিক্কার প্রচুর
দেখালে মাপিয়া ;—শস্ত হ'ল ভবপুর।
চিত্রাবলী নাম ছিল তোমার বন্দর
তাই ডাক 'উঠ চিতু পূর্— পূর্— পূর্ !'

নববর্ষে

নবীন বরষে, উদিল হরষে,
পূরবে বিমল ঊষা ;
আধ-ফুট-ফুট লাজুক কমলে
পরিয়া কোমল ভূষা ;
কাছেতে অরুণ, যুবক তরুণ,
অনুরাগে দীপ্ত-আঁখি ;
পুলকে অধীর প্রভাত সমীর
ছুটিতেছে থাকি থাকি ;
উথলি' উথলি' বিহগ কাকলী
সমীরে তুলিছে তান্ ;
নূতন বরষে, প্রকৃতি হরষে,
ম্রিয়মাণ কেন প্রাণ !
কেন রে জাগে না— কেন রে ফোটে না—
হৃদয়ে নবীন আশা !

কাহার বিরহে মলিনা ভারতী,
কোথা রে নবীন ভাষা!
শুনিয়া যে গান কম্পিত প্রাণ
ভারত উঠিবে মাতি;—
যে গান শুনিয়া উঠিবে ফুটিয়া
আঁধারে পূর্ণিমা রাতি!
কোথায় সে তার কই সে ঝঙ্কার—
চির নিদ্রিত—কোথা!
ভারতী প্রবীণা করিতে নবীনা
কোথা সেই মন্ত্র গাথা!
উষে, ছি ছি ও রূপেতে এস না ভারতে
অত কোমলতা মাখি;
নাই ও নয়নে তীব্র তেজ-জ্বালা,
ফেল ফেল ঢেকে আঁখি!
হেথা, রূপের মদিরা পিয়ে পিয়ে কবি
হয়েছে বিহ্বল প্রাণ;
ঢাক ঢাক মুখ— ঢাক অন্ধকারে—
কর কর পরিত্রাণ!
তাহে, যদি ভুলে তান, গাহে অন্য গান,
যদি ডাকে মঞ্জু-ভাষী;
কুহু কুহু কুহু দিগন্তে উথলি'
দেখাব 'কু' রাশি রাশি!
পরে' নব ভূষা, লো নবীনা উষা,
কি দেখিতে এলি হেথা,—

অস্থি-চর্ম্ম-সার ভারত-মাতার
পর পদতলে মাথা !
গৃহে গৃহে সব হাহাকার রব—
ভাই না বিশ্বাসে ভায়ে ;
নাহিক ঐক্যতা, কাঁদিছে বন্ধুতা,
—সম্ভ্রম পাদুকা ব'য়ে !
নারকী পিশাচ জনক বিনাশ
কেহ করে অর্থ লাগি !
স্নেহের পুতলী কৃপাণেতে ফেলি
হতেছে কলঙ্ক-ভাগী !
তীব্র-বাক্যবাণ দ্বেষ ঈর্ষ্যা ভাণ
অবিচার ব্যভিচার ;
নিন্দা জল্পনা, মিথ্যা প্রতারণা,
মানবের অলঙ্কার !
নাহি বদান্যতা, নাহিক শীলতা,
কেবল ভীরুতা ধরে'
নারীর ধরম,— সতীত্ব সরম
তাও বুঝি যায় স'রে' !
জীবন্তেতে শব, ভারত নীরব,
দেখিয়া ফাটে গো প্রাণ !
কে দিবে হরষ— নবীন বরষ ?—
—কোথা রে নবীন প্রাণ !

বেলা যায়

ওগো ছেড়ে দাও পথ এবারের মত
লইয়া আকুল বিনতি ;
আমি করিয়া শপথ বাহি দূর পথ
শিরে বিরহের বেসাতি ;—
আমার আঁধার ধরে'শিরে ফিরে
ম্লান শর্ব্বরী যেমতি ।
কোথা যেতে চাই জানি না যে তাই
শুধু ঘুরে মরি সারাদিন ;
কত ঘোরা নিশি যাপি তটে বসি'—
কত মধু-নিশি আশাহীন !
নাহি কিছু বিত্ত, কুতুকী চিত্ত
বৃথা চঞ্চল লালসে ,—
শুধু—শুধু আছে আকুল নিশ্বাস,
অশ্রু-শীকরে মাখা সে ;
আছে ও গো আর বন-প্রসূনের
শুষ্ক গাছের মালিকা,—
আছে ও গো আর লাজ-পিঞ্জরের
বদ্ধ মূক শুক-সারিকা !
আছে সুরক্ষিত যতন-সঞ্চিত
ব্যর্থ বাসনার ছায়া গো—
বহে' যায় বেলা যাই এই বেলা
ছাড় ক্ষণিকের মায়া গো ।

হে পথিকবর, কোথা তব ঘর,
করুণ আঁখিতে কি ভাষা ?—
পথে শত ধূলি উড়ে যায় চলি
বুকে বহি মরু পিপাসা !
ওগো অনিমিষে, কি দেখিছ মুখে,
চেও না অমন করিয়া ;
আছে দুই খানি শ্রাবনের মেঘ,
এই আঁখিকোণ ভরিয়া !

বর্ষশেষে

আজ বর্ষ শেষে
ভাবি বসে' বসে'—
কি করেছি দেখি মিলায়ে।
নব বসন্তের গাঁথা ফুলদাম
কোথায় ফেলেছি হারায়ে !
শূন্য ফুল-সাজি, ফিরি বনে বনে,
মালিকার কথা শুধু উঠে মনে,
কত সাধ ব্যথা দিয়ে সে যে গাথা,
অশ্রু-শিশিরে ভিজায়ে !
আকুল হৃদয় খুঁজি চারিধার,
কার শিরে বাঁধা মোর ফুলহার,
দিয়েছি কি কবে নিমেষে ভুলিয়ে,
অথবা নিয়াছে হরিয়ে !

কেন আজি হেন হৃদয় বিকল,
থেকে থেকে আসে নয়নেতে জল,
কে নিল আমার নিজনসম্বল,
পথে একা পেয়ে কাড়িয়ে !
কবে বনবীথি ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
কি ধরেছি চাপি যুগল মুঠিতে,
নির্জনে গোপনে খুলিয়া দেখিতে,
গিয়াছে পাখীটি উড়িয়ে !
কোথা তরুতলে ধূসর সন্ধ্যায়,
স্বপন-মগন ভেবেছি কাহায়,
কোন্ নদীকূলে অশ্বত্থের ছায়,
রচেছি মানস গাথাটি ;—
দিয়ে আমারি—আমারি ব্যথাটি !
আজিকে মধুর মুক্ত বাতাসে,
মেলি তারা পাখা ভ্রমে দেশে দেশে,
সকল গুপ্ত হয়েছে মুক্ত—
—কে নেছে তুলিয়া ঢাকাটি !

———

জীবন সন্ধ্যায়

গাহিতে প্রেমের গান, আর ত চাহে না প্রাণ,
হের ম্লান আলোকের ভাতি ;
দ্বিতীয়ার চন্দ্রলেখা, ক্ষীণ বাসনার রেখা,
নিশি শেষে নিভ নিভ বাতি !

বিদায় বিদায় সবে— দেখা হবে নাহি হবে,
যাব চলি বহু দূর দেশে!
র'ব বা না র'ব মনে, কোন হৃদয়ের কোণে,
জানিতেও নাহি আশা শেষ!
অপূর্ণ বাসনা যত অস্ফুট মুকুল মত—
ধূলায় রহিয়া গেলে পড়ি!
জীবনের কত ব্রত, অসম্পূর্ণ চিত্র মত,
হেথা হোথা রল' ছড়াছড়ি!
নাহি তাহে কোন ক্লেশ, বাসনার স্বল্প-শেষ
শুধু যেন নাহি যায় সাথে;
বিমল আলোক-বীথি, নষ্ট করে পথ-ভীতি,—
যাত্রা করি পূর্ণিমার রাতে!
আঁখিযুগ দীপ্তিহীন, জীর্ণ তনু ক্রমে ক্ষীণ,
কৃষ্ণ কেশে শুক্লতা প্রবেশ;
তেতাল্লিশ হয়েছে নিঃশেষ!

———

ধূলা

কোন্ ঐন্দ্রজালিকের অস্থি-অবশেষ
কহ তুমি, লো কণিকে মোর কানে কানে!
সমীর-বাহিনী তন্বী, কে না তোমা জানে?—
উড়ে উড়ে কর সদা কাহার উদ্দেশ!
কোথায় এ হেন স্থান নাহি যথা গতি?
প্রকাশু নিবাস পথে; যাও পায় পায়—

ঘৃণা ভরে ফেলে ঝেড়ে কেবা না তোমায় !
নিরভিমানিনী অয়ি, তবু কর স্থিতি
লুকায়ে গৃহের কোণে ; অযত্ন-লালিতা !
দরিদ্র বালিকা মত ধনীর ভবনে ;
দানেরো কুটীরে তুমি নহ সম্মানিতা !
লো মলিনা ! অই তব মলিন বসনে
ঢাকা যে সৌন্দর্য্য রাশি, বিশ্বানুলেপনা,
মোরা বিজ্ঞ, মোরা বিজ্ঞ ! চিনেও চিনি না !
জগত-জননী-রূপা ! তোমারে সে চিনে
স্বভাব-দীক্ষিত শিশু ;— মহানন্দমনে
মাথে কায় নিয়ে তুলে অঞ্জলি অঞ্জলি ;—
নগ্ন অঙ্গে কিবা শোভা ধর তুমি ধুলি !
সর্ব্বাঙ্গে বুলায়ে কর দাও সাজাইয়া ;
নেহারি সন্ন্যাস-নাগা মুগ্ধ হয় হিয়া !
বাল্যসখী, চিনি তব মধুর মূরতি,—
করিয়াছি একদিন সাদরে আরতি !
আদ্যন্ত-রূপিণী তব মহিমা অশেষ,
অবসান তোরি মাঝে সর্ব্ব গর্ব্ব-লেশ !

সমাপ্ত।

অশ্রু-কণা



গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত

[চতুর্থ সংস্করণ হইতে]

উৎসর্গ

৺নমেশচন্দ্র দত্ত
প্রিয়তমেষু।—

ভূমিকা

এক্ষণকার ও পূর্ব্বে লিখিত কতকগুলি কবিতা একত্রিত করিয়া 'অশ্রুকণা' প্রকাশিত হইল। অধিকাংশ কবিতা শোকসম্বন্ধীয় বলিয়া পুস্তকের নাম 'অশ্রুকণা' রহিল। সংসার-সুখের অভিলাষীর শোকাশ্রু কি ভাল লাগিবে?

'ভারতী' এবং 'কল্পনাতে' ইহার কতকগুলি কবিতা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকের সম্পাদন-ভার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল লইয়াছেন। তিনি যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত কবিতাগুলি নির্ব্বাচন ও স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

রচয়িত্রী।

অশ্রু-কণা



উপহার

যা ছিল আমার, দেছি, ; মোর যা—তোমারি সব !
সবি পুরাতন, সখা, আছে অশ্রু-কণা নব !

এ নয় সে অশ্রু-রেখা, মানাস্তে নয়ন-কোণে,
ঝরিতে যা চাহিত না দেখা হ'লে ফুলবনে।

সে অশ্রু এ নয়, সখা, দীর্ঘ বিরহের পরে,
ফুটিয়া উঠিত যাহা হাসির কমল-থরে।

এ শোকাশ্রু ! নিরাশার যাতনা-গরল-ঢাকা।
এ শোকাশ্রু ! বাসনার অনন্ত-পিপাসা-মাখা।
এ শোকাশ্রু ! হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন।
এ শোকাশ্রু ! জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন !

কোথা আছ নাহি জানি, জানি না হৃদয় তব !
যা ছিল সকলি দেছি, লও এ শোকাশ্রু নব।



কবিতা

উচ্ছ্বসিত হৃদি-খানি ল'য়ে উপহার,
অতি আকুলিত প্রাণে,
চাহিয়া মুখের পানে,
কবিতা, দাঁড়ায়ে কেন আর !

কহি তোরে বার বার,
কাছেতে এস না আর ;
তোরে হেরি উছলি উঠিবে আঁখি-জল !
খুলিস্ না—থাক রুদ্ধ—স্মৃতির অর্গল।

বিদায়—বিদায়, বালা—
কবি সনে ক'র খেলা ;—
হেথা অশ্রু-জলে সিক্ত হবে পরাণ তোমার !
কবিতা, দাঁড়ায়ে কেন আর ?

পূর্ব্ব-ছায়া

সতত কোথায় যেন কে করে গো হাহাকার !
কেঁপে কেঁপে ওঠে বায়ু ল'য়ে প্রতিধ্বনি তার।
কে কাঁদে কিসের লাগি,
কে ক'রেছে সর্ব্বত্যাগী ?
কেন এ করুণ রোল ঘেরে মোর চারিধার ?
কেন বুকে উঠে শ্বাস,—যেন প্রতিধ্বনি তার !

একটি বিধবার প্রতি

এ সঙ্গিনী তোমার,
পারেনি করিতে পূর্ব্বে প্রিয়-ব্যবহার।
অদৃষ্ট—এখন তারে—নিদয় হইয়া,
অশ্রু-স্রোতে গেছে, সখি, তোমাতে লইয়া।
ব'ল না এখন আর,
হৃদয় পাষাণ তার;
এখন সে সদা ভাবে তোমাদেরই কথা
হৃদয়ে বহিছে সে যে তোমাদেরই ব্যথা!

স্বপ্ন

কে তুমি করুণাময়ি, রজনী গভীর হ'লে,
নীরবেতে একাকিনী নেমে এস ধরাতলে?
দেখিয়া দুখীর দুখ সজল কমল-আঁখি,
স্নেহের আঁচলে অশ্রু মুছে দাও বুকে রাখি!
মহান্ জগৎ এই,—উদার প্রকৃতি-রাণী
দেখাইতে পারে নাক কিছুতে যে কাব্য খানি,
অতীতের রুদ্ধ-দ্বার ভাঙি কি কুহক-বলে,
গত-সুখ-রঙগুলি
ধীরে ধীরে ল'য়ে তুলি
টেনে যাও সেই রেখা—আঁধার হৃদয়-তলে!

হায় কেন ?

হায় কেন—কেন আর পোড়াও দগধ হিয়া !
কত ক'রে ঢাকি যে গো শত আবরণ দিয়া !
সে প্রেম-অমিয়া যদি বিষে পরিণত হ'ল,
তবে আর, কেন সখা, স্বপন-মিলন বল !
কেন মরীচিকা হ'য়ে
ভুলাও এ শ্রান্ত হিয়ে ?—
তৃষিতে যাতনা দিয়ে, মিছে আর কিবা ফল !

হৃদয়-পাখী

আবদ্ধ হৃদয়-পাখী উড়িবারে চায় !
কি হেতু,—কিসের লাগি,—কিবা বাসনায় ?
যতনে তনু-পিঞ্জরে
রাখিয়াছি সমাদরে :
সুমধুর প্রেম-ফল,
সুবাসিত সুখ-জল,
অতি প্রিয়-সম্বোধন দিতেছে তাহায় ;—
তবু এ হৃদয়-পাখী উড়িবারে চায় !
কি হেতু,—কিসের লাগি,—কিবা বাসনায় ?

এ কি ?

ঝটিকায় ধূলি যথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া
উড়িয়া, যতেক কিছু দেয় পুরাইয়া ;
নয়ন মেলিতে কিছু, স্থান নাহি রয়,
চারিদিক্ ক'রে ফেলে কুজ্ঝটিকাময় ।—
তেমতি— প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সাঁঝে, বুকের ভিতর
পাকিয়া, ঘুরিয়া—এ কি ওঠে নিরন্তর ?

কত দিন ।

কত দিন দেহ হেন হ'য়ে দীন হীন
বহিবে জীবন-ভার লুটায়ে ধূলায় ?
কত দিন হৃদি এই ভগন কুটীরে,
রুদ্ধকণ্ঠে, ব'সে, ব'সে গাবে গান হায় !
সমাপন কবে হবে এই দুখ-গান ?
কবে রে মুদিব আমি সজল নয়ান ?
কি দেখিতে, নেত্রে আর সলিল ভরিয়া,
জগত-পথের ধারে রয়েছি পড়িয়া ?
কে মোর মুছাবে অশ্রু বসন-অঞ্চলে ?
নিজে মুছে হেথা হ'তে ধীরে যাই চ'লে !
যেতে যেতে, চ'লে যেতে চাহে না ত কেহ !
কেন এ করুণদৃষ্টি, পরিশ্রান্ত দেহ ?

মরীচিকা

দিন দিন গণি দিন ;—পায় পায় পায়
না জানি রে কোন্ পথে চ'লেছি কোথায় ?
হেথা ত হ'ল না সুখ ; অবিরত বলি ।—
জানি না কি সুখ-আশে কোথা যাই চলি !
সকলেই কেঁদে যায় তুলে এক তান,
পূরিল না সাধ বলি মুদে দু-নয়ন ।
ভুলে গিয়ে কল্পনার মধুর অমৃত বোলে,
পাগলের মত যায় ছুটে কল্পনার কোলে !
—কে বলিবে, সেথা গিয়ে পূরে কি প্রাণের আশ ?
অথবা, আঁধারে বসি, ফেলিবে দীরঘ-শ্বাস !
ওরে—ওরে মন মোর, কে আশ্বাস দিল তোরে
আশার রতন আছে—ভাবীর আঁধার ঘোরে !
নিশ্চিতেরে হেলা করি অনিশ্চিতে যার আশ,
লোকে বলে, তার ভাগ্যে ঘটে সুধু হা-হুতাশ ।
আকুল হইয়া তবে, যাস্ নে যাস্ নে ছুটে !
মরিবি কি অবশেষে আঁধারেতে কাঁটা ফুটে ?
হেথা—আছে দুখ শেষে সুখ, দিবা পরে রাতি ;
নিরাশায় সুখ-স্মৃতি, অন্ধকারে বাতি ;
নদীতে তরঙ্গ আছে, হৃদয়ে উচ্ছ্বাস ;
পরাণে সঙ্গীত আছে, স্নেহের বাতাস ;
হরষের হাস আছে, দুখের নিশ্বাস ;
মিলন, বিচ্ছেদ আছে, স্বদেশ, প্রবাস ;

আছে বিহঙ্গের গান, কুসুমবিকাশ ;
রবি, শশী, তারা আছে, অনন্ত আকাশ ;
ঊষা আছে, সন্ধ্যা আছে, আছে সাধ, আশা .
স্নেহ আছে, ভক্তি আছে, আছে ভালবাসা ;
সাগর, ভূধর আছে, নগর, কানন ;
নিদ্রা, জাগরণ আছে, বিস্মৃতি, স্বপন ;
খেলা আছে, ধূলা আছে, আছে আলোচনা ;
জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, কবিতা, সাধনা ;
জনম, মরণ আছে, আছে স্বাস্থ্য রোগ ;
নিত্য-নব-লীলাময় জগতের ভোগ।
তবে—আকাশের পানে চেয়ে সজল নয়নে,
কি অভাবে ভাবিতেছ অকাল-মরণে ?
ভাব– ভাব একবার
জীবনের পর-পার !
যে চির-বিস্মৃতি চাও—
সেথা যদি নাহি পাও ?
সেথা যদি থাকে স্মৃতি—আর কিছু নয় !
কি করিবি—কি করিবি, তখন, হৃদয় ?

কোথায়

কোথায় গিয়েছে, কোথায় র'য়েছে,
পাব কি আবার, হায় !

দেহান্তে কি আছে ? কে মোরে বলিবে !
দেহান্তে পাব কি তায় ?
যদি নাই পাই, দেহান্ত না চাই,
হারাব কেন এ দুখ !
তাহার ভাবনা, তাহার কামনা,
তার নামে সব সুখ !
তার প্রেম-আশ তাহার আবাস,
তাহার আমি—এ বাদ,
তাহার এ দেহ. তাহার বিরহ
ত্যজিতে নাহিক সাধ !
পাব কি না পাব, কোথায় যাইব ?
চাহি না মরণ-পার !
তাহার ভাবনা, তাহার কামনা,
এ অতি সুখ আমার !

কেন আর ?

বাছারা ! কেন রে তোরা এমন করিয়া,
দিবানিশি কাছে কাছে বেড়াস্ ঘুরিয়া ?
শুষ্ক শাখে কেন আর ফুটাস্ মুকুল ?
নূতন বেদনা দিয়ে ঝরে যায় ফুল !
ওই—ওই তোদের ও কচি মুখগুলি,
ওই—ওই তোদের ও মিষ্ট খেলা-ধূলি,

ওই রে তোদের হাসি-কান্না-সুধাধার,
কালের আগুনে হবে স্মৃতির অঙ্গার !
সবে তোরা দূরে দূরে থাকিস্ তফাত,
লাগিবে না মার গায়ে তা হ'লে আঘাত।
শিরীষ কুসুম সম ও সব হৃদয়,
নিতান্ত কাটিবে কি রে কাল নিরদয় !

———

ভয়ে ভয়ে

ভয়ে ভয়ে কেন, বাছা, যাস্ ফিরে ফিরে ?
কচি কচি ঠোঁট দুটি কেন কাঁপে ধীরে ?
বিষাদ-গম্ভীর মুখ
দেখে কি কাঁপিছে বুক ?
—ঢল-ঢল আঁখি যুগ ছল ছল নীরে !
আসিতে সাহস নাই,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে চাই' ;—
ডাকিলেই এস ধাই, আজ কেন চেয়ে রে !
আমার স্নেহের লতা,
তুমি কি বুঝেছ ব্যথা !
কাঁপিছে অধর-পাতা, অভিমানী মেয়ে রে !
মুছেছি, মা, আঁখি-জলে ;
ভয় কি, মা, আয় কোলে ;
ডাকি দেখ্ 'মা, মা' ব'লে, আয় বুকে, রাণি রে !
—আয় বুকে অবশিষ্ট সুখ- হাসি-খানি রে !

শোওনা

স্নেহের আদেশ তব করিয়া স্মরণ,
শেষের নিদেশ সেই করিয়া পালন
শুয়েছে—উল্লাস, সাধ, মুদিয়া নয়ন;
ক'রেছে হৃদয় মোর ধূলিতে শয়ন!
নিদাঘ-প্রান্তরে ক্লান্ত শুইয়াছে তৃষা,
অচেতনে শুয়েছে সাধের ভালবাসা।
শুয়েছে বিছায়ে স্মৃতি শুষ্ক পর্ণ-রাশি;
শুয়েছে অশ্রুর কোলে হরষের হাসি;
কাঁদিয়া শুয়েছে মোর প্রভাতের প্রাণ।—
এ জনমে করিবে না কেহ গাত্রোত্থান!

প্রাণের সমুদ্রে

প্রাণের সমুদ্রে প'ড়ে সাঁতারি উঠিতে চাই।
সুবিস্তৃত নীল জল, কূল না দেখিতে পাই!
কোথা হ'তে কোন সূত্রে, হেথায় প'ড়েছি এসে?
জানি নাক, ঢেউয়ে, ঢেউয়ে, কোথায় যেতেছি ভেসে।
ফিরে ফিরে, ধীরে ধীরে, যেতে চাই তীর পানে;
কোথা হ'তে আচম্বিতে ভাসায়ে নে যায় বানে।
অতি ক্ষুদ্র ফল আমি, প্রবল তরঙ্গ-ঘায়
কতক্ষণ রব টি'কে; এমনি ভাসায়ে কায়!
দয়া ক'রে ফেল মোরে ভাসাইয়া উপকূলে,
নহিলে যে ডুবে মরি, প্রাণের অতল-তলে!

তীরে প'ড়ে শুকাইতে ভালবাসি— তাই চায়
শুকাতে জনম মোর ;— শুকায়ে ত্যজিব কায় !

—— —

ভাব

বৃথা তোরে ভালবাসা, বৃথা তোর আরাধনা
নিয়ত নির্জ্জনে বসি,
তোর ওই মুখ-শশী
বৃথায় দিবস নিশি করিলাম উপাসনা।
একটু একটু করি জীবন করিয়া চুরী,
অনন্তে মিলায়ে গেল কত দিবা-বিভাবরী।
ফুটিল. করিল কত সুখের কুসুম-কলি,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধ কত উঠিল, ডুবিল ছলি !
আসিয়াছি কি করিতে, কিবা সে করিনু, ওরে ?
মুকুলে জীবন হায় শুকায়ে পড়িছে ঝরে !
শীতের কাননে মোর সবি শুষ্ক তরু-লতা।
ভেবেছিনু তোরে ল'য়ে ভুলিব সকল ব্যথা !
ওই গলা ধ'রে তোর, জোড়া দিয়ে ভাঙ্গা প্রাণ,
জীবনের কুজ্ঝটিকা, গানে হবে অবসান।
জানি না তোরেও ধ'রে শেষেতে পড়িব ফাঁকি !
বলিব যা, মনে ছিল,—কই তা ? সকলি বাকী !
গেছে সুখ, যায় দুখ, নীরবে যেতেছে প্রাণ ;
বুঝাবারে পারিনু না একটি প্রাণের গান !

এ জনমে কিছু তবে বলা হইল না কথা !
মরমে রহিল ভাব, হৃদয়ে রহিল ব্যথা !

জগৎ

মাথা মোর ঘুরে গেল সারা দিন ভেবে ভেবে ।
এ ধরা স্বপ্ন না সত্য ? কে মোরে বুঝায়ে দেবে ?
সত্য যদি, তবে সব কোথা যায় চ'লে
ছায়া-বাজি সম, ক্ষণ ছায়া-মায়া খেলে ?
ওই যে কুসুম-রাণী, কচি মুখে হেসে,
জল করিয়াছে আলো হরষে সরসে,
সৌরভেতে আমোদিত হয়েছে উদ্যান,
ঝঙ্কারি ফিরিছে অলি গেয়ে প্রেম-গান ;
ও সুষমা, সজীবতা হেরিয়া নয়নে,
সত্য বলি কার উহা নাহি লয় মনে ?
কার মনে হয়,—ওর চিহ্ন নাহি রবে !
ভোজ-বাজি সম শেষে শেষ হ'য়ে যাবে !
শুকাবে সরসী-বারি সময়-অধীনে,
শুকাবে সরোজ-লতা জীবন বিহনে ।
আজ যেথা সর-জলে সুরোজিনী-পাশে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলিগুলি ফুটেছে উল্লাসে ;
কা'ল— মায়ার বিচিত্র পটে দেখিতে দেখিতে,
হাসিবে রূপসী সেথা চারু প্রাসাদেতে ।

এখন যথায় নীরে কলি গুলি দোলে,
দুলিবে তথায় শিশু জননীর কোলে।
আবার কালের করে, সে আনন্দ-হাট,
ঘুচে মুছে ধূ-ধূ সুধু করিবেক মাঠ!
যুগান্তে সে মাঠ পুন ডুবে যাবে জলে,
ছুটিবে সাগর-ঊর্ম্মি কল্লোলে কল্লোলে!
কালেতে সমুদ্র পুন শুষ্ক হয়ে যাবে,
অনন্ত সলিল-হৃদে দাগ নাহি রবে।
তবে— এ ধরা—স্বপ্ন না সত্য? কে কবে নিশ্চয়?
সত্য কভু একেবারে হয় কি রে লয়?
আহা, শুকাইবে ফুল, শুকাইবে তুমি!
মিলাইয়া যাব হায় এ সাধের আমি!

আকুল ব্যাকুল হৃদি

আকুল ব্যাকুল হৃদি, কি যেন বাজিছে প্রাণে!
শূন্য দৃষ্টে চেয়ে আছি শূন্য আকাশের পানে!
জীবন যাতনা যেন, যেন অভাবের ঘোর!
পিছনে ফেলিছে যেন কে নিশ্বাস, আঁখি-লোর
উড়ু-উড়ু প্রাণ-পাখী বাঁধা র'তে নাহি চায়!
কোথাকার বন-পাখী সতত কাঁদিছে হায়!

ধ্রুব

জীবনের বিভাবরী দীর্ঘ-শ্বাসে শেষ করি
চেয়ে আছি হায় যেই প্রভাত-আশায় ;
আশা-তৃণগাছি ধরি, বিরহ-পাথার তরি
যেই উপকূল স্মরি ;—পাইব কি তায় ?
কোথায় পাইব ধ্রুব হায় !

এ দীর্ঘ জীবন-পথে একেলা কি হবে যেতে ?—
পথে কি হবে না দেখা, সঙ্গে কভু তার !
কে ব'লে দেবে গো মোরে, পাব কত দিন পরে ?—
নিকটে কি আছে দূরে, কোথা সে আমার !
অনন্ত নেপথ্য-মাঝে, সে যেন কোথায় আছে !
মাঝে মাঝে ডাকিতেছে—আয়, আয়, আয় !
আকুল পরাণ, হায়, ঘরে না রহিতে চায় !
সদা যাই-যাই—গায়, উদাস হিয়ায় !

চাহিয়া চাহিয়া পথে, এমন বিষণ্ণ চিতে,
দারুণ চাতক-ব্রতে কত রব, হায় !
মধুরে বাজিছে বাঁশী, হাসিছে কুসুম-রাশি,
বিশদ জোছনা-নিশি, সবি শূন্য ভায় !

রয়েছে কুসুম ঢালা, গাঁথা হয় নাই মালা,
প্রখর নিদাঘ-জ্বালা,—শুকাইয়া যায় !
আশার শিশির-বারি সতত সিঞ্চন করি
বাঁচায়ে যে রাখিতেছি,—হবে কি বৃথায় ?

সে কি মোর ফুল-হার দেবে না গলায় !
কোথায় পাইব ধ্রুব হায় !

কোথা আছ,—কোথা তুমি,—কত দূরে হায় !
জীবনের বিভাবরী ফুরাইয়া যায় !
কোথায় পাইব ধ্রুব হায় !

দেখা হ'লে

জমায়ে জমায়ে তোরে রেখে দিব, মন-কথা !
সেই দিন—দেখা হ'লে দেখিবি হয়েছে গাঁথা !
দেখিতে দেখিতে কোথা হাসিবে ঈষৎ হাসি,
কভু বা কোথায়—দেখি, আঁখি-জলে যাবে ভাসি।
তার—সে জল দেখিয়া, আঁখি, তুইও বরষিবি জল !
তনু রে ! বিবশা হয়ে কোথায় পড়িবি বল্ !
যখন রে তোর পানে পড়িবে তৃষিত আঁখি,
চমকি উঠিয়া, মন, ভেঙ্গে তুই যাবি নাকি !—
না—না ! আনন্দে সরমে তুই রহিবি আনত হয়ে,
ফুট-ফুট-হাসি তুই, ফুটিবি না ভয়ে ভয়ে।
কর ! সে কুন্তলগুলি ধীরে ধীরে গুছাইবি,
সলিলে পূর্ণিত আঁখি অঞ্চলে মুছায়ে দিবি।
জমাইয়া রাখি তবে, মোর সাধ আশা গুলি,
সেই দিন দেখা হ'লে দেখাইব খুলি-খুলি।

তার—দেখিতে দেখিতে মনে পড়িবে এ ধরাধাম,
মৃদু হাসে মৃদু শ্বাসে সুধাবে তাদের নাম।
গত-জন্ম মনে করি চাহিয়া ধরণী পানে,
কত স্মৃতি, সুখ, স্বপ্ন কাঁপিবে দুইটি প্রাণে!

একাদশী-নিশি

আমার হৃদয়-নিধি, নিশা, কেড়ে নিয়ে গেলে!
কোন্ লাজে এসে পুন হেসে দরশন দিলে?
আবার আজি কি আশে
আসিলে এ শূন্যাবাসে?—
কেমন আঁধার হৃদি, তাই কি দেখিতে এলে?
এলে যদি, এস, এস,
এ শূন্য কুটীরে ব'স,
এস ঢালি আঁখি-জল তোমার পদযুগলে।
এলে রেখে কার কাছে!
কোথা সে, কেমন আছে?
এ সব কি মনে আছে, কি সব গিয়েছে ভুলে?
বল, বল, বিভাবরি,
মিলনের আশে তারি,
রাখিয়াছি এ জীবন, দর্শন কি পাব কালে!
এলে যদি, এস, এস,
এ শূন্য কুটীরে ব'স,
দেখে যাও ভাঙা হৃদি, পরতে পরতে খুলে।
ব'লে যাও দুটো কথা, এ জীবন থাকি ভুলে!

ছাই

জীবনের পরপার নাই,
মানবের পরিণাম ছাই!
দেহ শুধু ভূতের ভবন,
প্রাণ শুধু বায়ুর মিলন।
আশা, তৃষা, সুখ, দুখ, ধেয়ান, ধারণা,
এ সকল ভূতের যোজনা;
এ প্রকৃতি ছায়ের রচনা!
নিশ্বাস ফুরালে আমি ছাই!
ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই!

তবে কেন এত আড়ম্বর,
কেন তবে প্রকৃতি সুন্দর,
কেন তবে হৃদয়ে উল্লাস,
তবে কেন আর প্রেম-আশ?
কেন তবে সুখ, দুখ, তৃষা,
কেন বা মধুর ভালবাসা?
কেন তবে অনন্তের ধ্যান,
তবে কেন সঙ্গীত মহান্?

তুমি আমি শুধু যদি ছাই,
জীবনের পরপার নাই—
কেন তবে এতেক আকুল?
তুমি যদি ভস্মের পুতুল!

বৃথা কেন, এই পাঠাগার,
জীবনের নাই পরপার !
ঘুচে গেল যত গণ্ডগোল,
বল হরি, হরি, হরিবোল !
ধরায় সকলি যদি ছাই,
জীবনের পরপার নাই,—

কেন তবে ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
কেন তবে ভিন্ন ভিন্ন নাম,
কেন বা বিহগ করে গান ?
লতিকায় কেন ফুটে ফুল,
তরু ধরে পল্লব মুকুল ?
কেন বা বসন্ত হেসে হেসে
ধরারে সাজায় ফুল-বেশে ?
বৃথা বহে সিন্ধুপানে নদী ;—
নর-নারী ছায়ের অবধি !
বৃথা কেন ইন্দ্রজাল মেলা ?
খেল, মৃত্যু, ছায়েরই খেলা !

ডাক কেন একেক করিয়া,
একেবারে লও না ডাকিয়া ?
মধু-স্বরে ডাক একবার,—
মোরা হই ভস্ম-স্তূপাকার !
কোটি কোটি অণু বুকে-বুকে,
অচেতনে ঘুমাইব সুখে !

বায়ু! বহ ছাই উড়াইয়া,
মানবের অস্তিত্ব গাইয়া,
সলিল! বহ না বুকে ছাই,
মানবের পরিণাম তাই!
আকাশ! পূরায়ে ফেল ছাই,
জীবনের পরপার নাই!

ছাই যদি শেষেতে সকল,
কেন তবে তুই অশ্রুজল?
ছাই যদি মানব-জীবন,
তবে করি ছাই আভরণ!
যতটুকু দেহে আছে প্রাণ,
বসে বসে গাই ছাই-গান!

কীটদষ্ট কুসুম

জানি আমি জানি, রে কুসুম,
বুকে তোর কি ব্যথা বিষম!
মরণের কীট তোর সুবাসের তলে,
কাটিতেছে প্রতি পলে পলে!
বসে আছি ঝরিবার তরে,
তুমি আমি, এ আকাশ-তলে!

আজ

শ্যামল প্রান্তর আজ অবসন্ন কেন ?
শূন্য মনে শূন্যে চেয়ে রহিয়াছে যেন !
হরিত পল্লবচয় করিয়া আনত,
স্তম্ভিত হইয়া তরু ভাবে অবিরত।
গোলাপের গণ্ড-রাগ হয়েছে মলিন ;
শিশির-অশ্রুতে সিক্ত হয়েছে নলিন।
তটিনী যেতেছে বহি কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
দুখীর রোদন সম, বাঁধিয়া বাঁধিয়া !
পূর্ণিমার নিশি যেন বিবশা হইয়া,
তটিনীর উপকূলে পড়েছে শুইয়া !
সমীরণ ভ্রমিতেছে উদাসীন প্রায়,
বিয়োগীর শ্বাস সম, করি হায় হায় !
চঞ্চল আছিল মোর সাধের কানন,
কার তরে হয়ে আছে স্তম্ভিত এমন !

জীবন হইতে যদি

জীবন হইতে যদি চল্যে গেল ঘুম-ঘোর,
কেন নাহি যায় চলে প্রাণের স্বপন মোর !
যাক্, যাক্—দূরে যাক্, প্রাণের সাধের আশ,
ভাঙা ঘরে চাঁদ-আলো, অভাগ্যের উপহাস !

ডাকুক শিবার দল মণ্ডলী করিয়া ঘোর,
জীবন্তে মৃতের সম হউক্ হৃদয় মোর!
সঞ্জীবনী মন্ত্র মত, আয় রে মরণ আয়!
প্রত্যক্ষ মিলন মত পদ্ম-হস্ত দে রে গায়।
মরিয়া বাঁচিয়া যাই, চলে যাই সে নগর,
প্রাণের দেবতা মম বাঁধিছেন যেথা ঘর।
হে ধরণি, খুলে নে গো, স্নেহের শিকল তোর।
দে গো ছেড়ে, যাই উড়ে, জনম-তরুতে মোর!
কি আশে রাখিবি পুষে এই তুচ্ছ হীন প্রাণ?
কোন্ কাজ হবে, ধরা, আমা হ'তে সমাধান!
তোমার ও শুভ্র বুকে কালিমার বিন্দু হয়ে,
থাকিতে পারি না আর, এ ভার জীবন ল'য়ে!

প্রভাতে

কে তুমি! জানি না আমি, জ্যোতি কি শকতি-ময়।
কেমন সুন্দর তুমি, কিবা গুণ প্রেমময়!
জানি সুধু—এই সুধু, তুমি মহা আকর্ষণ!
জানি সুধু—এই সুধু, তুমি মহা বিকীরণ!
তব আকর্ষণে জানি দেহ ছেড়ে যায় প্রাণ;
তব বিকীরণে ধরা নিত্য-নব শোভমান!
অনন্ত জীবন তুমি, তুমি একা, আত্মময়!
কল্পনা-বাসনা-সিন্ধু মহা সুখ-দুঃখময়!

কেন ভালবাসি তোমা, তাহা আমি নাহি জানি ;
তোমায় যে বাসে ভাল, সে পায় তা, অনুমানি !
অকূল জগত পারে, তুমি পিতা, ধ্রুবতারা ।—
তোমারি পানেতে চেয়ে মুছে ফেলি আঁখি-ধারা ।

সন্ধ্যায়

আপন করম-ফলে দুখভাগী ধরাতলে ।
না বুঝে, তোমায় লোকে নিরদয় বিধি বলে ।
তুমি সর্ব্ব-সুখ-হেতু,
তুমি ভূমানন্দ-কেতু
তুমি সর্ব্ব-শান্তি-সেতু, ভাবেনাক মোহে ভুলে ।
কে পাঠালে এ জগতে, কার এ হৃদয় প্রাণ ?
কার দেওয়া সুখ দুখ, এ আরম্ভ, অবসান ?
কে দিল নয়নে নব উষার আলোক জ্বালি ?
কার এ মধুর সন্ধ্যা, শিরেতে তিমির-ডালি !

তুমি

জ্ঞেয় কি অজ্ঞেয় তুমি,
তা কিছু জানি না আমি,
তোমাকে পাইব কিন্তু আশা আছে মনে ;—
উচাটিত যবে চিত তোমারি কারণে ।

তোমাকে পাইব হেন আশা আছে মনে,—
দেখে প্রকৃতির ক্রম-উন্নতি-বিধানে।
যবে অতি শিশুকালে
অজ্ঞান-তিমির-জালে,
আচ্ছন্ন-আছিল হৃদি, কে জানিত মনে,
মধ্যাহ্নে উদিয়া রবি আলোকিবে বনে ;
গুটিকার কাল যাবে,
প্রজাপতি হব তবে ;—
বিশ্বাস হারায়ে ভবে কি ফল জীবনে,
তোমাকে পাইব হেন আশা আছে মনে ;
তুমি নাই বলে যারা,
কর্ণ-হীন তরী তারা ;—
দিক্-হারা, কূল-হারা, বিঘূর্ণিত প্রাণে
আশাহীন, লক্ষ্য-হীন, নিরাশ জীবনে।
তুমি নাই যদি, হায় !—
—এ ভাব কেন হিয়ায় ?—
সদা অকুলিত চিত কাহার কারণে ?
কারণ-কারণ তুমি, বুঝিব কেমনে !
তোমায় খুঁজে না পাই,
তা ব'লে কি তুমি নাই ?—
—অসীম অনন্তে ধাই তব অন্বেষণে।
তোমাকে পাইব হেন আশা আছে মনে ;

আবাহন

শূন্য করিলে যদি এ হৃদয়-সুখালয়,
হৃদয়-রঞ্জন-বেশে এস তবে দয়াময়।
দেখ, নাথ, দেখ, দেখ ;
শূন্য গৃহ রেখ না'ক!
শুনেছি আঁধার গৃহ, হয় ক্রমে দৈত্যালয়।
বিতরি করুণা-প্রেম, কর হে আলোকময়!
এ নিদাঘ-মরু-হৃদে, তুমি সহকার হয়ে
বস ; এ পথিক-প্রাণ জুড়াক তোমারে পেয়ে!
এস, নাথ এস—এস, চির-নব প্রেমরূপে,
সজল করুণ আঁখি, হাসি-বিকশিত মুখে!
এস হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, এস মৃত্যুর সম্পদ!
শোকের নয়ন-জলে ধোয়াই কমল-পদ!

ভিক্ষা-গীতি

লইয়া আনন্দ-উষা, দেছ দুখ-বিভাবরী ;
জানি না—জানি না, নাথ, কি হেতু, এ মনে করি!
শুভ বা অশুভ হ'ক্‌,
সবে তব ছায়া র'ক্‌ ;
সতত তোমারে যেন হৃদয়-গগনে হেরি

ও মুখ চাহিয়া তব,
যা দিবে সকলি সব—
ঝটিকা, করকাপাত, তোমারি চরণ ধরি।
তুমি যদি চাও, বিধি!
ভাঙিতে এ নারী-হৃদি,
ভাঙুক সে শতবার, যাতনায় নাহি ডরি!
না জানি কি সুধামাখা ওই তব পাদু-খানি;
যত দুখ পাই ভবে, তত করি টানাটানি।

২

লও, লও প্রণিপাত,
এই ভিক্ষা দাও নাথ,—
যা দেবে আমারে দিও, দুখ বা যাতনা-ভার!
ব্যথিত সে সখা মোর, যেন নাহি দহে আর।
বড় সে যাতনা পেয়ে ধরা হ'তে চ'লে, গেছে,
স্নেহেতে ডাকিয়া তারে, লও নাথ, লও কাছে!
সেই ক্ষীণ দেহ খানি, শীতল শান্তির ছায়,
বিরাম-শয়নে যেন আরামে ঘুমাতে পায়!
এ দুখ-আতপ-জ্বালা,
এ খেদ-কণ্টক-মালা,
এ অশান্তি-নিত্য-ছলা, এ অশ্রু, এ হাহাকার,
পশে না শ্রবণে যেন, পরশে না হৃদি তার!

অশ্রু

ওরে প্রিয় অশ্রু-ধার,
প্রণয়-পূজার চির-সঙ্গিনী আমার !
পবিত্র প্রণয়-দেবে পূজা করিবারে,
তোর সম উপচার নাই এ সংসারে।
শুভ্রবাস পূত বলি তাই তারে পরি,
তা হ'তেও পূত তুই, ওরে অশ্রু-বারি।
প্রেম যবে মূর্ত্তিমান ছিলেন আমার,
পূজেছি তাঁহায় দিয়ে প্রীতি-ফুল-হার।
কোমল কুসুমে কত মালিকা গাঁথিয়া
তুষিতে প্রণয়-দেবে দেছি পরাইয়া।
পরায়েছি বটে ফুল, মনেতে ধরেনি,
কেহ বা মলিন, শুষ্ক, কেহ বা ফোটেনি।
মধ্যে তার তীক্ষ্ণধার স্পষ্ট এক রেখা,
'যোগ্য ইহা নয়', যেন এই তায় লেখা।
স্বর্গের দেবতা প্রেম গেছেন যথায়,
সুকোমল কত হৃদি পূজিতেছে তাঁয়।
উদ্দেশে এখন তাঁর করিব পূজন,
কুসুম, কবিতা আর নাই প্রয়োজন।
পেয়েছি মনের মত রতন আমার,
সুকোমল, পূতোজ্জ্বল, নিধি,—অশ্রু-ধার !
আয় অশ্রু, প্রেম-দেবে মানস-আসনে
বসায়ে, সাজাই তাঁরে মুকুতা-ভূষণে।

প্রেমাঞ্জলি

শুষ্ক হৃদে ভবেশের পূজা বিধি নয়,
প্রেমের জগত তাঁর, তিনি প্রেমময়!
এস বিভু, প্রেমাঞ্জলি দিব এ চরণে,
এ প্রেম-কুসুম কারে দিব তোমা বিনে!
এই উচ্ছ্বসিত হৃদি, এই অশ্রু-ধার,
হে বিভু, তোমারি ইহা লও উপহার!
যজ্ঞ-ভাগ নিতে যথা আসেন অমর,
এ কি—এ! নিকটে কেন এলে প্রাণেশ্বর!
সেই হাসিমাখা আঁখি,—সেই প্রেমানন,—
এই যে আঁখির আগে করি দরশন!
মিথ্যা আমি দিতে চাই বিভুর চরণে।
প্রণয়-প্রসূন, নাথ, তোমারি কারণে।
এস, নাথ, সব ত্যজি এস, প্রিয়তম,
পূজিব তোমায় আমি ইষ্ট-দেব সম।
ত্রুটি যাহা রয়ে গেছে বিগত পূজনে,
এখন সে ক্ষোভ আর রাখিব না মনে।
আজীবন ও মুরতি বসায়ে মানসে,
প্রেমের কুসুম-হার দিব গলদেশে!
এ হৃদয়ে—এই সিন্ধু কভু না শুকাবে,
তোমারি উদ্দেশে, নাথ, সতত বহিবে।
এ মূর্ত্তি অন্তর করি হৃদয় হইতে,
হে বিভু, তোমায় আমি নারিব পূজিতে!

পারি না ভাবিতে, প্রভু, তোমার চরণ !
অধিকৃত করি নাথ, হৃদি-সিংহাসন।
হে নাথ, অনাথনাথ, ক্ষম পাপিনীরে ;
তব আগে প্রেমাঞ্জলি দিই প্রাণেশ্বরে।

তুমি

তুমি কি গিয়াছ চ'লে ? নানা, তা ত নয়।
যদিন বাঁচিব আমি, তদিন জীবিত তুমি,
আমার জীবন যে গো সুধু তোমা-ময়।
তুমি ছাড়া আমি কেবা—শূন্য-শূন্যমম।
তুমি কি গিয়াছ চ'লে তা ত নয়, নয় !
স্মৃতির মন্দিরে মম, প্রতিষ্ঠিত দেব সম
চির-বিরাজিত তুমি, অমর প্রাণেশ !
চির-জন্ম-স্মৃতি তুমি, সৌন্দর্য্য অশেষ !

নিরাশা

নিরাশা ! দহিছ বটে দিবানিশি অবিরত
প্রেমের এ স্বর্ণময় পূত পীঠাস্থান ;
কিন্তু, করিও না মনে, তব তীব্র শিখাগুণে
দহিয়া, এ চিত্ত মোর করিবে শ্মশান !
দূর কর্ ভ্রম তোর ;—প্রেমের নিকুঞ্জে মোর
উজ্জ্বল সুবর্ণে হেথা সকলি রচন।

দেখ্‌রে, কি পায় স্ফূর্ত্তি, প্রেমের সুবর্ণ মূর্ত্তি !
আলোকিত ক'রে মোর মানস-আসন ।
হেথা কি দহিবে তুমি,—প্রেমের সুবর্ণ-ভূমি ?
দহিলে উজ্জ্বল হয়, জান না কি সোনা ?—
নিরাশা রে, বৃথা তোর বিফল বাসনা ।
যত দিন দেহ রবে, এ হৃদি রহিবে ভবে,
তত দিন সে মূরতি তেমনি রহিবে ।
অতীতের প্রলেপন যতই পড়িবে ঘন,
ততই উজ্জ্বল হয়ে ফুটিয়া উঠিবে !

বিষাদ

বিশালজগতে কোথা নাহি কি রে হেন স্থান—
যেখানে রাখিস্ তোর স্তবধ আঁধার প্রাণ ?
প্রাণের নিভৃত গৃহে যেন তুই বন্দী চোর ,
ইচ্ছা ক'রে বন্দী কেন হলি রে পরাণে মোর !
ছেলেবেলাকার সঙ্গী জানি রে, বিষাদ তোরে,
আর যত সঙ্গী মোর গেছে আমা হ'তে দূরে ।
ভুলিয়া গিয়াছে তারা আমার হৃদয়-ঘর,
শৈশবে খেলিয়া যেথা সুখী হ'ত নিরন্তর ।
কত দিন উষাতে যে তারা মোর সঙ্গে মিলে
কুড়াইতে শেফালিকা, ধাইত তরুর মূলে ।
অঙ্গুলি পরশে যত খসে যেত ফুল-কলি,
ডাকিতিস্ পিছে তুই, 'আয় ফিরে আয়' বলি ।

সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া গিয়া ধরিতাম প্রজাপতি,
আহা কি কোমল, মরি! আহা কি সুন্দর ভাতি;—
অমনি বিষাদ তুই জানি না রে কোথা হ'তে
ডেকে বলিতিস্ মোরে, 'দাও ওরে ঘরে যেতে'।
শৈশবে শৈশব-খেলা খেলিয়া পাই নি সুখ,
সবেতে থাকিত মিশে তোর ও আঁধার মুখ!
এখন নীরবে শুধু আঁকড়ি পরাণ মোর,
হুহু ক'রে নিয়তই ফেলিস্ নিশ্বাস ঘোর।
আঁধার মেঘের মত, কোথা হ'তে ধীরে ধীরে,
হৃদয়-গগন মোর ছেয়ে দিস্ একেবারে!

অতীত

অবোধ নয়ন ওরে, অমন আকুল কেন?
কাতর হইয়া কেন চাও?—
এই বর্ত্তমান যদি তোমার প্রবাস-ভূমি,
স্বদেশ-অতীত পানে যাও!
সেথায় নবীন রাগে ভ্রমিছে ভ্রমর কত
মধু চাহি আশার মুকুলে;
বাসনা-লহরী কত প্রাণের আবেগে ছুটে
ঘুমাইছে গীতি উপকূলে।
নবীন যৌবন-কুঞ্জে প্রেমের জোছনা হাসে
ছড়াইয়া মল্লিকার ভাতি;
স্মৃতির মাঝারে কিবা উজ্জ্বল মধুর বিভা
বিকশিত চাঁদিমার রাতি!

পিতা

আঁধার সমুদ্র-গর্ভে মুকুতার সম
থাকে যদি কিছু এই জীবনে আমার,
তোমারি নিকটে, পিতা, পেয়েছি তা আমি,
তাই নহে এ জীবন খালি অন্ধকার।
একেকটি কথা তব,—জীবনের কণা,
গঠন করেছে এই জীবন আমার :
একেকটি শিক্ষা তব, বজ্র-সম মানা,
যার বলে স'য়ে আছি বিরহ তোমার।
এখনো আমারে, পিতা, দেয় গো সান্ত্বনা
তোমার অমৃত ভাষা, মোর মাঝে থাকি ;
এখনো ভুলিলে পথ ডেকে করে মানা,—
সদা খুলে দেয় মোর মোহ-অন্ধ আঁখি।
কিসে করিয়াছে দৃঢ় বিশ্বাসের মূল ?
একটি কেবল তব স্নেহের বচন।—
বলিতে, "লোকান্তে, মা গো, নাহি হবে ভুল,
মাঝে মাঝে দেখে যাব তোদের আনন।"
বলেছ যখন, দেব, মিথ্যা নহে বাণী।
পিতৃ-স্নেহ স্বপ্ন নয়, সত্য ব'লে জানি।
তাই মনে ক'রে আমি মানি লোকান্তর,
থেকে এই মায়াময় ছায়া-বাজি দেশে ;
তাই মনে ক'রে চাই আকাশের পানে,—
পূর্ণ হয় শূন্য প্রাণ আশার আশ্বাসে !

যেমন মৃণালখণ্ডে সূত্র সম্মিলিত,
লোকান্তরে থাকি তুমি এ প্রাণে জীবিত ;
তোমারি স্নেহের দৃষ্টি শিখায়েছে মোরে
জগতে করিতে স্নেহ—প্রত্যেক প্রাণীরে।
শৈশবে ধরিয়া হাত দেখায়েছ পথ,
কত মতে তুষেছ পূরেছ মনোরথ।
কি ব'লে বিদায় লব, করি প্রণিপাত ;
জগত-পিতার সনে তুমি ধর হাত।
তব স্নেহ-আঁখি যেন ধ্রুব তারা হয়ে
নিয়ে যায় ভবার্ণবে পথ দেখাইয়ে।
কত সাধ ছিল হায়, সবি র'ল মনে,
কি দিব তোমায় দেব, প্রণমি চরণে।

সংসার

সংসারের সুখ, দুখ,
ইহা কিছু নহে ত নূতন।
তবে কেন দুখ আলিঙ্গিতে
ভয়ে কেঁপে উঠিতেছে, মন !
'কাঁদিছ অভাবে যার, নিকটে ছিল সে যবে,
তখনি কি ছিল না বেদনা ;—
তবে কেন—কি লাগি শোচনা ?

যাহার অভাব নাই, কি আছে তাহার ছাই !
অতি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্র সে পরাণ !
গলে বাঁধা স্বার্থের পাষাণ ।
ধরণীর সুখ, দুখ, নিশার স্বপন সম,
তার লাগি কেন ম্রিয়মাণ ?
মুছে ফেলে আঁখি জল, ত্যজ শয্যা ধরাতল,
দেখ—দেখ পূর্ব্ব পানে চেয়ে ;
সোনার বরণ ঘটা অরুণ কিরণছটা
আসিয়াছে আশীর্ব্বাদ লয়ে !
জগতে উথলে বান, আকাশে আহ্বান গান,
সবে ডাকে 'আয় আয়' বলি ।
ওরে তুই ধূলিকণা ধূলি হইবার আগে
একবার দেখ্ মাথা তুলি !

———

ধ্রুব-তারা

সুখে দুখে অনিমিখে আমার নয়ন যুগে
দেখিতে পায় গো যেন তোমার ও প্রেম-মুখ
সুখ-মরীচিকা ভ্রমে
নাহি মরি মরুভূমে ;
অকূল শোক-অর্ণবে নাহি হই লক্ষ্যহারা ।
চেয়ে থেক ধ্রুবতারা !

অজ্ঞান তামসী নিশি
আঁধারিয়া দশদিশি
ঘুরায়ে ঘুরায়ে পথে যেন নাহি করে সারা।
চেয়ে থেক ধ্রুবতারা!

প্রকৃতির প্রতি

কোন্ নিঠুরের শাপে, প্রকৃতি লো, কোন্ পাপে
হয়েছিস্ বিহীন পরাণ?
সেই নাক, সেই মুখ, সেই হস্ত সেই বুক,
সবই সই, অহল্যা পাষাণ!
কোথা সে পরাণ তোর, আমার পরাণ তোর,
ছিল যাহে দিবস-রজনী?—
কে হরি লইল মরি, সেই তোর সে মাধুরী,
হৃদয়ের ভাবতরঙ্গিণী?
শিশির, শরৎ, শীত, নিদাঘ, মধু, প্রাবৃট,
আসে যায় সহচর সাথ;
কিন্তু, সবই কেন হেন, পরাণ-বিহীন যেন,
রঙ্গচিত্র সম প্রতিভাত?
অথবা, তুমি কিবা আমি নাই, কে কহে, কারে সুধাই,
এর মাঝে কে গতজীবন?
ওরে, সদাই সুধাই হিয়া, তুই কিবা আমি ছায়া,
কে বুঝায় ধ্রুব বিবরণ!

ছয় বৎসর

প্রবাসে বিরহে যারে মৃতাধিক প্রাণে,
দিবসে বিরহ যার নিশা যেত মানে,
সে এবে জগতাতীত বিধির বিধানে ;
ঘুমালে যে দীপ ল'য়ে নেহারিত মুখ,
যে আগে না শুধালে ডেকে না ফুটিত মুখ ;—
এবে নিশি দিন ডাকি ডাকি,
কেঁদে শ্রান্ত হ'লে আঁখি,
না মিলিল আধ ভাষা জুড়াইতে বুক
হায় ! কোথা সে বধির হয়ে সম চির-মূক !
ক্রমে তার অদর্শন হ'ল অর্দ্ধ যুগ ;—
ফাটিল না, ফাটিল না তবু পোড়া বুক !

সমীর-দূত

প্রতিদিন দূত-পদে বরি তোমা বার মাস
বুঝিয়াছি, আজ তুমি গেছিলে তাহার পাশ।
প্রতিদিন ল'য়ে যাও কত সুখ-দুঃখ-বাণী,
কভু উত্তরে আনিতে নার' মৃদু কথা আধখানি।
তাহাতে কত না মনে ভেবেছি নিঠুর তারে ;
ঘুরেছে সন্দেহ শত হৃদয়ের ধারে ধারে।
না জানে তোমারে কেবা কেমন সে রীতি তব,
তোমারে পাঠায়ে বল কেমনে নিশ্চিন্ত হব।

পথে, বসন্তে কুসুম হাসে কানন খুলিলে প্রাণ,
সেথা, লুকায়ে অলির পাখে তুমি তোল মৃদু তান।
সারাদিন গুণগুণ গুণগুণ গীত কর,
শেষে, বনের বুকের মাঝে প্রদোষে ঘুমায়ে পড়।
কভু, প্রাবৃট তটিনীকূলে কুলু কুলু রব তুলে,
কভু পাপিয়ার গলে বিদায় আকাশ-প্রাণ ;
কভু মনসাধে তরুপাতে মৃদু মরমর তান।
কোথা না তোমার খেলা? নিত্য করিয়াছ হেলা ;—
কি জানি কি মনে ভেবে আজি পুরায়েছ আশ ;
বুঝিয়াছি, আজ তুমি গেছিলে তাহার পাশ।
সেই সে সৌরভ-পূত বহিছে তোমার গায়,
তব পরশনে আজি শত কথা মনে ভায়।
আকুল তাহার তরে আজি সারা মন-প্রাণ ;
বুঝেছি, এখনি মোরে সে দিবে দর্শনদান।

প্রেম-পিপাসা

আয় রে, আয় রে, প্রেম-পিপাসা,
মরম-বিজনে লুকায়ে রাখি!
আমি চির তোর,
তুই চির মোর,
তোরে ল'য়ে আমি মুদি এ আঁখি!
শুখায়েছে প্রাণ, আরো সে শুখাক্!
ফাটিতেছে হৃদি, আরো ফেটে যাক্!

থাক্ মুখে মুখে,
থাক্ বুকে বুকে,
হাসিতে অশ্রুতে হয়ে মাখামাখি !
নিরাশা আসিছে আশায় মিশিতে,
জগত আসিছে আড়াল দিতে ;—
আয়, আয়, তোরে লুকায়ে রাখি !
আমি চির তোর,
তুই চির মোর,
তোরে হৃদে ধ'রে মুদি এ আঁখি।

প্রকৃতি ও দুখ

ফুল—
"ভালবাস তুমি যেই হাসি,
ফুটেছে তা আমার বয়ানে।
নিত্য তাহা আমি দেখাইব,
কেন গো চাবে না মোর পানে ?"
ঊষা—
"ভালবাস তুমি যেই জ্যোতি,
এই দেখ আমার নয়নে।
অনিমিখে তোমা পানে চাব,
মুখ তুলে চেও মোর পানে !"

নির্ঝর—

"তুমি চাও যেমন হৃদয়,
তেমনি তোমায় দিব, আয়!
অতি যত্নে লুকায়ে রাখিব,
এ নিভৃত হৃদয়-কারায়।"

সমুদ্র—

"প্রাণে তব দহিছে যে তৃষা,
নিবে যাবে সদা লীলা-রঙ্গে।
হৃদয়ে যে হয়েছে আবর্ত্ত,
যাবে ঢেকে তরঙ্গে তরঙ্গে।"

দুখ—

"আয়, আয়, আয় বুকে আয়!
তোরে ছেড়ে থাকা মোর দায়।
তুই মোরে কভু ভুলিবি না,
আমি তোর জীবন, চেতনা!"

মাধবী

বসন্ত এসেছে, বন সেজেছে কুসুম-বেশে,
বিটপী, ব্রততী সবে ফুল পরে হেসে হেসে।
কেন লো মাধবি, তুমি, কেন লো কিসের দুখে,
মলিন-পল্লব বাস প'রে আছ অধোমুখে?
কেন না নিরখি দেহে হরিত পল্লব নব?
কুসুম-মুকুট শিরে পর নি কেন গো তব!

আগে—
প্রতি-সন্ধ্যা বসিতাম তব সুশীতল মূলে,
কুসুম-কুমারগুলি সোহাগেতে দিত কোলে ;
মৃদু মৃদু মরমরি পাতা নাড়ি গেয়ে গান,
স্নিগ্ধ সুরভি ঢালি আকুল করিতে প্রাণ।
আজ কেন বিষাদিনী !
তুমিও কি অভাগিনী ?
তোমারো কি গেছে, সখি, চির সুখ, মধু-মাসে ?
কাঁদিবে আমারি মত মলিন বৈধব্য-বাসে !

পাখী

উড়িয়া পলাল পাখী বলিয়া কি বুলি রে !
মিশিয়া সুদূর নীলে,
কোথায় যাইল চ'লে !
কি সুধা যাইল ঢেলে পরাণ আকুলি রে !
জীবনের সাধ, আশা, অমনি করিয়া, হায়,
সুদূর আকাশ-তলে মুহূর্ত্তে মিশিয়া যায় !

ফিরাতে

ফিরাতে কালের স্রোত কে পারে যতন করে,
প্রবাহিত আঁখি-বারি রাখিতে কে পারে ধ'রে ?
তরঙ্গ-প্রমত্ত-সিন্ধু গরজি চলিলে রোষে,
উজান বাহিতে তারে কে পারে গো ধরে কেশে ?—

কে জানে এমন গান,
এমন মধুর তান,
ফুটায় জোছনা-হাসি আমার আঁধার-দেশে !
ছড়ায় বসন্ত-ফুল বসন্ত-সমাধি-শেষে !

হয়ে অশ্রুজল

জন্মিতাম আমি যদি হয়ে অশ্রুজল !
দুখীর গভীর বুকে,
উছলিয়া মন-সুখে,
নয়নে থাকিয়া অবিরল
ঝরে পড়ে ব্যথা ক'রে দিতাম শীতল
যদি রে হতেম অশ্রুজল—
বিরহের অবসানে,
মিলনের সুখ-দিনে,
উদিয়া নয়ন-প্রান্তে, হইয়া তরল,
ভিজায়ে দিতাম কত বদন-কমল !
কুঞ্চিত কেশের পরে
মুকুতা দিতাম ঘিরে,
কম্পিত কপোল, ওষ্ঠ নিষিক্ত করিয়ে—
সুখ-ভরে যেতেম বহিয়ে !
সবার হৃদয়ে পশি,
রতেম নীরবে মিশি,

সুখ-দুখ, কিছু নাহি পেত অনুমান !
জীবন, জগত হ'ত—স্বপন সমান !

———

কাল-বৈশাখী

প্রকৃতি ! আজিকে তব, ওকি ভাব—ওকি সখি ?
ঝটিকার পূর্ব্ব-ছায়া নয়ন নেহারে এ কি !
সুখের হরিত শাখী
ছাড়িয়া হৃদয়-পাখী,
আকাশে অমন কেন আকুল হইয়া ওড়ে,
আশার সুখের বাসা, ভেঙে কি পাড়ছে ঝ'রে ?
বিষাদ-জলদ-রাশি—
চারি দিকে ছায় আসি ?
আশঙ্কা-তড়িৎ-রেখা, চমকিছে ঘন ঘন ;
অলক্ষ্যে বিপদ-বজ্র করে যেন গরজন !
বিলাপ-বালুকা-রাশি ছাইয়া ফেলিছে দিক্ ।
প্রকৃতি ! কোথায় তোর বসন্তের ফুল, পিক !

———

স্বপ্নান্তে

স্বর্গের সমীপে আর মর্ত্ত্যের পবনে,
কোনরূপ মিল কি গো আছে সংগোপনে ?
নহিলে দুখীরা ফেলে যে খেদ-নিশ্বাস,
কেঁপে ওঠে কেন তায় স্বরগ-আবাস ?

জাগো

জাগো— জাগো, মধু-সখা, প্রভাত শীতের নিশি ;
তাড়ায়েছে রবি-কর কুয়াসার ধূম-রাশি !
পাতার ঘোমটা তুলি,
লাজুক নয়ন খুলি,
করিছে কলিকা-বধূ তব পথ নিরিখন !
এস, বিকসিত কর কুসুম-কোমলানন।
পিক-বধূ কুহু-কুহু,
ডাকে তোমা মুহু-মুহু,
পাপিয়ার পিউ-পিউ আকাশে ভাসিয়া যায়,
এখন তোমার ঘুম ভাঙ্গিল না তবু হায় !
প্রেমের শ্যামল পাতা,
বিছাইয়া তরু-লতা,
যতনে রচিত করে তোমার হরিতাসন ;
জাগো—জাগো, মধু-সখা, মুকুলিত উপবন।

মনে পড়ে তায়

আজি বড় মনে পড়ে তায় !
কাঁপিছে লহরী গুলি,
দুলিছে কমল-কলি ;
— মৃদু বহে বসন্তের বায়।

ভেটিবারে ঋতুরাজ,
পরিয়াছে ফুলসাজ,
ললনা-ললিত-লতিকায়।
নিশবদে বাপী-তীরে,
আঁখি-জল মিশে নীরে!
পাপিয়া ডাকিয়া উড়ে যায়!

আজি বড় মনে পড়ে তায়!
বিগত সুখের কথা,
জাগাতে পুরাণ ব্যথা,
মিশিয়াছে বাসন্তী সন্ধ্যায়!
তিমির-সন্ধ্যার পটে,
উজল সে ছবি আরো,—
আবরণ খুলে গেছে, হায়!
মগন হৃদয়, মন তায়!
কাছে কেহ যেও না,
আজি ওরে ডেক না,
অমনি থাকিতে দাও, হায়!
আজি ওর মনে পড়ে তায়।

হৃদয়

হৃদয় মনের মত খুঁজে খুঁজে অবিরত
ক্লান্ত হয়ে পড়িতেছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া যে!

কে মোরে বলিয়া দিবে, সে হৃদি কোথায় পাব,
যার কাছে শ্রান্ত হয়ে পড়িব ঘুমিয়া রে!
কে জানে গো হৃদয়ের ঘুম-পাড়ানিয়া গান?—
বারেক করুণা করি গাও দেখি সেই তান।
দুরবল নেত্রে ওর আসে যদি ঘুম-ঘোর,
স্বপনেতে পায় যদি মন-মত নিধি ওর।
এ বিশাল জগতেতে যাহা খুঁজি তাহা নাই,
স্বপনের রাজ্যে তাই যদি কভু দেখা পাই!
এই ত গো ক্ষুদ্র হৃদি কোথা ধরে হেন আশা?—
এ বিশাল ধরাতলে মিলে না যাহার বাসা!

বিষাদ-গীতি

কে তুমি বিষাদ-গীতি অবিরত গাও গো!
চাঁদিনী-আকাশে যেন মেঘ আনি ছাও গো?
নিবার ও গীত-ধারা,
সুখে মগ্ন বসুন্ধরা,
আঁধারে হইবে হারা প্রভাতের প্রাণ গো!
প্রভাতী বিহঙ্গ-গানে কেন দুখ তান গো?
বিষাদ, বিলাপ বৃথা,— বৃথা ও নয়ন-জল!
জগতের প্রাণ আজি হরষের রঙ্গ-স্থল।
তাই বলি আঁখিজল, আঁখিতে শুখাও গো!
প্রাণের আকুল শ্বাস পরাণে লুকাও গো!

যমুনা-কূলে

আঁধার গগন-তল, প্রগাঢ় জলদ ছায় ;
ধবল বলাকা-শ্রেণী মেঘ-কোলে ভেসে যায়।
নীরদ সুনীল কায়া, সলিলে আঁধার-ছায়া,
কালো জলে কালো-কায়া—মহিষ ভাসায় কায়।
সমুখে যমুনা বারি ধীরে ধীরে বহে যায়।
শ্যামল তমাল ডালে, ময়ূরী সুপুচ্ছ খুলে ;
উরধ করণ তুলে চকিতা হরিণী চায় !—
মৃদু ঘন-গরজনে চপলা চমকি ধায় !
একা বসি বাতায়নে, কত কথা আসে মনে,
অতীত-ঘটনা কত হৃদয়ে উথলে, হায় !
কত সুখ, কত আশা, কত স্মৃতি গাঁথা তায় !

গ্রাম্য-ছবি

মাটীতে নিকানো ঘর, দাওয়া গুলি মনোহর,
সমুখেতে মাটীর উঠান।
খড়ো চাল খানি ছাটা, লতিয়া করলা-লতা
মাচা বেয়ে করেছে উথান !
পিঁজারায় বস্ত্র বাঁধা, 'বউ-কথা' কহে কথা,
বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে ;
মঞ্চে তুলসীর চারা, গৃহে শিল্প কড়ি-ঝারা,
খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে।

কানে দুল দুল্-দুল্, গাছ-ভরা পাকা কুল,
ধীরে ধীরে পাড়ে দুটি বোনে !
ছোট হাতে জোর করে শাখাটি নোয়ায়ে ধরে,
কাঁটা ফুটে হাত লয় টেনে !
পুকুরে নির্ম্মল জল, ঘেরা কলমীর দল,
হাঁস দুটি করে সন্তরণ ;
পুকুরের পাড়ে বাঁশ-বন।
শূন্য জন-কোলাহল, কিচিমিচি পাখী-দল,
সাঁই-সাঁই বায়ুর স্বনন,
রোদটুকু সোণার বরণ।
লুকায় চুলের গোছা, বালা দুটি হাতে গোঁজা,
একাকিনী আপনার মনে
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গণে।
শান্ত-স্তব্ধ-দ্বিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গোরু চরে ;
তরু-তলে রাখাল শয়ান ;
সরু মেটো রাস্তা দিয়ে পথিক চলেছে গেয়ে,
মনে পড়ে সেই মিঠে তান।
আজি এই দ্বিপ্রহরে, বাল্য-স্মৃতি মনে পড়ে,—
মনে পড়ে ঘুঘুর সে গান।
সুধাময়ি জন্মভূমি, তেমতি আছ কি তুমি,
শান্তি-মাখা, স্নিগ্ধ-শ্যাম-প্রাণ।

গার্হস্থ্য চিত্র

ফুট্-ফুটে জোছনায়, ধব্-ধবে আঙ্গিনায়,
একখানি মাতুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে, জননী শুইয়া আছে,
গৃহ-কাজে অবসর পেয়ে।
সাদা সাদা মুখ তুলি, জুঁই, শেফালিকা গুলি
উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে ;
প্রাচীরেতে সুশোভিতা রাধিকা, ঝুমুকা-লতা,
তুলিতেছে চন্দ্র-করে নেয়ে।
মৃতু ঝুরু-ঝুরু বায় বসন কাঁপায়ে যায়,
ঝরে পড়ে কামিনীর ফুল ;
প্রশান্ত মুখের 'পরে কালো কেশ উড়ে পড়ে,
অলসেতে আঁখি ঢুলু-ঢুলু।
মৃতু-মৃতু ধীর হাতে, আঘাতি শিশুর মাথে,
গায় ঘুম-পাড়ানিয়া গান ;
মোহিয়া সুস্বর ভাষে, আকুল কি ফুলবাসে,
পিঞ্জরে ধরেছে পাখী পিউ-পিউ তান !
শিয়রেতে জেগে শশী, যেন সে সৌন্দর্য্য-রাশি,
নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে।
ছেলে ডাকে 'আয় চাঁদ', মা বলিছে 'আয় চাঁদ',
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে !
মা নাই ঘরেতে যার ছেলে কোলে নাই যার,
যত কিছু সব তার মিছে !

চাঁদে-চাঁদে হাসা-হাসি চাঁদে-চাঁদে মেশামিশি
স্বর্গে-মর্ত্ত্যে প্রভেদ কি আছে !

———

গোলাপ

যখন তোমায় হেরি সই !
তখন মোহিত আমি হই !
লাবণ্যের নাহি ওর,
আহা কি গঠন তোর !
কি এক সুরভি বহে প্রাণে,
ধরায় স্বরগ যেন আনে।
বল মোরে, ফুল-সই,
কাহার সৌন্দর্য্য তুই ?
মুখে তোর অরুণ-আভাস,
বুকে তোর অনন্ত সুবাস !
তুই কিরে নিরমল প্রেম,
ধরায় ফুটিলি হয়ে ফুল ?
তাই কিরে তোরে হেরে সদা,
প্রাণ হয় এমন আকুল !

প্রজাপতি

বিচিত্র দুখানি পাখা,
কুসুম-রেণুতে মাখা,
মরি কি তোমার, সখা, সুখের পরাণ

গাহিয়া কুসুম-গুণ,
অলি সেধে হয় খুন,
নীরবে তোমার রূপ কেড়ে লয় প্রাণ।
কুসুম-কলিকা গুলি,
কোমল হৃদয় খুলি,
নীরব নয়নে করে তোমারে আহ্বান।
মরি কি তোমার, সখা, সুখের পরাণ!
ধীরে—মৃদু-পদে পশি,
কোমল হৃদয়ে বসি,
প্রাণ ভ'রে কর ফুলে প্রেম-মধু পান।
মরি কি তোমার, সখা, সুখের পরাণ!
বনের সুরভি বায়
কাঁপায় তোমার কায়;
লতিকা দুলিয়া হেরে তোমার বয়ান।—
মরি কি তোমার, সখা, সুখের পরাণ!

দুটি কথা

বল তারে চুপে চুপে,
পথ চেয়ে সে যেন চলে,
চোখ বুজিয়ে যাওয়ার ভাগে
কুসুম-হৃদয় না যায় দ'লে।
মনের দুখে পড়ে ঝরে,
ধুলির 'পরে আছে পড়ে,

একটু বাদে, যাবে মরে
শুখায়ে নিদাঘে জ্ব'লে ;—
তবে কাজ কি অত ছল-কৌশলে !
গোলাপ, যূথিকা, বেলা,
বসন্তে ত ফুলের মেলা !
যেন তাই নিয়ে সে করে খেলা,
মালা গেঁথে পরে গলে।
বল তারে চুপে চুপে
পথ চেয়ে সে যেন চলে।

যেতে যেতে

যেতে যেতে, পথ হ'তে ফিরিয়া ফিরিয়া যায়।
তৃষিত নয়ন-যুগ, জানি না কাহারে চায় !
অবশ চরণ-ভার চলিতে চাহে না আর,
প্রতি পদক্ষেপে টানে ;—যেন আকর্ষণ কার !
প্রতিকূলে যেতে হবে, ব্যথা বড় বাজে প্রাণে,
ধীরে ধীরে, ফিরে ফিরে—চাহে তাই মুখ পানে !
কুটীর, প্রাসাদ, পথ—নিরদয় ব্যবধান,
দূর হতে দেখিবারে নাহি দেয় সে বয়ান !

যাতনা রহে না ঢাকা

যাতনা রহে না ঢাকা, করিলে যতন।
কেন—কেন বল তবে মিছে আবরণ!
হেরিলে ও দুটি আঁখি,
বুঝিতে কি রহে বাকি ?—
আননে পড়ি যে, সখি, মনের কথন:
ত্যজ কপটতা-ছল,
সরল হৃদয়ে বল,
কারে কি বেসেছ ভাল, সঁপিয়াছ মন ?
পেয়েছ কি মন তার,
না—সুধু প্রদান সার ?—
নহিলে নয়ন-ধার কেন বরিষণ!

জ্যোৎস্না

মরি মরি, হাসিছ কি হাসি,—
যেন রে সুখের স্মৃতি-রাশি!
নিত্য হেরি, অমনি করিয়া
হেসে হেসে পড়িস্ ঘুমিয়া!
কি অদৃষ্ট তুই করেছিস,
সারা-প্রাণ হেসেই মরিস্!
চুপি চুপি বল্ কানে কানে,
কে ঢেলেছে এত সুখ প্রাণে ?

বরুণা যাত্রা

কল্ কল্, চল চল্, চলিছে বরুণা-জল,
ঝক্‌-ঝকে চন্দ্র-কর তায় ;
শত-শত ভাঙা শশী, ডুবিছে উঠিছে ভাসি,
সচঞ্চল লহরী-লীলায়।
ধীরি ধীরি তরী চলে, দাঁড়-জলে সোনা জ্বলে,
ঢেউ উঠে ফুলাইয়া বুক।
বসিয়া তরীর ছাদে, শরত-চাঁদিনী রাতে,
প্রাণে কত উছলায় সুখ।
বিস্তৃত সৈকত-ভূমি, পারশে পড়েছে ঘুমি,
শুভ্র বাস আবরিয়া মুখে ;
কি সুন্দর, মনোহর, ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর,
মাথা তুলি জাগে মাঠ-বুকে !
ক্বচিৎ সন্ন্যাসী কেহ— ফিরিয়া যাইছে গেহ,
মন-সুখে ধরিয়াছে গান ;
কাঁধে শোভে বাঁকা লাঠী হাতে পিতলের ঘটী,
গেরুয়া বসন পরিধান।
আর দিকে বারাণসী, সুধবল সৌধরাশি,
চন্দ্র-করে শোভে থাক থাক !
মন্দিরের হেম-কায়া, জলেতে পড়েছে ছায়া,
শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি লাখে লাখ !
সারি, সারি কত গণি— অসংখ্য সোপান-শ্রেণী,
উঠিয়াছে গঙ্গাতীর হ'তে।

সুচির-যৌবনা কাশি!   তব পূত জল-রাশি,
চিরাঙ্কিত রহিবে এ চিতে!

রত্নাবলী

নিরিবিলি বন,   মধুর পবন,
কাঁপিছে কুসুম-বাসে;
পূর্ণিমার শশী,   শুভ্র মেঘে বসি;
জোছনায় ধরা ভাসে;
বকুলের তলে,   দাঁড়ায়ে বালিকা,
করেতে লতার ফাঁসী!
মুখানি আনত,   হৃদয় কম্পিত,
আঁখি-জলে যায় ভাসি।
উড়িছে অলকা,   মৃদুল সমীরে,
দুলে যেন কাল ফণী!
তনুতে জোছনা,   পেতেছে বিছানা,
উপমার উপমা খানি!
অনুভবি চিতে—   পারেনি বুঝিতে,
মেনেছে রূপেতে হারি!
অতি ঘোর তৃষা—   বালিকা বিবশা,
সমুখে শীতল বারি!

প্রতিমা

বিমল শরৎ-শশী, অতি নিরমল নিশি,
জোছনায় রূপরাশি দেখেছিনু তার!
বিকসিত, ফুল-বনে, সুবাসিত সমীরণে,
সেই চারু চন্দ্রাননে বিষাদ আঁধার!
পা দুটি ছড়ায়ে বসি, আঁচল পড়েছে খসি,
শিথিল কুন্তলরাশি লুঠিছে ভূতল!
চাহিয়া চাঁদের দিকে, কি দেখিছে অনিমিখে?
অধর উঠিছে কেঁপে, নয়ন সজল!

চন্দ্রাবলী

উজর চাঁদিনী, মধুর যামিনী,
বাজই শ্যামক বাঁশী!
সুখ বিলাইয়ে, প্রেম ছড়াইয়ে,
ফুটই কুসুম-রাশি!
একলি, সজনি, কুঞ্জে একাকিনী,
কাহে লো পরাণ বাঁধি।
হিয়া ঝুর-ঝুর, নয়ন সজর,
দারুণ প্রেম-বেয়াধি!
সদা ভাবি মনে, বসি নিরজনে,
মুছিব নয়নবারি।
কি বিষাদ-তাপে, এ হিয়া উত্তাপে,
কি জানব, সহচরি!

যত চাপি, সখি, তত পোড়া আঁখি,
কোথা হ'তে ভ'রে আসে !
গরিমা, গুমান, লাজ, অভিমান,
সবি তায় যায় ভেসে ।
বুঝালে বুঝে না, নয়ন মানে না,
কত বা গুমরি রই !
শুনে শুনে পিয়া, কাঁদি ফুকারিয়া,
পরাণ ফাটিল, সই !
ক'রো না লো মানা, সরম দিয়ো না,
জান না উপেক্ষা-জ্বালা !
ঢাকা তুষানল, এ হ'তে শীতল,
কি আর কহিব, বালা !
বনে বনে ফিরি, মুছি আঁখি-বারি,
শ্যামক দরশ লাগি !
কোন পথে আসে, কোন পথে যায়—
ধরিতে ত নারি, সখি !
নিঠুর কালিয়া, কভু ত ভুলিয়া,
এ পথে আসে না, সই !
ক্ষণেকের তরে, দেখি আঁখি ভ'রে,
বহুত পিয়াসী নই !
রাধা রাধা বলি, শ্যামক মুরলী,
সই লো, গাহিছে গান !
তবু ত আমার, এ হৃদয় ছার,
করে, সই, আন্‌চান্‌ !

শ্যাম-প্রেম লাগি কি না পারি, সখি ?
হইব রাধার দাসী,
এ সাধ মিটাব, তবু ত হেরিব,
শ্যামক মধুর হাসি !

মথুরা-ধামে

যা লো, যা লো, সখি, যা লো
বারেক মথুরা-ধামে !
লুকায়ে শুনিবি সেথা,
বাঁশী বাজে কার নামে !
এমনি যমুনা-জল,
কলে কূলে ঢল ঢল,
বহিয়া কি যায় সেথা
নিধু-কুঞ্জ-বন পাছে ?
সেথা কি কদম-মূলে
শিখিনী নাচিয়া বুলে ?
মথুরাবাসী কি সেথা
শ্যাম-নামে মরে বাঁচে !
পরে কি না পীত-ধড়া,
খুলে কি ফেলেছে চূড়া ?
গলে বন-ফুল-মালা
আছে কি শুকায়ে গেছে !

মান-ভঞ্জন

এক পাশেতে একাকিনী আপন-মনে ব'সে আছি,
ছোট ছোট মেয়ে গুলি এগিয়ে এল কাছাকাছি।
আধ-আধ, বাধ কথায়, ছাই-পাঁশ-ছাই বকে কত!
সাধটা মনে, তাদের সনে, হব মিষ্টালাপে রত!
আজ্‌কে আমি মান করেছি, রইলুম হয়ে মৌনব্রত,
ভাবছি মনে দেখব এরা রকম-সকম জানে কত!
বারেক দু বার চেয়ে চেয়ে, ভাবটা বুঝি বুঝ্‌লে তারা,
হাসি-খুসি মুখ-খানা আজ কেমন-তর আঁধারপারা!
ভেবে চিন্তে অবশেষে, মনে করে আঁচাআঁচি,
ছোট ছোট হাতে ঘিরে, জুড়ে দিলে নাচানাচি!
এমন শক্ত জাল বুনেছে,—সাধ্য নাই যে খুলে বাঁচি!
মাঝখানেতে গাঁথা পড়ে, অবাক্ হয়ে চেয়ে আছি!
কিন্তু তবু তেমনি ধারা, মুখ-খানা আজ বড়ই বাঁকা,
ছোট ছোট বুকের মাঝে ঠেক্‌ছে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা!
গুড়ি-গুড়ি বুড়ী হয়ে সম্মুখেতে কেউ বা এল,
সজল চোখে শুক্‌নো মুখে কেউ বা কোলে ব'সে র'ল!
কচি আঙুল মুখে পূরে দিলেন একটি শেয়ানা মেয়ে,
ভাবটা যে তাঁর—না বুঝি নয়, আন্‌বেন হাসি আঁক্‌ষি দিয়ে!
মুখের উপর মুখটি দিয়ে আদরে কেউ জড়ায় গলা,—
মরি হেসে, জান্‌লে কিসে সাধাসাধির পূরো পালা!

সুধা না গরল

বুঝিতে পারি না, সখা, বল,
এ কি প্রেম? সুধা, না গরল?
শিরা উপশিরা যায় জ্ব'লে,
জুড়ায় না প্রলেপন দিলে।—
বুঝি তবে প্রণয় গরল!
বল, সখা, বল মোরে তবে,
প্রেম যদি কালকূট হবে,
ত্যজিতে পারি না কেন তারে?
রাখি কেন বুকের মাঝারে?
মাখি কেন ছানিয়া ছানিয়া?
—তবে বুঝি, প্রণয় অমিয়া?—
পড়িয়াছি সন্দেহের ঘোরে,
দেহ, সখা, বুঝাইয়া মোরে!
বল, প্রেম—সুখ, কিম্বা দুখ?
কেন হেন ফাটে তাহে বুক?
বল প্রেম—তাপ, কি হিমানী?
কেন এতে মরে এত প্রাণী?

প্রত্যাখ্যান

বৃথায় যতন, হায়, কভু পরিব না !
পাষাণে রোপিতে লতা,
কে কবে পেরেছে কোথা ?
কঠিন পাষাণ-হৃদি, তাহা কি জান না !
কেন বৃথা দিবানিশি ঢালিতেছ আঁখি-জল,
ভিজাতে নারিবে তিল, শুকানো এ মরুস্থল !
ছলনার উষ্ণ বারি
সিঞ্চিলে সিঞ্চিতে পারি,
কোমল ব্রততী তুমি, শুকাইয়া যাবে তায় ;—
এ নহে তমাল-তরু, এস না প্রসারি কায় !
কীট-দষ্ট স্থাণু এ যে—কীটে হৃদি জর-জর,
কেন আলিঙ্গিয়া তারে জীর্ণ হবে নিরন্তর !

রাণী

পারি না যে আর দেখিতে তাহার
উৎফুল্ল-আনন-হাসি ;
স্নেহের কলিকা, কিশোরী বালিকা,—
হৃদয় আনন্দ রাশি !
হায় ! এখন গমনে রয়েছে যে তার
বালিকায় চপলতা,
হায় ! সবে ফোটে মুখে নব-উষা-রাগে
যৌবনের মধুরতা।

লাজ-নত আঁখি সবে ওগো বলে
প্রেম-আগমন কথা।
ওরে! জীবন্তে সমাধি হইয়াছে তার
চির অন্ধকার মাঝে!
বোঝেনি যে বালা, করে খেলা ধূলা,
সুখ-হাসি মুখে রাজে!
হায়! উৎসাহ আশা জ্বলিছে নয়নে,
সবে সাধ সমাবেশ;
পারিনে ভাবিতে· হয়েছে যে তার
সকল সাধের শেষ!
নিয়ে যা রে দূরে নয়ন অন্তরে
জ্বলন্ত যাতনা খানি,
মন-নেত্র হ'তে কি ক'রে মুছিব
তোমার মূরতি রাণি!

———

উৎকণ্ঠিতা

উঠিয়া বসিয়া, পথ নিরখিয়া,
চমকি চমকি রাই;—
নিশি অবশেষে শুতিয়া পড়িল,
বঁধুয়া আসিল নাই।
লতিকা-বিতান, দুলাইয়া ঘন,
বহিল প্রভাত-বায়;

মুহু মুহু কুহু, গাহিল কোকিল,
পাপিয়া ডাকিয়া যায়।
অরুণ নয়ন, শ্বাস ঘন ঘন,
অধর উঠিছে কাঁপি,
নয়নের বারি, নয়নে নিবারি,
দু করে হৃদয় চাপি ;
বলে, "খুলে দে রে, কুসুমের সিঁথি,—
খুলে নে কমল-মালা ;
মলিন যূথিকা, পূর্ব্বে রবি-রেখা,
এল না, এল না কালা !"—
ছিঁড়িল টানিয়া, কুসুম-আঙিয়া,
অনেক আশায় গাঁথা,
মিছে কুল-লাজ, মিছে ফুল-সাজ,
মিছে হৃদয়ের ব্যথা !

আত্মিক মিলন

উপেক্ষিত দেহ বটে তার
তুচ্ছ এই জড়ত্বের কাছে ;
কিন্তু তাহে কি অভাব আর—
আত্মা সে আত্মায় যদি রাজে ;
যদি নিশি দিন নীরব ভাষায়
হৃদয়ের কথা আসে যায় ;
তবে কেন চাক্ষুষ মিলন,
বিরহে বা কিসের বেদন ?

স্নেহময়ী

সর্ব্বসহা ধরণীর মত ছিলে দেবী এই নিলয়ের ;
স্নেহময়ি, করুণ-নয়নে, হেরিতে গো মুখ সকলের ।
করুণার ছবি যেন এঁকে আননেতে গিয়েছিল রেখে !
শত-কোটি জননীর হৃদি দিয়ে গড়া বিপুল হৃদয়,
দাস, দাসী, প্রতিবাসী আদি, 'মা' ব'লে জানিত সমুদয় ;
হৃদয়ের নীড়ে মা, তোমার, মোরা সবে বেঁধেছিনু বাসা,
জননি গো কার ডাক্ শুনে ফেলে গেলে আকুল নিরাশা ।
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চেয়ে ভেবেছিলে যাহাদের কথা,
সেথা থেকে কর আশীর্ব্বাদ, তারা কেহ নাহি পায় ব্যথা ।
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চেয়ে দেখেছিলে যাহাদের মুখ,
তারা যেন তব আশীর্ব্বাদে তুচ্ছ করে মিছা সুখ দুখ !
ধৈর্য্যে ধরা হৃদিখানি লয়ে, শোক দুঃখ অবিরাম সয়ে,
পেয়েছ যে অমৃত-আলয়, যেন তাহা চিরদিন রয় ;
সংসারের শোক দুখ ভার, পরশে না যেন সেই দ্বার ।
সাজাইতে আসন তোমার, আগে চ'লে গিয়াছেন যাঁরা,
ঘেরিয়া তোমার চারিধার, প্রেম-অশ্রু ফেলিছেন তাঁরা ;
তবে, আজিকার দিনে গো জননি, ভুলে যাও ম্লান মুখ গুলি !
ভুলে যাও মিলন-আনন্দে—হেথাকার দুখ-অশ্রুধারা !

স্মৃতি বা অশান্তি

প্রাণের বাসনা যত করিয়াছি বিসর্জ্জন !
শান্ত হৃদি, শান্ত নিশি, শান্ত শ্যাম উপবন ;

তবে, ক্ষণে ক্ষণে কার লাগি পুনঃ আকুলিত মন ?
নির্জন হৃদয়-পুরে দেখিলাম ঘূরে ফিরে
কেহ নাই, কেহ নাই, ঘোর স্তব্ধ এ ভবন ;
শুধু' উৎসাহের, আনন্দের সাধের সমাধি—
—আর রুদ্ধ অশ্রু-প্রস্রবণ !
প্রাণের বাসনা যত করিয়াছি বিসর্জ্জন !
বসিয়া সমাধি পার্শ্বে স্তব্ধ আঁখি, স্তব্ধ প্রাণ,
ধীরে ধীরে আসে মনে শত পুরাতন গান।
খুলিতে খুলিতে পাতা লয়ে শত পৃষ্ঠা খাতা
ওই গো এসেছে স্মৃতি বিষাদে ছাইতে প্রাণ—
(ধীরে ধীরে আসে মনে সেই পুরাতন গান)
হায়! কেমন নিষ্ঠুর কাজ কি নিঠুরমনা নারী,
যেতেছে নিভে যে বহ্নি পুনঃ শিখা জ্বালে তারি !
দহিয়া দগ্ধ-বুক, বুঝি না কি ওর সুখ,
অশান্তি রাক্ষসী ওই—স্মৃতি নামে বিচরণ ;—
—শান্ত হৃদি, শান্ত নিশি, শান্ত শ্যাম উপবন !

দুই ভাই

একে চায় রাখিবারে, অন্যে টানাটানি করে,
—জীবন-মরণ দুটি ভাই।
মধ্যপথে দাঁড়াইয়া, অবাক বিস্মিত হিয়া,—
ওরে আমি কারেও না চাই !

পলে পলে মৃত হ'তে, কে চায় জীবিত র'তে,
তিল-আধ তাহে সাধ নাই !
মরণের মাঝে গিয়া, লভিতে নূতন হিয়া,—
নব প্রাণ ;—তাও নাহি চাই ।—
বল দেখি, কোথা তবে যাই ?

———

বিরহিণী

মরিতেও সাধ নাই, জীবনেও নাই সুখ,
কি জানি কি ক'রে গেছে, বঁধুর মধুর মুখ !
পরাণে অনল জ্বলে, নিবাইতে নাহি চায়,
জ্বলিতেছে দিবানিশি, আরো দহে সাধ যায় !
মিলন মধুর ছিল, বিরহ ও মধু তার !
নহে, কোন্ সাধে এবে বহে জীবনের ভার ?

———

মাতা

সাধ যায় সারা ক্ষণ ঘুমাইয়া থাকি,
তোমার শীতল কোলে মুদে শ্রান্ত আঁখি ;
যাতনার গুরু ভার, কিছুতে সরে না আর ;—
লঘু কিছু করিলে রোদন,
আর, হ'লে ঘুমে অচেতন ।
হায় ! নিদ্রা সে হইয়া বাম, ছেড়েছে সাধের ধাম,
বুঝি স্থান পায় না সলিলে,
কাছে আসে ভেসে যায় চ'লে ।

আগেকার মত ক'রে ঘুম পাড়াইতে
আর কি পার গো মাতা, ভুলে যাই সব ব্যথা,
ঘুমাইয়া ওই পুণ্য-কোলে !

শ্মশান

নিভিয়াছে চিতানল ?—নেভেনি, নেভেনি !
যে শিখা জাহ্নবী-তীরে,
জ্বলিয়াছে ধীরে ধীরে,
দেখহ প্রতাপ তার হৃদয়েতে মোর ;—
পাইয়া ইন্ধন চির জ্বলি'ছে কি ঘোর !
এই চির-প্রজ্বলিতা
সুখের প্রদীপ্ত চিতা
জ্বলুক অনন্তকাল—না চাহি নির্ব্বাণ :
শুধু সহিবার বল,
আর চাহি অশ্রুজল,
রাখিতে জাগায়ে চির প্রেমের শ্মশান !

প্রেমময়ী

মনের মাঝার যদি দেখাবার হ'ত, সই
তবে দেখাতাম খুলে, কত যে যাতনা সই !
হয় ত দেখিতে পেলে,
ঘৃণা ক'রে দিতে ফেলে,
আবরণে আছে ভাল ; কিন্তু বড় বোঝা বই !

—কিম্বা, আরো ভালবেসে
যেতে এ পরাণে মিশে,
যেমন জলেতে জল, হয়ে যেতে প্রাণ-মই।

বিধবা

প্রাণের মাঝে শ্মশান-ভূমি, চারি দিকে উড়ছে ছাই;
শকুনি, গৃধিনী শিবা—হৃদি নিয়ে ঠাঁই ঠাঁই।
কোলাহল, বিবাদ বাঁধে, কেবল টানাটানি করে,
সুখ, সাধ, আশা, তৃষ্ণা মরিছে সন্তাপ জরে।
কোথায় কোন্ অন্ধকারে প্রেতাত্মা করিছে বাস!
মাঝে মাঝে ডাকে কারে,—শোনা যায় দীর্ঘ-শ্বাস!

পথে কে চলেছে গাই'

অশ্রু-জলে ভরা আঁখি, তারে না দেখিতে পাই,
নীরব-নিশীথ-পথে কে দূরে যেতেছে গাই'?
কত দিন—কত দিন—কত দিন পরে আজ,
হেরিতে মানব-মুখ হৃদয়ে হতেছে সাধ!
দাঁড়াও দাঁড়াও, পান্থ, ক্ষণেক দাঁড়ায়ে যাও,
কি গান গাহিতেছিলে বারেক আবার গাও।
প্রতি নিশি শুনি গান, পথে চলে কত লোক,
গেয়ে যায় ক্ষুদ্র ব্যথা, ক্ষুদ্র সুখ, দুখ, শোক।
সমীরণে ভেসে আসে, সমীরণে ভেসে যায়,
কথাতেই অবসান, কথায় জনম কায়।

জানি না, জানি না কেন আজিকে তোমার গানে,
অতীতের স্মৃতিগুলি স্বপ্ন-সম আসে প্রাণে!
যাতনার উৎস ছুটে,
আগ্নেয়-ভূধর ফেটে,
নীরবে দহিতেছিল প্রাণের গভীর-তল,
ও তব আকুল তান
আকুল করিছে প্রাণ,
গাও, গাও, গাও, পান্থ, নয়নে আসিছে জল!
আশায় উছসি ওঠে আকুল মরম-তল!
মধুর জোছনা-নিশি, ও তব মধুর গান,
অশরীরী সুখ ছায়া প্রাণে করে নিরমাণ!
যে ফুল ফুটিবে দূর - কালের নন্দন-বনে,
কুঁড়ি-গুলি যেন তার কল্পনায় আসে মনে!

সমাধিস্থান

বিস্তীর্ণ প্রান্তর'পরে উঁচু নীচু শির তুলি,
কুয়াশা-আচ্ছন্ন হয়ে জাগিছে সমাধি-গুলি।
কতগুলা আধ-ভাঙা, হেথা হোথা ইট পড়ে,
জানাতেছে বহুদিন যে গেছে পৃথিবী ছেড়ে!
কোথাও বা লতা-গুল্ম ব্যাপিয়া সমাধি-হিয়া;
শৈবালে ঢেকেছে চিহ্ন শ্যাম আবরণ দিয়া।
জানিতে দেবে না হায় কে অভাগা আছে হেথা,
পেয়েছিল কত ক্লেশ, সয়েছিল কত ব্যথা।

ফুটেছিল প্রাণে কত আশার মুকুল রাশি !
আধ-ফুটো ফুল কত শুকায়ে পড়েছে খসি।
কেমন হৃদয় লয়ে এসেছিল অবনীতে,
জানিনাক কত দিন গিয়েছে এ ধরা হ'তে।
এ হেন নির্জ্জন স্থানে, ফুল-সাজি ভূমে ফেলে,
একাকিনী অভাগিনী কে বসে সমাধি-স্থলে ?
পা দুখানি ঝুলাইয়া, জানু পরে হস্ত রাখি,
এলোথেলো কেশ-বেশ মুদিত কোরক আঁখি !
বহিছে নিশ্বাস মৃদু, কাঁপিছে অধর দুটি,
কম্পিত হিয়ার মাঝে কি ভাব উঠেছে ফুটি ?
মগনা কাহার ধ্যানে, বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়—
পাষাণ মূরতিখানি কে বসে ও—কারে চায় !

পর্ব্বত-প্রদেশ

নীল উচ্চ শির তুলি
সুদূরে পাহাড়-গুলি
মেঘের কোলের কাছে মেঘের মতন,
যেন এক-খানি আঁকা ছবি সুশোভন।
শীতের প্রভাত-কালে,
আচ্ছন্ন কুয়াশা-জালে,
এখনো ফোটেনি ভাল—সুনীল বরণ।—
ধূমে ঢাকা ভস্ম-মাখা সন্ন্যাসী যেমন।

অরুণ পূরব ধারে, জলদ রঞ্জিত করে,
চালিয়া সিন্দুর রাশ রাশ ;
উপত্যকা, বনভূমি, কিরণ—জাগায় চুমি,
প্রকৃতির মুখে স্বর্ণহাস।
নব দূর্ব্বা মাঠ পরে, মুকুতা ঝলিত করে
নিশির শিশির-কণা-চয় ;
শ্যামল তৃণের পরে অদূরে হরিণী চরে,
মৃদুশব্দে চমকিত হয়।
সুনীল শৈলের কায়, শৈবাল আবৃত তায়,
ঝরণার ঝর্ঝর পতন ;
দ্রবিত রজত রাশ, ফলিত অরুণ-হাস,
পতিত মুকুতা-প্রস্রবণ।
দিগন্তে মেঘের গায়, তরু-শির দেখা যায়,
মোটা কালো রেখার মতন।
নারিকেল-তরু-সারি, দাঁড়াইয়া সারি সারি,
পিছে তাল, সুপারির বন।

পাড়া গাঁ

রোদ্ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, ঘাসে শিশির মেলা ;
চুপড়ি হাতে, যায় ক্ষেতেতে প্রাতে কৃষক-বালা।
শীতের প্রভাত, নয় প্রতিভাত, কুয়ার ধুঁয়ায় ঢাকা ;
সুদূর দূরে, নাই কিছু রে কেবলি ধূম মাখা।
তুলছে খুঁটি, কলাই শুঁটি, ক্ষেতের মাঝে ব'সে ;
বালক রবির, সোনার কিরণ গায় পড়েছে এসে!

ছোট ছোট, হল্‌দে ফুলে, সর্‌ষের ক্ষেত আলা ;
পুরব ধারে, মেঘের শিরে, রাঙা সোনার থালা।
গাছের খোপে, ঝোপে ঝোপে পাখীর বাসা বাঁধা ;
কাঁপিয়ে ডানা, চিঁ চিঁ ছানা, মায়ের ঠোঁটে আদা।
পথের ধারে, ঝিলের তীরে, বক শাদা শাদা ;
খেজুর গাছে, গলার কাছে, কলসী-গুলি বাঁধা !
কুঁড়ের পিছে, তালের গাছে, বাবুই বাসার সার।
কি চাতুরী, কারি-গরি, মানুষ মানে হার।

স্বপ্ন

বকুলের ডালে বসি গাহিতেছে পাপিয়া !
সুদূর আকাশে, বন, সুরে দেছে ছাপিয়া !
—দুপুরে নির্জন ঘর,
বায়ু বহে ঝর ঝর,
পাতাদের সর-সর, লতা ওঠে দুলিয়া ;
ঝ'রে ঝ'রে পরে ফুল,
ঘুমে আঁখি ঢুলু-ঢুল,
শিথিল কবরী চুল পরিয়াছে খুলিয়া।
আধ-তন্দ্রা, ঘুম-ঘোর,
স্বপনে পরাণ ভোর !
মৃদু শ্বাসে হৃদি-খানি উঠিতেছে কাঁপিয়া !
মলিন অধর দুটি,
ধীরে হাসি ওঠে ফুটি,
দু বিন্দু মুকুতা-অশ্রু, সুখ-সাধে চাপিয়া।

কবি

সর্ সর্ তর্ তর্ তরঙ্গিণী কুল কুল ;
নিবিড় নিম্বের শ্রেণী; স্নিগ্ধ, শ্যাম উপকূল !
সুদূরে সুনীল শৈল, পরশিয়া নীলাম্বর ;
সায়াহ্ন গগন-পটে কাঁচা স্বর্ণ মেঘ-স্তর ।
তরঙ্গের ঝিকিমিক, গাহে বিহঙ্গম-কুল,
তরু-মূলে বসে কবি, ভাবে আঁখি ঢুল-ঢুল ।
ভাসা ভাসা চোখ দুটি, থেকে থেকে শূন্যে চায়,
সহাস অধর দুটি, কুন্তলে লুটিছে বায় !
না জানি কাহারে দেখে, কাহার ভাবেতে ভোর
সাধ যায়, দেখি গিয়ে—লুকায়ে পরাণ ওর !

হাত-ধরাধরি করে

জীবনের স্রোতস্বিনী অনন্তের পানে ধায়,
মিশায়ে সমুদ্র কায়ে, সমুদ্র হইতে চায় !
তুমি কেন তার লাগি সদা কেঁদে কেঁদে মর !
অশ্রু-জল-প্রবাহে সে ক্ষীণ কায়া বৃদ্ধি কর !
সলিল-বিম্বের পানে একবার দেখ চেয়ে,
বৃহৎ বিম্বের পাশে কেমন সে মেশে ধেয়ে,
জগতের এই রীতি, কে তোর দোসর বল,
আঁকড়ি রয়েছে প'ড়ে কাহার সমাধি-তল ?
মিছে আর কার তরে আছ বাহু পসারিয়া,
দেখ না যেতেছে চ'লে সবে ওই ফাঁকি দিয়া

পতঙ্গ ছুটিয়া গিয়া অনল-সৌন্দর্য্যে মরে।
প্রাণের এ আঁকু-বাঁকু অনন্তে পাবার তরে!
শিশুর মতন কাঁদি গড়াগড়ি দিয়া ভূমে,
রোদন করিছ মিছে ভ্রম কুহেলিকা-ধূমে!
দীর্ঘশ্বাস— উপহাস, মুছে ফেল অশ্রু-জল;
জগত যেতেছে ছুটে—তোরি শুধু নাহি বল!
কোথা বাঁকা-চোরা নাই, সকলি কি সমতল?
চোখ খুলে চল চ'লে, উছটে মরে কি ফল?
একাকী ত এলি ছুটে, একা যেতে নাহি বল!
হাত-ধরাধরি করে চল্ সবে যাই চল্।

কে তোরা

কে তোরা চাঁদের হাট, এলি কোন্ স্বর্গ হতে,
আগুলে দাঁড়িয়ে পথ বাঁধিতে সংসার-স্রোতে!
জীবনটা যেতেছিল একটানা নদী যেন,
কোথা হ'তে এসে তোরা উজানে বহালি হেন!
এই কি তোদের কাজ, বেঁধে ছেঁধে, ঘিরে ঘুরে,
রাখিতে, শতেক পাকে, সংসার-গারদে পুরে!
বেঁধে সুখ পাস্ যদি, না হয়-বা বাঁধা রই!
ফেলিয়া ত যাবি নাক, খেলিয়া দুদিন বই?

ধীরে ধীরে

কাছে এসে আধ-পথে কি ভাবিয়ে ফিরে যা
মরমে উঠিয়ে সাধ প্রকাশিতে ম'রে যায়!
বলি বলি করে কথা, রজনী করিল ভোর;
চেয়ে চেয়ে পথপানে, চোখে এল ঘুম-ঘোর!
বাতাসের সাড়া পেলে চমকি দূরেতে যায়—
মনে কি বুঝ না মন, আপনা চেনে না, হায়!
ফুটেছে মল্লিকা নব, ছুটেছে দক্ষিণা বায়;
প্রকৃতি কুন্তল মাজি কুসুমে সাজায় কায়;
কোকিলে কুহরে কুহু, পরাণে প্রেমের ঘোর,
বসন্তের অনুরাগে শীতের যামিনী ভোর!
চরণের শত বাঁধা ফেল ফেল খুলে দূরে!
আঁখিতে রাখিয়া আঁখি দেখ সারা-নিশি পূরে!
কি কথা রয়েছে ঢাকা বল গেয়ে মৃদু গান,
হৃদয়-দুয়ার খুলে প্রাণে তুলে লও প্রাণ!
আশার স্বপনে থেকে বহিয়ে যে গেল বেলা,
কখন খেলিবে আর সাধের প্রাণের খেলা?
দিগন্ত আঁধার করে আসিছে তামসী নিশি,
এই বেলা ধীরে ধীরে পরাণেতে যাও মিশি!

আধখানা

কি এক স্বপন-ঘোর মরম-মাঝারে গো,
অজানা বিরহ-তাপে আকুল নিশ্বাস!

প্রফুল্ল যৌবন-বনে, সুখদ বসন্ত-দিনে
কার স্মৃতি ব'হে আনে কুসুম সুবাস !
তটিনী তটের কূলে, ব'হে যায় দুলে দুলে
ঘুমন্ত পরাণ চাহে মেলিতে নয়ান !
কোন্ দেশে কোথাকার— মনে পড়ে বার বার
—চেন-চেন আধ-মৃদু, সোহাগের গান !
জোছনায় রাশি রাশি উছলি এসেছে হাসি,
পিছায়ে রয়েছে কোথা তার প্রেমমুখ !
এই দেখি—এই দেখি, আঁখিতে না মিলে আঁখি,
আকুল উচ্ছ্বাস ভরে কেঁপে উঠে বুক !
সুনীল দিগন্ত হ'তে আরেক দিগন্তে পাখী
উড়ে যায়,—গেয়ে যায় গান ;
বুঝিতে পারি না, হায়, কি সম্বাদ দিয়ে যায়,
উদাস হইয়া যায় প্রাণ !
মরমরি লতা পাতা, মৃদু-মৃদু কার কথা
কহে যেন বাতাসেতে দুলে ;
কে যেন আমারে চায় তারে ভুলে গিয়ে হায়,
ঢেউ গণি সমুদ্রের কূলে !
আকাশের পানে চাই— তারাগুলি আছে চাই,
জেগে কারে দিতেছে পাহারা !
প্রকৃতি চলেছে গাই, পাছে পাছে যেতে চাই,
আগে সিন্ধু— না পাই কিনারা !

———

প্রিয়তম

উথলিয়া ওঠে হৃদি, প্রেম-পারাবার ;
ভেঙে ফেলে দিতে চায় বাহ্য আবরণ !
মনে পড়ে কত কি যে উষার, সন্ধ্যার—
শ্রবণ-বধির-কর তরঙ্গ গর্জ্জন ।
অস্ফুট মুকুল কত গন্ধ-ভার নিয়া
শুখাইয়া গেছে ঝ'রে নিদাঘ-দহনে ;
বিফল সাধের ছায়া পরাণে লুকিয়া
বিরলেতে মুছে অশ্রু, কাঁদিয়া গোপনে।
আশা ত জলিয়া গেছে, জানিনাক হায় !
কোন্ সূত্রে ঝুলিতেছে এ ভার জীবন ?
শূন্যপথে ফিরিতেছে শূন্য-প্রাণ হায় !
অলক্ষ্যে ফিরায় তারে কোন্ আকর্ষণ ?
কোথা হ'তে কার গীত আসিতেছে ভেসে,
আশ্বাসি রাখিতে মোরে হৃদি-হীন দেশে !

বর্ষা

আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে, কালো আঁধার ছায় ;
রূপের ডানা বকা-মামা কোথায় উড়ে যায় !
শ্যামের বুকে শোভে যেন জুঁয়ের গড়ে-মালা,
কাল কেশের মাঝে যেন মুক্তা মালার দোলা।
রংয়ের কোলে রং সাজান রেখার কোলে রেখা ;
কে সু-তনু—রঙিন ধনু ও কার যাচ্চে দেখা !

বৃষ্টি-ধারা বেঁধে ধরা,—ধূলা গেল মরে ;
গাছের পাতা, মাথার ছাতা, কাঁদে অঝোর-ঝরে।
ভাঙ্গে হাট, দোকান পাট, চিঁড়ে ভিজে ভাত ;
আকুল পথিক এ দিক ও দিক, মাথায় কচুর পাত।
চিকুর-ঝলা তীরের ফলা, ঝকমকিয়ে যায়,
কে রে বীর মেঘের আড়ে কামান ছুড়ে ধায় ?
মোটা মোটা জলের ফোঁটা গজমতির মালা,
ও কার গলার গেল ছিঁড়ে লেগে তীরের ফলা !
হাঁস দু-ধারি সারি সারি ভেসে বেড়ায় জলে,
ডিঙি বেয়ে, পালায় মেয়ে, বৃষ্টি এল বলে।

বাঁশরী

১

বাঁশরী রন্ধ্র দিয়া আসিছে কাহার হিয়া,
হৃদয়ে করিছে পরবেশ ;
জানি না হরিতে প্রাণ কার এ গানের তান,
ভরিল যমুনা-কূল দেশ।
কি ছায় শবদে সাধা, গাহে বাঁশী রাধা রাধা,
সে কি গো জানে না আন ভাষ !
কুলবতী কুলনারী, নাম ধ'রে ডাকে তারি,
দেখা পেলে ঘুচাই পিয়াস !
টল টল, ঢল ঢল, চঞ্চল যমুনা-জল,
স্বর শুনি অধীর পরাণ।

কম্পিত তরু-লতা, লাজে মরমর পাতা,
কোকিলের কু-উ কু-উ তান।

২

নীরব নিশীথে মরি, কে গায় বাঁশীতে গান ?
পরশ করিছে হৃদে ও তার আকুল তান !
চকিত নয়ন হায়, শবদ অন্বেষি ধায়
শত বাধা পায়-পায়, উচাটিত মন-প্রাণ !
কেন গো অমন ক'রে গাহে সুমধুর স্বরে,
র'তে কি দিবে না ঘরে, টলমল কুল মান।
নীরব নিশীথে হায়, কে গায় বাঁশীতে গান '

গীত-কবিতা

সুছন্দ কুন্তলে গাঁথা, ভাবের কুসুম-কলি,
কবির মানস-বালা, অতুলন রূপ-ডালি !
বীণার সুতান গলে,
বচনে অমিয়া ঢলে,
নয়নে প্রেমের সিন্ধু, হৃদয়ে সৌন্দর্য্য-রাশি !
প্রতি পদ-ক্ষেপে মধু,
গুঞ্জরে ভ্রমর-বধু,
মধুরতা—মুখ-বিধু ঠোঁটে সরলতা হাসি !

কি বলিব হায়

কেন প্রাণ কাছে কারো যেতে নাহি চায় ?
গেছে বসন্তের দিন,
কুসুম সুবাসহীন,
আজি বরষার দিনে কি দিব তাহায় !
কি বলিব হায় !
কিছুই সে নাই আর,
শুধু আছে অশ্রু-ধার,
পরাণের হাহাকার পাছে পাছে ধায় !
বল দেখি, এ নিয়ে কি কাছে যাওয়া যায় ?
আজি বরষার দিনে কি দিব তাহায় !

———

সরসী-জলে শশী

কি দেখাও, সরসি ?
হৃদয়ে ধরেছ তুমি গগনের শশী !
আনন্দ-লহরী মেখে, গরবে উঠিছ কেঁপে,
হাসিতেছ টিপি-টিপি সোহাগের হাসি !
ভাবিছ অমন চাঁদ, আর আছে কার ?
কচি মুখে সুধা-হাসি, ঝরে সুধাধার !
হয়ো না, সরসি তুমি, মত্ত অহঙ্কারে,
ওই দেখ মাতৃ-অঙ্কে শিশু শোভা ধরে !
তব চাঁদ-মুখে মসী,— কলঙ্কের দাগ !
মোদের চাঁদের মুখে নব তামরাগ !

তব চাঁদ দিবা-নিশি ভাতি না বিকাশে,
আমাদের অঙ্কে চাঁদ নিশি-দিন হাসে !
দেখিতে তোমায় চাঁদ, না জানে, সরসি,
নক্ষত্র-বালিকা মাঝে সুধু থাকে বসি।
খেলিতে মোদের চাঁদ, তব চাঁদ সনে,
ক্ষুদ্র দুই-খানি কর আন্দোলি সঘনে,
কচি কচি দন্তগুলি, বিকাশিয়া কুন্দ-কলি,
মনের হরষে ভাসে, আধ আধ ডাকে !—
'আয় চাঁদ'— 'আই আই' ঘন ঘন দেয় তাই—
ছি ছি, কেন গো তোমার চাঁদ সুধু চেয়ে থাকে !

অনর্থ-ব্যাকুলতা

কেন আজি ভার এত পরাণ আমার,
অবসন্ন হয়ে হৃদি পড়িতেছে কেন ?
বোধ হয় ধরা-খান শূন্য, ধূমাকার,
কি নাই—কি নাই, কারে হারায়েছি যেন !
কি ক'রিতে এসে হেথা, কি যেন হ'ল না,
ব'হে মরি প্রাণে যেন অভিশাপ কার !
সব আছে, সুখ নাই, যেন, আধ-খানা,
শূন্য প্রাণ—শূন্য মন—বিরহে কাহার ?
প্রকৃতি, বুঝাও দেখি এ কাহার শোক !
বুঝিতে পারি নি আজো কিসের এ ভোগ ?

এস

উন্মুক্ত করেছি হৃদি-কুটীরের দ্বার,
কে আছ আশ্রয়-হীন এস, এস ভাই !
সবারে রাখিতে প্রাণে সাধ মোর যায়,
সবার মাঝারে আমি মিলাইতে চাই ।
ভাল বাসিতাম আগে বিরল নির্জ্জন
পত্রের মর্ম্মর মৃদু—ঘুঘুটির গান ;
এখন একেলা থাকা বড়ই যাতন,
উঠিছে প্রাণের মাঝে মিলনের তান !
তোমাদেরি সুখে দুখে মিশাইয়া প্রাণ,
সাধ—হারাইব এই তুচ্ছ সুখ-দুখ ;
তোমাদেরি মাঝে থেকে লভি নব প্রাণ,
দেখিবারে পাই যদি সন্তোষের মুখ ।
এস সবে, পারি যদি হারাতে আপনা,
জীবন সমুদ্র-জলে ক্ষুদ্র বারি-কণা ।

হেমা

সসীম ধরণী হ'তে বটে সে গিয়েছে চ'লে—
হেথা আর নাই !
অনন্ত রাজত্বে তব, কোথা পুন পেলে স্থান
জানিবারে চাই ।
ক্ষুদ্র রেণুকণা হ'তে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জানি—
কারো নাহি নাশ ;

দুরবল হিয়া তবু চোখের আড়ালে নাথ,
আনে অবিশ্বাস !
তোমার মঙ্গল হস্ত, রেখেছে মঙ্গলে তারে—
তবু মরি শোকে ;
সরল হৃদয় খানি, সুমিষ্ট হাসিটি তার—
জল আনে চোখে !
কোথা সে নবীন দেশে আবার নবীন-বেশে,
পেলে নব স্থান ;
যদি কিছু জানা যায়, তবে বুঝি শান্তি পায়—
অবোধ পারণ !
কত কথা মনে হয়, কতই যে পায় লয়,
সুধাব কাহারে ;—
মৃত্যু দেয় নব বেশ ?— তবে ত সকলি শেষ !
—কে চিনিবে কারে ?
তাই যবে কাছাকাছি, ক্ষীণ-হস্ত দিয়ে আছি
সবলে ধরিয়া ;—
তাই মরণের মাঝে দেখে সদা বিভীষিকা
দুরবল হিয়া !
জীবন-মৃত্যুর মাঝে কত সংশয়ের স্তূপ—
ছোট বড় বিরাট আকার ;
যত লঙ্ঘিবারে চাই, তত ফেরে পড়ে যাই,
দুর্গম কান্তার ?
দেখাও মৃত্যুর মাঝে প্রশান্ত মূরতি তব,
হে শিব-সুন্দর !

কোথা সে বিজ্ঞান-শিখা — দূর কর বিভীষিকা
শিক্ষক-প্রবর !
দেখাও মৃত্যুর মাঝে, প্রশান্ত মুরতি তব
হে শিব-সুন্দর !
মরণ হইয়া যাক জীবনের অন্তরঙ্গ
প্রিয় সহচর !

উপসংহার

অনন্তে ভাবিয়া অন্ত হয় যদি, হ'ক্ প্রাণ,
তাই আমি চাই ।
রাশি রাশি ধূলা মাঝে মিশাবে ধূলির কণা,—
তাহে খেদ নাই !
এই বড় খেদ মনে, সময়ে অমূল্য নিধি
জেগে ঘুমাইয়া কত দিয়াছি ছাড়িয়া !
এই বড় খেদ মনে, চিনিতে না পেরে রত্ন
অযত্নে অঞ্চল হ'তে ফেলেছি ঝাড়িয়া !
এ খেদ রহিল মনে, পাইয়া ভাণ্ডার পূর্ণ
দুই হাতে নারিনু বিলাতে ;
পরের রতন সম, কৃপণের ধন সম,
আগুলি রহিনু দিনে রেতে ।
রহিল বেদনা মনে, সুবিশাল সিন্ধু-হৃদি .—
ঢাকা নীল আকাশের তলে ;—
কি তার বিশাল ঢেউ দেখিতে পেলে না কেউ,
—কত রত্ন দীপ্ত নীল জলে !

আমি ত অঙ্গার খণ্ড ছায়ে হব পরিণত,
চিহ্নমাত্র হইবে বিলীন ;
কে জানিবে যুগান্তরে সংখ্যার সমষ্টি মাঝে
ছিল এক অতি ম্লান দীন !

শেষ

লিখিবার সাধ 'শেষ', না পাই কিনারা,
অসীম অনন্ত-মাঝে হই দিশেহারা !
কিসের লিখিব শেষ, থেকে মাঝ-খানে ?—
কে জানে কোথায় শেষ মানব-পরাণে !
কোথা অশ্রু-পারাবার— দেখিতে না পাই,
হয়নি আশার শেষ বেঁচে আছি তাই !
তবে কি লিখিব 'শেষ'— গান সমাপন ?—
হায় রে হবে কি কভু থাকিতে জীবন !
লিখিব কি তবে শেষ হ'ল অশ্রু-কণা ?
তা হ'লে মুহূর্ত্তে তরে আর বাঁচিব না !

পরিশিষ্ট

কে তুমি বিধবা-বালা খুলিয়ে উদাস-প্রাণ,
আধ-চাপা-চাপা-স্বরে গাহিছ খেদের গান!
দীর্ঘশ্বাসে কথাগুলি যেন ভেঙে ভেঙে যায়,
সরমে হৃদয় যেন সব না ফুটিতে চায়।
উচ্ছ্বসিত অশ্রুনদী প্রবাহিতে যেন মানা,
অপাঙ্গে কাঁপিছে তাই শুধু এক অশ্রুকণা!
প্রাণে যার মর্ম্মবিদ্ধ জীবন্ত জ্বলন্ত আশা,
মিশিব পতির সনে যদি থাকে ভালবাসা,
দেহমাত্র ছাড়াছাড়ি;—দেহ হ'লে ছারখার,
দুটি দীপশিখা মিশে উভে হব একাকার;—
এমন বিশ্বাসবজ্রে বাঁধান হৃদয় যার,
তাঁর সমা সধবা গো! ভূমণ্ডলে কোথা আর!
আপনি প্রকৃতি-সতী গাঁথি মালা নব ফুলে—
নব পরিণয় তরে অনন্তের উপকূলে
দাঁড়ায়ে আছেন দেবী, ধরিয়ে বরণডালা;—
—চিরমিলনের সুখ জাগিবে, জাগিবে বালা!
বাসর-আসর হবে মহাশূন্যে মহালোকে,
সখার তরুণ-কান্তি নেহারিবে দিব্য-চোখে,
পৃথিবীর দুষ্ট বায়ু সেখানে পশিতে নারে,
দেহের কালিমা-ছায়া সেথা না পড়িতে পারে,
প্রাণে প্রাণে সম্মিলন যমুনা-জাহ্নবী-পারা,
অনন্ত বিহারক্ষেত্র—অনন্ত অমৃতধারা,

অনন্ত তৃপ্তির মাঝে অনন্ত বাসনা নব—
এই ত বিবাহ শুভ,—এ বিবাহ হবে তব।
পরলোকে দেখা হবে এ বিশ্বাস নহে ভুল,
নহে এ স্বপ্নের ছায়া, কল্পনা-লতিকা-ফুল!
যাও বিজ্ঞ দার্শনিক মানি না তোমার কথা,
ন্যায়ের হেঁয়ালি-রঙ্গ শুষ্ক-তর্ক-কুটিলতা।
আন এক পরমাণু পুনঃপুনঃ কর ভাগ,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম হয়ে যাগ,
সেই সূক্ষ্মতম টুকু কার সাধ্য করে লয়,
প্রকৃতি জননী যে গো! প্রকৃতি রাক্ষসী নয়।
যা ছিল তা রহিয়াছে যা আছে তাহাও রবে,
একেবারে নির্ব্বাপিত নিঃশেষিত নাহি হবে—
ওই যে গাহিল পাখী, আবার থামিল গান,
থামিল মর্ত্ত্যের কর্ণে, কিন্তু নহে অবসান।—
—ও গানের প্রতি সুর, প্রত্যেক কম্পন তার,
বায়ুস্তর ছাড়ি আছে সূক্ষ্ম ব্যোমপারাবার,—
সেখানে হিল্লোলে উহা অবাধে চৌদিকে ধায়,
পৃথিবীর টানাটানি সেথা না যাইতে পায়,
ওই যে ফুলের গন্ধ, ওই যে বাঁশীর রব,
ফুল যাক্, বাঁশী যাক্, শূন্যেতে মিলিছে সব;—
শিশুটির কচি হাসি, যৌবনের প্রেমোচ্ছ্বাস,
যুগান্ত-বিরহ পরে মিলনের দীর্ঘশ্বাস,
সুপ্ত রুগ্ন শিশু কোলে জননীর আশীর্ব্বাদ,
প্রেমের প্রথম অঙ্কে আধ-ফুটো যত সাধ—

সেই শূন্যে তোলা আছে, কিছুই পায়নি লয়,—
প্রকৃতি গুছান মেয়ে, প্রকৃতি উন্মাদ নয়।

শিশুকালে করেছি যে জননীর স্তন্যপান,
শিশুকালে জননী যে করেছেন, চুমুদান,
সেই দুগ্ধ, সেই চুমু, এখন গিয়াছে কোথা?
জীবনের গাঁটে গাঁটে বিজড়িত আছে গাঁথা।

এই যে ফুটন্ত ফুল কাল ছিল কলি-প্রায়,
কালিকার রবিকর লেগেছিল ওর গায়,
আজ ত নূতন রবি নব কর করে দান,
কালিকার রবি তবু ফুলটিতে বিদ্যমান—
যা ছিল তা উবে যাবে, এ কভু সম্ভব হয়?
প্রকৃতি জননী যে গো, প্রকৃতি রাক্ষসী নয়।

আকর্ষণ-শক্তিবলে কেন্দ্রস্থিত চারি ধার,
গ্রহ উপগ্রহ লয়ে ছোটে সৌর-পরিবার,
প্রত্যেক অণুটি টানে অণুরে আপন কাছে,
সুদূর হ'লেও আঁটা সুমেরু কুমেরু আছে,
চন্দ্রের আভাসমাঝে সমুদ্র উথলে উঠে,
কেন্দ্রভ্রষ্ট ধূমকেতু সেও সূর্য্যপানে ছুটে।
হৃদয়ে হৃদয় টানে;—থাকুক না ব্যবধান;
মশানে শ্রীমন্তে বাঁধে, শ্রীমন্ত ফুকারে কাঁদে,
কৈলাসে কৈলাসেশ্বরী আকুল-ব্যাকুল প্রাণ!
দুর্ব্বাসার চক্রে পড়ি দ্রৌপদী আপনা-হারা,
হেথায় দ্বারকাপুরে যদুপতি ভেবে সারা,

এ নহে প্রলাপবাক্য—প্রকৃতির পরিচয়,
ভালবাসা মোহমন্ত্র ;—সুধু আকর্ষণ নয়।
থাকুক না প্রিয়জন সপ্তর্ষিমণ্ডল পার,
থাকে যদি ভালবাসা, অবশ্য পূরিবে আশা,
শত বিঘ্ন অতিক্রমি মিশিবে পরাণে তার!
থাকুক্ না প্রিয়জন সপ্তর্ষিমণ্ডল পার।
লক্ষ্য রাখ পতি প্রতি কায়মনোবাক্যপ্রাণে—
স্থিরদৃষ্টি অরুন্ধতী যেমন ধ্রুবের পানে ;
আবার মিলন হবে যমুনা-জাহ্নবী-পারা,
অনন্ত বিহারক্ষেত্র অনন্ত অমৃতধারা,
অনন্ত তৃপ্তির মাঝে অনন্ত বাসনা নব,—
এই ত বিবাহ শুভ ;—এ বিবাহ হবে তব!

সমাপ্ত

শিখা

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত

উপহার

সখি !

বদ্ধ মুকুলের মাঝে সুরভির মত
অবরুদ্ধ প্রেমরাশি হৃদে করে বাস ;—
কি অভিসম্পাতে কার জানি নাক তাহা,
বাহিরে ফোটে না কভু ক্ষুদ্র এক শ্বাস।
বিরহের কারাগারে বটে বাস ক'রে,
নিশি দিন চেয়ে তবু মিলনের পানে—
কে করে বন্ধন মুক্তি ; কে ফুটাবে তারে—
নির্দ্দয় মিলন সে ত শত ব্যবধানে !

কিবা, দেখ যদি ফেলে সূত্র তল নাহি পাবে কুত্র
এ হৃদয় অকূল সলিলে,
বিরহের পাশাপাশি, মগ্ন হেথা প্রেমরাশি
তন্দ্রামগ্ন গভীর অতলে ;
অর্ণব মন্থন ক'রে পার যদি নিও তারে—
পূত সেই এক বিন্দু সুধা ;
কিন্তু, বিরহ-গরল আছে —তাই ভয় হয় পাছে—
যদি তোর নাহি মিটে ক্ষুধা !

শিখা



স্বপ্নান্তে

মাঝে মাঝে দেখা দিয়া,　　　কেন দাও চমকিয়া
　　সুপ্ত এ হিয়ারে মোর ব্যথা জাগরণে ;
সেই মধু পরশনে　　　দাব-দগ্ধ এ কাননে
　　পুনঃ কি বহাতে সাধ দক্ষিণা পবনে !

সে দিন গিয়াছে চ'লে—　　তুমি স্বর্গে আমি তলে ;
　　—শুধু বাসনার পাখা পারে কি ঘটাতে
তেমন মিলন আর,　　　চরাচর লুপ্তাকার ;
　　ব্যর্থ বজ্র মুহুর্মুহু বরষা নিশীথে।

যে বন্ধন দৃঢ়তর,　　　ভাঙ্গিতে বাসনাপর,
　　জালরন্ধ্রে শত আঁখি করিয়া প্রবেশ ;
নিত্য নিশা হ'লে গত,　　উঁকি পাড়ি অবিরত,
　　হয়ে ব্যর্থমনোরথ ফিরিত দিনেশ !

একি আর সহা যায়,　　　আপনার গৃহে হায়
　　আজি সে চোরের মত করে আগমন !
মাসান্তে—বর্ষান্তে হায়,　　দূর হ'তে চ'লে যায়,—
　　যেন পরশন-ভীত পরের মতন।

যেই প্রেম চিরদিন, নির্ভীক পলক-হীন,
পূর্ণ-দীপ্ত লোকনেত্রে ছিল একদিন ;
সে কেন আজিকে হায়, আঁখিপাতে স'রে যায়
জাগিলে মঙ্গল উষা অমঙ্গলে লীন।

একি কোন মায়াধারী দৈত্য সে ছলনা করি
আসে তবোচ্ছিষ্ট সুধা করিবারে পান ;
নহে হরনেত্রপাতে যেন, অভাগা মন্মথ সম,
মম নেত্রপাতে তনু হয় অবসান।

যে হৃদয়ে ভর দিয়া আছিল সমগ্র হিয়া,
আজি সে আঁখির ভর পারে না সহিতে :—
বল দেখি মনোময়, ইথে কি বিশ্বাস হয়,
সেই তুমি—ইহা কিসে পারি বিশ্বাসিতে ?

যে আঁখি ও আঁখিপরে, চাহিতে সাহস ক'রে
পারিত না—যেন তার কি নিত কাড়িয়া ;
(হয় সারহীন পাছে তারে হারাইয়া !)
বল হৃদি-অধিরাজ, সেই তুমি এই আজ
এত ভাবান্তর হায় কোন্ মন্ত্রবলে ?

প্রেম হ'তে বল আর, কোন্ মন্ত্র এত সার,
এখনো প্রভাব যার স্বর্গ-মর্ত্ত্যে চলে।
বল রাজ-অধিরাজ, সেই তুমি এই আজ ;
কে কুহকী স্বীয় কাজ করেছে সাধন ;—

তাই অপরাধী মত, অন্ধকারে গতায়াত
উষালোকে ত্রস্ত ভীত কর পলায়ন।
অথবা নহে দেখা দিত মোরে, এস শুধু দেখিবারে
ভূতপূর্ব্ব রাজ্য তব কেমন এখন,
কি দশা অভাবে তব করেছে ধারণ!

বসন্তপ্রভাতে

প্রথমেতে দিল সাড়া
একটি কোকিল ডাকি,
তা' শুনিয়া দিকে দিকে
কুহরি উঠিল পাখী;
আধ জাগা আধ ঘুমে,
স্বপন নয়ন চুমে,—
তাড়াতাড়ি পলাইল
মৃদু রাগে রাঙ্গি আঁখি।
জানাইল যামঘোষ
ফুকারি গভীরতর—
যামিনী ত্রিযামশেষ,
ত্যজিয়াছে কলেবর;
পূর্ব্বাশার তীরে ওই
বুঝি জ্বলে চিতা তার?
লোহিত উজ্জ্বল আভা
নীল নভে সুবিস্তার।

শশীর সঙ্গেতে নিশি,
সহমৃতা গেছে চ'লে,
কুড়ায়ে সিন্দূররাশি
দিগঙ্গনা দেছে ভালে।
স্নাত হ'য়ে সিন্ধুনীরে,
তরুণ অরুণ ওই
প্রবেশে আহ্নিকাগারে ;
চল, ওর সঙ্গ লই।

সুখের ঠিকানা

জান কি ঠিকানা তার, বল দেখি একবার,
কোন্ পার দাও গো লিখিয়া ;
আগে যেন জানিতাম, এবে খুঁজে শ্রান্ত প্রাণ,
বল ত কোথায় লুকাইয়া।
যবে, শৈশবে ভোরেতে উঠি, মাঠেতে যেতেম ছুটি,
হিম-বায়ু স্পর্শিত কপোলে ;
ঘাসের মুকুতা গুলি চরণের তলে দলি
ছুটে ছুটে যাইতাম চ'লে ;
পূর্ব্বদিক রাঙিমায় যেমনি রাঙিত হায়
দিগন্তের শ্যামল তোরণ,
তার মাঝে তার মুখ দেখে উছলিত বুক,
চিনিতাম যেখানে ভবন।

তার পর বেলা হ'লে, বিমল সরসী-জলে,
ঢেউ তুলে বহিত সমীর ;
চিক্ চিক্ ঝিক্ ঝিক্ কাঞ্চনে পাড়িয়া খিক্
তরঙ্গিত হ'ত বাপীনীর।

পাঁখায় মাখিয়া জল, শ্বেতগ্রীব হংসীদল,
মুকুতা পড়িত পৃষ্ঠে ঝরি ;
ধীরি ধীরি ভেসে ভেসে, পদ্মবনে যেত ঘেঁসে,
তার মাঝে তাহারে নেহারি।

জানিতাম যত ঠাঁই, তাহার আবাস ভাই ;—
সন্ধ্যায় তাহার মাঝে ছিল ;
জানিতাম অতি সত্য, এবে তার নাহি তথ্য,
একেবারে নির্ম্মূল কি হ'ল ?

বিয়োগীর দুঃখানলে, বালিকা-হৃদয় গ'লে
নিভৃতে পড়িত যবে ঝরি—
তার মাঝে তার আঁখি যেন দেখিতাম সখি,—
হর্ষ শোক সর্ব্বত্র নেহারি।

সেই জল, সেই ফুল, সেই মত প্রাণাকুল,
শুধু সে তাহারি দেখা নাই,
জান কি সন্ধান তার, কোথা তার দরবার ?
লেখ যদি ছত্র দুই ভাই !

নববর্ষে

আইল নবীন বর্ষ নিয়ে কি নবীন হর্ষ,
কিবা ব্যথা ঘোর ;—
জানিতে বাসনা নাহি, স্থিরনেত্রে আছে চাহি
এক আশা মোর।

যা দিবে সহিতে হবে, পারিব না ব'লে কবে
কে পেয়েছে ত্রাণ ?
দিবস কি বিভাবরী, শুধু এ প্রার্থনা করি,
লভি ধ্রুব জ্ঞান।

পূর্ণ সে পূর্ণিমা-ভাতি, হয় সদা চির-সাথী,
অনন্তের পথে ;
এই আত্মা মনোরম, সদা অরুন্ধতী সম,
রহে চেয়ে স্থির দৃষ্টিপাতে।

যেন কভু পথ-হারা, অজ্ঞান অতলে সারা
নাহি হয় জীবন আমার ;
আসুক ঝটিকা ঘোর, কাটুক জীবন-ডোর,
ধ্রুবলোক পাই পুনর্ব্বার।

জগৎ অসৎ, সৎ ; নানা মুনি, নানা মত ;
ক্ষুদ্র বুদ্ধি চিনিতে না পারে,
তুমি যা, আমিও তাই, ভাবিতে পারি না ছাই,
চাহি তাই একান্তে তোমারে !

কোকিল

বসি ঘন আম্রবনে, নিবেদহ এক মনে,
সংবাদ কাহার ?
তব, মৃদু কুহু কুহু বুলি, বুলায় অঙ্গুলি গুলি,
মরমে আমার !

ক্রমে, পর পর, তীক্ষ্ণতর হৃদয় বিদীর্ণ কর,
ওই তোর সঙ্গীত তরল,
শিরে শিরে প্রবেশিয়া, কি স্মৃতি জাগায়ে দিয়া,
করে হিয়া উন্মাদ চঞ্চল !—

পিক,
ওই মোর প্রিয় ভাষা, আমার মরম-গীতি,
তোর মুখে কে দিল পাঠায়ে !
হৃদয় উদাস ভায়, হায় কোথা পাব তায়,
দিব কায় আপনা বিলায়ে !

ঐ কিসের তরঙ্গ পাখী, মরম মাঝারে মোর
দিলি সঞ্চারিয়া ;
সারা দেহে হিয়া ফুটে, আবেগ আকুলি ছুটে
ধরিবারে ধরারে বাঁধিয়া !

ঐ পুষ্পিত সৌন্দর্য্যরাশি ভ'রে নিতে প্রতি অঙ্গে
গন্ধ বিলেপন—
আকণ্ঠ পুরিয়া পান— করি অবগাহ স্নান,
পরিধান লাবণ্য-বসন।

আষাঢ়ে

নওল জলধর, ছাওল অম্বর,
নিবিড় তিমির ঘোর ;
সঘন দুরু দুরু, গগন গুরু গুরু,
দাদুরী করত সোর ।
তড়িৎ চমকন, নিকষ ঘন ঘন,
ঝরণ বরষণ নীর ,
অনিল স্বন স্বন, বজর নিপতন,
তিমির দিকে দিকে চির ।
নিবস তরুতল, পথিক দলে দল,
চাতক পুলক গীত ;
দিবস নিশি সম, বরষা ঝম ঝম,
যুবক-যুবতী প্রীত ।
মেঘের ছায়ে ঘন, নিবিড় বাঁশবন,
দীঘির ঘোর কালো জল ;
ঝাপটে তরুশাখা, বধুটি ঘাটে একা,
বিজুরী করে ঝলমল ।
কদম্ব কেতক, সৌরভ পুলক,
মোদিত সকল দিক্ ;
বরিহা অকুল, বিরহী ব্যাকুল,
নীরব পাপিয়া, পিক ।
প্রান্তরে গোধন, মুদিত-লোচন,
নবীন তৃণের পর ;

নীরবে তিতয়ে, সলিল ঝরয়ে,
রাখাল পলায় ঘর।
বালক কৌতুক প্রদানে যৌতুক,
সাদরে জলদ-বরে ;
আহ্বানে ইঙ্গিতে, মধুর সঙ্গীতে
অজার মাননা করে।
কোমল নিবিড়, উত্তপ্ত সু-নীড়,
তেয়াগি শাখার পরে—
কে জানে কেনই, ও দুটি বাবুই
ভিজিয়া ভিজিয়া মরে ?
কৃষক-ঝিয়ারি, আগরি গাগরি,
ভাবয়ে তরুর তলে ;
যে ঘোর বরষা, নাহিক ভরসা
কেমনে যাইবে জলে ;
করিতে গমন, পিছলে চরণ
ভীঁগল বসন গা।—
উলটী পালটী, তরু লুটোপুটী,
দাপটে, ঝাপটে বা।
সারাটি দিবস, ভিজিয়া বায়স,
ছাড়য়ে আকুল রা।
ভাসে নদী নালা, খাল, বিল, জলা,
তক্ তক্ টল টল ;
মাথে টোকা, শাশী, ক্ষেতে ব'সে চাষী,
নিবারয়ে ধারাজল।

শিরে ঝরে পানি, ফেলে জাল খানি,
জেলে ধরে শিঙ্গী, কই ;
বৃষ্টি পড়ে জলে, বিম্ব দলে দলে.
ফুটে উঠে যেন খই !
নিভৃতে জল্পনা, কবি ও কল্পনা,
নিবিড় বরিষা ধুম,
ভাবিতে ভাবিতে, বাঁধিতে, ফাঁদিতে,
নয়নে ঢুলয়ে ঘুম।

শ্রাবণে

বিজন গৃহে একা, মেঘের ছায়ে ভোর,
অলস মুকুলিত, নয়নে ঘুমঘোর।—
পূর্ণিমা নিশি আজি, আবৃত ঘননীলে,
কখন কিছু সরে—ঝলকি রূপ ঝলে।
বিমুক্ত বাতায়ন—সম্মুখে শেজ খানি,
কোমল আলোমুখে, বুলায়ে যায় পানি ;
মানস-গৃহে মম, শুধু সে আমি একা,
বিমল হৃদিতল, বিহীন ছায়া রেখা।

কখন গেছে ঘুমে, মুদিয়া আঁখি দুটি,
চেতনা চুপে চুপে, কখন নেছে ছুটী,
মুদিত আঁখিদ্বার, নিজন রুদ্ধ ঘরে,
জানি না, এসেছিল, কেমন পথ ধ'রে !

আবদ্ধ গৃহদ্বার, শিথিল নহে খিল,
প্রবেশপথ কোথা ছিল না এক তিল!
নীরবে গেয়ে গেছে কি গীত কাণে কাণে,
তাহারি সুররেশ—জাগিয়া বাজে প্রাণে!
মুদিত আঁখি পানে, কি ক'রে গেছে চেয়ে,
কোমল ঘুম ঘোর ব্যাপিয়া সারা হিয়ে।
কি মোহে মেখে গেছে ঘুমন্ত আঁখি দুটি,
গানের মত মোর প্রাণে কি উঠে ফুটি!

ভাদরে

এ নয় গো আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
নব নীল মেঘখণ্ড আকাশের গায়,—
ক্রীড়ারত মত্ত করী সম না দেখায়।
এ ভরা ভাদর দিন, আচ্ছন্ন বাদরে,
ঘননীল-মেঘমালা-আবৃত আকাশ;
ঘন গাঢ় শ্যামলিমা, কাননে প্রান্তরে;—
তরল কুয়াসাব্যাপ্ত বিরহী নিশ্বাস।
যেন কেঁদে কেঁদে উড়িতেছে কাহারে চাহিয়া,
শত শত বিরহীর বাষ্পময় হিয়া!
অবিশ্রান্ত বর্ষণার্দ্র রুদ্ধ সৌধাবলী,
কেশসংস্কার-ধূপে নম্র সুরভিত,
পারাবার মাঝে যেন শৈল শির তুলি;—
যেন কোন মন্ত্রবলে জগত স্তিমিত।
বন-নদী-তীরে ক্লান্তা কুসুমচয়নে,

ফিরে নাক পুষ্পলাবী কামিনীর কুল,
রুদ্ধ গৃহে রুদ্ধমানা বরিহা দুর্দ্দিনে,
নব অশ্রু-কণ-সিক্ত হৃদয়-মুকুল।
অবিশ্রান্ত বরষণ নয়নের নীর,
শোকাচ্ছন্ন মুখচ্ছবি সারা ধরণীর।
কোথা মধুকরপক্ষ্মা কটাক্ষকুশলা?
নাহি জনপদবধূ মুগ্ধ-বিলোকন।
কোথা উজ্জয়িনী-রামা অপাঙ্গ-বিলোলা,
কনক-নিকষ-স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ-স্ফুরণ?
নাহি ইথে আষাঢ়ের বিভব সুন্দর,
গ্রাম-বৃদ্ধ-উদয়ন-গল্প মনোহর।
শুধু স্তূপীকৃত ঘনীভূত বৃহৎ অতীত
করিয়া কেবল রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটন,
শত বিরহীর হিয়া স্মিরিতি মথিত,
কোটী অশ্রুসিক্ত আঁখি নীরবে মগন।

বর্ষাসঙ্গীত

কেন ঘন ঘোর মেঘে
এমন পরাণ মাতে?
কি লেখা লিখেছে কে গো
সজল জলদ পাতে!
শত বিরহীর হিয়া,
ওর মাঝে মিশাইয়া,

আপন গোপন ব্যথা
লুকায়ে দিয়েছে তাতে ।—
বিন্দু বিন্দু ঝর ঝর,
ওকি তার অশ্রুধর ?
তড়িৎ চমক ওকি -
বাসনার বহ্নি ভাতে ?
আর্দ্র এ শীতল বায়,
কেবা জাগে কে ঘুমায়,
মধুর স্বপন কারো,
নিমীলিত আঁখিপাতে !
কি লেখা লিখেছে সে গো
সজল জলদ পাতে ।
কি লেখা লিখেছে সে গো ;
ফুটে না উঠিছে ফুটি ।
উদাসে হৃদয় শুধু ;
নীরে ভরে আঁখি দুটি ।—
যেন, জগৎ জড়িত করে
নিবিড় বাহুর পাশে ;
শুধু একাকী আকুল হিয়া
বিরহ-অকূলে ভাসে !

শরৎনিশীথে

আলোক-সাগরে কার কনক তরণী খানি,
নিতি ভেসে যায় ?

তীরে ব'সে শত তারা, বিবশা আপন হারা,
অনিমিখে চায়!
সাদা সাদা মেঘ গুলি, মৃদু পাদচার ভুলি,
অবশ চরণ।
নীল সমুদ্রের নীরে, জমাট তরঙ্গ কিরে
লভেছে মরণ?
ওই মেঘখণ্ড মত, অমনি মরণ কিরে
পাবে এই প্রাণ?
অমনি সুধার স্রোতে, অমনি অকূল নীলে
হবে অবসান?
কি আছে উহার মাঝে?— মগন হৃদয় শত,
নগনা ধরণী;
এলায়িত কেশ-পাশ, স্খলিত বসন বাস,
সম উন্মাদিনী!
কার ও রূপের ভরা, দেখায়ে পাগল ধরা,
করিলি সুন্দরী!
যে যেথা বসিয়া চাই, সম্মুখে দেখিতে পাই,
ভাসে মায়াতরী!

স্মৃতি

সখি, তেমনি শাঙন নিশি, চমকিত দিশি দিশি,
মৃদু মৃদু ক্ষীণ হাসি চপলা বালার;
মৃদু মন্দ বরিষণ, পরে গুরু গরজন,
বিকট বজর-নাদ, চমক হিয়ার;—

এমনি যামিনী ঘনে, বেড়ি তুয়া সখী জনে,
মনে পড়ে রাধার সে প্রথমাভিসার !
সেই বাঁশী সেই গান, গানে সে রাধার নাম,
শিহরিত দেহ প্রাণ চমক আত্মার !
সেই মেঘ দুরু দুরু, হিয়ার কাঁপুনি গুরু,
কম্পিত চরণ উরু বিবশা রাধার ;—
মনে পড়ে, ললিতে রে, সে দিন আবার !
যার পলকে আকুল প্রাণ, ছল ছল অভিমান,
আঁখে উথলিত বাণ জগত আঁধার ;
পত্র ভঙ্গে ভাবিত যে গমন আমার—
মনে পড়ে, ললিতে রে, সে দিন রাধার !
সেই বৃন্দাবন এই,
এই ত কালিন্দী সেই,
সেই কি রাধিকা এই ? বল্ একবার,
কোথা তবে রাধানাথ, ললিতে, রাধার ?
কেন তবে বিরহের অকূল আঁধার !

জানিতে বাসনা

এখন কি মনে আছে ?
সেই অতি দূর সুদূর প্রবাসে,
ভোলে নি কি সেথা নব প্রেমরসে,
কত হাসি-খুসী নয়নের পাশে,
আর কি সে মনে আছে ?

সেথা, কার মুখ তার ফুটে আঁখি আগে,
কার কথা তার মানসেতে জাগে,
কে রেখেছে বেঁধে আদরে সোহাগে,
কত প্রেম তার আছে ?
জানি সে আমারে জানয়ে পাষাণী,
তবু সাধ যায় শুনিতে সে বাণী,
হরষ কি ম্লান সেই মুখ খানি,
না জানি কেমন আছে ?
কে দিবে বারতা, আমারে সে কথা,
এমন কে মোর আছে ।
যবে, হেসে চাঁদ ভেসে যায় চ'লে,
যবে, একা ব'সে থাকে নদীর কূলে,
তখন কি মনে ভাবে ?
তখন কি কথা, কোন আকুলতা
জাগে কি তাহার আগে ?
যখন নিশীথ নীরব নিঝুম,
যবে মাঝে মাঝে ভেঙ্গে যায় ঘুম,
যখন, পাপিয়া উঠে কুহরিয়া,
সুদূরে বকুলশাখে .
তখন, মধুপের মত, সারা বন ঘুরি,
কোথায় বাসনা বসে লো গুঞ্জরি—
জানিতে বাসনা জাগে,
তখন, শত সাধ রাশি, সে নিভৃতে আসি,
বাঁধে কি রাগিনী-পাকে ?

যখন, কদম ফুটয়ে শিহরি,
প্রমত্ত হরষে ময়ূর-ময়ূরী,
যবে সে দাছুরী ডাকে ;
যখন, ঘোরালো কাদম্বিনী ছায়
ছেয়ে দেয় সারা ধরণীর কায়,
থেকে থেকে থেকে বিজলী খেলায়—
তখন কেমন লাগে ?
জানিতে বাসনা জাগে !

মান, মানে ; মানান্তে

কেন রে বাসনা বোঝা ব'য়ে নিয়ে যাও,
আসিতে হবে যে ফিরে জান না কি তাও ?
ছল ছল অভিমান,
তা ত বুঝিবে না প্রাণ,
সে চাহিবে ফিরে ফিরে তুমি যেথা যাও,
নামাতে হইবে, ফিরে আসিয়া নামাও ;
হৃদয়-দুয়ারে এসে ফিরে নাহি যাও।
হোথায় হাসিছে চাঁদ,
পাতিয়া রূপের ফাঁদ,
উথলি স'পিছে সিন্ধু হৃদয় উদার ;
তুমি কি সে বুকে পুষে রাখিবে আঁধার ?

২

মনে যদি আছে তবে কাছে এস না
মানের অচল শিরে ব'সে হেস না।
জীবন চপল নীর,
তারে না বিশ্বাস ধীর।—
বারেক ভাঙ্গিলে তীর, নাহি ঠিকানা;
মানের অচল শিরে ব'সে হেস না।
প্রসারিছে কাল মেঘ,
বহিছে বায়ুর বেগ,
নিরাশা নাবিক করে তরী চালনা;
মনে যদি আছে তবে কাছে এস না।
শত তরী ভেসে যায়,
ভাসিয়া কি কূল পায়?
যবে তারে চাবে, হায় দেখা পাবে না;
মনের অচল শিরে ব'সে হেস না।
পাবে কি না পাবে কূল,
আইস সারিতে ভুল,
যদি, এ অকূলে থেকে যায় কোন নিশানা!
বিরহ অকূল নীর তা কি জান না?
মনের অচল শিরে ব'সে হেস না।

৩

সে গুণনিধানে, পরিহরি মানে,
সঁপিনু হৃদয়-দেশ,

দাবদাহে বন, যেমন দাহন,
সকলি করেছে শেষ ;
গরিমা গরব, দগধ সে সব,
মরম হইল ছাই ;
চেয়ে নিশি-দিনে, এবে পথ পানে,
বলিতে সরম নাই !
নড়িলে পল্লব, হ'লে মৃদু রব,
মনে ভাবি বঁধু আসে,
চারিদিকে চাই, দেখিতে না পাই,
আঁখিনীরে হিয়া ভাসে।
কে জানে এমন দারুণ বেদন
সঁপি সে পলাবে দূরে ;
তাহার সোহাগ, হ'য়ে সম আগ,
দহিতে থাকিবে মোরে।
কে আছে এমন, সুহৃদ সুজন,
জুড়াব দগদ হিয়া ;—
বুঝিয়া মরম, করিবে করম,
এনে দেবে মোর পিয়া !

চেয়ো না পারশে

সাধের প্রতিমা, সখি, দূরে দূরে সাজে ভাল ;
চেয়ো না পারশে তারে—পরশে সে হবে কাল।
স্মৃতির মন্দির-মাঝে,
যে রাজে মধুর সাজে,

কেন তারে পেতে কাছে সতত ব্যাকুল, বল ;
সাধের প্রতিমা, সখি, দূরে দূরে সাজে ভাল।
অভাব, অমর প্রীতি,
মিলনে বিরহ-ভীতি,
বিরহ অসহ নহে, মোছ মোছ, আঁখি জল ;
চেয়ো না পারশে তারে—পরশে সে হবে কাল।

যখন সে এসেছিল

যখন সে এসেছিল
সেধেছিল পায় ;—
বিষম গরব ভরে, তখন চিনিনি তারে,
এখন সে গেছে দূরে পাইব কোথায় ?
এনেছিল অশ্রুজল ;
"কপট প্রণয় ছল"
—বলিয়া ফিরালে মুখ ঘৃণা উপেক্ষায়।—
এখন সে গেছে দূরে পাইব কোথায় ?
আজি কি বাতাস লেগে,
কি ব্যথা উঠেছে জেগে,
আগে ত জান নি কভু এ বিষম দায়,
কেঁদে যে গিয়াছে ফিরে, সে ফেরে কোথায় ?
মুছে গেল অশ্রু-রেখা,
এখন চাহিছ লেখা,
চাহিলে বসন্ত-শোভা ঘন বরষায় ;
যে গেছে বিদায় নিয়ে কে ফিরাবে তায় ?

সারা প্রাণ নিয়ে হা রে,
এখন চাহিলি তারে,
আগে, কি মোহে ভুলিয়াছিলি, কি মোহ তন্দ্রায়,
যখন সে এসেছিল, সেধেছিল পায় ?
করিয়া সলিল খেলা,
বহালি জোয়ার বেলা,
এবে, ভাটায় ভিড়ায়ে তরী কাঁদ কিনারায় ;—
এখন চাহিলে তারে পাইব কোথায় ?
হারালে অতলে নিধি আর পাওয়া যায় !

ঈপ্সিত মিলন

জানিনে ক কভু সুধার আস্বাদ, ধরায় কোথায় সুধা,
মর্ত্ত্যের মানবে কোথা পাবে তাহা, দেবে যাহে হরে ক্ষুধা ;
তবু, কথায় কথায় সুধার তুলনা কখন না দিয়ে থাকি ?
সুধামাখা কথা, সুধাময় রাতি, সুধামুখী প্রিয় সখী !
যার—
দরশন সুধা, পরশন সুধা, স্মৃতি যার সুধামাখা,
সারা নিশি শেষে শুকতারা মত, সে আজি দিয়েছে দেখা
কি সুধার মোহ সিঞ্চিত পরাণে, মুছে না আঁখির ঘোর,
পরাণে পরাণে একি রে পরশ করযে অবশ ভোর।
বুঝি—
শত দিবসের আকুল বাসনা গ্রন্থি বাঁধি পরে পরে,
অতি অতি দুর সুদূর হইতে এনেছে টানিয়া তারে ;

আকুল নিশ্বাস, এমন করিয়া কে জানে, হইবে দূর,
অনন্ত বিরহ সুদীর্ঘ রজনী মুহূর্ত্ত মিলনে চূর!

ওগো—

প্রাণের আবেগ কোথায় না যায়, সাধিতে না পারে কিবা?
ভাবি তাই সদা গূঢ় এ রহস্য, কেবলই যামিনী দিবা।
সুখ স্বপ্ন হৃদি, স্বপন মূরতি স্বপ্নময় দুটি আঁখি,
বারেক দেখায়ে পলাইল নিশি সুধামাখা মোহ রাখি।
ভাল এই ভাল চাহি না অধিক স্মৃতিময় থাক্‌ প্রাণে,
চির নব র'ক প্রণয় কাঞ্চন, অতৃপ্তির রসায়নে;
সদা এমনি করিয়া পবিত্র মিলন হউক প্রণয়ী জনে।

অবসানে

তখন ত বুঝিনে ক তাহা,—
যখন সে পলে পলে, প্রতি পদে দিতে বলে'
নিমেষে ফুরাবে গান গাওয়া।
সখি, এ পূর্ণিমা রাত—এই গন্ধবাহী বাত
শাখে শাখে কোকিল পাপিয়া,
সকলি মুহূর্ত্তাধীন;—এ নব যৌবন দিন,
—মিছে লাজ-হাসি আধ-চাওয়া,
দু দিনের এ দক্ষিণা হাওয়া!
মুকুল ফুটাতে আসে, কলি কি কম্পিত ত্রাসে;—
সৌরভে মাতে না অলিকুল?
কমনীয় রূপরাশি পাতে পাতে পরকাশি
সঁপে না কি সুষমা অতুল?

হুদিনে কি ঝরে না লো ফুল ?
জীবনে মাহেন্দ্র ক্ষণ কুসুমিত এ যৌবন,
সন্ধিপূজা অষ্টমীর সার ;—
আত্মায় আত্মায় ভোগ, পূজক পূজ্যতে যোগ,
— মহাযোগ পানীয় তৃষায়।
তাই থাকিতে থাকিতে বেলা পূরা সই এই বেলা
অনন্ত অতৃপ্তি আকাঙ্ক্ষার—
জানি সব পূরিবে না, সময়ে ত কুলাবে না,
যদি হয় অক্ষয় ভাণ্ডার—
হৃদয় দরিদ্র রবে বাসনা কভু না যাবে,
ভ্রমিবে ভুবনে হাহাকার !—
দেখিতে কি বাসনা তোমার ?

সিন্ধুর প্রতি

অগাধ ও হৃদয়ের সৌন্দর্য্য-সমুদ্র মাঝে,
কারে সখা করালে শয়ান ?
সে ওই গরব ভরে তব প্রতি ঊর্ম্মি 'পরে
হাসে হেরে আপন বয়ান।
কত স্নিগ্ধ সুগভীর, প্রশান্ত ও নীল নীর,
কত রত্ন দীপ্ত ও অতলে ;
সে ত তা না দেখে চেয়ে, খেলা করে ঢেউ নিয়ে,
হাতে পেয়ে বুঝি অবহেলে।
হেরিলে যাহার মুখ উচ্ছুসিয়া অই বুক
তোলে প্রেম-তরঙ্গ বিপুল।

হায়! সে ক্ষুদ্র সরসী-নীরে ফুটায় সোহাগ ভরে
ছোট এক পাতলার ফল।

তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার

তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার।
শিশু যেন করে সাধ, নিত্য সে সুন্দর চাঁদ
মিটে না ক বাসনা তাহার—
তুমি থাক তেমতি আমার।

তব লাগি উথলিয়া নিয়ত উঠুক হিয়া ;—
চিরদিন শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
চাহিনে ক মিলন দুদিন ;

আধ-ফুটো পদ্ম ফুল, বৃন্ত 'পরে ঢুল ঢুল—
তরঙ্গের রঙ্গে অনিবার,
তুমি থাক তেমতি আমার!

আমি তোমা ঘেরে ঘেরে বেড়াইব চির ঘু
মধুর গুঞ্জনে ভ'রে দিব চারি ধার,
তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার!

সুন্দর ও দলগুলি আধ মুদে আধ খুলি,
আছে ঢেকে সৌন্দর্য্য অপার.
চাহিনে ক সব দেখা তার ;—
তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার।

— তুমি মোর হয়ো না পাবার,
তা হ'লে নিতি নব নব সুর, উঠিবে না সুমধুর,
বাজিবে না সারঙ্গ আমার।

বেড়ি বেড়ি বিকর্ত্তন, ঘোরে যথা গ্রহগণ,
ঘুরুক সহস্র সাধ তব চারি ধার ;—
তুমি মোর হয়ো না পাবার।

তৃপ্তির সঙ্কীর্ণ কূপে, মিলনের কাষ্ঠ-যূপে,
কে পারে তোমারে ফেলে করিতে সংহার ;
এমন হৃদয়হীন হৃদি আছে কার ?

তুমি মোর হয়ো না পাবার।
সঙ্কীর্ণ তৃপ্তির মাঝে, তোমার কি বাস সাজে ?
অতৃপ্তি অনন্ত-ভূমি রাজত্ব তোমার,
দূরে থেকে প্রদানিব কর অনিবার ;—
তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার !

যমুনা-জাহ্নবী

১

যমুনা।—

কত আকুলতা, সই, মিশিবারে প্রাণে প্রাণে,
মিশেও মেশে না কায়া কোন সূক্ষ্ম ব্যবধানে ?
পাশাপাশি মেশামিশি দুইটি বিভিন্ন ধরা,
কত দিনে কোন্‌খানে হইবে আপনা-হারা ?

দুটি হিয়া মেশামেশি একই স্রোতের টানে,
মিশেও মেশে না কাম্না, কোন সূক্ষ্ম ব্যবধানে ?
উভে চাহি উভ পানে সারাটি জীবন সারা,
কত দিনে কোন্‌খানে হবে দিদি একাকারা ?

২

জাহ্নবী।—

ফেনিল তরঙ্গ মোর উথলি উথলি চলে,
প্রশান্ত তোমার স্রোতে সুনীল আলোক জ্বলে ;
অসংখ্য তরঙ্গ-ভরা দুইটি পরাণ-স্রোত,
ঝক্ মক্ রবি-করে পুলকিত ওতপ্রোত,
এমন সুখের গতি পাশাপাশি হাসাহাসি '
তবুও তবুও বোন্ আকুল বিলাপরাশি ?
প্রাণে প্রাণে প্রেম-স্রোত ব্যাকুল মিলাতে কাম্না,
এমনি সে স্থূল বটে মরতে মানবী মায়া।
বহে' যাই এক স্রোতে উভয়ে একই টানে,
মিশাব সাগরে কাম্না অনন্তের মাঝ খানে।

৩

যমুনা।—

তোমার কথায় সখি আমি কি ভুলিতে পারি,
শিরে যে ধরিল তোরে, তুমি না হইলে তারি !
মরতে 'অলকনন্দা' স্বরগেতে 'মন্দাকিনী,'
পাতালেতে 'ভোগবতী', ত্রিলোকগামিনী তুমি !
সুশুভ্র রজত বারি আপন উচ্ছ্বাসে ভাসে,
তোমায় বাঁধিতে আশা ক্ষীণ এই বাহুপাশে ;—

মরমে বিলীন হবে মরমের সাধ সই,
তুমি ধরা দিবে সখি ! এত প্রেম হৃদে কই ?

৪

জাহ্নবী ।—

প্রেমময়ী, যমুনে লো, আপনে বিশ্বাস-হারা !
চির-বাঁধা অই তীরে বিশ্বের প্রেমিক সারা ;
আজো তার তনুরাগ, তোমার অঙ্গেতে জ্বলে,
'নীলাঙ্গিনী' হয়েছ লো, যারে ধরি হৃদিতলে ।
বিশ্বের পীরিতি ধারা সখি লো, করিয়া পান,
আপনা ভুলিয়া গিয়া ক্ষুদ্র বলে' অভিমান ;—
তাই লো সজনি তোর, যাচিয়া এ আত্মদান !

শুধু নিয়ে যাব গৃহে

শুধু নিয়ে যাব গৃহে ।—দিয়ে যাব কি ?
জীবন খাতায় জমা, কেবলি বাকী !
ওগো তোরা দিস্ নে, অমন ক'রে, তুলে দু হাতে,
আর আসিতে নাহিক সাধ, ফিরে এ পথে !
লও, লও, ফিরে লও, রহিব দীন ।
দিওনাক দয়া ক'রে জন্মান্ত-ঋণ !

দখিণা বায়ু

কোটি প্রণয়ীর সাধ মিশিয়া তোমাতে,
কোটি বিরহীর চিন্তা, অমি চ ও গায় ;

তাই তুমি যাও যবে পরশি দেহেতে,
সে সব মধুর চিন্তা চিন্তারে জাগায়!

ছায়া

তরুমূলে সাজাইয়া ফল ফুলে চারু ডালা,
তুমি কি কুসুম-নারী, শ্যাম রূপে দিক্ আলা?
সুশীতল কায়ে তব, কি মাধুরী অভিনব,
খুঁজিনু ধরণী সারা, কোথা নাই তব তুলা!
জগত পথিক মাতা, ভানুর প্রেয়সী তুমি,
জাগ্রতে নয়ন-পথে, মধুর স্বপন-ভূমি;
তোমার মধুর রূপে অমর-আভাষ ভাষে,
খেলিতে তোমারি সাথে, জোছনা মরতে আসে!

অতীত প্রান্তর

অতীত প্রান্তর তমসায় ঢাকা; ভবিষ্যৎও সেইরূপ।
বর্ত্তমান যেন তৃণ-আচ্ছাদিত গভীর বিরহ-কূপ!
জীবন যেন সে অন্ধ অজগর কূপতলে আছে পড়ি';
সময়-বিহঙ্গ মাথার উপর, ঘুরে ঘুরে যায় উড়ি!

বিদায়ে

হাসিতে যদি গো মানা মানে অশ্রুকণা,
হাসি তাই তাহারে চাহিয়া।
কিন্তু কে পারে রোধিতে সেই অবাধ্য যাতনা,
অশ্রুরূপে ঝরে যবে কপোল বাহিয়া।

বিদ্যাপতি

পশিলে তোমার অন্তঃপুরে,—
রৌদ্রে দগ্ধ দিবাচয়
হ'য়ে যায় শ্যামময়,
বসিয়া হোথায়, শ্যাম-সরোবর তীরে।
শীকর-সম্পৃক্ত-বায়,
শীতলিয়া দেয় কায়,
হৃদয়-কমল গন্ধ নাসারন্ধ্রে ঘিরে;
আঘ্রাণিয়া জাগে হিয়া হৃদয়-কুটীরে।
দেখাইয়া শত পথ,
পূর্ণ কর মনোরথ,
পবিত্র তীর্থের সাথী, হেন আর কে রে?
চল নিরখিতে শ্যামে, যমুনার তীরে।
এল এল মধুমাস,
কাজ নাই বেশ বাস,
আঁকা সে মধুর হাস, প্রতি শিরে শিরে;
চল নিরখিতে শ্যামে, যমুনার তীরে!
এখনো আহির-নারী,
লইয়া গাগরী ঝারি,
শ্যাম প্রতিবিম্ব তথা হেরে শ্যাম-নীরে—
তেমতি বিহঙ্গ-গীত,
কুঞ্জে কুঞ্জে উথলিত,
কম্পিত মাধবীলতা মৃদু বায়ে ধীরে।

শিহরিত কম কায়,
তেমতি কদম্ব ভায়,
ফলে ফুলে অলি ধায় মৃদু গুঞ্জরণে ;—
চকিত হরিণী-নেত্র বাঁশরীর স্বনে।
ত্যজি কুল লাজ বাধা,
অভিসারে চলে রাধা,
মুখর নূপুর রুণু ধ্বনিত চরণে।—
ত্যজিতে কি পারে শ্যাম সুখ বৃন্দাবনে ?
চল নিরখিতে শ্যামে, যমুনা-পুলিনে।

অদর্শনে—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

ভাবের দেহের মাঝে সদা তারে পাই গো,—
দেখিনে কেমন সে যে তাহে ব্যথা নাই কো!
নিবিড় মিলন-সুখে,
বাঁধা সদা বুকে বুকে—
কি সুধা ভাষার মুখে—পিয়ে তৃপ্ত তাই গো ;-
অমর আত্মার প্রেম, কায়া-ছায়া নাই কো!
জীবন অনন্ত নীর,
তন্ময়া বিরহ তীর,
তাহে ভিড়িলে প্রেমের তরী হারাই হারাই গো! -
অমর আত্মার প্রেম, কায়া ছায়া নাই কো।

---

৮ অক্ষয়কুমার দত্ত

জীবলীলা-পথে শ্রান্ত, কে ওই শায়িত পান্থ,
অলসে নয়ন দুটি পড়িয়াছে ঢুলে !
প্রকৃতি নিস্তব্ধ মত, বুকে যেন ব্যথা কত,
জাহ্নবী কূলেতে লুটি কাঁদে ফুলে ফুলে !
আশার অস্ফুট কলি, স্ফুটিত কমলগুলি,
শোভিবে কি আর ওই জীবন-মৃণালে ?
চিন্তার অঙ্কুরচয়, ফল-পুষ্পে শোভাময়
হবে কি কখন আর কোনো ধরাতলে ?
অথবা, ইহাই তোমার শেষ ; মানব-জনমোদ্দেশ,—
এক মুষ্টি ভস্মশেষ সুরধুনী-তীরে !
প্রেমসিন্ধু হৃদয়খানি, অমিয়া সিঞ্চিত বাণী,
সমুজ্জ্বল জ্ঞানমণি – সকলই বৃথা রে !
হায় ! কে কবে কি অবশেষ ! আঁধার ভবিষ্য দেশ ;—
রুদ্ধ তার দ্বারদেশ-চলে না দর্শন ।
কালের বিশ্রাম-ভূমে, নিদ্রিত অনন্ত ঘুমে,
কি জানি অক্ষয় আজি দেখ কি স্বপন !
কে বলে অক্ষয় ক্ষয় ? (জীবন বিশ্বের লয় !)
সাহিত্য-গগনে চির উজ্জ্বল দিনেশ ।—
মহাকবি বিশ্বপিতা, কে বুঝিবে তব গাথা,
এ নাট্য সমাপ্তি কোথা—নর-ভাগ্য-শেষ !

কেন রে ছিঁড়িল আজি

কেন রে ছিঁড়িল আজি, ভাবের সুতন্ত্রী রাজি ?
মুঞ্জরি উঠিতেছিল ভ্রমর-গুঞ্জর।—
এ কি ! কার হৃদি-তল হ'তে উঠি আর্ত্তস্বর—স্রোতে
ডুবায়ে ফেলিল যেন বিশ্ব-চরাচর !
কাটি হৃদি-বন্ধন চ'লে যায় প্রাণ-ধন ;—
পিছে ধায় জননী গোড়ায়ে !
কাঁপে মৃত্যু থর থর, সশঙ্কিত কলেবর,
মুক্তকেশী লয় বা ছিনায়ে।—
(দৃঢ় হস্ত পড়ে শিথিলিয়ে !)
ব্যথিত স্তম্ভিত প্রাণ, মধ্যাহ্নে তপন ম্লান,
নিভে যেন যাইল ধরণী ;—
সব শব্দ মূর্চ্ছাতুর, গভীর ক্রন্দন সুর,
কাঁপে শূন্যে একা হা হা ধ্বনি—
(ডাকে পুত্রে কাতরে জননী !)
কাঁদিয়া ডাকিছে মায়, যেতে যেতে ফিরে চায়,
মরণের আঁখি ছল ছল।
বিবশা সমগ্র ধরা, হস্ত পদ বলহারা,
অজ্ঞাতে ঝরয়ে আঁখিজল !

'সোণার তরী'র কোনও কবিতাপাঠে

এ যে মোর সেই ব্যথা, পরিচিত আকুলতা,
কেমনে সে গিয়ে হোথা, উঠেছে বিকশি ;

ছুঁই ছুঁই ধরি ধরি, যাহারে ধরিতে নারি,
মায়ামৃগ যেত সরি' দূ'র বনে পশি ;—
সে হোথা পড়েছে ধরা, গলে ভাষা ফাঁসি।
প্রভাতে, মধ্যাহ্নে সাঁঝে, নিরালা কি গৃহকাজে,
কাঁদিত হৃদয়-মাঝে যেই এক সুর।—
মুদিত কমলে যেন, অলির গুঞ্জর হেন,
নববধূ বুকে যেন প্রণয়-অঙ্কুর ;—
সে হোথা যৌবন ভরে, বিকশিত সপ্তস্বরে,
দিগন্ত আকুল করে শূন্য ভরপুর।—
যেন ঘোমটা ফেলিয়া দূরে, গিয়া রণ-ক্ষেত্র 'পরে,
নাচিছে উন্মত্তা বধূ লাজ করি দূর!
হেথা, অন্তরে যে ফল্গুস্রোত, নীরবে বহিয়া যেত,
সে হোথা তরঙ্গ-ভঙ্গে হয় চুর চুর,—
সভয়ে সরমে যে গো ছিল অন্তঃপুর!
যেন প্রলয়বন্যার নীর, ভাঙ্গি বাধা ভাঙ্গি তীর,
উথলি ফেণায়ে রোষে চলেছে ভাসিয়া ;—
দুই ধারে যাহা পায়, সকলি গ্রাসিয়া যায়,
ছোট বড় লঘু গুরু নাহি বিচারিয়া!
এত স্বাদ এত স্পর্শ, এত সুখ এত হর্ষ,
একটি জনম-বর্ষ পায় কি কখনো?
শত জন্মান্তের স্বাদ, জাগায়ে দিতেছে সাধ ;
করে ঘাত প্রতিঘাত কেন সে এখনো?
বুঝি বা সে ভাল করে' না করে' সম্ভোগ তারে,
রাখিয়া অতৃপ্ত দূরে এসেছ ছাড়িয়া—

তাই সে আকুল আঁখে হৃদয় পাতিয়া ডাকে,
আগে আগে বেড়ায় কাঁদিয়া।—
(দেয় সদা ফাঁকী দেখাইয়া।)
সৌন্দর্য্য সমষ্টি দিয়া গঠিত মানব হিয়া,
তবু কেন এ তৃষা বেদনা ?
কি নাই ইহার মাঝে, জগত সে ধরিয়াছে,
তবু, নাহি তৃপ্তি অশ্রান্ত কামনা।
(ভিন্ন ভিন্ন লালসা চেতনা।)
এক বর্ণ গন্ধ গীত দিয়া ধরা নিরমিত,
তবু তারে কত মতে চাই।
যথা, এক পয়ঃসার ;— নবনীত, তক্র, আর
ক্ষীরের আস্বাদ তাতে পাই।
কোথা এ বৈচিত্র্য মূল ? কভু কি যাবে এ ভুল,—
কোন কালে তাহাও না জানি।—
এমনি অশ্রান্ত তৃষা, এমনি আকুল ভাষা,
কাঁদিবে কি চির সে এমনি।—
যথা, ছিন্নমস্তা হায়, আপনে আপনি খায়,
হৃদয়-রুধির করে পান।
তথা এ ঘোর বাসনা-রাহু, গ্রাসী স্বীয় পরমায়ু
আপনে আপনা করি পান ;—
কেবল বিস্তারি হাত, করি লুব্ধ দৃষ্টিপাত
কত বার হবে অবসান ?
কিবা, দিনে যথা তারা পাঁতি, লুকায় আপন ভাতি
অম্বরে নেহারি দিনকর ;

এ অতৃপ্ত সুখ দুঃখ সংক্ষুব্ধ অর্ণব বুক,
তথা হেমন্তের হইবে নিথর ?
লভিবে সম্পূর্ণ দীপ্তি, কোথায় পাইবে তৃপ্তি,
এই চির সংক্ষুব্ধ অর্ণব ?
উন্মত্ত ঝটিকা ঘোর, তন্দ্রায় হইবে ভোর,
থেমে যাবে সব কলরব।
যা দেখি দু নয়নেতে, শুধু কি উহাই পেতে
এ তীব্র মিলন আকুলতা ?
ওদের মাঝার দিয়া আর যারে চাহে হিয়া,
কে দেবে সে প্রিয়ের বারতা ?
হায় কে কবে সে গুপ্ত প্রেম-কথা !

নবজাত পৌত্রের প্রতি

কে তুই ? খসা তারাটির মত,
ঝরা পাতাটির মত,
খসিয়া পড়িলি কোথা হ'তে—
ভেসে এলি সৃজনের স্রোতে।
অনন্ত কালের দেশে,
কত নব নব বেশে,
কত কাল ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
এলি আজ এখানে নামিয়া।—
এমন কত না পাহু,
জনম-বিটপী-মূলে,

এসে বসেছিল স্নেহচ্ছায়, --
আজি তারা কে জানে কোথায়!
সেথা, অতীতের বেলাভূমে,
বিস্মৃতির পারাবার
ধুধু ধুধু, শুধু বহে' যায়,
তাই, নিতান্ত নবীন তুমি,
কিবা চির পুরাতন—
জানিবারে উৎসুক হৃদয়,
মৃণাল-সূত্রের মত,
কভু কি গ্রথিত ছিল,
অনন্ত কালের সাথে নব পরিচয়।
মধুর ক্রন্দনে তোর,
আলয় আনন্দে ভোর,
হাসিতে উথলে অশ্রুজল;
তোরে, কে পাঠালে কোথা হ'তে বল্?
তবে, জ্বালাও প্রদীপ শুভ,
সূতিকা-বাসরে আজি,
দুয়ারে ছড়ায়ে দাও লাজ;
নব পান্থটিরে সবে,
নূতন আনন্দ-নীরে,—
অভিষেক ক'রে লহ আজ।
বাজারে মধুর শঙ্খ,
মঙ্গল আরতি করে,—
নবীন পথিকে নাও গেহে;

কোমল উত্তপ্ত নীড়—
জননীর ক্রোড় পরে,
তুলে দাও সুকোমল দেহ।
মায়ের করুণ আঁখি
বর্ষিবে করুণা ধারা
সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে;
পিতার নয়ন দুটি,
সতর্ক প্রহরী সম,
রক্ষিবে বিপদে পদে পদে!
যে তোরে পাঠালে পান্থ,
তাঁহার মঙ্গল-দৃষ্টি
চিরদিন জেগে রবে মুখে;—
তবে, পীযূষ-পূরিত স্তন,
আনন্দে আননে ভরি,
ঘুমাও নির্ভরে তুমি সুখে।

———

চোর

কোথা হ'তে এলি তুই, ওরে ওরে ওরে চোর,
সর্ব্বস্ব লইলি হরি যাহা কিছু ছিল মোর।
কোলের উপরে বসে'
হৃদয় লইলি চুষে'—
বুকেতে কাটিয়া সিঁধ, এমনি, সাহস তোর;
কোথা হ'তে এলি ছুঁদে রে ক্ষুদে সিঁধেল চোর।

কিছু থুতে সাধ নাই,
সকলি তুহার চাই ;
মুখের তাম্বুল টুকু,
সিঁথির সিন্দূর টুকু,
গলার হাঁমুলিহার—বাহুর কনক-ডোর ;—
চাই আকাশের চাঁদ কপালের টিপ তোর।

হায় রে সিঁধেল চোর,
আরো নিতে বাকি তোর।
নয়নের নিদ্রা নিলি, উদরের ক্ষুধা,
তৃষার পানীয় নিলি, নিলি স্নেহ-সুধা।—
নিলি যৌবনের চারু
কান্তি মনোহর ;
মরমে কাটিয়া সিঁধ
নিলি সর্ব্বস্তর —
কোথা হ'তে এলি তুই রে ক্ষুদে তস্কর !

নেই ভয় নেই শ্রান্তি,
অম্লান কুসুম কান্তি,
গুড়ি গুড়ি হামাগুড়ি এ ঘর ও ঘর।—
বঙ্কিম অধরপুটে
দুধে দাত দুটি ফুটে ;—
পলকে পলকে ছুটে হাসির লহর।
ভূত ভবিষ্যৎ নিলি,—
নিলি বর্ত্তমান ;

হরিলি সমগ্র ধরা
জগতের প্রাণ ;
আপনা হারায়ে শেষে হলি ভাবে ভোর,—
কোথা হ'তে এলি তুই ওরে ক্ষুদে চোর !
এই কান্না এই হাসি,
রোদ বৃষ্টি পাশাপাশি ;—
গলায় তুলিয়া দিয়া কচি বাহু-ডোর,
সর্ব্বস্ব লইলি হরি ক্ষুদে ডুঁদে চোর !

শৈশবে

ওই, পাতা হ'তে, ঝ'রে পড়িল শিশির,—
বিমল জীবনে ভাতি ;
মোর, এমনি প্রভাতে, কোমল আলোকে,
পোহাবে জীবন রাতি ।—
আমি স্বচ্ছ শৈশবে অমনি করিয়া
ঝরিয়া পড়িব ভুঁয়ে !—
প্রতপ্ত যৌবন, জরার আঁধার
পাবে না যাইতে ছুঁয়ে ।

যৌবনে

ওই, নিদাঘ বিহান পুষ্পিত বেলা—
উন্মাদ গন্ধ স্রোতে,
আমি, ফুটায়ে ঝরিব, ফুটিয়া মরিব,
নিমেষে নিমেষ গেঁথে ।

রাখি, আকুল তিয়াষা পরাণে পরাণে—
স্বপ্ন বাঁধন ডুরি—
মোর, মধুর পরাগে মধুপে মাতায়ে,
হাসিয়া পড়িছে ঝরি।

প্রৌঢ়ে

যবে, অবসানে দিবা স্নিগ্ধ সান্ধ্য বিভা
ফেলিবে ধরারে ছেয়ে ;
ফুটিবে আকাশে কিরণ-উজলা,
সোনার তারকা মেয়ে ;
মোর, চেয়ে তার পানে জীবন-তারকা
খসিয়া পড়িবে ঝরি।—

স্থবিরে

—আমি শুক্ল পলিতে, শুভ্র নিশীথে
যাব, আলোক-সাগরে মরি !

জীব ও মৃত্যু

১

তিল তিল ক'রে নিশি দিন ধরে' জীবন করিয়া ক্ষয়,
শেষ সমুখেতে নিরখি মরণে কেমন উদিল ভয়।—
বিশীর্ণ জীবন ক্ষীণ হাত দিয়ে তনুটি জড়ায়ে ধরে'
বলে—"যাও যাও আর কিছু দিন রেখে যাও দয়া করে।"

এখনও আমার এ জগৎখানি, কিছুই হয়নি দেখা ;
উদার আকাশ শ্যামল ধরণী, শত মধুরতা মাখা।
যে দিকেতে চাই মুগ্ধ হ'য়ে যাই বিভোর নয়ন মন ;—
শত সাধ আশা হৃদয়ের মাঝে রহিয়াছে সঙ্গোপন।
সুখের দিবস একটি আমারে দেয়নিক কেহ ঋণ ,—
জনম অবধি চিরদিন আমি যদিও সে দীন হীন;—
বিফল বাসনা যদিও আমার হৃদয়ে বেঁধেছে ঘর ;
বিষাক্ত নিশ্বাসে পঞ্জর আমার ক'রে দেছে জর জর ;
তবু, চীরবাস পরি জীর্ণ শয্যা 'পরে, আশায় পোহাই রাতি ;
সেই সুখ মোর সেই সরবস্ব—আঁধারে একটি বাতি।
ওগো, এ আলোকশিখা নিভে যবে যাবে—সেই দিন দয়া ক'রে,
দিও দরশন, হবে না বিলম্ব আজি রেখে যাও মোরে।"

২

"ব্যর্থ হবে না আগমন মোর সাধিয়া এনেছ যবে,
ডেকেছিলে তবে কেন সে আমারে তেমন করুণ রবে ?
সহিতে পারি না, জীবের যাতনা, নিয়ে যাই বুকে ক'রে,—
প্রিয় হ'তে প্রিয় আমি সে সবার, চেনেনাক কেহ মোরে।
জানি সে সয়েছ মর্ম্মভেদী ব্যথা জীবনেতে অনিবার ;—
পূত আত্মা তব পাবে আজি তার সমুচিত পুরস্কার।
এস, ত্যাগ ক'রে ও জীর্ণ আবাস, কি হবে হেথায় থাকি ?
একান্ত নির্ভরে ধর কর মোর মুদিয়া যুগল আঁখি ;
মুহূর্ত্তেকে সেতু ক'রে দিব পার, উত্তরিয়া পর পারে,—
নবীন জীবনে, নবীন আনন্দে, বরিবে নূতন ক'রে।"

"না না, সর দেব, বেঁধ না আমারে শীতল ও বাহুডোরে,
এ সুন্দর ধরা হইবে ছাড়িতে ভাবিতে কেমন করে!
একান্ত বিশ্বাসে নিতান্ত নির্ভরে জন্মাবধি যার বুকে
রয়েছি,—ছাড়িব কেন সে তাহারে—কোন্ অনিশ্চিত সুখে?
তোমারে হেরিয়া জীবের যখন এত সে লাগিছে ত্রাস;
কেমন করিয়া বল হে অন্তক, করি তোমা বিশোয়াস!
যদিও সে জানি হইবে যাইতে এক দিন তব পাশে,
জানি সে যদিও রাখিবে না ধরা বেঁধে চির-স্নেহ-পাশে;
তবু ছাড় দেব, এবার আমারে- দিয়ে যাও অব্যাহতি,
মধুর যৌবনে ছাড়িব কেমনে এ হেন সুন্দর ক্ষিতি;
যবে আশানীড় খসিয়া পড়িবে হৃদয়-বাঁধন হ'তে;
ভাসিয়া যাইবে সুন্দর যৌবন প্রবল জরার স্রোতে,
স্ববশ ইন্দ্রিয় হইবে অবশ, দীপ্তিহীন আঁখি দুটি;
সেই দিন এসো, যাইব সন্তোষে,—লইয়া হেথায় ছুটি।

মানবের প্রতি নদীর উক্তি

কেহ প্রেম-ডোরে, বেঁধনাক মোরে,
বন্ধন সহিতে নারি;
লয়ে পূর্ণ হিয়ে, চলি বেগে ধেয়ে,
স্নান পান কর বারি;
বিপুল গগন, নেহারে আনন
আমার হৃদয় মাঝে;

শত শত তারা, রূপে মনোহরা,
হের মোর হৃদে রাজে ;
তীরতরুছায়া, হেলে দোলে কায়া,
খেলা করে মোর বুকে ;
পূরণিমা নিশি, রাশি রাশি হাসি,
ঢেলে দেয় মনসুখে ;
সন্ধ্যার আঁধার নিয়ে ব্যথা তার,
এ হৃদয়ে পায় স্থান।
ধীরি ধীরি ধীরি, চ'লে যায় তরী,
উপহার দিয়ে গান।
কত সুকোমল, ফুল সুবিমল,
আমাতে ভাসায়ে কায়,
মৃদু মৃদু হেসে, কত ভালবেসে,
সাথে সাথে ভেসে যায়।
ধীরে ধীরে ধীরে মিশে মোর নীরে,
কত পূত অশ্রুকণা,
প্রতিদিন কার প্রেম উপহার,
পাই কত রত্ন নানা ;
ঝটিকা উন্মাদ, করিতে বিবাদ,
ছুটে ছুটে আসে পাশে ;
নেহারি তরঙ্গ রণে দিয়া ভঙ্গ,
পলায় উর্দ্ধ-শ্বাসে।
কি জানি কি চায়, কহে না আমায়,
বুঝি চাহে প্রেমনিধি ;

ছিন্ন ভিন্ন ক'রে, চাহে দেখিবারে,
টুটিয়া রমণী হৃদি ;
কত সুকোমল, তনু সুবিমল,
আমাতে ভাসায় কায়া ;
হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রেম অনুভবে,
যেন তারা মোর ছায়া ।
মূঢ় পরবত, আগুলিয়া পথ,
মোর গতি দেয় বাধা ;
যে চিনে আমারে দেখে থেকে দূরে,
শুনে মোর প্রেমগাথা ।
পেলে পরে হিয়া, লই ভাসাইয়া—
আমার স্রোতের নীরে ;
এই মোর ধর্ম্ম, এই মোর কর্ম্ম,
কে পারে বাঁধিতে মোরে ?
ইথে সুখ কত, চির অনুগত,
তোমরা বুঝিবে না ত ?
স্বাধীন এ হিয়া, আছে জয়ে জীয়া,
বন্ধনে তখনি হত !
তুমি কে গো বীর, কি হেতু অধীর,
বন্ধন করিতে মোরে ?
আমার এ প্রাণ, শোভা বেগবান !—
বাঁধিলে যাইবে ম'রে !

প্রাবৃটে

কার লাগি ফুটেছিল নয়নে তাহার
বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাগ ;—কার পুণ্যফলে !
দরিদ্র হিয়ার তৃষা না মিটিতে কার,
কোন পাপে হ'ল লীন নীল অস্তাচলে !
তবু সে অতুল রাগ ক্ষণ করি পান,
স্বর্ণ-বর্ণ হয়ে গেছে সূর্য্যমুখী-প্রাণ।
এখন ধরণী সারা ঘন অন্ধকারে
আচ্ছন্ন যদিও তবু সেই দিকে চায়,—
দু ফোঁটা শিশির-অশ্রু দুটি আঁখি'পরে,
আকুল হৃদয়খানি দেখাইতে তায় !

বিস্মৃত প্রবাসীর প্রতি

নীরব আবেগে সখা ! নিতি যে তোমার পাশে,
সূক্ষ্ম সূত্র পথে গতি—করে দূর পরবাসে,
তারে কি চিনিতে পার হৃদি অভিজ্ঞান দিয়া ?
প্রশান্ত সন্ধ্যার সম, ছায়াচ্ছন্ন মৌন হিয়া !
মিশে যে সন্ধ্যার মাঝে কত বার অলখিতে,
লভে ও পবিত্র স্পর্শ আঁখি চাপি দুটি হাতে,
তারে কি চিনিতে পার সূক্ষ্ম অনুমিতি দিয়া ?
হৃদয় আচ্ছন্ন করে, তাহার আঁধার হিয়া !
উদ্বেলিত করে চিত্ত যে তোমার নিরজনে—
তাহার অয়স স্পর্শ, কঠিন ও লৌহে টানে ?

সরযূতীরে

হেথা সৌন্দর্য্যের জালখানি বিস্তার করিয়া,
তার মাঝে ব'সে কোন অনন্ত সুন্দর ?
লভিতে পরশ তার, সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া,—
আবেগে আকুলি হিয়া, উঠে নিরন্তর।
সদা, হৃদয়ের পান-পাত্র পরিপূর্ণ ক'রে—
করি পান ;—নিতে যাই, পিয়াতে সবারে !
কিন্তু, মুঠায় জোছনা যথা দেয়নাক ধরা,
তথা, এ শোভা, এ দীন ভাষ ধরিবারে নারে !
মনে হয়, পুণ এ শোভার মাঝে, দিয়ে ডুবাইয়া,—
আপনারে, রাখি যেন, চির মগ্ন করে,
উন্মুক্ত দিগন্ত হেথা,—নহে অন্তরাল,
আবদ্ধ গুটির মত, মরে না জীবন ;—
স্বরচিত অবরোধ, অপূর্ব্ব দেয়াল,
আপন সমাধিকারা, আপনি রচন !
হেথা, অনুকূল দিনগুলি থাকে না বাধিয়া,—
কঠিন নিগড় মত, কোমল চরণে !
স্নেহময়ী শ্বশ্রূ মত সস্নেহে হাসিয়া,
সাজায়ে বধূরে নিত্য—নব আভরণে !
মনে পড়ে, জ্যোৎস্নাস্নাত সেই গ্রামখানি !
প্রথম সৌন্দর্য্য-দৃশ্য বালিকা-নয়নে,
দোলপূর্ণিমার নিশি ! সঙ্গীতে ধ্বনিত,
মুখর নূপুরগীতি—ক্বণিত চরণে !

মনে পড়ে গরবিণী সে রমা-রতনে!
—উদ্বেলিত যৌবনের তরঙ্গ-হিল্লোলে!
সেই, অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছ্বসিত, সপ্ত জয় ধ্বনি!—
বিজয়-নিশান চারু চঞ্চল অঞ্চলে!—
রূপসীর মেলা যথা শুভ পর্ব্ব দিনে,
ছেয়ে দেয় পুণ্য মঠ, সুষমা বিস্তারি—
তথা, এ আনন্দ-মঠে, সুখ-স্মৃতিগুলি
একেবারে ভিড় ক'রে আসে সারি সারি!

প্রকৃতি

সারাদিন ধ'রে তুলি তোমার সৌন্দর্য্যগুলি,
নিভৃত মানস-পটে, নিতেছি আঁকিয়া;—
তোর, নবীন নীরদ মাল,— এলায়িত কেশজাল;—
একেবারে ফেলিয়াছে আমারে ঢাকিয়া।
সখি! তোমার অতুল রূপে ভ'রে গেছে হিয়া!
ঐ, মধুর জোছনা হাসি, মরমের মাঝে মিশি!
অরুণ অধর-রাগ নিত্য করি পান—
গাহি আমি ক্ষুদ্র কবি, নিত্য নব গান!
নিয়ে ঐ রূপভরা, আমার গরব করা,
তোরে নিয়ে গরবিণী মোর খ্যাতি মান!—
ঐ তোর কালো আঁখি, মোর গীতে মাখামাখি!
নিরজনে হানাহানি কটাক্ষের বাণ;
কাড়াকাড়ি ও মাধুরী, সদা সর্ব্ব স্থান।
তোরে নিয়ে গরবিণী মোর খ্যাতি মান!

তোমার অতুল রূপে ভ'রে গেছে প্রাণ।
কেহ বেচে চুরী করে, কেহ কিনে রাখে ঘরে,
তোর ধনে ওগো রাণী মোরা ধনবান ;
তোরে নিয়ে গরবিণী—যত খ্যাতি মান !

ছবি

বৈশাখে দুপুর বেলা রোদ্দুর প্রখর ;
—আলো যেন অগ্নি মাখি
ঝলসি ফেলিছে আঁখি—
থাকিতে পারি না তবু রুদ্ধ ক'রে ঘর।
কল্পনা নন্দন-বনে
বিরাজিছে কুঞ্জকোণে,—
আলসে শিথিল তনু মুদিত নেত্তর !
নিদ্রাহীন মম আঁখি ;
ভাবিলাম ডাকাডাকি—
কাজ নাই ক'রে, বড় ঝাঁই ঝোঁয়ে রোদ !
ভেবে শিষ্ট-শান্ত হ'য়ে
বসিলাম তুলি নিয়ে ;—
এ সময়ে ডাকে যেবা সে বড় নির্ব্বোধ !
সম্মুখে জানালা খোলা,
অনিলে অনল ঢালা,
হু হু ক'রে উড়ে ধূলা, শূন্য পথ ঘাট ;—

কাকগুলা করে কা, কা,
অঙ্গনে করবী-শাখা
দুলিয়া দুলিয়া একা করে কোন নাট।
ভাবিলাম কি বা আঁকি ?—
ঘর, বাড়ী, গাছ, পাখী,
কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া, এঁকেছি বিস্তর।
প্রাণ করে ছট্‌ ফট্‌,
মনে আসে নদী-তট,—
সব চেয়ে প্রকৃতির সে শোভা সুন্দর!—
স্থির হ'ল নদী তীর!
চিত্রিব সে নীল নীর,
কোথা ঘন নীপশ্রেণী, কোথাও বিরল;
কিন্তু আছে এক বাধা,—
এ মধ্যাহ্নে কোন রাধা
আসিবে না নিতে কভু এক ঘড়া জল!
আঃ ছি ছি একি ভুল!
আঁকিতে আঁবিতে কূল,
প'ড়ে যাবে, রবে নাক একটু রোদ্দুর;
লয়ে' মলয়ের ডালা,
আসিবে বিহান-বেলা,
করাবে গৃহের বার কুলের বধূর!
তখন আশ্বাস পেয়ে,
বসিলাম তুলি নিয়ে,—
আঁকিলাম স্থির নীর—তার উরসে—

তরুছায়া আঁকা বাঁকা
আঁকিলাম মসী-মাখা ;—
দূর দিগন্ত-রেখা তরু তমসে !
নদীবুকে নুয়ে শাখা
নেহারে মূরতি বাঁকা,
উড়ে পড়ে মাছরাঙ্গা আহার আশে।
আঁকিনু গাছের গুঁড়ি,
তদুপরি ব'সে বুড়ী—
মাথাটি শোণের নুড়ী—শফরী ধরে ;—
ওপারে দাঁড়ায়ে জেলে,
জালটি ঘুরায়ে ফে :,
নির্ভীক মরালদল নীর-বিহারে।
ওই যাঃ হ'ল না আঁকা
আধেক ঘোমটা ঢাকা,—
মধুর আনন রাকা গাছের তলে !—
মৃণালে বেষ্টন করা,
কক্ষেতে কলস ভরা,
কানায় কানায় জল, চলকি চলে !
আনমনে কোথা থেকে,
বুড়ীটা ফেলেছি এঁকে,
ছিপে ক'রে ধরে মাছ নদীর জ:লে।
সবারে ডাকিছে কবি,
কে নেবে আইস ছবি,
নে'ব না নেবে না কেহ অমনি দিলে !

মনোতুঃখে সকাতরে,
বাঁধায়ে রেখেছি ঘরে,
কেহ নাহি দেখে চেয়ে বারেক তারে ; –
একটি সুন্দরী সখী,
দেখে বলে "বাহঃ একি ?"–
"আঁকিলে এমন ছবি কেমন ক'রে !"

ঈশ্বরী পাটনী

কি আছে তোমার নায়ে দেখি হে নাবিক !
নিত্য বেয়ে যাও তরী,
কভু না জিজ্ঞাসা করি,
তীরে ব'সে শুধু হেরি আঁখি অনিমিখ ,
এমনি গোধূলি বেলা,
নিত্য করি জল খেলা—
মরালী বিহরে নীরে তীরে ডাকে পিক্,—
চ'লে যায় তরীখানি ধিকি ধিকি ধিক্ !
শূন্য তরী দ্রুত পায়,
গেয়ে গীত ঘরে যায়,
সোনা হাসি মেঘে ভায় ঝুরে মরে দিক্ ।—
বহে' যায় তরীখানি ধিকি ধিকি ধিক্ !
আজি মাঝি কি পশরা,
নায়ে দিয়াছিস্ ভরা,
কেন উতলা মরম-হারা হৃদয়-পথিক ।—
কি আছে দাঁড়াও শুধু দেখিব ক্ষণিক !

মনে হয় যাহা চাই,
ও তরীতে আছে তাই,
হোথায় কি আছে ভাই পরশ-মাণিক ?
কি আছে তোমার নায়ে দেখি হে নাবিক !
কাষ্ঠতরী স্বর্ণময়,
যাহার পরশে হয়,
কি তপে সে পদ পেলি বল্ দেখি ঠিক।
কি জানি কি কর্ম্মদোষে,
রহিলাম তীরে ব'সে,
তুই বেয়ে গেলি হেসে দিতে শত ধিক্ !—
কি আছে তোমার নায়ে দেখি হে নাবিক !

নিশীথে কোন গায়কের প্রতি

গাও গো পরেরি তরে গীত নহে আপনার,—
রজনী জোছনাময়ী নিস্তবধ চারিধার !
অলসে জড়িত আঁখি,
চমকিত থাকি থাকি,
মধুর অলস সুর, কোথা ওঠে বার বার—
রজনী জোছনাময়ী নিস্তবধ চারিধার !
সে কেমন নাহি জানি,
মধুর সুকণ্ঠখানি,
ভেসে আসে আধখানি হৃদয়-মাধুরী তার—
রজনী জোছনাময়ী নিস্তবধ চারিধার !

যেন গো হৃদয় তার,
ব্যথিত বহিতে ভার,
ডাকিছে কাহারে সাথী আকুলিয়া চারিধার,
রজনী জোছনাময়ী সাড়া শব্দ নাহি কার !
কেন রে ও স্বর ঘাতে,
জল আসে আঁখিপাতে !
বুঝি বা এমনি রাতে, বাঁধা পড়ে হৃদি তার,
গাও গাও গাও তবে, নামায়ে হৃদয়-ভার,—
রজনী জোছনাময়ী, নিস্তবধ চারিধার !

নব-বধূ নীহারিকা

কেন রে নীরব হ'ল এ গৃহে সহসা
তোর নূপুরশিঞ্জিত রব মৃদু রুণ রুণি ;
কেন না জাগিল আর এ গৃহে তোমার,
নাসাগ্রেতে মুক্তাফল দোদুল্য মুখানি !
যেন, নীরব নিশীথে মৃদু বাঁশরীর রব
বারেক উঠিয়া গেল সহসা থামিয়া,
যেন গোধূলিতে চারুতার কনক মুহূর্ত্ত
উজলি ক্ষণিক গেল নিমেষে সরিয়া !
এক দিনে দুটি ফুল উঠেছিল ফুটে,
শুভ্র নিশি পৌর্ণমাসী আনন্দ-বাসরে,
এক দিনে দুটি ফুল ঝরে' গেলে টুটে,
কাঁদে দুটি শূন্য বৃন্ত গলাগলি ক'রে,

কি আছে রহস্য গূঢ় ইহাতে নিহিত,
মরণ ছাড়াতে নারে এমন সুহৃৎ!

দু'দিনের

ক্ষণ দেখা মৃদু হাসি, এই ভালবাসা বাসি,
এ কি নহে সুখ?
কোথা যাই, কিবা করি, লক্ষ্যহীন বক্ষ তরী,
নিয়ন্ত্রিত করে ধরি, ক্ষুদ্র সুখ দুখ।
নিত্যকার বেচা-কেনা, লাভের কণিকা নানা,
কে বলিবে গঠিছে না ঐশ্বর্য্য অতুল?
দুটি ফুল, দুটি পাখী, শ্বেত হাসি, কালো আঁখি,
জমিয়া রচিত না কি? সৌন্দর্য্য আকুল!
দু' দিন কি অবহেলা, দুটি কদলীর ভেলা
রক্ষা করে মগ্নোন্মুখে অতল অপারে,—
দু' দিনের সুখ-দুঃখ নহে বড় একটুক—
রচে স্মৃতি সেতুবন্ধ, জন্ম-মৃত্যু-তীরে!
দু' দিন ক্ষণিক ব'লে, মিছে মোছা অশ্রুজলে,
যায় ত রহিয়া,—
জননী অন্তরে যথা, শৈশবকাহিনী কথা,
রহে সে বাঁচিয়া।
আর যদি না আষাঢ় আসে, তাহারে তুলিবে কিসে,
নিদাঘ দহনে?
গম্ভীর নির্ঘোষ তার, পলে শত শত বার,
পড়িবে না মনে?

যদি না নূতন ক'রে ডাকে কুহু, পিকবরে,
ভুলিব কি তারে।
যে সুধা করেছে দান, যে সুরে বেঁধেছে প্রাণ,
খুলিতে কে পারে ?
নিয়ে পুরাতন ভব, মোরাই কি ব'সে রব,
যাব না সেথায় !
আবার নূতন ক'রে দেখিতে পাইব তারে,
পরিচিতে. কে ভোলে কোথায় ?
থাকিস না তবে দূরে, এই বেলা আয় স'রে,
দেখি মুখ খানি ধ'রে, দিনের আলোতে,—
আঁখিতে আঁখিটি রেখে, ভাল ক'রে নেই এঁকে,
যেন চির থাকে জেগে হৃদয়-পটেতে !
আয়, কাছে কাছে থেকে, আয়, প্রাণে প্রাণ রেখে,
ভাল ক'রে নিই মেখে, অমর পরশ ! —
হ'ক্ অন্ধকার কূল, হ'ক সুক্ষ্ম, হ'ক স্থূল,
কখন না হবে ভুল, পরিচিত রোমাঞ্চ হরষ !

অচেনা

এমনি বরষা দিনে, সেই গাথা পড়ে মনে,
ব'সে এক গৃহ-কোণে—দোঁহে নিরালায়।
কে জানে কেমন ক'রে, মিলেছিল একত্তরে,
আসিয়া সে পান্থ দুটি, দৈবাৎ সেথায়।
অবিরল জলধার, ঘনঘোর অন্ধকার,
রুদ্ধ বাতায়ন-দ্বার, চমকে বিজলী !

মুদিত বিষণ্ণ মনে বসিয়া গৃহের কোণে,
কেহ কারে নাহি চেনে, নিরখে কেবলি।
ক্রমে ঝড় বহে বেগে, অশনি গর্জ্জন রেগে,
ত্রাসে গৃহভিত্তি কাঁপে, ক'রে থর থর!—
সমীরে সলিলে খেলা, ঝড়ে পড়ে গাছ-পালা,
উড়য়ে কুঁড়ের চালা, ভেঙ্গে পড়ে ঘর!
পরাণে পরাণ টানে, দুঁহু চায় দোঁহা পানে;—
কাছাকাছি নাহি জানে হয়েছে কখন!—
—কখন পরশ লেগে, চেনা প্রেম উঠে জেগে,—
মিলায়েছে মুহূর্ত্তেকে, অচেনা দুজন!
হৃদয়ে চমকে ত্রাস, বদ্ধ দোঁহে দোঁহা পাশ;
মুখেতে সরে না ভাষ,—অন্তর আকুল!
নয়নে নয়নে চায়, কি জানি কি দেখি তায়
অধরে হাসিটি ভায় ভেঙ্গে যায় ভুল!

'দি রিট্রীট্'

(মধুপুর)

হেথায় আসিছে ভেসে, এ কার পরশ খানি?
জাগায় পুলক হেথা, কার পরিচিত পাণি?
পুষ্পিত এ কুঞ্জ-মাঝে, লুকায়ে কে রেখে দেছে—
মোর, যৌবন সুরভি মাখা, অতীত দিবস গুলি!
হেথা, মৃদুলে চামেলি বাসে, ফুল-সজ্জা মনে আসে;—
কবে, নবীন পুলক মাখা, ফুলের বাসর খানি!

সুদূর দিগন্ত নীলে, নীল শৈল শির তুলে ;—
নীল বস্ত্রাবাসে যেন বিশ্রামে প্রকৃতি রাণী !
মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড দিবা, নভঃ তপ্ত তাম্র নিভা ;—
গেয়ে চলে মৃদু গীতি গিরি-পদে কল্লোলিনী !
হেথায় আসিছে ভেসে—এ কার পরশ খানি !

সন্ধ্যায়

উজ্জ্বল সীমন্ত-মণি শোভিত শিরসে,
ধীরে ধীরে মৃদু পদে সন্ধ্যা নেমে আসে ;
নিবিড় তিমির কেশ চুম্বিত চরণা,
ধূসর অম্বরাবৃতা আনত-নয়না,
আরক্ত চরণ রাগ পশ্চিম গগনে
সুধীরে মিলায়ে যায় ;—ফিরে গৃহপানে
শ্যামল প্রান্তর হ'তে শ্রান্ত গাভীগুলি ।—
পরিব্যাপ্ত গ্রামপথে উত্থিত গো-ধূলি ।—
জ্বলে উঠে একে একে প্রাসাদের আঁখি
প্রদীপ্ত গবাক্ষ-পথে :—করে ডাকাডাকি
দিকে দিকে শত শঙ্খ মঙ্গল গম্ভীরে ;—
ত্রস্তগতি নভশ্চর গৃহে যায় ফিরে,
দিক্ বিদিক্ হ'তে সবে কুলায়ে আপন—
সারা দিবসের কাজ ক'রে সমাপন ।
গৃহে গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বালে কুলাঙ্গনা,
বেজে ওঠে আরতির মঙ্গল বাজনা ।

কুটীরেতে কুণ্ডলিত উঠে ধূম্ররেখা ;
সুদূরে মিলায়ে আসে দিগন্তের রেখা।—
হে নর, জীবন-যুদ্ধ ক'রে সমাপন
স্থির হও ক্ষণতরে ;—কর দরশন, —
প্রদীপ্ত যৌবন-গর্ব্ব খসে ধীরে ধীরে ;
ডুবিছে কেমনে ধরা গভীর তিমিরে।
পশিল দিবস এক কাল সিন্ধুনীরে,
কোন কার্য্য দিলে ওর দুটি কর ভ'রে ;
অতীতের কোষাগারে কি হলো সঞ্চয় ?
ভাব শুধু মুহূর্ত্তেক ;—বেশী কিছু নয়।—
প্রতিদিন ঝ'রে পড়ে জীবনের কণা,
রহিল অপূর্ণ কত সমুচ্চ বাসনা ;
কি ব্যথা জাগায়ে তুলে কোন্ বিফলতা ?—
কত দূরে নিয়ে যায় সান্ধ্য নীরবতা !

চন্দ্রালোকে

এই সুপ্ত চন্দ্রালোকে নিশীথ গভীরে
অঘোরে নিদ্রায় মগ্ন বিপুল জগত ;
—হর্ম্ম্য পার্শ্বে উপবন নিদ্রাতে মোহিয়া
পত্রে পত্রে দেখিতেছে মৃগাঙ্ক স্বপন।
টুপ্, টাপ্, দু একটি ফলের পতন—
—সুপ্ত সরোবর-বক্ষে ; মৃদু শব্দ তার

জানাইছে হৃৎপিণ্ড জাগিয়া তাহার।
কভু কোন বিহঙ্গের পক্ষ-বিধূনন,—
ছট্ ছট্ শব্দ তার উঠিয়া মিলায় ;
ঘুমন্ত চঞ্চুটি তার পরশিলে গাত্রে,—
অন্যে ভাবি . পাখসাটে আপনার প্রিয়ারে খেদায় !.
আকাশে আপন মনে জ্বলিতেছে তারা,—
কারা ওরা ফোটে নিত্য গগনের বুকে ?—
অযুত আঁখির ওই নীরব পাহারা !
কোন্ তস্করের লাগি তমিস্রার কূপে ?
ওরা কিরে প্রেমিকের উজ্জ্বল নয়ন ?
কি নীরব অভিনয় আঁখিতে আঁখিতে !—
(আত্মায় আত্মায় যেন কথোপকথন।)
নারে না ও নীলপাতে কনকের ফুল—
আঁখির সমষ্টি নহে ;—আমারি সে ভুল !
অস্থির পঞ্জরে মর্ত্ত্য-অতৃপ্তি বহিয়া,
মুক্তাকাশতলে মুক্ত প্রেমিকের হিয়া
তারকার রূপে ঐ পূতালোক জ্বলে
অসীম উদার শূন্যে ;—আকর্ষণবলে
সহস্র মধুর রশ্মি চ্ছুরিত করিয়া,—
শিখায় কৃপণ নরে প্রেমের প্রক্রিয়া।
মাঝে মাঝে এক একটি পড়িতেছে খ'সে,
তীব্র বেগে ধরণীর অভিমুখে এসে।—
ওরা সে আনিছে ব'য়ে কাহার বারতা ?—
কোন প্রয়োজন ওর আমাদের হেথা ?—

বুঝি সে বিরহী কোনও অমরনিবাসে
স্মরিয়া প্রিয়ার মুখ আঁখিনীরে ভাসে ?
নিয়া গেছে তৃষাকুল অতৃপ্ত হৃদয়,
সুখের নন্দনও তাই নহে সুখময় !
উদিত বাসন্তী নিশি ; উন্মাদ পরাণ—
পাঠাইতে প্রেয়সীরে প্রেম-অভিজ্ঞান !
দ্রুতগ তারার সাথে করিয়া সম্প্রীতি,
পাঠায় শর্ব্বরীযোগে দূত-পদে-ব্রতী ।
চলিছে বিশিখগতি ;—তির্য্যক-গমন,
স্বর্গের বিরহ-ব্যথা মরতে বহন !
কিবা নৈশ অভিসার কোন অপ্সরার,
মরতের পুণ্যবান পুরুরবা পাশে,—
স্বরগের প্রেম নাকি বড় গরিমার ?
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত মুহূর্ত্ত পরশে !
কিবা স্নিগ্ধ ছায়াপথ ; মৃদু মৃদু আলো,
বিন্দু বিন্দু জ্যোতিঃ-কণা—দৃষ্ট নহে ভালো ।
ওরা বুঝি শত জননীর অঙ্ক-ভ্রষ্ট নিধি ?—
নীল নভে রচিয়াছে কি সুধার নদী !

আবাহন

এস এস তুমি ছিঁড়িয়া বাঁধন সবেগে আপন ছুটিয়া,
নিয়মিত পথে কতই ভ্রমিবে, চির নিশি দিন লুটিয়া !
আমি চেয়ে আছি দেখিতে তোমার বিপুল শৌর্য্য গরবে,
রচি' শত গান দিবস নিশীথে, পাঠাই আবেগ নীরবে !—

ছি ছি ! অন্ধের মতন দ্বারে ব'সে ব'সে, কত নিশি দিন কাঁদুনি,
কে দিবে তোমার ঈপ্সিত রতন করে তুলে বল, তা শুনি ;
ঝটিকার মত এস উচ্ছৃঙ্খল—উদ্দাম বেগে ছুটিয়া,—
দস্যুর মতন পড়িয়া ভাণ্ডারে নাওনা রতন লুটিয়া।
কেবলি ঘুমাবে কোমল শয়নে শ্যাম বাহুলতা গলায়ে ;
মধুর যামিনী বিলাস সলিলে কত আর রবে তলায়ে !
শুধু মৃদু গীতি মধুর ছন্দে জাগে যে অলস কামনা,
প্রলয়ের তালে কে পারে বাজাতে গুরু গম্ভীর বাজনা ?
স্থির সৌদামিনী মেঘের মাঝারে থাকে সঙ্গোপনে নিভৃতে,
হাঁকিলে অশনি কড় কড় কড় —আসে সে আহবে মাতিতে !

মানব-জনম

পাইয়াছ পথ যদি
যাইবারে শান্তি-ধামে,
আর, চেয়ো না সংশয়ে ফিরে,—
পশ্চাতে দক্ষিণে বামে।
বিশ্বাসে করি নির্ভর,
হও অগ্রে অগ্রসর,
কাঁদুক লালসা আশা
ডাকিয়া তোমার নামে।
ধ্রুবে লক্ষ্য রাখি স্থির,
তরহ সংসার নীর,
পাইবে অমৃত তীর -
ঘূর্ণিপাকও যাবে থেমে।

কোথায় ?

ভেঙ্গেছে স্বপন, আজো যায় নি স্বপন ঘোর ;—
অন্বেষিয়া ফেরে হিয়া কোথায় সে মনোচোর !
সে নাই চলিয়া গেছে আপনা বিলায়ে দিয়া—
তাই সমীরে, আলোকে, শূন্যে, জলে, স্থলে, খুঁজি পিয়া !
কোথায় যে আছে মিশে সে সুতনু পরমাণু ?
আবির্ভাবে রূপ সে গো তিরোভাবে সূক্ষ্ম অণু ?
কত সে সুতনু অণু গিয়াছে ধূলাতে মিশি,
তা হ'তে ফুটিছে কত নবীন মূরতি শশী !
দেখিনে কখনো যারে, চিনি না কখনো যায়,
হয় ত বা পরিশিষ্টে তারি এ আমার কায় ?
পরশন করি না ক পর ভেবে যারে ভুলে—
কে জানে সে পরম্পরা বাঁধা ছিল কি না মূলে ?
সবারে ফেলিয়া কেন নেহারি উহার মুখ !
হয় ত আমার কিছু আছে ওতে একটুক ?
অকারণে কারো পানে পারে না ছুটিতে হিয়া,
বিবিধ ধাতুর মাঝে আকর্ষে চুম্বকে লোহা।
পাই না খুঁজিয়া থাই, যত তাই গণ্ডগোল ;
এ যেন সকলে মিলে শুধু গোলে হরিবোল !

কারে ভালবাসি ?

'কারে ভালবাসি ?'—
শুনে স্বপ্নোত্থিত মত, চকিতে নিশ্বাসি

চাহিনু প্রথম যেন আপনার পানে ;
কারে ভালবাসি ? তার চলিনু সন্ধানে—
অনন্ত অকূল বক্ষে মহাশূন্য ভাতে,
সুপ্ত চেতনার স্রোত গভীর নিদ্রাতে,
মায়াহীন কায়াহীন অনাদি নির্ভুল,
হীন আদি অন্ত মধ্য, আনন্দ অকূল ।—
কেমনে জন্মিল ব্যথা ? ক্ষুদ্র ব্রণ-কণা
ভালবাসা,– কোথা হ'তে লভিল চেতনা ?
সাথে সাথে এল চ'লে আনন্দের ভুল,
কোটি কোটি জড়, জীব, ব্রহ্মাণ্ড বিপুল ;—
আকাশে অযুত তারা—জীবেতে বাসনা ;
বাসনায় কর্ম্ম-জন্ম, জন্ম, মৃত্যু নানা ;
লজ্জা. ক্ষমা, ক্রোধ, দম্ভ, দ্বেষ, অহঙ্কার,
অণু. পরমাণু, ক্ষুদ্র বিরাট আকার ;
বাসনায় ভেদাভেদ আকৃতি প্রকৃতি,
সুন্দর কুৎসিত কিবা নীচ উচ্চ জাতি ।—
আকাশে অসংখ্য তারা হাসে জ্যোতিঃ হাসি ;
বড়ই কঠিন প্রশ্ন,—কারে ভালবাসি ?

চাহিনু দিগন্ত পানে ;—পড়িল নয়ানে
ঘন শ্যাম নীল-রেখা, বাহুমালা দিয়া
ধরেছে বেষ্টন ক'রে মহাশূন্য হিয়া ;—
পড়েছে গড়ায়ে নভঃ নীল ছত্র শিরে ।

ক্ষীণদৃষ্টি বাধা পেয়ে এল কাছে ফিরে ;
চাহিনু ধরার বুকে,—অন্বেষ-কাতর।—
শত জনপদ, গিরি দরী মনোহর,
আসিল সম্মুখে ভেসে, শত বিত্ত নিয়ে,—
রহিনু অবাক হ'য়ে বিস্ময়ে চাহিয়ে !

তবু পূরিল না প্রশ্ন ? এ বটে সুন্দর—
কিন্তু, পাষাণে অঙ্কিত রূপ অচেত প্রস্তর !
সে কি ! চেতনার কল-স্রোত অনন্ত কল্লোল
দিবা নিশি বক্ষে যার তুলিতেছে রোল,
যে তোমারে স্বীয় হৃদে দেছে প্রিয় বাসা,
তাহারে বাস না ভাল ?—একি সত্য ভাষা ?
তবু পূরিল না প্রশ্ন ! 'কারে ভালবাসি ?'
দেখিনু অতীত দূরে হাসে ম্লান হাসি !
চাহিনু তাহার পানে সনীর নয়ন,
ছায়াচ্ছন্ন মৃদু ভাতি, চিনিনু তখন,
বিস্ময়ে বিহ্বল হিয়া, করিল জিজ্ঞাসা,
না মিলিল প্রশ্নোত্তর।—এও সত্য ভাষা !
সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিল বর্ত্তমান,
স্নেহমাখা মুখগুলি করিল প্রমাণ ;
কহিনু চাহিয়া মুখে, এরে ভালবাসি।—
কোথা হ'তে খল হাসি উঠিল উচ্ছ্বাসি !

প্রেমের অমর ধামে কোথায় বিচ্ছেদ ?
কভু কি দেখেছে কেহ আলো ছায়া ভেদ ?

যবে বিশ্বধাত্রী ক্রোড়ে ঘুমাবে জগত,
তখন কি রবে জেগে ভূত ভবিষ্যৎ ?
জাগাতে রহিবে জেগে কোন স্পর্শমণি—
সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান ;—মৃত সঞ্জীবনী ?
ধীরে ধীরে এল নীরে ভ'রে দুনয়ন—
চমকি আপনা পানে করি নিরীক্ষণ ,
মায়াবদ্ধ কায়াবদ্ধ অনিন্দ্য সুন্দর,—
দীপাধারবর্ত্তী যথা দীপ মনোহর !
সেই আমি আপনারে করি নিরীক্ষণ
—কহিনু, বাসি না ভাল কাহারে এমন !

প্রশ্ন

কত কত শৈশব, হোয়ত বিগত,
হামার দেহ কিনারে !
কত শত যৌবন, তরঙ্গ প্রবাহিত,
ছাপল তনু আধারে !
কত দেহ ভাসল, কত হিয়া হাসল,
হেরয়ি সুন্দর শোভা ;
পুনঃ কাশ চামর সম, শির কত পাওল
অমল ধবল পলিতাভা !
জন্ম, মৃত্যু শত, ঢুঁরত বেরি বেরি,
ছয় ঋতু কাল সমানা,
গুপ্ত জনম বীজ লুপ্ত ন হোয় রে,
কো জানে কোন সীমানা ?

তালী-কুঞ্জ মাঝ, সরল দ্রুম কভু,
মুখরিত সান্ধ্য অনিলে,
কভু, রসাল শাখ পর, মুগ্ধ বিহগ-বধু,
কুজিত কানন নীলে !
কভু, স্বচ্ছ শীততোয়ঃ পূর্ণিত দীর্ঘিকা,
কুঞ্চিত তরঙ্গ নীরে !
শ্যাম-সাযরে কভু, রাজহংস-বধু,
ভাসত আনন্দ নীরে !
বনচ্ছায়া তলে, সুপ্ত হরিণী কভু,
সুন্দর শাবক যুতা,
কভু, নীল শৈলকায়ে ঝর্ঝর নির্ঝর,
মুকতা মাল ভূষিতা !
পথ পার্শ্বে কভু কাল ভুজঙ্গিনী,
বিস্তৃত ফণ করালা !
সান্ধ্য আকাশে কভু, কিরণরঞ্জিত
সুন্দর জলদ-মালা !
এমতি কত শত, জনম পাওত
ফিরত অনন্ত কূলে ;
কো আমি কো আমি, পুছত বেরি বেরি,
উত্তর কথি ন মিলে।
কো হাম্ কো তুঁহু, পুছত বেরি বেরি,
বাত ন বোলতু পিয়া !
সাধি সাধি লাখ জনম গোঁয়ায়নু,
কো তুঁহু পাষাণ-হিয়া !

কো তু নিষাদ-বঁধু, মুগ্ধ কুরগ-বধু,
করসি বংশী সুতানে,
সুন্দর ফাদ শত, বিথারি পথ পথ,
গোপত বল্লী বিতানে।
কো তুঁহু গোপন, রহয়ি অনুক্ষণ,
উমতি করলি হমারে ?
কো তু পরম জ্যোতিঃ, হম্ মলিন অতি ;
দুর্লভ সাধ অভিসারে !
হব, পুছত বেরি বেরি, লাগ মিলবে তেরি,
তব বেরি চাহবি মুখে ?
যাক্, লাথ বিরহ-কূপে, ডারলি, জারলি,
সো পঁহু থাড়ি সমুখে !
ইহ দেহ মাঝ, কো হম্ নিবসত,
খেলত বিচিত্র খেলা
সারা জগতময়, কো তুঁহু ব্যাপয়ি
অন্ত ন অনন্ত লীলা !
প্রলয় রাত সাথ, যব সব নিদবে,
তোহারি শয়ন গেহে,
কো হম্ কো তুঁহু তব কি বোলবি,
নাশবি সকল মোহে।

পড়িয়া ছড়ায়ে

পড়িয়া ছড়ায়ে জগতের মাঝে,
দিবানিশি ঘুরি সদা মিছাকাজে,

ওগো, আপনে আনিতে আপনার মাঝে,
কি ক'রে পারিব হায়!—
দেখ, হইলে রজনী আসে বিহঙ্গম,—
আপনার নীড়ে; নাহি ব্যতিক্রম,
এ, জীবন তামসী, ফিরি দশদিশি—
কেন, আবাসে মন না যায়,
কাঁদিছে 'দ্বিদল' শূন্য 'শতদল'
না জানি কি গুণ ধরে ভূমণ্ডল,
হায়! নীর ত্যজে ক্ষীর,—পিবে না মরাল!
না জানি কি তবে চায়?
(সদা শূন্য সঙ্গীতে ধায়!)

চিন্তা

শ্যামল ধরণী এই নিলীম আকাশে ছাওয়া
মনে হয় একখানি গেহ!
ঐ লক্ষ লক্ষ জন, করিতেছে বিচরণ,
ওরা কি আপন নহে কেহ?
কেন ওরা কিসে পর কে করেছে স্বতন্তর—
অতি মূঢ় সঙ্কীর্ণ জ্ঞেয়ান!
এক দিবা এক নিশি, একই তপন শশী,
যবে এক বায়ু এক নীর সবাকার প্রাণ;
সমভাগে পাই সবে পিতার সন্তান।
শ্বেত, কৃষ্ণ, ভাগ ভাগ, আত্ম, পর, ভিন্ন দাগ,
জাতি, জ্ঞাতি অনুরাগ না বুঝি কিসের!

সংসারের চালে চলি, যা বলায়, তাই বলি,
কিন্তু স্বপ্নে গেলে এ সকলি বুঝিবার ফের !

সুন্দরের প্রতি

আমি তোমারি মাঝার দিয়া,
মোর নেহারি পরাণ পিয়া !
ওগো, তাই অনিমিখে, চেয়ে থাকি মুখে,
আঁখে আঁখি মিলাইয়া।
যদি ভাব সে নিলাজ মো'রে,
তবে সরমে যাইব ম'রে ?
তুমি ভাব কিগো মনে,
ও দুটি নয়নে ফেলেছ বিষম ফেরে ?
আমি চেয়ে ও আননে, ভাবি মনে মনে,
কেমন সে নাহি জানি ;
যেবা নিরমিল, ও মুখ কমল,
মধু ঐ হাসি খানি !
ওগো, মুগধ হৃদয় অর্ঘ্য চিরদিনই
দেয় সৌন্দর্য্যের পায়,
যে দিকেতে চাহে, সেই দিকে রহে,
তাই হ'য়ে মিশে যায় !
তবু ও রূপের মাঝারে যেন গো,
সে রূপ আভাষ ভাসে,—
হায় ! জনম জনম যাহার লাগিয়া
বদ্ধ দেহ কারাবাসে।

মৃত্যু-জয়

সকলি সহিতে পারি অতি ঘোর নিরাশ্বাস,
হৃদয়ে বহিতে পারি জ্বলন্ত শোকের শ্বাস ;
অতিশয় প্রিয় যাহা প্রাণের অমূল্য নিধি,—
তাহাও ত্যজিতে পারি, আরো ভেঙ্গে ভাঙ্গা হৃদি।
যদি নেত্রে থাকে শুধু, এই পূত অশ্রুবারি,
হৃদি মাঝে হৃদয়েশ তোমারে বসাতে পারি !
প্রকৃতি পুরুষ কি না—জানিবারে নাহি চাই ;
দ্বৈত কি অদ্বৈত কিবা সে বিতর্কে কাজ নাই ;
চাহি না জটিল বর্ত্ম,—দর্শনের বাঁকা রেখা ;—
সরল বিশ্বাসে চির পাইব তোমার দেখা !
তুমি সে কল্পনাতীত, এই শুধু জানি আমি,
সেইখানে পাই দেখা যেথায় একান্তে নমি !
ওই মেঘ যবনিকা উহার মাঝারে বসি,
হাসিতেছ চেয়ে মুখে মধুর স্নেহের হাসি ;
সাধের তরণীখানি বটে ডুবে গেছে জলে,
বাকী আর যাহা আছে, তাও যদি যায় চ'লে,
তথাপি তোমার দান অমূল্য বিশ্বাস-মণি ;
তাহারি পরশ-বলে হব নিত্য ধনে ধনী।
আসে, হাসে, বসে, পাশে, নিরুদ্দেশে চ'লে যায়—
নিশীথের স্বপ্নমালা, দিবসে লুকায় কায় !
নির্ভরের নহে তারা ;—তোমাতে নির্ভর করি
হাসিয়া হইব পার অকূল অনন্ত বারি !

চলিতেছে শত যাত্রী নিত্য মহা অন্ধকারে,
পায় তারা ধ্রুবালোক, তোমার ভবন-দ্বারে,—
এ বিশ্বাস আছে মনে, নাই তাই মৃত্যুভয়,
—জীবন মরণ সখা! জয় জয় মৃত্যুঞ্জয়!

কেন পারিনে ক

কেন পারিনে ক তুলে নিতে
দেহ মাঝ হ'তে হৃদিখানি তার?—
পরশ-কাতর হৃদয় আমার
চাহে তাহে মিলাইতে।
নবীনকোমল পিয়া সে আমার!
কঠিন প্রহরী ঘেরা চারিধার,
সেথা পারেনা ক আগুইতে!
এ অভেদ্য ব্যূহ কে রচিল হায়,
চির দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ পাইতে তাহায়!
শিথিল দু বাহু, মূরছিত কায়,
তবু ভেদ নাহি প্রবেশিতে!

লছিমার প্রতি বিদ্যাপতি

যাহা কিছু মোর এ কবিতা গান—সরস মোহন বন্ধ;
যত কিছু মোর বিরহ বিলাপ—তিয়াষ-আকুল ছন্দ;

যাহা কিছু মোর কীর্ত্তি সুনাম—লোক-সমাজে জল্প ;—
জান কি তা দেবি সবি সে তোমার বন্দন বেশী অল্প !
কাহার মাধুরী হৃদয় আকুলি জাগায় বিবিধ ছন্দ ;—
আথরে আথরে কাহার সুরভি বিতরে মধুর গন্ধ !
কার রূপে মাখি করেছি গঠিত গোরী কিশোরি দেহা ;
বিরহ-বিলাপ কাহাতে জড়িত—মধুর মিলন লেহা।
যখনি ঈষৎ পেয়েছি দেখিতে নিবিড় ও কেশরাশি ;—
তখনি গেয়েছি মেঘ মল্লারে—'রজনি শাঙন, নিশি—'
তুমি না থাকিলে প্রাণের সারঙ্গ বাজিত কিনা না জানি ;
তুমি সে কবির সরবস্ব দেবি জীবন্ত কল্পনা রাণী !

— —

তুমি কে ?

ছিল বুঝি পূর্ব্ব পরিচয় ?—
নহে কি সাহস ভরে, এ হেন অজ্ঞাত ঘরে,
প্রবেশিতে হইল না ভয়।
কোন পরিচয়-বলে আজিকে এসেছ চ'লে,
দাঁড়ায়েছ আসিয়া সম্মুখে।
নির্ভীক নিরীক্ষণ কি বলিতে চাহ যেন,
মৃদু-হাস্য-বিকশিত মুখে।
মনে নাই আর কথা, যেন দেখিয়াছি কোথা,
শুধু ঐ মধু হাসিখানি !
এক দিন এ হৃদয় ছিল ঐ স্মৃতিময়,
বোধ হয় যেন স্বপনমনি !

চ'লে গেছে কত কাল নব নব মোহ-জাল,
রচে গেছে কত লক্ষ প্রাণী!
কত ছায়া ঠাঁই ঠাঁই মুছে গেছে মনে নাই,
তুমি কে সুধাই কহ বাণী!

হের গৃহ ব্যাপ্ত অন্ধকারে।—
নিভায়ে সাধের বাতি অবসান সুখ-রাতি,
আছি প'ড়ে একাকী আঁধারে!

সমাধি-মাঝারে করি বাস—
নিশি দিন সমতুল, আলোক করিয়া ভুল,
হাসে নাক কভু ক্ষীণ হাস!

এ হেন আঁধারে করি ভুল—
তবে কি এসেছ ভুলে? যাও তবে যাও চ'লে,
মরুতে ফোটে না জানি ফুল!
বল কি বলিতে চাও, ফের সখি কোথা যাও,
ব্যথা কি বাজিল কোম-প্রাণে?
ঐ তব আঁখি দুটি, যেন শুক্র তারা ফুটি!
কেন চায় হৃদয়ের পানে?
নাই বটে দুর-আশা, তবুও নীরব ভাষা,
বুঝিবারে পারি গো সজনি!
এলে যদি মনে ক'রে, ব'সে তবে কেন দূরে,
অভিমানে পোহাস রজনী!
আমি স্থূলদেহী অয়ি; তুমি দেবী শক্তিময়ী!
বৃথা এ মিলন-সাধ কেন তবে আর।—

আর যদি থাকে শক্তি কর এ বন্ধন মুক্তি,
দাও ভেঙ্গে দেহ-কারাগার ;—
নিয়ে যাও পরিচিত সেবকে তোমার !

অনুতপ্ত

দেখিছ অন্তর মম তুমি হে অন্তরযামী,—
সাধেতে সঁপিতে ব্যথা যাই নে তাহারে আমি !
কি গ্রহ বিগুণ ছিল—
— মাঝে ব্যবধান হ'ল ;—
মধুর স্বপন যেন ভাঙিল থাকিতে যামী।
হায় ! এ ভুল প্রাণের মূলে —
—বিঁধিবে দারুণ শূলে ;—
বলা ত হ'লো না খুলে মূলে দোষী ভুলে আমি ;—
সাধেতে সঁপিতে ব্যথা যাই নে তাহারে আমি !

কাতর নয়নে আর

কাতর নয়নে আর, কেন চায় বার বার,
হায়, সে মমতা চোর গো !
ভাঙ্গিয়া গেছে খেলা, বহিয়া গেছে বেলা,—
এখন তামসী ঘোর গো !
এ ঘোর আঁধারে, নয়ন আঁধা রে,
কেবলি ঝরিছে লোর গো ।—

তপন-কর-রেখা আর না দেবে দেখা—
—আর ত হবে না ভোর গো!

ঘোম্‌টা খোলা

হৃদয় সে আছে স্থির হৃদয়-মুকুরে,
তুলি দুটি মুগ্ধ আঁখি একান্তে নিলীন।
কত সে উজ্জ্বল সুখ আপনা হারায়ে
রেখে যায় প্রতিবিম্ব সারা নিশি-দিন।
কখনো জ্যোৎস্নার মাঝে কেহ বাড়াইয়া
পূত প্রেমে মাখি শুধু শুভ্র দুটি হাত;
—নগ্ন শোভাময়ী ধরা লাজ তেয়াগিয়া
হেসে এসে দেয় ধরা ফুলময় রাত!
কখনো ঘোরালো নীল কাদম্বিনী ছায়,
এলাইয়া কেশ-দাম কোনও সুকেশিনী;—
বিদ্যুৎ কটাক্ষ ক্ষেপে টানিয়া হিয়ায়,
নিরালায় মুখোমুখী প্রাণের মেলানি।
কখনো নিদাঘে সাঁঝে উন্মাদিনী কেহ
আন্দোলিয়া বাসনার আবেগ অঞ্চলে
উড়াইয়া ধূলিজাল ভিন্ন ভিন্ন মোহ,—
কাঁপাইয়া যায় প্রাণ পূর্ণ প্রাণ বলে!
হেন অভিনয় শত, অন্তঃ অন্তঃপুরে
চলিতেছে বাহিরের আবরণ মাঝে,
তবে মিছা এ ঘোমটাবাস নাই বা খুলিনু
বাহিরের প্রাণহীন পুত্তলী-সমাজে!

কেবল দরিদ্র লাজ আপনা গুটায়ে
শীতার্ত্ত পথিক সম নয়ন প্রান্তরে
প'ড়ে আছে, জীর্ণ বাসে শীর্ণ তনু ঢাকি !
নিদয়, কেমনে তার বাসখানি হ'রে,
নগ্নবুকে দিবে বিঁধে তীক্ষ্ণ মদিরাঁখি !

সখীর প্রতি ডেস্‌ডিমোনা

কেন ভালবাসি তারে,
সই রে কিছু না জানি !
—অতুল নয় রূপ রাশি,
নহে গো মধুর হাসি,
নয়ন ও নহে লো তার
খঞ্জন হরিণী জিনি ;
ললাট না চন্দ্রাকৃতি,
আননে নাই পদ্মভাতি,
দর্শনে না কুন্দপাঁতি,
বাহু না মৃণাল জিনি !
—তবু সে মূরতি মম,
প্রাণাধিক প্রিয়তম,—
তোমরা নিন্দ না তারে,
সে মম হৃদয়-মণি !

নীরবে

যেওনারে গীত, সেথা উঠিয়া পড়িয়া—
শ্রোতার হৃদয়-তন্ত্রী আঘাতিত করি ;—
দিশি দিশি মরমের ব্যথা প্রচারিয়া
যেওনা ভিক্ষুক মত লাজ পরিহরি।
যথা সে ঘৃণায় রোষে প্রণয়ে বাঁধিয়া
ধরিছে কাঠিন্য ব্রত আপনা পাসরি,
পুনঃ যথায় সে শতবার হৃদয়ে নিন্দিয়া—
পারিছে না রোধিবারে অশ্রুর লহরী ;—
তথা, যাও তুমি প্রেমিকের অন্তরে বহিয়া
পূতনীরা নদীবধূ ফল্গুর মতন।
তথা, যাও তুমি লোকাশ্রুত অস্পষ্ট হইয়া
সমীরে-অঙ্কিত-আত্মা বাণীর মতন।—
যাও তুমি গীত মোর সেই নিরজনে,—
আকুল হৃদয় খানি রাখিও চরণে ;
যদি, অভিমান ভরে না লন্ তুলিয়া,
দেখায়ো তখন তাঁরে দেখায়ো খুলিয়া ;—
—বলিও 'এ নয় শুধু মালতী হৃদয়—
জগতে প্রেমিক হৃদি হেন দুঃখময় !'

পত্র

এ সুখের অলসতা, পাত্রে চাপা লেপ-কাঁথা,
ভাবিতেছি কত কথা প'ড়ে গৃহকোণে ;

তোমাদের চিঠি পাই, বড় সুখে পড়ি ভাই,
লিখিব ভাবিলে 'হাই' গড়াই শয়নে।
মনে হয় থাক্ আজ, কাল, কত কাল ব্যাজ,
পত্র লেখা শক্ত কাজ কেন মানুষের?
চিঠি আসে ভাল সেটি, লেখা শক্ত এটি, সেটি,
—যথা 'ইউনিভার্সিটী' যম ছেলেদের।
এইরূপ হেলাফেলা, সাঙ্গ হয় ভবলীলা,
তোমাদের রুচি ভ্যালা, মনে ভাবি তাই;—
এমন গেঁতোর প্রেমে. মজিয়াছ কোন্ ভ্রমে,
আমি হ'লে ক্রমে ক্রমে ছাড়াছড়ি চাই!
ভালবাসা, ঘো'র চাষা, চেনে না কাঞ্চন, কাঁসা,
কি দেখেই নেছে বাসা ভেবে হাসি পায়!
চোখেতে আঙুল দিয়ে কত দেব দেখাইয়ে,
জ্ঞানের সঞ্চার হ'লে ঘোচে যত দায়!
যেথা সেথা একি জ্বালা, প্রাণ নিয়ে ঝালাপালা,
বনারসী কষাপাড়া, বাঁধে হাড়ে হাড়ে।
দেখে শুনে শুষ্ক মুখ, কে চায় বন্দীর সুখ,
যে চায়, মিলুক তায়, আমি আড়ে আড়ে!

শৈশব-সমাধি বা জন্মভূমি

এই ত রে সে সুখের শৈশব ভবন!
দিবানিশি যার ছায়া,
ধরিয়া মোহিনী মায়া,

প্রবাসেতে উচাটিত করিতে জীবন ;—
— এই ত রে, সে সুখের শৈশব-ভবন !

ভাবিতাম যার দেখা পেলে আরবার,
হৃদয় তটিনী-কূলে,
প্রত্যেক সোপানমূলে,
ছুটিবে তেমনি বেগে আনন্দ জোয়ার ;—
ছুটিত যেমন বাল্যে ডুবায়ে দুধার !

এই ত রে সে সুখের শৈশব ভবন,
এইখানে কত খেলা খেলেছি দুজন।
ঘাটে পথে ছাতে ছাতে,
আতপে, হিমানীবাতে,
বিমল জোছনা রাতে পুলকে মগন—
এইখানে কত খেলা খেলেছি দুজন !
হইয়া আপন হারা,
কতই গণেছি তারা,
হাঁপায়ে হাঁপায়ে সয়ে সুখ-সন্তরণ ;
—এই ত সে সুখময় শৈশব-ভবন !

সেই ঘর সেই দ্বার, সেই বাতায়ন,
সেই সে বাল্যের সঙ্গী বিনোদ ভুবন ;
হায় ! তেমনি পাখীর ডাকে দিক্‌স মধুর—
—দুপুরে তেমনি মাঠে ঘুর ঘুর ঘুর !
কপোত কপোতী গুলি,
তেমতি বকম তুলি,

আলিসে কার্ণিসে ঘুরে প্রমোদে কূজন—
মগন চঞ্চুর যুদ্ধে সুদৃঢ় চুম্বন !

সেই বকুলের তলা. সেই ফুলরাশ,
সেই সে রসাল কুঞ্জ, সুনীল আকাশ,—
সকলি রয়েছে সেই—
আমার সে সুখ নেই,
করেছে অতীত কাল-সাগরে শয়ন !

হায় ! পেতে যে সুখের দেখা,
আইনু ছুটিয়া সখা !
কই গো সে সুখ কোথা নাহি দরশন
—করেছে জনম মত বিদায় গ্রহণ !

সেই

বাছা !
নূতন আনন্দ দিনু নববর্ষে এনে
নবীন জীবনে ;—দেখিবারে নব সুখ—
একি ! পলকে কে দিল সেই যবনিকা টেনে,
—পুরাতন পুরাতন পরিচিত দুখ !
ভেবেছিনু বর্ত্তমানে দেছি সরাইয়া
অতীতের সুবিশাল প্রান্তর মাঝারে ;
—আনিয়াছি নবানন্দ বরণ করিয়া
হাসিয়া অদৃষ্ট দিল নবদুঃখে ফিরে !

তবে, নাও তারে শান্ত চিত্তে করিয়া বরণ ;—
'ভাগ্যই' প্রশস্ত বর্ত্ম জীবের যখন !

আশীর্ব্বাদ

এস তুমি এস ঘরে, দাঁড়ায়ে আছি গো দ্বারে,—
সমাদরে করিতে বরণ ;—
এক নেত্রে অশ্রু, আর অপরে আনন্দ ভার,
হাসি কান্না অপূর্ব্ব মিলন !
জ্বলন্ত তাহার স্মৃতি, আজি বিদারিছে হৃদি,
মনে পড়ে সেই মুখখানি ;—
বাসরে উজ্জ্বল গেহ, বিবর্ণ মলিন দেহ,
অশ্রুমাখা বিদায়ের বাণী ।
শোকাচ্ছন্ন এ নিলয় করিতে আলোকময়
এস তুমি এস উষারাণী !
দীর্ণ প্রাসাদের গায়, যেমন স্নেহেতে তায়,
শ্যামলতা বিকাশে মাধুরী —
করে তারে শোভমান, জুড়ায় নয়ন প্রাণ ;
হও তথা আশীর্ব্বাদ করি !
বিকশিয়া ফল ফুলে, মধুর সৌরভ তুলে,
পুলকিত করহ নিলয় ;—
প্রেম-পরিমলে ভুলি, আকুল মানস অলি,
যেন চির বিমোহিত রয় !

সমর্পণ

কচি মুখে মিষ্ট হাসি, কুমারী আনন্দ-রাশি,
গৃহের আলোক—চির হৃদয়ের ধন,—
—প্রাণ ফাটে করিবারে তোরে সমর্পণ !
আমাদেরি চিরদিন ;— তোরে সঁপি আজি দীন—
—হইনু কি স্নেহ অধিকারে ?
ভাবিলে গো এই কথা,— হৃদয়ে যে বাজে ব্যথা,
নেত্র পূর্ণ হয় অশ্রু ভরে !
এত দিনে স্বতন্তর, তবে কি গো হবি পর,
(বাছা !) মা কখন ছেড়ে যায় চলে ?
বাছারে, অমিয়া ঢালা, বল্ দেখি বল্ বালা,—
কোথা যাবি আমাদের ফেলে ?
তোর শুভ পরিণয়, আলয় উৎসবময়,
এই গো মুছিনু আঁখি-জল ;
করি শুভ আশীর্ব্বাদ, চির পূর্ণ হ'ক্ সাধ,
গৃহে পূর্ণ হোক্ সুমঙ্গল !
শুভ্র কুসুমের মালা, দিয়া চির বাঁধ বালা,
পূত দুটি হৃদয় বন্ধন ;—
স্বামি অঙ্ক-লক্ষ্মী হয়ে, পতিগৃহ সুখালয়ে,
কর বৎসে জ্যোতি বিতরণ !
আনত মস্তক দোহে, প্রবিশ সংসারগেহে,
সিদ্ধিদাতা সর্ব্বেশ্বরে স্মরি,
চির দিনে সুখদাত্রী, হউক এ সুখ রাত্রি,
সুখে যাক্ শুভ বিভাবরী।

কি দিব তোমায়

কত দিন মনে মনে, ভাবিয়াছি নিরজনে,
—কি দিব তোমায় ?
খুঁজিনু সকল ঠাঁই, মনোমত নাহি পাই,
— ব্যর্থ সাধ মনেতে মিলায় !
ভাবিয়াছি বরষায়, আষাঢ়ের মেঘছায়,
—ধ'রে দিই সঙ্গীতে বাঁধিয়া
কিন্তু, সে শুধু বিরহতান, উদাস করিবে প্রাণ,
—সুখে দুঃখ দিবে ঘনাইয়া !
ভাবিয়াছি মধুমাসে, মধুর কুসুম-হাসে,
—বিরচিয়া মালা একখানি,
পরাই তোমার শিরে, চির মধু শোভা ঘিরে,
—রাখিবে মধুর মুখখানি ।
কিন্তু বিরহের রাতে, দেখা নাই তার সাথে,
— বিরহীরে বসন্ত বিমুখ ।
ছিল দিন কিছু আগে, আসিত সে অনুরাগে,
—চুমিতে সোহাগে ফুল্ল মুখ ।
তবুও সতত হায়, দিতে তোমা প্রাণ চায় ?
—দিব এক গীত উপহার !
শরৎ, বসন্ত-রাতে, নিদাঘ, কি বরষাতে,
—সে তান ধ্বনিবে বার বার,
নিরালা নদীর কূলে, বিজন তরুর মূলে,
—একা যবে রবে আন মনে—

এ মোর গানের সুর, হ'য়ে যাবে ভরপুর,
—রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, তোমার পরাণে !
শুক্ল পূর্ণিমার রাতে, আপন প্রাসাদ-ছাতে,
—শুয়ে যবে রহিবে একাকী ;—
নারিকেল পত্রগুলি, বাতাসেতে হেলি দুলি,
—জ্যোৎস্নায় করিবে চিকিমিকি ;—
দূর হ'তে পিক-বধূ, প্রাণে বরষিবে মধু,
—থেমে থেমে বার বার ডাকি—
তখনি এ মোর গান, মৃদু কাঁপাইয়া প্রাণ,
জাগাইবে বাসনার আঁখি !
আষাঢ়ে নবীন ঘন, লেপিয়া অঞ্জন ঘন,
—নীল-নেত্রে যখন হানিয়ে—
বিদ্যুৎ কটাক্ষ লেখা, নিকষ কনক রেখা,
—বার বার দিবে চমকিয়ে ;—
গম্ভীর নির্ঘোষ গুরু স্বনে হিয়া দুরু দুরু,
—একা ঘরে করিবে যখন,
তখন আমার গান, আহরি বিশ্বের প্রাণ,
—মিলাইবে ইপ্সিত মিলন !
জীবন সমুদ্রকূলে,— আধ জানা, আধ ভুলে,
—সঁপিনু আমার গীতখানি !
নাই থাক্ ছন্দোবন্ধ, হোক্ কণ্ঠস্বর মন্দ,
—তবু মোর প্রাণের রাগিণী !
অতীত, ভবিষ্য আর,— বর্ত্তমানে, গেঁথে হার,
—সাধ যায় তোমা পরাইতে ;—

জড়ায়ে বিস্মৃতি মায়া, মাখি এ প্রাণের ছায়া,
—ধরিতে বিশ্বের চারিভিতে !
যা কিছু দেখিবে যবে, মনে হবে নাহি হবে,
—ভাবিবে কে আছে এর মাঝে ?—
ক্ষুদ্র ধূলি মাঝে হেন, প্রাণের সঙ্গীত কেন ?—
—এতে কি কাহার কিছু আছে ?
পড়িতে পড়িতে মনে. ভুলে চাবে যার পানে,
তাহাকেই করিবে আরতি ;—
সেই বুঝি এই ভবে, এ স্বর উহারি হবে—
শুনেছিনু কোথায় সম্প্রতি ।
ক্রমে সারা ধরাময়, হ'য়ে যাবে পরিচয়,
—আমারি গানের মাঝ দিয়া,—
যবে সব অবশেষ, রবে না অতৃপ্তি লেশ,
—তখন আমারে নিও প্রিয়া !—
তখন তোমায় বঁধু, পিয়াব হৃদয়-মধু,
চাহিবে না আর কারো পানে ।—
চরাচর লুপ্ত হ'য়ে, মোদের নিভৃতে শুয়ে,—
—তুমি আমি পূর্ণাঙ্গ মিলনে !

বিদায়-পর্য্যায়

এক দশমীর রাতে, বেঁধে দিল হাতে হাতে
কুসুমের ডোর !—

প্রকৃতি প্রফুল্ল-মুখ, ক্রীড়া-চঞ্চলিত বুক
বয়স কিশোর।
আঁখিতে আঁখিটি এঁকে মাথায় বসন ঢেকে,
জীবনের প্রথম অধ্যায়,
বুঝি নাই ভালরূপে,— গোলমালে চুপে চুপে,
কি করে সে হ'য়ে গেল সায়।
অনিচ্ছায় যেতে যেতে, কেঁদেছিল ব'সে পথে,
কত যে কাতরে!—
এখনো যে দেখা হ'লে, ভেসে যায় আঁখি জলে,—
বেষ্টনিয়া ধরে!
কত আলো কত বাঁশী. কত হরষের হাসি
তার মাঝে বিদায়ক্রন্দন,

শুনেছিলে কেহ কি কখন!—
পরে কখন বন্যার মত যৌবন আগত গত
হইয়াছে,—পড়েনাক মনে—

ছিনু এক কুহক স্বপনে!—
জেগে দেখি ভগ্ন হিয়া, কাঁদে ভূমে লুটাইয়া,
বাসনার হয়েছে মরণ!
সমাধির পার্শ্বে তারি, ব'সে ফেলে অশ্রুবারি—
ক্ষিপ্ত এক মানব-জীবন।—

তৃতীয়াঙ্কে এই উদ্ঘাটন!
প'ড়ে যাক্ যবনিকা— আর নাহি যায় দেখা—
—এই কি সে বৃহৎ মানব—

আপনারে আগুলিয়া, আপনি কাঁদিবে হিয়া,
নিরখিয়া বাসনার শব।
জীবন শ্মশান নয়, অনন্তের নাট্যালয়;—
পাতিব নবীন সিংহাসন!
আবার জাগিছে ক্ষুধা,— পরিপূর্ণ প্রাণ সুধা
আহরি করিব সঞ্জীবন!

শিখা

বৃথা বহে' যায় দিন কিছুই হ'ল না;—
সময়-সমুদ্র-তীরে নাহি মোর ঘর!
যে দিকে চাহিয়া দেখি অকূল-সীমানা,—
জীবন-তরঙ্গ-রাশি করে থর থর!
কে মোরে ভাসায়ে দিল এমন অকূলে?—
মানব-জনম এই ক্ষুদ্র তরীখানি,
কিছু দিন তরঙ্গেতে হেলে হেলে দুলে,
মিশাবে বিস্মৃতি-গর্ভে এই শুধু জানি!
তবু, আকুল পরাণ-পান্থ; অশ্রান্ত বাসনা,—
চারি দিকে স্বপ্নালোক সৃজিত সুন্দর,
বুঝেও এ প্রহেলিকা কিছু ত বুঝি না;—
সদা বিফল স্বপ্নের পিছে হই অগ্রসর!

কে ডাকে ?—কাহার ডাকে ভ্রমি এ অকূলে—
ভাবিতে ভাবিতে নিত্য চ'লে যায় দিন !
সন্ধ্যার সুবর্ণ-রাগে মরি পথ ভুলে—
কম্পিত এ শিখা ক্রমে হ'য়ে আসে ক্ষীণ !

সম্পূর্ণ।

সিন্ধু-গাথা



গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত



আমার

লোকান্তরিত, পুণ্যশ্লোক,

সিন্ধু-হৃদয় জনকের শ্রীচরণোদ্দেশে

সিন্ধু-গাথা

উৎসর্গ করিলাম।

বারুণী,
১৩১৩

সিন্ধু-গাথা



সিন্ধু

মিলিত বিস্তৃত দিগন্ত-নীলে,
উত্তাল-তরঙ্গোদ্বেল-উর্ম্মিলে !
নর্ত্তিত-গর্জ্জিত-প্রলয়-ছন্দা,
চঞ্চল-কল্লোল-জলদ-মন্দ্রা,
কার্পাস-ফেনিলা বেষ্টিত-বেলা,
তাল-তমাস-সুরম্যা, সুনীলা !

সমুদ্র-দর্শনে

আজি সুবিমল পুণ্য প্রভাতে
হেরিনু তোমারে দিগন্তসীমাতে,
রাঙ্গা-রবি-টিপ পরিয়া ভালেতে,
গোলাপী বসনে সাজি' ;—

কণ্ঠে দল-মল শুভ্র মালিকা,
আবদ্ধ কুন্তলে তরঙ্গ-জালিকা,
নৃত্য-চপলা মুখরা বালিকা
বাহু তুলে' নাচ সাজি' ;
—চঞ্চলা বালিকা আজি ।

মধ্যাহ্নে হেরিনু যুবতী সুন্দরী
পরি' ঘনঘোর স্নিগ্ধ নীলাম্বরী,
ছড়ায়ে দিগন্তে সুনীল মাধুরী
নীরদ-কুন্তল মাজি' ;

স্ফীত-হৃদয়া, পুলক-বিবশা,
গুরু-গম্ভীর-নিনাদ-সরসা,
সিক্ত-সৈকত-লিপ্ত-রভসা
উদ্বেল তরঙ্গ-রাজি ;
—প্রমত্তা তরুণী আজি ।

সুখ-চঞ্চল-উর্ম্মি-অধীরে,
স্ফীত অঞ্চল লুণ্ঠিত তীরে,
তাল-রসাল-রাজিত-তীরে,
চলিয়াছ ডাকি' ডাকি' ;
—ফিরে ফিরে, থাকি' থাকি' ।

হেরিনু নিশীথে মোহিনী অমরী,
তারকা-কুসুমে খচিত-কবরী
মিলিত-চন্দ্রমা পূর্ণিমা-শর্ব্বরী
নেহারি' হরষে ছুলি' ;

কনকাম্বর ঝলমল অঙ্গে,
কৃষ্ণা কাবেরী গোদাবরী সঙ্গে,
ভূষিত সু-অঙ্গ হীরক-তরঙ্গে,

চলেছ গরবে ফুলি,—
বাসর জাগিতে সাজি';
—প্রৌঢ়া গৃহিণী আজি।

দেখিনু বালিকা, দেখিনু তরুণী,
দেখিলাম তোমা প্রৌঢ়া গৃহিণী,
চির-চঞ্চলতা মুহূর্ত্ত ছাড়েনি—
গ্রথিত সে যেন অঙ্গে!

অব্যক্ত ভাষায় ব্যক্ত কোন বাণী
চাহিছ করিতে,—অয়ি সুভাষিণি!
কি বলিছ নরে হে নীল-অঙ্গিনি!
ডাকিয়া তরঙ্গভঙ্গে,
নিনাদি' শত মৃদঙ্গে?

এমনি চঞ্চল জীবন-বারিধি,
নাহিক এমনি আশার অবধি,
হেন ভীম স্রোত বহে নিরবধি;
সতত দুরাশা-কূলে;

এমনি উদ্দাম, এমনি তরল,
এমনি সফেন, এমনি প্রবল,
এমনি ছুটিয়া করি' কল-কল,
লুটিয়া বেলার কোলে,—
ঘুমায়ে পড়িবে ঢলে'!

— —

জলধি

এ ঘোর আবেগ রাশি অর্পিয়া তোমার বুকে
নিশ্চিন্ত আছেন যিনি গভীর সুষুপ্তি-সুখে,—
তাঁরে কি জাগাতে তব এ গুরু-গর্জ্জন-গান ?
চিরদিন চিররাত্রি নাহি তিল অবসান !
উদ্গিরিত ফেনরাশি যেন কার্পাসের মেলা,
আছাড়িয়া ক্ষোভে রোষে আস্ফালিয়া ভাঙ্গ বেলা ;
উত্তাল তরঙ্গরাশি ছুটে এসে মাথা কুটে'
নিষ্ফল আক্রোশে ফুলি' শৈলপাদে পড়ে লুটে।
অচল অটল গিরি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া,
গর্জ্জনে ক্রন্দনে শত গলে নাক বিন্দু হিয়া !
দুরন্ত বালিকা যেন হস্ত পদ আছাড়িয়া
কভু কাঁদ, কভু হাস, কভু পড় লুটাইয়া !
অটল ভূধর স্থির,— স্থবির জনক সম
অকম্পিত ; দেখে চেয়ে মনোরম পরাক্রম।
প্রশান্ত মাতার সম ও তব উৎপাত-খেলা
অবিরাম অবিশ্রাম সহিছে জননী-বেলা !
কিবা তুমি উন্মাদিনী ,—কে কৈল পাগল তোরে ?
প্রশান্ত গম্ভীর হিয়া কে দিল চঞ্চল ক'রে ?
সুনীল দিগন্ত ওই সাদরে বেষ্টিয়া হিয়া
দিয়াছে সুনীল হৃদে নীল হৃদি মিশাইয়া,
তবু তুমি উন্মাদিনী ! কি চাও—কাহারে পেতে ?
সুনীল অঞ্চলে তোর শিশু রবি উঠে প্রাতে—

প্রদানে কিরণ-রাশি ; পুলকে জগত ভোর ;
তাই মর মাথা কুটে'—ধরণী সপত্নী তোর !
ছুটে এস গ্রাসিবারে শত শত ফণা তুলি' ।
সপত্নী-বিদ্বেষে শেষে উর্ম্মিলে ! উন্মত্ত হ'লি ।
কিবা, আজো দেবাসুরে মন্থন করিছে তোরে ;
প্রোথিত মন্থন-দণ্ড নীলগিরি-- নীল-নীরে ;—
তাই উত্থিত ঘর্ঘর ঘোর বিকীরিত ফেনোচ্ছল !
উন্মত্ত অধীর তাই প্রশান্ত সুনীল জল !
অমরে অমৃত দিলি,—নীলকণ্ঠে হলাহল ;
রত্নময়ী সুনীলে গো ! মানবে দিলি কি বল্ ?

আমাদের কুটীর ।

আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে ।
ভোরের বেলা উঠলে রবি শত রঙ্গের মেলা ;
ইন্দ্রধনু-বসনখানি পরেন রাণী-বেলা !
শুভ্র ফেনের আঁচলখানি গরবেতে ফুলে,
কূলে কূলে দুলে' দুলে' লুটায় পদমূলে ।

আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে ।
আঙ্গিনার সম্মুখেতে বিস্তারিত বেলা,
তরঙ্গিত বালুর স্তূপে কড়ি-ঝিনুক-মেলা ,

ছোট বড় গণ্ডশিলা পড়ে' জলের তীরে,—
করী যেন করভ সাথে নেমেছে নীল নীরে।

আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।
ঘন তালী-বনের মাঝে সরু পথের রেখা,
সুন্দরী-সীমন্তে যেন সিন্দূরের লেখা।
বাতাস সদা মাতাল যেন উঠে' পড়ে' ছুটে,—
নারিকেলের কুঞ্জগুলি আকুল মাথা কুটে!

আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।
ধীবরের নৌকাগুলি কালো টীপের মত
ঢেউয়ের সাথে লুকোচুরী খেল্‌ছে অবিরত;
উপলে রচিত গুহা—ঢেউয়ের তীব্র বেগে,
তারি মাঝে বসে' বসে' স্বপ্ন দেখি জেগে'।

আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।
ধূ-ধূ ধূ-ধূ বারি রাশি, হু-হু হু-হু গান;—
তারি মাঝে হারিয়ে ফেলে' মুগ্ধ সরল প্রাণ,
অন্য-মনে থাকি চেয়ে,—বালুর পরে বসে';
মাথার উপর ফুটে তারা, সন্ধ্যা নেমে আসে।

অভিশপ্তা।

তেজোদর্পে গিয়াছিল ঢাকিতে সবিতা
বিন্ধ্য ; অগস্ত্যের শাপে চির-নত শির।
কার শাপে তব বক্ষে হেন আকুলতা
নীরনিধি ?— চিরদিন এমন অধীর ?

ঘুমায় সমগ্র বিশ্ব আগমে রজনী।
শুধু জেগে থাকে তারা সুনীল গগনে।—
কার শাপে নাহি নিদ্রা অয়ি গরবিণি!
চিরদিন চিররাত্রি তোমার নয়নে ?

জেগেছিল এক দিন অহল্যা পাষাণী
ভেদ করি' পাষাণের দৃঢ় বাহু-পাশ,
ঝেড়ে' ফেলে' শৈল-অঙ্গে পাপ-তাপ-গ্লানি—
লভেছিল জীবনের নবীন বিকাশ।

পেয়েছিল অভিশাপ হরিণী রমণী
তৃণবিন্দু তপোবনে, হোমানল-দাহে।
নাচিতে নাচিতে যেন স্বর্ণ-কুরঙ্গিণী
অদৃশ্য হইল ভীম-তটিনী-প্রবাহে!

অভিশপ্তা অজরাজ-প্রেয়সী কামিনী
ফুটেছিল রাজগৃহে স্বর্ণপদ্ম ফুল ;—
সুপসুপ্তা উপবনে নৃপাঙ্কশায়িনী
মুক্ত হ'ল পুষ্পবাসে,—জীবন অতুল।

রমণীর চপলতা-'পরে অভিশাপ
দানিতে, কঠোর ঋষি,—সেও ব্যথা পায় ;
সুকোমল পুষ্প পেলে ঈষৎ উত্তাপ
সে যে গো লুটায়ে পড়ে অমনি সেথায় !

কে দিল এ গুরু শাপ তোরে লো বারিধি ?
কেমন হৃদয় তার কুলিশ-কঠোর ;
এত কি সহিতে পারে রমণীর হৃদি ;
চির-ক্ষুব্ধ এ উত্তাল-উর্ম্মি নৃত্য ঘোর ?

শুক-মুখ-ভ্রষ্ট ফলে পলাশ-পতনে
অদূরেতে বনভূমি শোভিত সুন্দর,
চরিছে শ্বাপদ সহ কুরঙ্গিণী বনে ;
নানাবিধ বিহঙ্গম করে কলস্বর।

হোম-ধূমে বিবর্ণিত পাদপ পল্লব,
শুখায় বল্কল-বাস তরুশাখা 'পরে,
উঠিতেছে সাম-গান সুগম্ভীর রব ;
ইঙ্গুদীর ফল-ভগ্ন-তৈলাক্ত প্রস্তরে।

আর্দ্র জটা, গৌর তনু, তরুণ তাপস,
বক্ষে শোভে উপবীত ; পদ্মপত্র ভরি'
ফিরিছে চয়ন করি' ফুল্ল তামরস ;
মুখে মুখে বেদ-গান উঠিছে গুঞ্জরি'।

ফিরিছে কুটীরদ্বারে স্নাতা ঋষি-বালা,
সুশোভিত কর্ণমূলে পিয়াল-মঞ্জরী ;

কেহ গাঁথিতেছে নাগকেশরের মালা,
ক্ষুদ্র ঘটে সিঞ্চে কেহ আলবালে বারি—

ঈষৎ আরক্ত শ্রমে—আনন-কমল।
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মবারি অগুরু উপরি।
কেহ রাখে পূতবারি ভরি কমণ্ডল;
সাজায় কুসুম কেহ পুষ্পপাত্র ভরি'।

অদূরে মালিনী ছুটে করি' কুল-কুল,
প্রিয়-চিন্তা-নিমগনা তাপস-সুতায়
জাগাতে, কুটীর-দ্বারে; দগ্ধ বনফুল
হয় পাছে দুর্ব্বাসার কোপাগ্নি-শিখায়;—

করেতে কপোল ন্যস্ত,—কুটীরের দ্বারে;
শিথিল বল্কল-বাস পড়েছে খসিয়ে;
একাগ্র তন্ময় দৃষ্টি বিদ্ধ ধরা 'পরে;
মুগ্ধ-আঁখি কুরঙ্গিণী মুগ্ধমুখে চেয়ে।

কারে জাগাইবে তুমি, হায় লো মালিনি!
বাহ্য-জ্ঞান-বিরহিতা-চিত্র-পুত্তলিকা।
তুমি কি জান না অয়ি তরঙ্গরঙ্গিণী,—
নারী-হৃদে কত দীপ্ত অনুরাগ-শিখা?

হেন শান্তি-ভূমি-মাঝে উপল প্রস্তরে
গুপ্ত থাকে বজ্রকীট!—কহিলা দুর্ব্বাসা,—
ছিন্ন করি' উপবীত নিক্ষেপি' সজোরে—
যারে ভাবো, সেই তোরে ভুলিবে; সহসা—

পশিলা সে বজ্র-ধ্বনি দ্বিতীয়-জীবন—
শকুন্তলা-প্রিয়সখী প্রিয়ম্বদা-কানে ;
লইলা শাপান্ত ভিক্ষা ধরিয়া চরণ,—
"দূরিবে বিস্মৃতি-মোহ কোন অভিজ্ঞানে।"

কেহ কি দূরিতে নারে তব হাহাকার
হে জলধি ? নাহি তব প্রিয়-অভিজ্ঞান ?
অনন্ত রতন-রাশি গরভে তোমার
যাহা ছিল,—সকলি কি গো করিয়াছ দান ?

আপনা করিতে মুক্ত চাহ না মানিনী ?—
কেন তবে, কেন সখি ! ওই হু-হু গান ,
নিষ্ফল রোদনে কেন দিবস-যামিনী !
আকুল-ব্যাকুল কর মানবের প্রাণ ?

অভিশপ্ত যক্ষবর রামগিরি 'পরে
সহেছিল হেন ব্যথা এক বর্ষ-কাল।
সে বেদনে, মহাকবি, মেঘে দূর করে'
পাঠাইয়াছিল স্বর্গে, যেথা মহাকাল

বিরাজেন গৌরী সাথে ধবলশিখরে,
ঘোষিতে বিয়োগি-ব্যথা পটহ-বাদনে
মৃদু মৃদু গুরু গুরু সুগম্ভীর স্বরে ;
মুদ্রিতে বিরহ-ক্লেশ ধূর্জ্জটীর মনে।

তোমারে করিতে শান্ত হে অভিমানিনি,
কারো কি সদয় হস্ত নাহি আশ্বাসিতে ?—

গর্জ্জিবে ও হৃদে চির সহস্র নাগিনী ?
দুর্জ্জয় ঝটিকা-বেগ ছুটিবে বক্ষেতে ?

পেয়েছে কি হেন শাপ এ জগতীতলে
আর কোন অভিশপ্তা তোমার মতন ?
উত্তাল তরঙ্গ রাশি এমনি উথলে ?—
উন্মত্ত ঝটিকা বক্ষ করে আলোড়ন ?

হে চণ্ডি, কোপনে অয়ি, অয়ি উন্মাদিনি,
বুঝেছি ও খল-খল অট্ট শুভ্র হাসি।—
—নীরবে সবে না ঘাত কখনও ভামিনী;
একদিন প্রতিশোধ লবে বিশ্ব গ্রাসি'।

'ডল্‌ফিন্‌স্ নোজ্'

হে গিরি! চরণ তব প্রক্ষালন করে'
নিত্য কি সাধনা করে উন্মাদ সাগর ?—
আছাড়ি' আছাড়ি' পদে কি বেদনাভরে,
মাগে কি অমূল্য নিধি নিত্য রত্নাকর ?

অচল অটল তুমি স্তম্ভিত পাষাণ;
দুখ শোক পারে কি হে স্পর্শিতে ও প্রাণ ?—
কুটীরে বসিয়া নিত্য হেরি নিরন্তর
তরলে কঠিনে অহো কি মহা সমর!

অচেনা

চিনি না তোমারে, চিনাইব কারে, না জানি কোথায় ফুটিয়া।
মাঝে মাঝে শুধু করি অনুভব,
মধুর অতুল ও অঙ্গ-সৌরভ
হরষে তুলিয়া গুঞ্জন-রব,—উনমাদ যাই ছুটিয়া ;
মুদিত কমলে অন্ধ ভ্রমরী,
হেথা-হোথা-সেথা কোথায় না ঘুরি,
ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে আসি ফিরি—সংশয়-কাঁটা বিঁধিয়া ;
কোথায় খুলেছ আনন-কমল,
বিমল মানসে কর ঢল-ঢল,
দ্যুলোকে ভূলোকে ছুটে পরিমল,—আকুল ভ্রমরী কাঁদিয়া।

নব-বৈধব্যে

ব'ল না, ব'ল না, আমারে ব'ল না কাটিতে চিকুর-রাশি ?
কত সে যতনে র'চে দিত বেণী সাজায়ে মল্লিকা-রাশি !
অঙ্গে অঙ্গে মোর অতৃপ্ত পিয়াসা সে যে গো গিয়াছে রাখি' ;—
তাই, এখনো পারিনে লুটাতে ধুলায়, ভুলিয়া যতনে ঢাকি !
খুলিতে বোল না বলয় কঙ্কণ,—মঙ্গল-আয়তি তার ;
দিও না মাখায়ে সুমঙ্গল দেহে অমঙ্গল-ছায়া তার !—
যবে দেহ হ'তে যাবে এ জীবন,—ফেল না ধূলাতে টানি' ;
সাজায়ো যতনে এ তনু আমার দেবের নৈবেদ্য মানি'।
বড়ই সাধের, প্রিয়ের আমার, জানিয়া এ তনুখানি,—
দিও রে সজনি ! মল্লিকার মালে রচিয়া মোহন বেণী !

চিত্রে

ছন্দে বর্ণে যে মাধুরী পারি না ফুটাতে,
চিরপ্রিয় পল্লী-দৃশ্য, জলাভূমি-পথে,
তুলিকায় সে সুষমা, বর্ণসমাবেশে,
ফুটায়ে তুলিতে চাহি, দিবসের শেষে।
দূরে মিশে শ্যাম ক্ষেত্র আকাশের কোলে;
মৎস্যে ভরি' ক্ষুদ্র তরী বেয়ে যায় জেলে;
গুটায়ে বসন তুলি' পাছে ভেজে নীরে,
হাস্যমুখে জাল্ম-বধূ গৃহে যায় ফিরে—
সারা দিবসের লভ্য যত্নে বহি' শিরে।
সহস্র চুম্বন রাঙা, আকাশের শিরে
রাখি' অস্তমান রবি, ধীরে, ডুবে নীরে।

উপেক্ষিত

জগৎ-কাব্যের মাঝে যত আছে শ্রেষ্ঠ গান,
বিপুল ধরার বুকে যত আছে রম্য স্থান,—
সবই সে চরণে তব ঢেলে দিয়ে মুগ্ধ কবি
আঁকিয়া গিয়াছে তব মনোজ্ঞ মধুর ছবি।—

কোথায় তমসাতীরে, চিত্রকূট গিরিশিরে,
মালিনীর স্বচ্ছ নীরে চিরাঙ্কিত উপাখ্যান।—
সাগরিকা, মালবিকা, তরলিকা, নিপুণিকা,
প্রিয়ম্বদা, মাধবিকা—শত নামে পূর্ণ প্রাণ।

জানি নাক কোন্ ভ্রমে ভুলে গিয়ে অন্ধ কবি
আঁকেনিক বন্ধুতার মহান সরল ছবি ;
কোন্ দোষে উপেক্ষিত—হে মিত্রতা, হে মহান,
কোন্ গুণে তোমা হ'তে উচ্চ প্রেম গরীয়ান !

স্বপ্ন-সম্ভাষণ

১

আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে,
আঁখি-দ্বয় মুগ্ধ, অনিমিখ ;
শরতের স্মিত-শুভ্র নিশি ;—
জ্যোৎস্নায় মগ্ন দশ দিক্ ।

চন্দ্রালোক শুভ্র শয্যা'পরে,—
পড়িয়াছে দেহের উপরে ।
আজিকার শশাঙ্ক-কিরণ
আসিয়াছে কি মদিরা মাখি' ;
কি দেখিনু সুন্দর স্বপন !
স্বপনে ভরিয়া গেছে আঁখি !—
শত-শত স্বপনের বালা
নেমে আসে আলোক-সাগরে ;
কেশদামে মোহনীয় মালা,
রঙ্গ-হাসি সুরঙ্গ অধরে ।

হাতে-হাতে ধরি ধরি সবে,
অভিনয় নয়নে নীরবে !
আকাশের মাঝেতে দাঁড়ায়,
ক্রমে ভেসে দশ দিকে যায় —
যেন গজমুকুতার মালা
—ছিঁড়ে গিয়ে মুকুতা ছড়ায় !

কারো করে ফুল-ধনুর্গুণ,
চারুপদ-ক্ষেপ ধীরে ধীরে ;
মেঘগুলি পরশের আশে
সোপান হয়েছে স্তরে স্তরে ।
কারো শিরে মোহন কবরী,
যেন কাল-ফণিনী বর্ত্তুল ।
বিনোদ সে ভঙ্গিমা নেহারি,
স্থানচ্যুত চারু তারা-ফুল !

কারো পিঠে ঘন কেশভার,—
চুমে রাঙ্গা দুখানি চরণ,
দামিনী লুকায়ে মাঝে তার
ক্ষণে ক্ষণে দেয় দরশন ।
আলোকে আঁধারে মিলে খেলা ;
রচে চিত্র স্বপনের বালা ।—
অনৃত ও নৃত দোঁহে ধরি’,
মিশায়ে অপূর্ব্ব কারিগরি !

২

কোথা বিরহীর আঁখি-আগে
রচিত মিলন-পারাবার,
সান্ধ্য-রাগে রঞ্জিত তরণী,—
—মাঝে আসে প্রিয়তম তার।
কনক ক্ষেপণী পড়ে জলে,
আসে যেন মন্ত্রবলে চলে';
হাসিরাশি মলিন আননে
দেখ কি ফুটেছে মরি মরি!
শীতের বিশুষ্ক কাননেতে
যেন মধু উঠেছে মুঞ্জরি'!

একি একি! কি হইল একি!
হাসির উপরে আঁখি-জল!
প্রিয়-পার্শ্বে ও কারে নিরখি',
হ'ল বালা কাঁদিয়া বিকল!

ওই যে তরীর মাঝে রামা
কুসুমে কি নির্ম্মিত প্রতিমা!
মাথা রাখি' যুবকের বুকে,
অনিমিখ চেয়ে মুগ্ধ মুখে!

বিম্বাধর উঠিছে কাঁপিয়া,
—গেল ভেঙ্গে গেল বুঝি হৃদি,
একি খেলা স্বপনের বালা।
দরিদ্রে মিলালে যদি নিধি!

কোনও রামা বিলম্বিতবেণী,
মধুর মৃদঙ্গ লয়ে' করে
হাসি' হাসি' আনত-নয়নী
দাঁড়াইয়া কবির শিয়রে!
মৃদু মৃদু আঘাতি' সুন্দরী
বলে,—দেখ, চেয়ে দেখ কবি!
স্বর্গ মর্ত্ত্য আহরণ করি'
আনিয়াছি কি বিচিত্র ছবি!

কবি কহে, একি গো স্বপন!
কই বসন্তের ফুল-বন?
পারাবারে ক্ষুদ্র তৃণপ্রায়
এ আমারে ফেলিলে কোথায়!
আদি-মধ্য নাই,—নাই শেষ,
এ যে নব নীরদের দেশ!
তুমিও যেতেছ মেঘে মিশে,
একেলা কি হারাইব দিশে।

লুকাইল স্বপনের বালা!
নীরদ-আসনে কবি বসে,
মেঘখণ্ড অরুণে রঞ্জিত
ক্রমে ক্রমে কাছে আসে ভেসে;—
ঘেরিয়া কবির চারি ধার
ধরে স্বর্ণ-তরণী আকার!

ধীরি ধীরি চলে তরী ভেসে,
অনন্ত নীলিমাময় দেশে।
খণ্ড খণ্ড স্বর্ণ-মেঘগুলি—
মাঝে মাঝে হাসে, মধুমুখ ;—
কবি বলে, রূপের বিজলী
উপেক্ষা, সে কঠোর কৌতুক !

দেবে না দেবে না যদি ধরা—
থাকহ মেঘের মাঝে পশি' ;
খুলনা খুলনা মোহভরা
উন্মাদক মোহন আরসী !

কল্পনে লো ! এ কি রঙ্গ তোর !
স্বপনের সাথে হ'য়ে ভোর,
কঠিনা সে ধরণীর পাশে
নিয়ে চল মোরে ত্বরা করি',
কাজ নাই নীলিমায় ভেসে ;—
সৌন্দর্য্য হেথায় ছায়া-নারী !
উন্মাদক রূপের বিস্তার
পরশিতে সাধ্য নাহি কার !
এই সূক্ষ্ম স্বরগ অতুল ;
এ হ'তে যে ভাল ধরা স্থূল।
হেথা হৃদয়ের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস
উঠে গিয়ে নাহি পায় কূল ;

হৃদয়ে আঘাতে নিরবধি
অতৃপ্তির অনন্ত অকূল।

হেসে কহে স্বপনের বালা;—
আকাশ-ভ্রমণে না কি কবি!
দেখ চেয়ে, কোথায়—শয়নে!
যাই ত্বরা, উদিতেছে রবি।

নিদ্রাদেবী প্রধান সঙ্গিনী;—
মুদিলে নয়ন-পদ্মগুলি,
গোপন হিয়ার মাঝে পশি'
বাসনারে বাহিরিয়া আনি'
রচি' সাধে সাধের জগৎ;—
অসম্ভব সম্ভবে মেলানি!
কখনো বা ভবিষ্যৎ-পট
উদ্‌ঘাটিয়া ঈষৎ দেখাই;
সত্য মিথ্যা এক সাথে করি'
রহস্যের সাজিটি সাজাই!
হাসায়ে কাঁদায়ে হিয়াগুলি
খেলি মোরা সারাটি যামিনী।

পলিত

দাঁড়াও দাঁড়াও ক্ষণ;— লহ নমস্কার;
এখনি ক'রো না ব্যাপ্ত তব অধিকার।

দেহ-ঋণ—দেহ ঋণ আর কিছু দিন—
তার পরে ক'রে লও তোমার অধীন।
দু একটি কাজ আর দু একটি গান
এখনো রয়েছে বাকি, হ'ক সমাধান,—
তার-পরে ওই তব পূত অধিকারে
শান্তচিত্তে প্রবেশিব সেবিতে তোমারে।
রিক্তহস্ত দিও দেব! আশীর্ব্বাদে ভরি'
মুছে দিও শেষ লেশ বাসনা-লহরী।
দ্বন্দ্ব-ক্লান্ত তাপ-রক্ত বিক্ষত-হৃদয়
অমৃত-প্রলেপে দিও ক'রে নিরাময়।
পুণ্যপ্রভা আলোকিত ওই রাজ্য-মাঝে
শুভ্র পরিচ্ছদ পরি' যাব নিজকাজে।
হে লোলিত, হে পলিত, হে হিম-পাণ্ডুর!
যৌবন-জীবন-গ্লানি ক'রে দিও দূর।

নিরাভরণা

কি হেতু কাঁদিস্ মাগো, লুটায়ে ধরণী!
তপ্ত অশ্রু, ঘন শ্বাস,
আলু-থালু কেশপাশ,
ঘন বক্ষে করাঘাত, যেন উন্মাদিনী;
কি হেতু কাঁদিস্ মাগো, লুটায়ে ধরণী।
পিতা মম অধোমুখে,
চেয়ে না দেখেন মুখে,

বিন্দু-বিন্দু অশ্রু-কণা নিষিক্ত মেদিনী !
দুয়ারে দাঁড়ায়ে তাঁর কন্যা আদরিণী !

কি লাগি' কাহার তরে এত হাহাকার !
বলয়, নূপুর, দুল,
স্বর্ণহার, কর্ণ-ফুল,
এত কি অমূল্য মাগো, কত মূল্য তার ;—
কি লাগি' কিসের তরে এত হাহাকার ?

সাজায়ে দেছিলি গো মা, মঙ্গল-বাসরে
রাশি-রাশি অলঙ্কার,
সুরভি কুসুম হার,
লালসার রাঙ্গা সূতা বেঁধে দিয়ে করে,—
ফেলেছিলি বাসনার অতল গহ্বরে ;
আচ্ছাদনবস্ত্রতলে,
হুলু-শঙ্খ-কোলাহলে,
দেছিলে পরায়ে গলে পরশ-মাণিক ;
সে দিনো ত কেঁদেছিলে,—মাতৃস্নেহে ধিক্ !

আজি এ রোদন কেন আবার জননি !
তোমার স্নেহের নীড়ে
কন্যা তোর এল ফিরে,
দেখিছ না চেয়ে ফিরে কি হেতু নন্দিনী ?
আজি এ রোদন কেন আবার জননি !

আঁখি মুছে উন্মাদিনি ! চেয়ে দেখ মুখে,—
মণ্ডিতা দুহিতা তব কোন্ শুভ্রালোকে !

পতিত স্বর্গের ছায়া হৃদয় আকাশে,
পূত পারিজাত-গন্ধ বহে শুভ্রবাসে ;—
কুণ্ঠিতা লুণ্ঠিতা কেন পতিতা-ধরণী ?—
উঠে ত্বরা নে মা কোলে, অনিন্দ্য-নন্দিনী।
শুভ্র তনু, শুভ্র বাস, এত কি বিষাদরাশি
আনে গো বহিয়া !
যে দিন এ তনয়ায় লভেছিলে শূন্যকায়,
শুভ্রবাসে পূত তনু সাদরে ঢাকিয়া,—
হেসেছিলে কত হাসি মুখ নিরখিয়া।
আজিকে দুহিতা তোর সেই শুভ্রবাসে
এসেছে আলয়ে তোর ;
—কেন এ ক্রন্দন ঘোর ?—
কোলে লও স্নেহময়ি ! সেই হাসি হেসে !

সমুদ্রস্নানে

ঘন ঘোর-স্নিগ্ধ মেঘ ফেলিয়াছে ঘিরে,
আমি স্নান করিতেছি সমুদ্রের নীরে।
পশ্চাতে ধরণী পাতি' স্নিগ্ধ-শ্যাম কোল ;
সম্মুখে প্রসারি' বাহু সিন্ধু উতরোল।
চির-মুগ্ধ রূপ-লুব্ধ কাহার হৃদয়
পারে সে থাকিতে স্থির এমন সময় ?
প্রসারি' অমল পক্ষ অর্ণবমরাল,
ভাসিছে সমুদ্রবক্ষে সুন্দর 'সি-গাল' ;

শ্রেণীবদ্ধ উড়িতেছে তরঙ্গ চুমিয়ে,
ছিন্ন শুভ্র পুষ্প-হার কে দেছে ভাসায়ে !
ছিন্ন করি' জননীর স্নেহের বন্ধন
উত্তাল উচ্ছ্বাসে ওই দিতে আলিঙ্গন—
চাহিছে জীবন-বধূ ছুটিতে আমার,
ল'য়ে তার শত ছিন্ন কুসুমের হার।
প্রথম আষাঢ়ে এই নীল সিন্ধু-কূলে,
চাহিছে এ শুভ্র বেশ ফেলিবারে খুলে।
মৃদু মৃদু গুরু গুরু সুগম্ভীর ডাক,
কে বরে কাহারে কোথা ?—নিনাদিত শাক
উন্নমিত করি' মুখ শ্যাম-শষ্পাম্বরা
গরবিণী উপত্যকা, তুঙ্গপয়োধরা,
নিরখিছে স্নিগ্ধ-কান্তি নব নীরধরে ;
বিলম্বিত করি' তনু পয়োদ সাদরে
করিতে আনন্দে যেন আনন আঘ্রাণ,—
বাড়ায়ে দিয়াছে মুখ ;—মাঙ্গলিক গান
গাহিছে চাতক সুখে উড়িয়ে উড়িয়ে,
নব জল-কণা-পানে পরিতৃপ্ত হ'য়ে।

মধ্যাহ্নের সমুদ্র

সরিয়া গিয়াছে জল, মগন উপলদল—
হরিত শৈবালদামে আচ্ছাদিত অঙ্গ।

সারা নিশি করে' স্নান তীর-বায়ু করে' পান
রবির কিরণে এবে শুখাইছে অঙ্গ।
নীলমণিপ্রভ জল, সূর্য্য করে ঝল-মল,
সুনীল অম্বরে দূরে গিয়াছে মিশিয়া।
উভয়ে রাখিতে ভেদ সূক্ষ্ম এক রেখাচ্ছেদ
নীল পেন্‌সিলের দাগ কে দেছে টানিয়া।
বিস্তারি' অমল পক্ষ, 'সি-গাল' লক্ষ লক্ষ,
ভাসিতেছে শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গ উপরে;
যেন কোন নাগবালা বিচ্ছিন্ন কবরী-মালা
নিক্ষেপি' গিয়াছে ডুবে সলিল-ভিতরে।
ক্ষুদ্র শুভ্র পাল তুলি' ধীবরের নৌকাগুলি
ভাসিছে সুদূর নীরে রাজহংস প্রায়।
হি-হি হি-হি অট্ট-হাসি' ছুটে এসে ফেনরাশি
আছাড়ি' পড়িয়া তীরে ফিরিয়া পালায়!

অপরাহ্নে

ঐ ডুবে গেল বেলা অকূল-নীরে,
রাখিয়া ঈষৎ আভা বালুর তীরে।
লইয়া ধূসর সন্ধ্যা তিমির-ডালি
সাগরে অম্বরে দিল লেপিয়া কালি।

ধীবর গুটায়ে জাল ফেলিয়া কাঁধে
ফিরিছে আবাস মুখে ত্বরিতপাদে।

ওরে তুই কত রবি বসিয়া তীরে,
গুটায়ে লইয়া জাল চল্ না ফিরে।

সারাটা দিবস ধরে' অকূল-কূলে
কি ছাই বাঁধিলি জালে দেখ না খুলে।
সকালে বুনিলি জাল—শতেক ফাঁসী ;
দুপুরে ফেলিলি জলে ঘুরায়ে হাসি।

কূলে কূলে ঘুরে ঘুরে কাটালি বেলা,
সাঁঝেতে গুটায়ে লও—ভাঙ্গিল খেলা !
উদিয়াছে কাল মেঘ আকাশ ঘিরে ;—
আর কেন—আর কেন বসিয়া তীরে ?

সন্ধ্যায়

উজ্জ্বল সীমন্ত-মণি দীপ্ত শির'পরে,
ঐ আসিছেন সন্ধ্যা শ্রান্তিনাশ তরে—
প্রসারিয়া দুই কর 'স্থিরো ভব' বলি' ;
উত্থিত গগনপথে বিহগ-কাকলী ;
ধ্মাপিত শঙ্খের ধ্বনি প্রতি ঘরে ঘরে ;
ধ্বনিতেছে দিগ্বিদিক উদাত্ত গম্ভীরে,
সন্ধ্যারতা পুরাঙ্গনা দীপ লয়ে' করে,
জ্বালিছে মঙ্গল-দীপ গৃহস্থের ঘরে ;
ঘন বটবীথি-মাঝে ত্বরিতচরণা
চকিত সভীত-মতি কৃষক-অঙ্গনা

ফিরিতেছে গৃহমুখে, কুম্ভে ভরি' জল ;
চলকে কলস-বারি—ছলাৎ চলল্ !

পারাবার

শত হাস্য, শত গান, রোদন, বেদন
উথলিছে একাধারে ; করিয়া বহন
ছুটিছে বিচিত্র-পক্ষ বিহঙ্গম—কাল।
বিচিত্ররূপিণী ধরা বৈচিত্র্যে মগন,
দেখাইছে খুলে খুলে নব ইন্দ্রজাল !

পার্শ্বে চিরপার্শ্বচরী, লাবণ্য বিক্ষেপ
অঙ্গে অঙ্গে দৃপ্ত তার ; কি চারু ভঙ্গিমা !
কিছুই না দেখ চেয়ে, না কর ভ্রূক্ষেপ,
আপনে আপনি মত্ত উন্মাদ-গরিমা !

উথলিছ, গরজিছ, ফুলিছ সক্রোধে,
অশ্রান্ত অক্লান্ত ওই ঘোর উত্তেজনা
ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায় বেলা-অবরোধে।
নিয়মের বাহুবন্ধ বুঝিতে চাহ না।

বলিছ কি সেই কথা ওহে পারাবার !
নিয়ত গর্জ্জন করি' মহাঘোর রোলে ?
আমি জানি, জানি, কেবা বাঞ্ছিত তোমার,
ঐ সে আসিছে ওই ঘূর্ণিত-অঞ্চলে

আসীনা কঙ্কর-যানে; রুক্ষ কেশজাল;
উড়িছে ধূসরবর্ণে দিগন্ত প্রসারি'!
আসিছে ঝটিকা-বধূ সামাল সামাল,—
লইয়া উচ্ছেদ হাতে, দিগন্ত আঁধারি'।

মুহুর্মুহু বিক্ষেপিত কটাক্ষ করকা,
ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস দমকে দমকে,
ঝাঁপায়ে পড়িল বক্ষে উন্মত্ত ঝটিকা!
অধীর-হৃদয় সিন্ধু বিপুল পুলকে!

যেমন প্রচণ্ডা মেয়ে অজানিত ঘর,
উন্মত্ত ফেনিলোচ্ছল কূল-হারা বর!

খেলা

নগ্নদেহে সিন্ধুতীরে   সুশুভ্র সৈকত'পরে
ধীবরের বালা।—
ক্ষুদ্র ঝিনুকের তরী   তরঙ্গে ভাসায়ে ধরি'
অবিশ্রান্ত খেলা,—
উপকূলে, একা, সারাবেলা।

আহরি' শৈবালদলে,   শয্যা রচি' কুতূহলে,
ক্ষুদ্র মীনে করায়ে শয়ন;—
স্নেহভরে করে নিরীক্ষণ!
নয়ন শফরী তুল,   পৃষ্ঠে এক রাশি চুল,
কৃষ্ণ কণ্ঠে প্রবালের মালা;

কৃষ্ণ প্রস্তরের গায়, ক্ষোদিত প্রতিমা প্রায়,
উপকূলে বালিকা একেলা।
দূরে কৃষ্ণবিন্দু প্রায়, জেলে-ডিঙ্গি ভেসে যায়,
তরঙ্গের সাথে করে লুকোচুরী খেলা।
—ঝিকি-মিকি বেলা।

ভাসায়ে তরণী তার, পিতা গেছে পারাবার,
ফিরিবেক অবসানে বেলা;
খেলে তীরে বালিকা একেলা।
তীরে সিন্ধু কল-কল, ফেন-হাস্য খল-খল,
আঘাতে উপলদল ভেঙ্গে ফেলে বেলা;
—অবিশ্রান্ত খেলা।

সহসা উদিল মেঘ, সাথে সাথে বায়ুবেগ,
মুহূর্ত্তেকে ছাইল আঁধার;
গর্জ্জিয়া উঠিল পারাবার।
চকিতা কুরঙ্গী প্রায়, বালিকা চমকি চায়,—
ফুলিতেছে তরঙ্গ বিপুল;
নৃত্য করে পাথার অকূল!

বালিকা দাঁড়ায়ে তীরে দেখিল তরঙ্গ-শিরে
উত্তোলিত তার তরণী;
প্রসারিত করি' কর আশ্বাসে ধীবর-বর,—
দাঁড়া মাগো,—যাইব এখনি!

বালিকা তুলিয়া কর ডাকিতেছে, আয়্ ঘর !
ডুবে গেল ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি ;
এল তীরে আছাড়ি' তরণী !

প্রবল স্রোতের ঘায় ভাসিল বালিকা-কায়,—
পিতৃ-কণ্ঠ ধরিল জড়ায়ে ;
ভেসে গেল খেলাঘর, পিতা-পুত্রী একত্তর
সৈকতেতে রহিল ঘুমায়ে !

লুকোচুরী

আমি, যেমন করেই পারি,
ধরিব তোমারে ধরিব,
ওগো গর্ব্বিত কামচারী !
খুঁজিব তোমারে কক্ষে কক্ষে,
গোপন নগন বক্ষে বক্ষে,
কোথায় করিবে আপনা রক্ষে,—
খোলা যে সকল দ্বার-ই,—
ওগো গর্ব্বিত কামচারী !

বিবিধ বরণে মধুর ছন্দে,
উতল মধুতে, উথল গন্ধে,
প্রকাশ-কিরণ-পূর্ণ-চন্দ্রে,
হৃদয়-মানস-হারী ;

নবীন শাদ্বলে নীল সিন্ধুজলে—
সতত ও রঙ্গ-তরঙ্গ উছলে,—
প্রতীপ-সমীরে ধীরে ধীরে ধীরে
পরশে পরাণ চুরি।

শত অশ্রু-কণা, নিশির শিশিরে,
প্রবাহিত প্রেম-উৎস-নির্ঝরে,
ধ্বনিত বজ্রে, রণিত মন্দ্রে ;—
ধরিতে বলিছ ডাকি,—
দিয়া তমসে আবরি' আঁখি!

প্রবাসে বর্ষা

পহেলা আষাঢ় আজি, মনে মনে আছি আঁচি'
আজি হবে ধরিতে লেখনী।
রাত্রে হয় নাই ঘুম, পেট ফুলিবার ধূম,
কত ক্ষণে পোহায় রজনী!
পাশে খেলে ছেলে মেয়ে, রাজপথে আছি চেয়ে,
চ'লে যায় পান্থ শত জন;
বয়ালের 'বাণ্ডি' গুলি, ঘুঙুর নিক্কণ তুলি',
ছুটে যায় রণন্ ঝনন্;
শ্বেত উচ্চৈঃশ্রবা যুড়ী মাঝে মাঝে চলে জুড়ি
শ্বেতাঙ্গিনী শোভি রাজপথ;
শিরোভূষা শোভা কিবা, ধবল মরাল-গ্রীবা-
প'রে, পুষ্প-চাঙ্গারি বৃহৎ।

এরাই সে পুষ্পনারী যেন পথে করে ফিরি,
লাবণ্যের সৌরভ অতুল।—
তুলনার একশেষ এ দেশের কৃষ্ণ-কেশ,
তাও নেছে, সেবিয়া তণ্ডুল।
আষাঢ়ও ভুলিয়া নাই, জলদ-উত্তরী তাই,
সারা অঙ্গে পরিয়াছে ঘিরে;
ভাবে বুঝি মনে মনে জগত-জানিত দিনে
কি দেখাবে প্রবাসী কবিরে!
উত্তুঙ্গ শিখর-শিরে মেঘ নামিয়াছে ঘিরে,—
বপ্রক্রীড়া মত্ত নহে হাতী;
যেন ওয়াল্টার-শিরে বরষা ধরেছে ঘিরে
ঘন-ঘোর নীল-আর্দ্র-ছাতি!
এ কি! কাহার ভবন-শিখী, কেকারবে এল ডাকি'
প্রাচীরের পাশ হ'তে উড়ে?
ক্রমে এসে বারান্দায় তণ্ডুল-কণিকা খায়—
অনাহূত অতিথি আষাঢ়ে!

মৃদু গুরু গুরু হাঁক্, আষাঢ ছাড়িল ডাক্,
বায়ু সাথে মেঘ আসে উড়ে;
শাণিত বিশিখ পারা বেঁকে পড়ে বৃষ্টিধারা
ধরা-অঙ্গে লক্ষ শর ফুঁড়ে।
স্ফুট গিরিমল্লিকায় সিঞ্চি' নব কণিকায়,
নয় এ গো বর্ষণ বিরল।

পান্থ, পান্থবধূ ছুটে বারান্দায় আসে উঠে
আর্দ্র বাসে ঝরঝরে জল।
কোথায় সে যক্ষবধূ, বিরহ-ক্লেশিত বঁধু,
যুক্ত-করে মেঘে অনুনয়;
সিন্ধু করে ধরি' গিরি সারা ওয়াল্টেয়ার ঘিরি'
পরায়েছে নিগড় বলয়।
চকিত করিয়া বিশ্ব ক্রমশঃ প্রচণ্ড দৃশ্য,
গড় গড় কামানের গোলা;
সমুদ্র আস্ফালি' ছুটে, শৈলপাদে ঊর্ম্মি লুটে,
দুরন্ত এ দানবীর খেলা!
মৃদু মৃদু সুমধুর কোথা বিয়োগীর সুর,—
মন্দ মন্দ মৃদঙ্গ-নিক্কণ,
গাছ পালা ভাঙ্গে ঝড়ে, লেখনী খসিয়া পড়ে,
কড় কড় অশনি-গর্জ্জন।

শ্রাবণে

তুমি কি রাখনি ভুলাইয়া হিমশীর্ণ মৃত্যুর মূরতি?
তবে কেন ভাবিব তাহারে, যার পরে ঢেলেছে বিস্মৃতি!
হ'ক শুক্ল কৃষ্ণ কেশদাম, রেখাঙ্কিত হয় হ'ক্ ভাল;
যত দিন এই আঁখিযুগ রবে দীপ্ত হে বিশ্ব-ভূপাল!
তোমারে হেরিব আঁখি ভরি', এই ভিক্ষা মাগি বিশ্বপতি!
জলে স্থলে কুসুমে শাদ্বলে ওই তব মধুর মূরতি।
বসি' এই নিভৃত কুটীরে, ক্ষুব্ধ এই নীল সিন্ধুকূলে
কে স্মরিবে তামসী মৃত্যুরে? গুপ্ত কথা থাক্ না সে ভুলে।

আঁখি মুদি' অন্ধ পরকাল ধেয়ান সে মুক্ত যোগিজন,
চেয়ে চেয়ে আমি চিরকাল রচি যেন সুন্দর দর্শন !
চ'লে যাবে সে সুপথ ধরি' তর্ক-শ্রান্ত ক্লান্ত পান্থ জন
পুষ্পবাসে ঘন নীপচ্ছায়ে নিরুদ্বেগে তোমার ভবন !
আজি প্রাতে মেঘ গেছে কেটে, ঝলমল স্বর্ণময় বারি,
পট্টবাসা পূর্ব্বাশার দ্বারে দিগঙ্গনা লয়ে হেম-ঝারি
ঢালিতেছে কনক-উদক নীলকণ্ঠ শ্রাবণের শিরে ;
আর্দ্র করি' ঘন নীল জটা স্বর্ণধারা পড়িতেছে ঝ'রে ।
শ্যাম ছত্র তালী-বনরাজি সিন্ধুশিরে ধরিয়াছে খুলে,
ঢুলাইছে কনক-চামর নারিকেল কূলে কূলে দুলে',
হরিত সুপুচ্ছ ঝুলাইয়া ঝাউ-শাখে বসি' শুকদল
নব-রবি-করে ফুল্ল হিয়া গায় সুখে প্রভাতী মঙ্গল !
শ্রাবণের সঘন বর্ষণ-মুক্ত আজি লঘু মেঘদল
উড়ে উড়ে গগনেতে ফিরে পান করি' কনক তরল !
দূরে নীল আকাশের কোলে ভেসে আসে শুভ্র পোতখানি,—
ও পারের সংবাদ কাহার আনিছে এ প্রভাতে না জানি !

বঙ্কিমচন্দ্র

তোমার হৃদয়-কন্দর হ'তে
কোন একদিন পুণ্য প্রভাতে
বয়েছিল যেই ক্ষুদ্র নির্ঝর
তোমারি গৃহের কোণে ;—

দেখ আজি তার প্রবাহ প্রবল
চলেছে কি বেগে করি' কোলাহল
সজন প্রান্তরে দেশ দেশান্তরে
কি গভীর গরজনে !

যে মহা রাগিণী ও হৃদি-যন্ত্রে
বেজেছিল ধীরে তন্ত্রে তন্ত্রে
আজি সে কি মহা-মিলন-মন্ত্রে
ছাইয়া ফেলেছে দেশ !

মলিন শ্রীহীন অধীন ভারত
আছিল পড়িয়া নির্জ্জীববৎ ;
আজি নবীন জীবনে নব উদ্যমে
পরেছে নবীন বেশ !

কোন্ গ্রহে পুনঃ পেতেছ আসন,
সেথা কি এ বার্ত্তা বহে সমীরণ ?
আজিকে তোমার সফল সাধন
তোমারি জনমভূমে—
শুধু তুমিই মগন ঘুমে !

শ্যামলা সুজলা জননী তোমার
তোমারে স্মরিয়া মুছে অশ্রুধার ।
"বন্দে মাতরং" বল একবার
সকলে মায়েরে ঘেরি ;
দাও মুছায়ে নয়নবারি ।

আজি পূর্ণ যুগ জীবন তোমার
ধরায় হ'য়েছে শেষ।
কভু কি গো আর অভাব তোমার
পূরাতে পারিবে দেশ!

স্বাগত

গুরু-গুরু গুরু-গুরু মৃদঙ্গ-বোলনী;
সরসা বরষা আওল অবনী।
নলপত অপাঙ্গে মৃদু মৃদু ভাতিয়া;
এলাইত মেঘ-বেণী লুটাওত ছাতিয়া।

আবৃতা ধরণী ঘন-ঘোর তিমিরে,
উড়ত ওড়নী মৃদু-মৃদু সমীরে।
গুরু-গুরু গুরু-গুরু মৃদঙ্গ-বোলনী;
সরসা বরষা আওল অবনী।

হরষিত দিঙ্‌নাগ ভর লেই ঝারি,
অভিষেক ঘনরাণী;—বরখত বারি।
খুলিয়া বলাকা সুশুভ্র ছাতি,
উড়ল অম্বরে পুলকে মাতি';

শিখরে শিখরে সঙ্গীত তুলি'
ধাইল নির্ঝর-বালিকাগুলি;
আকুল হরষে সবেগে ছুটি'
পাষাণে পাষাণে ভাঙিয়া লুটি।

লুকাল অম্বরে দিবসাধিপ ;
ফুটল হাসিয়া কেতক, নীপ।
মোদিত সুবাসে কানন-বীথি ;
পাপিয়া রসালে ধরিল গীতি।

বাদিত দুন্দুভি গম্ভীর ঘোষে,
আওল বরষা সুনীল বেশে।
চমকে পলকে বিজুরী-জ্যোতি।
পাতায় পাতায় ঝরিত মোতি।

যো রহে সো রহে বিষাদে ভরা,
স্বাগত হামার মানস-হরা!

সীমাদ্রি-শিখরে

গুরু গুরু গুরু দেব-দুন্দুভি উঠিয়াছে নভে বাজি' রে!
থমকি' চমকি' চকিত তড়িৎ দিকে দিকে ছোটে নাচি' রে!
লম্বিত ঐ শৈল-শিখরে নীরদ-সোপানরাজি রে!
অমরা হইতে কে এল মরতে—মন্দার-দামে সাজি' রে!

ঝর ঝর ঝর ভৃঙ্গার-বারি ঢালে দিগঙ্গনা হরষে,
ফুটিছে শিহরি' কেতক, নীপ কাহার চরণ-পরশে?

দেখ দেখ দেখ, কার কেশদাম ঢেকেছে সকল দিগন্ত ;
কার এ বিমল তনু-পরিমলে সুগন্ধি ধরণী অনন্ত!

কাহারে নিরখি শিখিনী শিখী বর্হ বিথারি' নাচিছে?
গম্ভীর-স্বরে প্রাবৃট-শঙ্খ কলাপি-কণ্ঠে বাজিছে?

স্নিগ্ধ নীলিমা চারু শ্যামলিমা মধুর বরণ দৃশ্য রে!
কার তনু-ছায় ঘন নীলিমায় ফুটিয়া উঠেছে বিশ্ব রে।
গুরু গুরু গুরু দুরু দুরু দুরু হৃদয় আমার কাঁপিছে!
ঐ ঘন ঘন-মাঝে মেঘ নির্ঘোষে কে যেন আমারে ডাকিছে!
ঝর্ঝর ঝর—নির্ঝর স্বর মুখরিত গিরি অরণ্য,
চল আনি তুলি' গিরিমল্লিকা চারু চম্পক বরেণ্য!
নীল-লোহিত পাটল পীত কুসুমপুঞ্জ সুরঙ্গ,
আলোক-ছায়া মিলিত কায়া যেন হরি-হর একাঙ্গ।
এই নির্ঝর ধারে শৈলশিখরে পূজিতে বর সুন্দরে!—
গাঁথ সজনী! প্রসূনদাম, গাঁথহ চারু ছন্দ রে!

নদীবধূ

তন্বী মনোজ্ঞা পর্ব্বতবালিকে,
কর্পূর-ধবল-মরাল-মালিকে,
জলবেণীরম্যা, গুম্ফিত নিচোলে
রাজত নদীবধূ সৈকত ধবলে;
অয়ি, তরঙ্গানিল-কম্পিত-দুকূলা,
মৃদু-কল-কল্লোল কিশোরী সুশীলা,
ঝর্ঝর নির্ঝর-সুপুষ্ট-দেহা,
কাহে বিস্মরি' কিশোরী ভূধর গেহা,
জলবেণীরম্যা বন্ধুর উপলে,
কথি, রাজত নির্ম্মলে সৈকত ধবলে।

যথা, আভাতি বেলা লবণাম্বুকায়ে,
যথা, তালীবন-মর্ম্মরিত স্নিগ্ধ বায়ে,
যথা, স্ফুটফেনরাজি স্ফুরিত হাস্যে,
উন্মাদ উদধি তাণ্ডব-লাস্যে।

তমসাতীরে

কিবা, গম্ভীর তমসা তমসপুঞ্জে,
যেন মৌনাভিমানিনী মানক ভুঞ্জে;
সুখ- শায়িত সারস বেতসকুঞ্জে,
দিক- অঙ্গনা বেদনা-বাষ্প নিমুঞ্চে।
তুষার-শীকর-শীতল রাত্রি,
হিম- সজল-নিচোল তীরথ-যাত্রী;
আহা, সুকৃত-সঞ্চয়-আশয়-লুব্ধা,
অয়- গুণ্ঠিতা, শঙ্কিতা, কম্পিতা, মুগ্ধা!

আয়েষা

এমনি অতৃপ্তি মাঝে জানি না সে কোনদিন
আসিবে মরণ,—আমার কি তায়;
শত জন্ম স্রোতে ভেসে, পাশাপাশি এসে শেষে,
নিরুদ্দেশে যাবে ভেসে নিয়ে হাহাকার!
কার এ বিষম ভ্রম,—আমার কি তায়?

ঐ সুকেশিনী বরষার স্নিগ্ধ মেঘময় বেণী,
সুনীল শৈলের বুকে পড়েছে ঝুমিয়া !
এ আকুল কুন্তলভার কভু ত আনন তার
অমনি সোহাগভরে দেবে না ছাইয়া ;—
করাল সর্পিণী শুধু দংশিবে এ হিয়া।

অই যে সরলদ্রুমে নবপল্লবিতা লতা
জড়াইয়া শাখায় শাখায় ;—
সমীরণে দুলি' দুলি' মৃদুল মর্ম্মর তুলি'
শুনায় মধুর গাথা মধুর ভাষায়,
হায়! এ বাহু-লতিকা মোর পবিত্র প্রেমের ডোর,
বাঁধিয়া বাহুতে তার রবে না লতিয়া —
কোনও মাধবীর সাঁঝে আপনা ভুলিয়া !

সন্ধ্যার সুবর্ণরাগ রসালের অগ্রভাগ
করিছে সাদরে ওই কাঞ্চনে মণ্ডন ;
আমার হৃদয়-বধু আমারি বধূরে শুধু
দেবে না সন্ধ্যার বুকে বিদায়-চুম্বন।
গম্ভীর সিন্ধুর বুকে বহিলে ঝটিকা ঘোর,
নীরবে সে পারে না সহিতে ;—
শত বাহু প্রসারিয়া উন্মত্ত অধীর হিয়া,
ছুটে যায় লঙ্ঘিতে বাঞ্ছিতে।

প্রেমিক হৃদয়-সিন্ধু দু'খানি অস্থির তালে
বহে নিত্য কি ঝটিকা ঘাত ;—

বুঝিতে কি আছে ভাষা ? শুধুই আকুল আশা
নির্জ্জনে সৃজন করে মুকুতা-প্রপাত !

ভাবনা

ভাবিতাম, ভাষার দুয়ারে হয় সদা চিত্ত-বিনিময় ;
ঐ দূতী হ'য়ে অগ্রসর, মাঝে থেকে করে পরিচয় !
শুভক্ষণে কোন সুপ্রভাতে ঘটেছে যে তোমায় আমায়—
মনে পড়ে সে দিনের কথা, দুই যুগ পূর্ণ হ'ল প্রায় !
লিপি দূতী করে' আনাগোনা দুটি হৃদি করিল বন্ধন ;
দেখিবার আগেই দোঁহার ঘটাইল অপূর্ব্ব মিলন !
কুসুমের পরাগ যেমন সমীরণে হইয়া বাহিত
সাধে সে ফুলের পরিণয়, দূর হ'তে করে সম্মিলিত।
বসে' এই সুদূর প্রবাসে স্মরি' সদা ভাষার প্রভাব,
মূক হেথা সুনিপুণ দূতী, নিত্য সেথা প্রেমের অভাব।
এই মত নিরাশে বিশ্বাসে কেটে যায় দীর্ঘ নিশিদিন,
হৃদয় সে প্রেমের দুর্ভিক্ষে দিন দিন হ'তেছিল ক্ষীণ !
আগে সে করেনি অনুভব,—আছে গুপ্ত শত দূতচয়,
এইরূপ নিরাশার দিনে খুলিল অদ্ভুত অভিনয় !
বুঝাইল,—হৃদয় মিলাতে নাহিক ভাষার প্রয়োজন,
হৃদয় সে হৃদয়ের ভাষা নীরবেতে করে অধ্যয়ন !
কে দেখে সে আঁখি-অন্তরাল প্রেমিকের সুতীক্ষ্ণ নয়ন,
মুহূর্ত্ত দৃষ্টির বিনিময়ে, হয় প্রেম-পয়োধি-সৃজন !
প্রবেশিতে প্রেমের প্রাকারে শত দ্বার সদা উন্মোচন—
প্রফুল্ল নয়ন, স্মিত হাসি, দুটি বাহু-লতার বন্ধন !

ধীরে

ওগো! ধীরে ধীরে ধীরে ভালোবেসো মোরে,
বহু দিন বহু মাস বহু বর্ষ ধ'রে;
সন্ধ্যার আঁধার যথা সুধীরে নামিয়া
ধীরে ধীরে ফেলে ঢেকে প্রান্তরের হিয়া;
গভীর গভীর মৌন বচন-মহিমা।
দিন শত প্রেমপত্র শীঘ্র লভে সীমা।

শিখাও

গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে অয়ি! গাহিছ কি মহারাগিণী!
শিখাও আমারে শিখাও ওগো, আমি তব তীরবাসিনী!
গুরু গুরু গুরু ও রবে কাঁপিয়া
হৃদয় আমার উঠিছে মাতিয়া—
ঘন-রবে যেন শিখিনী!
শিখাও ওগো শিখাও আমারে, আমি তব তীরবাসিনী!
কিরূপে মাতিলে স্বরতরঙ্গে
উঠে ঘন ঘোর ঘোষ মৃদঙ্গে
চমকি' বধিরে, ছুটায়ে খঞ্জে, ফুটায়ে মূকের কাহিনী।
শিখাও আমারে শিখাও ওগো, আমি তব তীরবাসিনী!
নির্জ্জীব হৃদি করিতে সজাগ
শিখাও আমারে সেই মহারাগ,
যে রাগে ফুলিয়া ছুটে গরজিয়া আস্ফালি' অযুত নাগিনী!

প্রান্ত হ'তে প্রান্ত করি' চমকিত
যে রাগে গগনে প্রবাহে তড়িৎ—
অভ্রভেদী চূড়া ভেঙে করে গুঁড়া যেই রাগে মাতি' অশনি !
শিখাও ওগো শিখাও আমারে, আমি তব তীরবাসিনী !

পূর্ণিমায়

তমিস্রার অঙ্গ-আবরণ
কোথায় পড়িয়া গেছে খুলে,
গৃহে গৃহে গবাক্ষে পশিয়ে
দেখে শশী, নারী-গ্রীবা-মূলে !
খণ্ডে খণ্ডে কুণ্ডলিত হ'য়ে
গ্রীবা-মূলে রয়েছে গুটিয়ে !
আজি নিশি স্ফটিকবরণ। পূত শুক্লবসনা সুন্দরী
বিছাইয়া শ্বেত চেলাঞ্চল, ঢালিয়াছে অঙ্গের মাধুরী।
ভাবে শশী অনিমেষ-আঁখি, শুভ্রবাসে এত রূপরাশি ?
অভিসারে ব্রজ-কমলিনী নীলাম্বরে সাজিত রূপসী !
সুসজ্জিত মোহন কবরী নাহি আজি শত তারা-ফুলে,
এলায়ে ছড়ায়ে কেশরাশি ছায়া মাঝে—পড়িয়াছে খুলে ;
বিবশা বিহ্বলা নিশি ঘুমে, নিমীলিত কমললোচন।
লীলাময় চঞ্চল সৌন্দর্য্য কাছে শান্ত ছবি কি মোহন !
উন্মাদক কি সুধার স্রোত ধরা-অঙ্গে উঠেছে উথলি',
আঁখি-পথে পিয়ে প্রিয় কবি ! গাও দেখি হৃদি প্রাণ খুলি'।

মুগ্ধা

শতবার শত সুন্দর রূপ
আঁকিয়ে নিয়েছি চিত্ত-মাঝে ;
আঁখির পিপাসা তবুও গেল না,—
তুমি সাজ কত নব সাজে !—

কখনো এলাও নিবিড় কুন্তল—
কভু সুনীল কবরী ফুলে ঝলমল,
কখনো লুটাও লোহিত অঞ্চল
নীল গগন-অঙ্গন মাঝে !—

কখনো ভূষিত মুকুল মঞ্জরী,
আকুল মধুপ গুঞ্জরি' গুঞ্জরি'
শত শতদলে চরণ-মাধুরী
বিজুরী লাঞ্ছিত লাজে ;
তুমি সাজ কত নব সাজে।

কভু শুক্লবসনা স্বপ্নবিবশা,
নগ্ন মাধুরী এলায়িতকেশা,—
নিশীথ নিভৃত মাঝে
তুমি সাজ কত নব সাজ !

———

মধু মাসে মাধবী

তোমার স্মরণে ফিরে' নবীন যৌবন আসে,
তোমারি মনোজ্ঞ ছবি অন্তর-নয়নে ভাসে ;

বিশীর্ণ এ দেহ-লতা,
বিশুষ্ক অধর-পাতা,
পদে দলি' যায় চলি' এবে সবে উপহাসে ;
তোমারে স্মরিলে তবু নবীন যৌবন আসে।

পুলক-শোণিতরাশি প্রবাহিত শিরে শিরে,
লাবণ্য-তরঙ্গোচ্ছ্বাস সারা দেহে ফুটে ধীরে ;
কচি কিশলয়-রাগ
আবার অধরে ফুটে ;—
সাধের মুকুল-কুল
পরিমলে ভরি' উঠে ;—
কোথা তুমি দূর বাসে, সুখ-সুপ্ত পারিজাতে,
তোমার স্বপন-ছায়া, আমারে জাগায় প্রাতে ;
সুচির যৌবনরাশি
কোথা তব হৃদে রাজে,
যাহার পরশে ধরা
চির নব সাজে সাজে ?

——

চিত্র

তাম্র-কটাহ প্রোজ্জ্বল নভ লুপ্ত করেছে দৃশ্য,
ঘোর অঞ্জন-স্নিগ্ধ ছায়ে আবৃত হয়েছে বিশ্ব ;
দূর দিগন্ত শৈল-প্রান্ত মাখিয়া ধূমল কান্তি,
মেঘে শৈল, শৈলে মেঘ—আনিয়া দিতেছে ভ্রান্তি ;

দূরে দূরে অতি সুদূরে লুপ্ত সিন্ধুরেখা,
স্বপ্নরাজ্য যেন বা ধরা—অস্ফুট ছায়া-লেখা
নিবিড় হ'তে নিবিড়তম এ ঘোর অভ্র-পটে,
কোন্ অদৃশ্য গোপন দৃশ্য এখনি উঠিবে ফুটে।

সমুদ্র-গর্জ্জন-শ্রবণে

বহুজনাকীর্ণ স্থানে বহু সংঘর্ষণে
উঠে যে হল্‌হলা ধ্বনি, লয় মোর মনে,
এও তাই। সহস্রের ঘাত-প্রতিঘাতে
সমুত্থিত ও কল্লোল মিশেছে তোমাতে।
বিপুল তরঙ্গ-ভঙ্গে শত স্রোতস্বিনী—
তারি ঐক্যতান, তারি ও মহারাগিণী
ধ্বনিত হতেছে চির নীলাম্বরতলে ;
মহাছন্দে মহাবাণী গর্জ্জিয়া উথলে।
শত উন্মাদিনী যেন মিলে এক স্থানে,
নাচিছে উত্তোলি' বাহু, তাণ্ডব নর্ত্তনে
হারাইয়া দিগ্বিদিক্ ; ফেন-শুভ্র হাসি
তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটে উচ্ছ্বসি' উচ্ছ্বসি'।
এমনি প্রচণ্ড নৃত্যে নারী গরীয়সী,
নেচেছিল ঝান্সীর শ্রেয়সী মহিষী।
অমনি ভৈরব নৃত্যে, অমনি নির্ভীক,—
মেতেছিল একদিন মহারাষ্ট্র, শিখ।

তোমারি—তোমারি কাছে উন্মত্ত পাথার,
শিখেছিল ওই নৃত্য তেজস্বী তাতার ;
একদিন ওই নৃত্য, ওই মহাগান
শিখেছিল পরে পরে সারা হিন্দুস্থান।
আজি তারা নিদ্রামগ্ন।—কি অভিসম্পাতে
জাগে না হৃদয় আর ওই মহা ঘাতে।
ঐ গান, ঐ তান না শিখায় কারে—
একতার পরাক্রম অবনী মাঝারে !
অমনি উন্মাদ-নৃত্যে চমকিয়া ব্যোম
নেচেছিল ভীম গ্রীস ; মহাভূমি রোম।
চ'লেছে তোমার নৃত্য চির অবিরাম ;—
তারা আজি সুপ্তিক্রোড়ে লভিছে বিশ্রাম।

নাহি কি ও কণ্ঠে তবে সেই উন্মাদনা ?—
ওই নৃত্যে আজি আর নাচিয়া উঠে না
গগন কম্পিত করি' ? - মহাঘোর রোলে
শুধুই ও ব্যর্থ বাণী নিয়ত উথলে !

হৃদয় ও সিন্ধু

হে বারিধি,
মুগ্ধ দুটি আঁখি মোর চাহিয়া তোমার পানে
কত কি জিজ্ঞাসা করে নিত্য নিশি দিনমানে !
না দাও উত্তর কিছু, গরবে আপনা-হারা
হাসিয়া লুটায়ে পড়, মহতের একি ধারা !

সত্য বটে, ওই রূপে মোহিত মানস মম,
মানি তব ধরা মাঝে অতুলিত পরাক্রম ;
তবু সিন্ধু গর্ব্ব তব হিয়া হ'তে কর দূর,
তোমায় আমায় ভেদ আকাশ পাতালপুর।
বিপুল তরঙ্গ তব ক্ষুদ্র নরে অবহেলে—
দু'খানি কাষ্ঠের যোগে বক্ষ তব যায় দলে' ;—
কোথা গুপ্ত মগ্ন শিলা, মুকুতা প্রবাল, মণি,
ক্ষুদ্র নরে আছে জ্ঞাত বিপুল হৃদয়খানি।
যতই গভীর তুমি হও নাক নীরনিধি,
মানব-জ্ঞানের শেষ ছুটিয়াছে সে অবধি :
কি তরঙ্গ উথলিত মানব-হিয়ার মাঝে,
নাহিক তোমার সাধ্য যাইতে তাহার কাছে :
সামান্য সমীরে বক্ষ উঠে তব আকুলিয়া,
সে বেগ সহিতে নারে প্রশান্ত বিপুল হিয়া ;
দুর্জ্জনের বাক্যশেল, পুত্রশোক জননীর,
প্রেমের হতাশা, আর বন্ধুর বিচ্ছেদ ধীর,
সহিতেছে অবিরাম ক্ষুদ্র এই নর-হৃদি
তবে, হয়ো নাক স্ফীতগর্ব্ব তুমি অত হে বারিধি !
তুমি রবে কিছুকাল, আমি যাব নিরুদ্দেশ,
তবু মনে রেখ সিন্ধু ! আমার কথাটি শেষ।

সিন্ধুর প্রতি বিদায়োক্তি

তবে, বিদায়,—হে নীরনিধি! চলিনু এখন,
তব শান্তিময় তীর করিয়া বর্জ্জন!
যে আশা বহিয়া বুকে আসি তব পাশ;—
উদার-হৃদয় তুমি,—করনি নিরাশ।
অধিকন্তু দিয়াছ হে প্রবাল দুটিরে,
তব তীর-জাত-চিহ্ন প্রবাসী কবিরে।
জানি না—আসিব কিনা তব পাশে ফিরে।—
প্রসন্ন বিদায় দেহ লুব্ধ এ মুগ্ধারে।

ছিল সাধ,—তীরে তব করিয়া শয়ন
মুদিব অন্তিমে সখা! এ দু'টি নয়ন!
উদার প্রকৃতি মাঝে বেলার অঞ্চলে
সমর্পিয়া দেহ-ভার সুখে যাব চ'লে।
সন্ধ্যার সুবর্ণ-রাগ মুমূর্ষুর 'পরে
ঝরা আবিরের মত পড়িবেক ঝ'রে।
আসিবে তুমি হে! বাহু বাড়ায়ে সাদরে;
নিত্য যাহা নিতে চাও, দিব তা তোমারে।
তুমি কি বুঝিতে পার উন্মত্ত সাগর!
নিয়তির সূক্ষ্ম রেখা কত সূক্ষ্মতর;—
কত দিন নিতে মোরে বাড়ায়েছ হাত,
অদৃশ্য কাহার হস্ত দিয়েছে ব্যাঘাত?
হায়! কোথা রুদ্ধ-গৃহে এ জীবন যাবে,—
দু'জনের মনোসাধ মনেই মিলাবে!

এবে, যেতেছে যে অনিচ্ছায় করি' পরিহার,
রবে কি হৃদয়ে সিন্ধু স্মৃতিটি তাহার ?
যথা, কোনো কিশোরীর সকৌতুক আঁখি
দম্পতীর গৃহরন্ধ্রে পাড়ি উঁকি ঝুঁকি,
গোপনরহস্যরাশি লয় বাহিরিয়া
প্রাচীরের আবরণ অনা'সে ভেদিয়া ;
তথা, ঊষার আলোক পশি' দ্বার-রন্ধ্র দিয়া
যবে, গৃহের তামসরাশি লইবে টানিয়া,—
যবে, গগন-প্রাঙ্গণ মাঝে হ'য়ে পথ-হারা
জ্বলিবে বিষণ্ণমুখে দু' একটি তারা ;
যবে, কেতকীর পরিমল করিয়া বহন
আসিবে প্রাঙ্গণে মোর প্রভাত-পবন ;
যথা, প্রবাসী বন্ধুর লিপি—পূর্ণ মিষ্ট ভাষে ;—
লইয়া 'আপলসাম'* নিত্য প্রাতে আসে।
যবে, কুহেলি-উত্তরী তুমি করি' উন্মোচন,
বক্ষে ধরি' প্রভাতের নবীন তপন,
চাহিবে কুটীরে মোর ;—পাবে না দেখিতে
তোমার নয়ন সাথে নয়ন মিলাতে
দাঁড়ায়ে রয়েছে কেহ ;—মুগ্ধ আঁখি তুলি' ;—
না জাগিতে তালীকুঞ্জে প্রথম কাকলি !
তার পর,— কালো মেঘে আলো লেগে শোভিবে যখন
সুবর্ণের প্রান্ত,—যথা সুনীল বসন ,—

* ডাক-বাহী বোহা‌দার নাম।

আর্দ্র বেলাভূমে পড়ি' উজ্জ্বল কিরণ
সোনার মুকুরখানি পাতিবে যখন,
সহস্র তরঙ্গশিশু আসিয়া ঝাঁপিয়ে
হেরিতে আনন শুভ্র পড়িবে ঝুমিয়ে ;
যখন তোমার নীরে তরঙ্গ-চূড়ায়
লাগিবে ঈষৎ আভা ধবল ফেনায়,
নানাবিধ বিহঙ্গম মোর গৃহচূড়ে—
ঝাউয়ের শাখায় কেহ—ডাকিবে সুস্বরে ;
তখন আমারে সিন্ধু! পাবে না দেখিতে—
সাগ্রহে তোমার তীরে শুক্তি কুড়াইতে !

তার পর বেলা হ'লে, তব নীল জলে
নামিলে স্নানের তরে বিমুক্তকুন্তলে,
ছুটে এসে বার বার আনন্দ-চপল
আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে করিয়া বিহ্বল,
পরিশ্রান্ত ক্লান্ত করি' দিবে না আমারে
অবিরাম বার বার সোহাগ-প্রহারে
চিরতরে হৃদে তব লইতে টানিয়া
বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ;—দিবে না ফেলিয়া !
হাসিতে হাসিতে উঠে যাব পলাইয়ে
পিছু পিছু ধরিবারে আসিবে গোড়ায়ে ;
মধুর প্রণয়-খেলা আজি হ'ল শেষ,
স্মরিতে নিশ্চয় বন্ধু! পাইবে গো ক্লেশ !

মনে কি রাখিবে প্রিয়,—কিংবা যাবে ভুলে,
অকূল হৃদয় পূর্ণ রহস্য বিপুলে ?
লীলাময়ী সুরঙ্গিণী তরঙ্গিণীদল
তোমার হৃদয়. সিন্ধু. নিয়ত চঞ্চল
—করিছে রহস্যোচ্ছ্বাসে—সদা অনিবার।
তার মাঝে মোরে মনে রহিবে কি আর !

আমি, ভুলিব না ওই তব প্রশান্ত মূরতি !
আসি তবে, বিদায় হে—দেহ সরিৎপতি !

যবে, নিদাঘেতে কাদম্বিনী উদিয়া গগনে
ফেলিবে করাল ছায়া তোমার জীবনে ;—
ক্ষোভে রোষে হ'য়ে তুমি বদ্ধ-পরিকর,
মাতিবে হে দ্বন্দ্বযুদ্ধে দুরন্ত সাগর !—
বহিলে ঝটিকা গুরু বক্ষেতে তোমার,
কে তোমায় সান্ত্বনিবে আমি বিনা আর ?
সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব অবস্থায়
সান্ত্বনা মিলে হে মিতে ! কবির ভাষায় ।

ধবল বালুকাস্তূপ আলোকিত করি'
ঘুমায়ে পড়িবে যবে স চন্দ্র-শর্ব্বরী ;
প্রীতিভরে বক্ষে তব বাহু জড়াইয়া
তরঙ্গে তরঙ্গে মণি উঠিবে জ্বলিয়া ;
তা দেখে মুগুধ নেত্রে কুটীর-শয়নে
বিশ্বসুন্দরের কথা ভাবব না মনে !

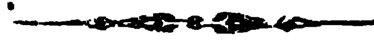
চিরতরে হৃদি-পটে নিলেও আঁকিয়া,
পরিতৃপ্ত নহে তবু প্রেমিকের হিয়া।
রঙ তুলি নিয়ে তাই আঁকিতে তোমারে
কত মতে কত রূপে যাই ধরিবারে !

এখন প্রশান্ত তুমি,—সুনীল সাগর ,—
নীলমণি-প্রভ জল কিবা মনোহর !
সারাদিন মুগ্ধ মন ওই রূপে হায় !
এ সময়ে যেতে হ'ল ছাড়িয়া তোমায় !

হৃদয় করিছ চুরি ঐ নীল নীরে ;
শূন্য দেহ ল'য়ে সিন্ধু। গৃহে যাই ফিরে !
ভুলিব না তোমা কভু ; ভুল না আমায় ;
আসি তবে নীরধি হে বিদায় ! বিদায় !!

সমাপ্ত

স্বদেশিনী



গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত

ভারতের

স্বদেশ-ভক্ত নর-নারীর

করে

স্বদেশিনীকে

অর্পণ করিলাম।

পৌষ, ১৩১২। } রচয়িত্রী।

স্বদেশিনী

আশীর্ব্বাদ

এস শিরে লয়ে আশিস্ মাতার
পর আঁটি অঙ্গে বর্ম্ম একতার
ধরহ একতা কিসের ভয়
সাহস যাহার তাহারি জয়।
ভেরী শঙ্খনাদে করি ঘোর ধ্বনি
জাগায়ে নিদ্রিতে কাঁপায়ে অবনী
নবীন আশার রোলে
দ্রুত আয় আয় আয় চলে—
যেমন ঝটিকা ধায়।
(নহে মলয়ার বায়)
যেমন জ্বলিয়া শিখা
মুহূর্ত্ত মাঝে বিনাশে নগর গ্রাম ;—
শুধু ধূমে হয় নাক কাম।
তাই এতদিনে যদি ফুটেছে নয়ন
মনের মাহাত্ম্য কর না নিধন
কারো কাছে কভু,—প্রাণ কিবা ধন-
যদি স্থাপিবে জগতে বাঙ্গালী নাম।

রাখী সংক্রান্তি

আজি কি শুভদিন আইল
চির-মনোরথ পূরিল ;
মা তোমার কোটি কোটি পুত্রগণ
ছিল মোহ নিদ্রাভরে বিচেতন
আজিকার নব তপন কিরণে
সবে আঁখি মেলি জাগিল।
পূজিতে তোমার পুণ্য-চরণে
সমবেত সবে দেখ এক সনে
মা-মা-মা-মা-বলে বিদারি গগনে
হের আঁখি-নীরে ভাসিল।
কই মা কোথা মা রাজ-রাজেশ্বরী
কি ভ্রমে আছিনু তোমারে পাসরি—
কোলে নে মা নে মা আর ভুলিব না
বলিয়া চরণে লুটিল।

আহ্বান গীত

(১)

যদি দেখিতে পেয়েছ পথ এস তবে এস চলে
আর চেও না পশ্চাতে ফিরে এস চলে দুর্গা বলে

ওরে বসন ভূষণ ধন মান নিয়ে সুকৌশলে
ঐ শত শত ভিক্ষা ঝুলি ঝুলায়ে দিয়েছে গলে।
সজ্জা দেখে ফাটে বুক মরি রে গুমরি ফুলে।
এত যে জননী-প্রাণে সহে না সে পাষাণী বলে।
বাছা, ভিখারীর কিসে লজ্জা, পর-সজ্জা ফেল্ খুলে ;
ফেলে দে ভিক্ষার ঝুলি দলিয়া চরণ-মূলে।
ছুটিয়া মায়ের কোলে ধেয়ে যবে আসে ছেলে
কে পারে রোধিতে তারে বলে ছলে কি কৌশলে !
আছি বাহু বাড়াইয়া কোলে সবে নিতে তুলে
কি ভয় কি ভয় ওরে আসিতে মায়ের কোলে।

(২)

আয় আয় সবে ছিঁড়িয়া বাঁধন
সবেগে আপন ছুটিয়া
নিয়মিত পথে কতই ভ্রমিবি
চির নিশি দিন লুটিয়া !
আমি চেয়ে আছি দেখিতে তোদের
বিপুল শৌর্য্য-গরবে
রচি শত গান দিবস নিশীথে
পাঠাই আবেগ নীরবে !
অন্ধের মতন দ্বারে বসে বসে
কতই কাঁদিনু কাঁদুনী !
কে দিবে তোদের ঈপ্সিত রতন
করে তুলে বল্ তা শুনি।

ঝটিকার মত আয়—উচ্ছৃঙ্খল—
—উদ্দাম বেগে ছুটিয়া—
ঘরভরা মোর সাধের ভাণ্ডার
চোরে ঐ নিল লুটিয়া।
শুধু মৃদু গীতি মধুর ছন্দে
জাগে রে অলস কামনা ;
প্রলয়ের তালে আয় বাজাইয়া
গুরু গম্ভীর বাজনা।
স্থির সৌদামিনী মেঘের মাঝারে
থাকে সে গোপন-নিভৃতে
হাঁকিলে অশনি কড় কড় কড়—
আসে সে আহবে মাতিতে।

—

যশোদার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি

এ কি রে আপন জননী !
তৃষায় আকুল বন বাটে বাটে
চরায়ে গোধন ফিরি মাঠে মাঠে,
ঘরে এলে ফিরে 'বাধা' দিস্ শিরে
আদরে ভুলায়ে রাখিস লুকায়ে
ক্ষীর-সর আর নবনী !
কিছু ছল পেলে বেঁধে উদুখলে
রাখিস দিবস রজনী ;
এ কি রে আপন জননী।—

বুঝেছি এবার, তুমি পর-মাতা,
নহিলে সন্তানে দাও এত ব্যথা,
দেখিব খুঁজিয়া মা-কোথা মা-কোথা ?
তোমারে ত্যজিব পাষাণী !

শ্যামাপূজা

আসিস যদি শিবের সতী,
অন্নপূর্ণার রূপে ঘরে
তবেই তোরে পূজবে শ্যামা
দীনা বঙ্গ ভক্তিভরে।
জঠর জ্বালায় জ্বলে বঙ্গ
রঙ্গ দেখে দহে অঙ্গ
শবাসনা উলাঙ্গিনী
খরসান অসি করে।
তুমি বরাভয়-দাত্রী,
তুমি যে মা জগদ্ধাত্রী,
কেন হ'লে দিগম্বরী
মুণ্ডমালী শবোপরে।

অঙ্গচ্ছেদ

কে বলে ভেঙ্গেছে অঙ্গ ভেঙ্গেছে মোহের বাসা,—
জাগিয়া উঠেছে বঙ্গ হৃদয়ে তরুণ আশা।

ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর
নিরাশ বিলাস-চোর
ঐ উদিত সুখের ভোর- কাকলী নবীন ভাষা
কে বলে ভেঙ্গেছে বঙ্গ ভেঙ্গেছে মোহের বাসা।
তবে ঘৃণিত বিলাসবাস চরণে দলিয়া সই,
কল্যাণী নবীন সাজে সাজ লো মঙ্গলময়ি !
দাও প্রবাহিত ক্ষতে অমৃত প্রলেপ স্নেহে,
কোমল শীতল কর বুলাও পীড়িত দেহে ;
ধোয়াও নয়ন-নীরে মায়ের বেদনা অই,
দেহ শক্তি সঞ্চারিয়া অঙ্গে অঙ্গে শক্তিময়ি !
দেহ দেহ নবশিক্ষা নবমন্ত্রে লহ দীক্ষা
ভুলাও ভারতে ভিক্ষা দেহ প্রাণে নব বল;
দুখিনীর দুখ-নীর মুছাইতে চল চল।
শত সুত শত সুতা
হইলে সেবা-নিরতা
মুহূর্ত্তে দূরিবে ব্যথা, আসবে নবীন বল,
মায়ের আশিসে হবে গৃহে গৃহে সুমঙ্গল।

রাখী মন্ত্র

(১)

আজিকার দিনে স্মরিয়া মায়ের মুখ,
হরিষে-বিষাদে বাঁধিনু মঙ্গল রাখী ;

পূতচিত্তে শুভক্ষণে ওই ভুজমূলে,
অচ্ছেদ্য বন্ধনে ;—হিন্দু মুসলমান ভুলি ;
যে আশায়—দৃঢ়তম—অটুট রহুক
সেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ; এ প্রার্থনা চির,—
কর্ম্মক্ষেত্রে যেন এই পবিত্র বন্ধন
দানে সদা বজ্র-শক্তি ও বাহুযুগলে ।

(২)

অনুপমা আর্য্যবামা করহ স্মরণ !
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবাঁধা পণ !
কঠিন পণের গুণে
সাবিত্রী শমনে জিনে
কেমনে দানিয়াছিল মৃতের জীবন ;
ব্রতশীলা আর্য্যবালা আছিল কেমন
রণে ভঙ্গ দিয়ে পতি
ফেরে শুনে আর্য্যসতী
করেছিল পুরদ্বারে অর্গল যোজন !
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবাঁধা পণ ।
সে দিন স্মরণ করে
সে ব্রত হৃদয়ে ধরে,
ঘরে-পরে সমাদরে করহ প্রেরণ
সুপবিত্র স্নেহসূত্র রাখীর বন্ধন ।
ভুলি হিন্দু মুসলমান
প্রীতিসূত্র কর দান ;

বাঁধ সূক্ষ্ম সূত্র-মূলে বিরাট জীবন।
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবাঁধা পণ!

মাতৃ-স্তোত্র

নমো নমঃ জননী,—
অশেষ গুণধারিণী,
নিত্য-সরসা, চিত্ত-হরষা,
রৌদ্র কনক-বরণী;
শস্প-শ্যামলা, কুন্দ-ধবলা,
অম্বু-মেখলা-ধারিণী;
নিত্য-নবীনা, চিত্ত-প্রবীণা,
সপ্ত-স্বর সুভাষিণী;
তুঙ্গ-হৃদয়া, দিক-বলয়া,
স্নিগ্ধ-মলয়া শ্বাসিনী;
দীপ্তি-প্রোজ্জ্বলা, চন্দ্র-কুন্তলা,
অব্জ-বিলোল-লোকনী,
স্রোত-মধুরা, নীর-ক্ষীর-ধারা,
সন্তাপ-জরা-নাশিনী;
জ্যোৎস্না-মধুর-হাসিনী।
পল্লী শোভনা, মল্লি-ভরণা,
দ্রুম-চামর-ধারিণী,
লোক-বন্দিতা, বেদ-ছন্দিতা,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-বাদিনী।

লক্ষ-প্রসূতা, মোক্ষ-জ্ঞানদা,
অযুত-সুত-শালিনী ;
কৃত্য-কুশলা. বিত্ত-বহুলা,
চিত্ত-বেদন-হারিণী,
জয়দে, জয়-দায়িনী ;
নমো নমঃ জননী।

মিলন গীত

আজি ভাই বোনে মিলিয়াছি মোরা
পূজিতে তোমারে জননী ;
কুকন্যা কুপুত্র থাকে শত শত
জননী কভু না সন্তানে বিরত,
অপরাধ ভুলে নে মা কোলে তুলে
প্রভাত বিষাদ-রজনী।
কলঙ্ক-কালিমা করিতে ক্ষালন
সমবেত তব পুত্র-কন্যাগণ,
প্রসন্ন কর মা, বিষণ্ণ আনন
চাও মা প্রফুল্ল-হাসিনী।
কর আশীর্ব্বাদ হাসিয়া হাসিয়া,
দেহ স্নেহময়ী শক্তি সঞ্চারিয়া ;
গড়িব তোমার ভগন মন্দির
চূড়ায় ভাতিবে দামিনী।

আগমনী

অকাল-বোধন দুর্গা আরাধন
উদ্ধারে জনক-দুহিতা
সতীর অপমানে বিঁধিল শেল প্রাণে
উরিলা গিরীশ-বনিতা
কেশরী আরোহণে সজ্জিতা প্রহরণে
উজ্জ্বল মুকুটমৌলিনী
দক্ষিণে শ্রী দ্যুতি বামে সরস্বতী
বিঘ্নহর দেব-সেনানী
শরদ সমাগমে প্রভাময়ী নিশীথিনী
বিমল চন্দ্রমা-শালিনী
স্বাগত হর-রমা জগৎ-ধাত্রী উমা
শতকোটি সন্তান-পালিনী
স্বাগতমীশ্বরী সুন্দর নগরী
পূর্ণ দেখহ ধন ধান্যে
দুঃখ দৈন্য যত দূর পরাহত
চরণ পরশে জগন্মান্যে
স্বাগত পার্ব্বতী লহ স্তুতি গীতি
শত হৃদি উত্থিত বাণী
হৃদয়ে দেহ ভক্তি বাহুতে দেহ শক্তি
দুর্ব্বল সুতে ভবানী।

বঙ্গ ভঙ্গে কৃষকের গান

ঐ ভরাগাঙ্গে এসেছে জোয়ার
ও ভাই ঝট্ চলে আয় আয় কে যাবি পার।
ওঠে উঠুক বাতাস ভয় কি তাতে
এবার পাকা মাঝি আছে সাথে
তায় আশার পশরা মাথে ওরে দুগুণো ব্যাপার—
ঝট চলে আয়—আয় কে যাবি পার।
'বদর' বলে নৌকা খুলে সাহস-পালে যাব চলে
দাঁড়িয়ে আর থাকব না কূলে লেগেছে বেজার।
ওরে দুপর রোদে ফাটিয়ে মাথা সার হয়েছে ছেঁড়া কাঁথা
মরে অনাহারে বৃদ্ধা মাতা—বল্‌বো কত শুনবি কি আর;
ও ভাই ঘরের লক্ষ্মী পরকে দিয়ে ঘুরে বেড়াই দুয়ার-দুয়ার;
এবার পণ করেছি শোন্‌রে মিতে ঘুরব না আর পথ-বিপথে
পাবই অন্ন আধেক রেতে—চিনির বলদ নয়কো এবার!

শিবাজী উৎসব

আজি গাও গাও গাও খুলে মন প্রাণ-
ভারতের কথা ভারতের গাথা
ভারত-বীরের যশোগান।
সদা বীর-প্রসূ ভারতজননী
বীর-রত্ন-মালে কোহিনুর মণি
স্মর শিবময় শিবাজী-কাহিনী

সহায় ভবানী অমূল্য দান।
গাও গাও গাও খুলে মনপ্রাণ।
কত শিবময় সে শিব-কাহিনী
কত শক্তিময় সে শিব-বানী
বল শিব-শিব জপ শিব-বাহিনী
নাশিবে অশিব সে শিব গান।
শিব-শিব মন্ত্রে ভারত দীক্ষিত
গাও দেখি বঙ্গ করিয়া কম্পিত
হর-হর-হর পুণ্যময় গীত
কোটি কোটি কণ্ঠে মিলায়ে তান।

আদেশ-বাণী

ঐ শোন শোন কাহার আদেশ
হতেছে ধ্বনিত বিষাণে
পূরবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে
নৈঋতে অগ্নি ঈশানে।

সুখ-দুখ-শোক সকল পাসরি
চলেছে ছুটিয়া কোটি নরনারী ;—
রাজা মহারাজা দারিদ্র ভিখারী
মিলিয়া ধেয়েছে নিশানে।

চলেছে ভাসিয়ে যে তরঙ্গ-যানে
কার সাধ্য এরে ফিরায় শাসনে ;

বাধা বিঘ্ন যার পড়িবে প্রসারি
বিপুল জীবন সঙ্গমে।

বাজ তবে শিঙা ঘন ঘন ঘোর,
বল ভারতের আনিশা ভোর;
যে আছে নিদ্রিত ভেঙ্গে যাক ঘোর—
নব-রবিচ্ছটা গগনে।

নগরে নগরে গ্রাম গ্রামান্তরে
কার স্তুতি-গীত কম্পিত সমীরে;—
পত-পত-পত পতাকার শিরে
শোভিছে ভারত গগনে?

বাঙ্গালী-বিহারী-অশ্ব-উৎকল,
মারাঠা-পাঞ্জাবী-পাঠান-মোগল;
চলেছে ধাইয়ে করি কোলাহল;—
কি জানি কাহার আহ্বানে।

বাজ ওরে শিঙা ভম্ ভম্ ভোম
চমকিয়া ধরা মরুপ্লির ব্যোম:
বল—সত্যজয় জয়োঽস্তু ধরম—
কি ভয় হৃদয় মিলনে।

দেবের দুন্দুভি ভারত গগনে
উঠেছে বাজিয়ে, ভয় কি মিলনে;
যেখানে একতা সিদ্ধি সেইখানে
কি ভয় জননী পূজনে।

শ্যামা-সঙ্গীত

মা ব'লে কে ডাকবে তোরে
করালিনী ভুবনে কালী।
মা হলে সন্তানের বুকে
ঢেলে দিস কি এমন কালী!
লোল-জিহ্বা ভয়ঙ্করী
কি দিয়ে তোর পূজা করি;—
ভয় পেয়ে ত্রিপুরারি
দেছেন পদে অঙ্গ ঢালি!
সংহার-রূপিনী তুমি
সংহার এ কর্ম্ম ভূমি;—
রক্তবীজে নাচিস ত
জন্মবীজে শ্মশানে খালি!

কে যাবে?

কে যাবে আইস ধর হাত।
যা স'বার সহিয়াছি
যা ব'বার বহিয়াছি
—ঝড় ঝঞ্ঝা অশনি সম্পাত;
বাধা-বিঘ্ন নাহি ডরি
স্বীয়ালোক অনুসরি
দূর বর্ত্ম করিব পশ্চাৎ,—
কে যাবে আইস ধর হাত।

যা ছিল বন্ধন ঘোর
একে একে মুক্ত মোর—
এবে পূর্ণ মুক্তিময় রাত ;
কে যাবে আইস মোর সাথ
—কে আছ সে দুর্ব্বল অনাথ।

আত্মদ্রোহিতা

কোথা গেল সেই স্বর্ণলঙ্কাপুরী
বীর-মণি-খনি রক্ষেন্দ্র নগরী
আপনি প্রচেত তুলিয়া লহরী
ধোয়াইত যার চরণ তল।

দোদ্দণ্ড-প্রতাপ কোথা সে রাবণ
কোথা ইন্দ্রজিত রক্ষেন্দ্র-নন্দন
কোথা ভীমকায় সে কুম্ভকরণ
লক্ষ লক্ষ রক্ষ বীর সকল।

জগতে অতুল রক্ষ সভাস্থান
দ্বিতীয় সমুদ্র পরিধিসমান
দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ
যে সভ্য গৌরবে ছিল অতুল।

বিরাজিত যাহে রাজেন্দ্র রাবণ
মন্ত্রণা-কুশল সচিব সারণ

লক্ষ লক্ষ রক্ষ বুধ অতুলন
সংগ্রামে ভীষণ বীরেন্দ্র কুল।

যেই সভাস্থলে সভয়ে পবন
আপনি বহিত মন্দ সমীরণ
ত্রিদিবের গর্ব্ব পারিজাত ধন
সুরভি চৌদিকে করি বিস্তার।

করাল কৃতান্ত যার অশ্বালয়ে
উপস্থিত থাকি সভয় হৃদয়ে
যোগাত আহার তৃণরাশি লয়ে
ত্যজিয়া আপন কর্ম্মের ভার

সেই বীর দর্প বিভব বিপুল
সে জ্বলন্ত গ্রহ সম বীরকুল
সহসা কিসে সে মার্ত্তণ্ড অতুল
খসি সে সাম্রাজ্য নিভিয়ে গেল।

হরেছিল বটে জনক নন্দিনী ;
সতী শাপে রক্ষ-কম-দিনমণি
বীর-বৃন্দ-দীপ-সজ্জিত বিপণি
শুধু কি সতীর শ্বাসে নিভিল ?

দুষ্কৃতের ফল দূরে কি নিকটে
ঘটে থাকে সত্য মনুজ ললাটে
তা বলে কি কভু দীপাগ্নি নিকটে
শুখায় অর্ণব অতল জল ?

শুধু কি সতীর সন্তাপে রাবণ—
—মধ্যাহ্নে কি সেই জ্বলন্ত তপন
খসিয়া পড়িত সহ গ্রহগণ
না থাকিত যদি ক্রূর সে খল ?

যদি সে বিধর্ম্মী ক্রূর বিভীষণ
আত্মদ্রোহী হয়ে শক্রর স্মরণ
না লইত ;—কহি গুপ্ত বিবরণ
যদি না রাঘবে মন্ত্রণা দিত ?

সে সাহস-শৌর্য্য-সজ্জিত তরণী
সহ কি তবে সে রক্ষ নৃপ-মণি
নর-কপী-রণ-সাগরে অমনি
ডুবি রসাতলে অদৃশ্য হত ?

যখন কাতরে বীরেন্দ্র রাবণি
কহে খুল্লতাতে সবিনয় বাণী ;
—ছাড় তাত পথ আনিব এখনি
অস্ত্রাগারে পশি ভীষণ অসি।

করিলাম তাত অগ্নি উপাসনা
কর আশীর্ব্বাদ পুরুক বাসনা
বিনাশি রিপুরে পিতার ভাবনা
ঘুচাইব রণ-তরঙ্গে পশি ;—

কি উত্তর দিল তখন পামর ;
কি রূপে সৌমিত্রি করিল সমর ;

কেমনে লঙ্কার গৌরব-ভাস্কর
স্বজাতি-বিদ্রোহ-নীরে ডুবিল ?

যেই কুম্ভকর্ণ রাক্ষস অতুল
মানব বানর ভক্ষ্য সমতুল ;
কিসে হ'ল সেই বীরের নির্ম্মূল ?—
বিদ্রোহী সোদর মন্ত্রণা দিল।

রাবণের গৃহে আছে মৃত্যুবাণ
কেমনে জানিবে বৈরী সে সন্ধান ?
রক্ষকুলাঙ্গার কুমন্ত্রণা দান
করিয়া অগ্রজে হায় বধিল।

এরূপে স্বজাতি-বিদ্রোহ অনলে
রক্ষ বংশ ধ্বংস হইল অকালে
রাক্ষস সাম্রাজ্য গেল রসাতলে
কিছু চিহ্ন তার নাহিক আর।

নাহি আর সেই স্বর্ণলঙ্কাপুরী,
এখন সে দেশ সামান্য নগরী ;
ভীম পারাবার তুলিয়া লহরী
জানাইছে শুধু অস্তিত্ব তার।

স্বজাতি-বিদ্রোহ ঈর্ষ্যার অনলে
কৌরব সাম্রাজ্য গেল রসাতলে—
আর্য্য-শৌর্য্য-রবি চির অস্তাচলে
ডুবিল ভারত করি আঁধার।

দেখ চেয়ে ঐ হস্তিনা নগরী
ইন্দ্রালয় জিনি ইন্দ্রপ্রস্থপুরী,
বিভবশালিনী সম ধনেশ্বরী ;
বীর-মাতা বীর-জনম-স্থান।

দিল্লী নামে এবে আর্য্যের হস্তিনা
বিজাতি-পদাঙ্ক-হৃদয়-মলিনা,
কর পদ-ভগ্ন রূপসা অঙ্গনা ;
অন্নাভাবে দীনা—কাতর প্রাণ!

কোথায় সে সব কোথা আর্য্যকুল,
কোথা কর্ণবীর সংগ্রামে অতুল,
রবির তনয় রবি সমতুল ;—
বিক্রমে যাহার কম্পিত ধরা ?

কোথা সব্যসাচী গাণ্ডীবী অর্জ্জুন,
কোথা দ্রোণাচার্য্য সমরে নিপুণ,
ভীম-কর্ম্মা ভীম অরি নিসূদন ;—
যে ভাবিত ধরা সমান শরা ?

এ বিপুল পাণ্ডু-কৌরব সাম্রাজ্য
নিঃক্ষত্রিয় রণে হ'ল আর্য্য-রাজ্য ;
কারণের যোগ্য হয় সদা কার্য্য,
দেখ মূলে আত্মদ্রোহিতানল।

দৈব অনিবার্য্য দৈবজ্ঞেতে বলে।
শুধু দৈবে নাহি সমুদ্র উথলে,

দৈবে গ্রহ নাহি খসে ধরাতলে ;—
—দৈবে নহে শুধু করম ফল।

অতুল ক্ষমতা রাজসিংহাসন
দেখি ইন্দ্রপ্রস্থ ক্রুর দুর্য্যোধন
প্রলয়ের বীজ করিলা বপন—
জ্বালিল হৃদয়ে অসূয়ানল।

দহিল যে অগ্নি সোনার ভারত
বহ্নি-মুখ-বীক্ষ্য পতঙ্গের বৎ ;
যে অগ্নি নিক্ষত্র করিলা ভারত—
জ্বলিল নিভৃতে শিখাগ্নি তার।

এই স্থানে হ'ল আর্য্যের পতন ;
নিভিল ভারত গৌরব তপন—
আপনা আপনি করি ঘোর রণ ;
করি আর্য্যাবর্ত্ত চির আঁধার।

বৈরী ভাবে যবে কুরু-পাণ্ডুগণে
সম্মুখীন হয়ে সমর অঙ্গনে
হানিলা কৃপাণ আর্য্য আর্য্যগণে
ঘোর সিংহনাদে করি চীৎকার।—

আর্য্য রাজলক্ষ্মী তখনি চঞ্চলা ;
চমকে বিজাতি-সৌভাগ্য-চপলা ;
হিন্দুর ভবিষ্য ছায়া দেখা দিলা
বিপুল গগন করি আঁধার।

জাতীয় বিদ্বেষ ঈর্ষ্যার অনলে
কৌরব সাম্রাজ্য ধ্বংসল অকালে ;
লক্ষ বীর শব লুণ্ঠিত ভূতলে ;
কুরুক্ষেত্র রাঙা রুধিরে তার।

পুনঃ জন্মেছিল হিন্দুরাজগণ ;
করেছিল গর্ব্বে শির উত্তোলন ;
উজলিয়াছিল পুরুর কিরণ
মলিন এ ভারত বটে আবার।

পুনঃ জাতীয় বিদ্রোহ ঝটিকা বহিল,
একে একে সব প্রদীপ নিভিল ;
দুষ্ট তক্ষশীল বিদ্রোহী হইল—
লইল শত্রুর পদে স্মরণ।

বিজাতির সহ সম্বন্ধ স্থাপন
করি মানসিংহ লঙ্ঘিল নিয়ম ;—
প্রতাপের সহ করি ঘোর রণ
বহাল স্বজাতি রুধির ধার।

মানসিংহ যদি বিপক্ষ না হ'ত
তবে কি প্রতাপ-সূর্য্য অস্ত যেত,
উজ্জ্বল করিত নাকি এ ভারত ;
যশো-রশ্মি ছটা করি বিস্তার ?

দেখি রাজ-শ্রী নব সিংহাসন
ঈর্ষ্যামদে লুব্ধ জয়চাঁদ মন ;

গোপনে শক্ররে লিখিয়া লিখন
বিনাশিলা পৃথ্বীরাজ মহান্।

স্বজাতি-বৈরিতা যে করিতে পারে
কেমনেতে বৈরী বিশ্বাসিবে তারে ?
বিধি তার বদ্ধ থাকা কারাগারে
রাখিতে অযোগ্য ঘৃণিত প্রাণ।

অই দেখ চেয়ে যবন-শিবিরে
মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী কাতরে
জয়সিংহ রায় ক্ষত্রকুলেশ্বরে
বুঝাইছে কত মিনতি করি।—

'কার সনে ক্ষত্র-ধর্ম্মের পালন
কর মহারাজ ; বিধর্ম্মী যবন ;
ত্যজহ যবনে ক্ষত্রিয় রাজন্ :
কি ভয় মরণে রণে না ডরি।

মীরজাফর মিশি ক্লাইবের সনে
মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংসিল কেমনে ;
স্বজাতি-বৈরিতা করিয়া গোপনে
আপনারও ছাই পাড়িলা পাতে।

হায় এ ভীষণ ঈর্ষ্যা, জাতীয় বিবাদ
দূর হবে যবে অন্তর হ'তে
তবেই সে দেশ উঠিবে ফুটিয়া
চির-স্বাধীনতা-রবি-বিভাতে।

কাল ভিন্ন সেই সাম্রাজ্য ধ্বংসিতে
না পারিবে শত্রু বলে কি ছলে ;
কি সাধ্য বৈরীর জাতীয় বিবাদ
ভিন্ন সিংহাসন লইতে বলে।

কখন কি হায় জাতীয় একতা
বঙ্গবাসি-হৃদে উদয় হবে ;
কখন কি ওগো দীন বঙ্গবাসী
এ রত্ন লভিতে যতন পাবে ?

জাতীয়-একতা-দুর্ভেদ্য-তোরণ
যদি কভু বঙ্গে স্থাপিত হয়,
অবশ্য ঘুচিবে দুর্দ্দিন তখন—
সেই দিন হবে ভারতে জয়।

জাতীয় বিবাদ জাতীয় একতা
উন্নতি ও অধঃপতন হেতু ;
প্রবল-বিদ্রোহ-অকূল-সাগরে
জাতীয় একতা সুদৃঢ় সেতু।

ঋণ-শোধ

বুঝি এসেছে সে দিন—
কর পণ শোধিবারে মাতৃ-স্নেহ-ঋণ।
স্মরি সেই মহামতি,
প্রতাপ চিতোর-পতি,

হও দৃঢ় ব্রতে ব্রতী—স্ববশ স্বাধীন ;
লহ ব্রত শোধিবারে মাতৃ-স্নেহ-ঋণ।
যে বুঝে সর্ব্বদা স্বীয়,
ভোগ কোথা তার প্রিয়,
সদা শোক কি দুর্ভোগ ভোগে পরাধীন।
সাধিলে সাধনা সিদ্ধ,
দেখ ঋষি বিশ্বামিত্র,
শক্রের ত্রিকুল মুক্ত সদা—চিরদিন ;
প্রাণ পণ করি শোধ মাতৃ-স্নেহ-ঋণ।

সমুদ্র-গর্জ্জন শ্রবণে

বহুজনাকীর্ণ স্থানে বহু সংঘর্ষণে
উঠে যে হলুহলাধ্বনি, লয় মোর মনে
এ-ও তাই। সহস্রের ঘাত-প্রতিঘাতে
সমুত্থিত ও কল্লোল মিশেছে তোমাতে।
বিপুল তরঙ্গ-ভঙ্গে শত স্রোতস্বিনী—
তারি ঐক্যতান, তারি ও মহারাগিণী
ধ্বনিত হতেছে চির নীলাম্বর তলে ;
মহাছন্দে মহাবাণী গর্জ্জিয়া উথলে।
শত উন্মাদিনী যেন মিলে এক স্থানে
নাচিছে উত্তোলি বাহু, তাণ্ডব নর্ত্তনে
হারাইয়া দিগ্বিদিক্ ; ফেন-শুভ্র হাসি
তরঙ্গে তরঙ্গে ছোটে উচ্ছাসি উচ্ছাসি ;—

এমনি প্রচণ্ড নৃত্যে নারী গরীয়সী
নেচেছিল ঝান্‌সীর শ্রেয়সী মহিষী।
অমনি ভৈরব নৃত্যে অমনি নির্ভীক,
মেতেছিল একদিন মহারাষ্ট্র শিখ;
তোমারি তোমারি কাছে, উন্মত্ত পাথার,
শিখেছিল ওই নৃত্য তেজস্বী, তাতার;
একদিন ওই নৃত্য ওই মহাগান
শিখেছিল পরে পরে সারা হিন্দুস্থান।
আজি তারা নিদ্রামগ্ন।—কি অভিসম্পাতে
জাগে না হৃদয় আর ওই মহাঘাতে।
ওই গান ওই তান না শিখায় কারে
একতার পরাক্রম অবনী-মাঝারে!
অমনি উন্মাদ নৃত্যে চমকিয়া ব্যোম
নেচেছিল ভীম গ্রীস্; মহাভূমি রোম।
চলেছে তোমার নৃত্য চির অবিরাম;—
তারা আজি সুপ্তিক্রোড়ে লভিছে বিশ্রাম।
নাহি কি ও কণ্ঠে তবে সেই উন্মাদনা;
ওই নৃত্যে আজি আর নাচিয়া উঠে না
গগন কম্পিত করি?—মহাঘোর রোলে
শুধুই ও ব্যর্থ বাণী নিয়ত উথলে!

———

সমাপ্ত।

কবিতা-হার

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত

ভূমিকা

পাঠক মহোদয়গণ! অদ্যাপি আমাদিগের ভারতবর্ষমধ্যে বঙ্গকামিনী আমরা কেহই বিদ্যাতে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করি নাই যে, সামান্য রচনা করিয়া আপনাদের সমীপবর্ত্তিনী হই। এই আশা করা কেবল ভ্রম মাত্র। তবে অজ্ঞতানিবন্ধন কতিপয় পদ্য পংক্তি প্রচারের কারণ এই ইতিপূর্ব্বে মদীয় স্বামীকে লিখিত পত্রাবলী তাঁহার কোন প্রিয় বন্ধু দর্শন করিয়া সাতিশয় অহ্লাদ প্রকাশ করিয়া হিন্দু-মহিলার পত্রাবলী নামে প্রচার করেন, তদ্দৃষ্টে অনেকেই আমাকে উৎসাহপ্রদান করিয়া অন্যান্য বিষয় রচনা করিতে কহেন। আমি কেবল মাত্র তাঁহাদের আগ্রহাতিশয়ে সামান্য কতিপয় পদ্য রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে সাহসী হইতেছি। পরিশেষে সবিনয়ে নিবেদন, অনেক ভ্রম-প্রমাদাদি আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া এক বার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে চরিতার্থ হইব। অলমতি-বিস্তরেণ।

কলিকাতা, বহুবাজার। } শ্রীমতী
২৯ শে মাঘ ১২৭৯।

কবিতা-হার

ঊষা-বর্ণন

১

আহা, কি সুন্দর! ঊষা শশিমুখি,
লইয়া বালাই মরিয়া যাই।
চরাচর বিশ্ব করিবারে সুখী,
বুঝি গো তোমার জনম নাই।

২

তব সহচর, মলয় পবন,
ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্ কেমন বয়।
পেয়ে তবাদেশ, চপল চরণ,
জাগাইছে জীব তরুনিচয়।

৩

তব আগমনে, প্রকৃতি সুন্দরী,
কি মধুরশোভা ধরেছে হায়।
আধবিকসিত সরসিজ, মরি
নীলাম্বু-কুণ্ডলে কি শোভা পায়!

৪

হে ! শুভ্র বসনা, লোহিত বরণা,
তোমার উদয়ে জগৎমাঝে ।
সকলেই সুখী, সবারি বাসনা,
হেরিতে তোমার মোহিনী সাজে ।

৫

উষার প্রভায় হইয়া মলিনী,
মুখখানি ঢাকি তামসবাসে ।
যামিনী কামিনী, হইয়া মানিনী,
চপল চরণে চলিল বাসে ।

৬

শর্ব্বরী সতিনী দেখি বিষাদিনী,
চক্রবাকী বলে মুচকি হেসে ।
ওগো ! সোহাগিনী, কি দুখে গো শুনি,
বিরসে বদন ঢাকিলে বাসে ।

৭

বৃক্ষাবাস হ'তে প্রভাত হেরিয়া,
প্রমোদে মাতিয়া বিহঙ্গ যত ।
মধুর সুস্বরে, শাখায় বসিয়া,
প্রভাতের প্রভা গায় নিয়ত ।

৮

আহা ! কি শোভিছে, সুন্দর কেমন,
নবীন তপন তমাল আড়ে ।

শ্যামাঙ্গী-যুবতী পরিয়াছে যেন,
সুবর্ণের পিঠ্‌ ঝাঁপাটি ঘাড়ে।

৯

হাসিতেছে ধরা কুসুম দশনে,
ছুটেছে সুবাস পবন মুখে।
শুনি অলিকুল ধাইছে সঘনে,
লুটিবারে মধু মনের সুখে।

১০

কোন অভাগিনী, ত্রিযামা রজনী,
পোহাইয়া ধনী মনের দুখে।
এবে ক্ষণকাল হয়ে বিরহিণী,
ভুলিয়া বিরহ, ঊষারে দেখে।

১১

ক্রমে ক্রমে রবি ধরি নিজ ছবি,
ধাইল সত্বর অম্বর পথে।
কোথা গেল কন্যা, ঊষাবতী দেবী,
তার দেখা এবে পাই কি মতে।

১২

অনূঢ়া যুবতী, কন্যা ঊষাবতী,
জগতের প্রীতি সাধিল ভেবে।
দেব ছায়াপতি, হয়ে ক্রোধমতি,
লোহিত—বরণি শাপিল তবে।

১৩

তাত-ক্রোধ হেরি, সভয়ে সুন্দরী,
লুকাইয়া ছিল জলদপাশে।
শুনি শাপ-বাণী, কাঁদয়ে কুমারী,
নয়নের জলে হৃদয় ভাসে।

১৪

তা হেরি তপন, সকরুণ মন,
কহিলেন যেন তনয়ার প্রতি।
"পাইবে জগতে স্থিতি অল্পক্ষণ,"
এই শুন শাপ মম ভারতী।

১৫

হেরিয়া পবনে, দিনেশ তখন,
লোহিত লোচনে গর্জ্জিয়া কয়।
"ওরে, দুরাচার! মন্দ সমীরণ,
নাহি কি হৃদয়ে একটু ভয়"।

১৬

"অনূঢ়া কামিনী জগৎ গামিনী
হ'তে কে শিখালে বল্ রে বল্?
ওরে, দুরাশয়! শুন শাপ-বাণী,
ও শীতল দেহ হবে অনল"।

১৭

বলিতে, বলিতে, ক্রোধে দিনকর,
প্রকাশিল খর কিরণ জাল।

উষ্ণ করে করি বায়ু উষ্ণতর,
উদয় হইল মধ্যাহ্ন কাল।

১৮

তবে খরকর, ধরি খর কর,
লয় জলকর অখিল হ'তে।
পশু, পক্ষী, নর, সবে উষ্ণতর,
পথিক কাতর ছায়া দেখিতে।

১৯

চাতক চীৎকার করিছে সঘনে,
জলদ! জল দে, জল দে রবে।
জীব, জন্তু, নর, পশিছে জীবনে,
জ্বালিল, জ্বালিল তপন সবে।

২০

কুলবধূগণে, যুক্তি করি মনে,
ত্বরিত গমনে চলে সকলে।
ধায়ে গিয়া সবে পশিল জীবনে,
যেন সরোজিনী শোভিল জলে!

২১

যদি দিনমণি, ভাবি প্রণয়িনী,
না করে দহন কিরণ করে।
এই ভাবি মনে যত বিনোদিনী,
ডুবিল সুরম্য সরসী-নীরে।

২২

রবির কিরণে সকলে নীরস,
দুলিছে নলিনী পবন ভরে।
মোহিত হয়েছে গন্ধে দিক্‌দশ,
আছে কিছু কথা এর ভিতরে।

২৩

বোধ হয় যেন গিয়াছে পবন,
রবির রমণী, নলিনী কাছে।
জানাইছে নিজ শাপ-বিবরণ,
পুড়ে গেছে দেহ প্রাণটি আছে।

২৪

অবলা সরলা, সহজে কোমলা,
অমনি ব্যথিল কোমল মন।
বিরস বদনে বলে বারিবালা,
"রবি অভিশাপ নহে খণ্ডন।"

২৫

"ভেব না, ভেব না, অঙ্গনা-রঞ্জন!
যাও, নিজ কাজে হয়ো না দুখী।
কিরণমালীর কমিলে কিরণ,
ক্ষণকাল পরে হইবে সুখী।"

২৬

চিরকাল বল থাকে কার বল,
কালেতে দুর্ব্বল হইতে হয়।

যৌবন যাইল, প্রতাপ কমিল,
বুড়া ব'লে কেহ না করে ভয়।

২৭

প্রাচীন তপন হইল এখন,
লোহিত-বরণ মনের দুখে।
অপমান ভয়ে দিনেশ তখন,
ফিরালেন মুখ পশ্চিম দিকে।

২৮

এখনি আসিবে সে কাল-রূপিণী,
সন্ধ্যা তামসিনী তাড়াতে মোরে।
মানে, মানে যাই, ভাবি ছায়া-মণি
লুকালেন যেন সাগর-নীরে।

২৯

চক্রবাকী দেয় গালা-গালি শুনি,
বসিয়া আপন আবাস ঘরে।
আসিছেন সন্ধ্যা, কুলটা কামিনী,
মিলাতে সতিনী মোর পতিরে।

৩০

বিহঙ্গ নিচয় হয়েছে সভয়,
সন্ধ্যার আঁধার মুরতি দেখে।
যাইতেছে ত্বরা আপন আলয়,
এখনি দেখিতে পাবে না চোখে।

৩১

এস, এস সন্ধ্যা! ওগো বরাননি!
গালি দিল সবে ভেব না দুখ।
আমি ভালবাসি, ওগো বিনোদিনি!
হেরিতে তোমার ও কালমুখ।

৩২

হয়ো না দুখিনী, বিধির নন্দিনি!
ও কাল-যুবতি! ভেব না মনে।
মুনি, ঋষি আর গৃহস্থ, গৃহিণী,
পূজে প্রতিদিন এ ত্রিভুবনে।

৩৩

কহিতেছি কথা সবে সন্ধ্যা সনে,
শুনিলাম কানে নূপুরধ্বনি।
ও হো, হো, বুঝেছি! পড়িয়াছে মনে,
আসিছে সজনী, রজনী ধনী।

৩৪

বলিতে, বলিতে, শশী শ্যামাঙ্গিনি,
উপনীত হ'ল আসি ভুবনে।
কি মধুর সাজ সেজেছে মোহিনী,
দেখ, দেখ, দেখ, দেখ নয়নে!

৩৫

দেখহ ধনির নীরদ কুন্তলে,
কি শোভা হয়েছে আমরি, মরি!

মাঝে, মাঝে তারা সুবর্ণের ফুলে,
ঝিকি মিকি করে মস্তকোপরি।

৩৬

আইল যামিনী, বিরামদায়িনী,
জীব অচেতন সঙ্গিনী সনে।
ক্ষণেক সুস্থির করিতে দুখিনী,
রোগিনী, শোকিনী, তাপিনী জনে।

৩৭

সকলে সরস, নিশা আগমনে,
ভাসিছে ভুবন প্রণয়ামোদে।
কেবল নলিনী বিষণ্ণ বদনে,
না দেখিয়া নাথে কাঁদে বিষাদে।

৩৮

ফুটিল কৌমুদী, হেরি সুধানিধি,
বরষিল স্নিগ্ধ সুধা সোহাগে।
সন্তোষ করিতে কুমুদী যুবতী
জানাইছে সুধাকরানুরাগে।

৩৯

যুবতীর পতি, হয়ে হর্ষমতি,
আসিছেন· ত্বরা আবাস ঘরে।
রসিকা যুবতী কাঁদাইতে পতি,
রহিয়াছে মিছা মানের ভরে।

৪০

কোথাও বা দেখ নবীনা কামিনী,
ত্রাসিতা হয়েছে রজনী দেখে।
যে গোঁয়ার পতি! মনে ভয় গণি,
যেমন হরিণী হরির মুখে।

৪১

শুইয়া শয্যায়, কোথাই বা যায়,
বিরহিণী, নেত্র নীরেতে ভাসে।
কেটেছে দিন কথায় বার্ত্তায়,
রজনীতে মনে স্মরি প্রাণেশে।

৪২

ক্রমে, ক্রমে হ'ল রজনী গভীর,
নিশাপতি ধীর বরষে সুধা,
চকোর, চকোরী, আছিল অস্থির,
সুধাপানে এবে হরিছে ক্ষুধা।

৪৩

মোহিনী নিদ্রায় সবে অচেতন,
নিশীথিনী-কোলে সবে ঘুমায়।
অখিল সংসার সুস্থির এখন,
ঝিল্লী-রবে ঝিঁঝিঁ কেবল গায়।

বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা

এই যে সুখের বঙ্গ দেখিছ সবাই,
চেয়ে দেখ সুখে সব আছে সর্ব্বদাই।
এমন সুখের স্থানে বঙ্গীয়া রমণী,
কেবল বিষাদে ভাসে দিবস-যামিনী।
যাহার সৃজিত বিশ্ব, যে পৃথিবী-পতি,
যিনি করেছেন সৃষ্টি পুরুষ-প্রকৃতি।
করেছেন সর্ব্বাপেক্ষা মানবে প্রধান,
দিয়াছেন বল, বুদ্ধি, দয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান।
তবে কেন পরাধীনা বঙ্গের কামিনী,
পিঞ্জর আবদ্ধ সদা যথা বিহঙ্গিনী।
দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়ে পশুদের প্রায়,
ব্যস্ত সদা পশু সম আহার-নিদ্রায়।
নয়ন থাকিতে সদা অন্ধের মতন,
বদন থাকিতে নারে বলিতে বচন।
নাহি বিদ্যা নাহি বুদ্ধি, নাহি দয়া লেশ,
সতত পূর্ণিত দেহে হিংসা আর দ্বেষ।
বিদ্যাভাবে এই সব কুটিল প্রকৃতি,
ধরিয়াছে হৃদয়েতে বঙ্গের যুবতী।
হৃদাকাশে জ্ঞানশশী, কবে রে উদিবে,
অজ্ঞানান্ধকার হ'তে সবে নিস্তারিবে?
এমন সুখের দিন হবে কি রে আর,
এ জ্বালা হইতে মোরা হইব উদ্ধার?

হায়! যে করুণাময় অগতির গতি,
তাঁর কি বাসনা মোরা ভুঞ্জি এ দুর্গতি?
তাঁর কি বাসনা, বিদ্যা অমূল্য রতন,
কামিনী-হৃদয় কভু না করে শোভন?
তাঁহার কি ইচ্ছা, মোরা জ্ঞানহীন হয়ে,
থাকিব অবোধ হয়ে চির-কষ্ট পেয়ে?
তা নয়, তা নয়, কভু তা নয়, তা নয়,
তাঁর ইচ্ছা সকলেই চিরসুখে রয়।
ভাবুন মহাত্মগণ সবে একবার,
চিরদুখী বঙ্গবালা আছে কি প্রকার।
আপনারা সদা কি করেন এ বাসনা,
চিরদিন সবে মোরা সহি এ যাতনা?
হায় রে! দুখের কথা কত আর বলি,
বলিলে যে ঘৃণাবোধ হইবে সকলি।
আজ কি করবে সবে সাঁজতির ব্রত,
সতীনের মাথা খাই বলি অবিরত।
আজ কি পূজিবে বলি, গাড়ী, গাড়ী, গাড়ী,
আমি জন্মায়ত্তে থাকি সতীন সে রাঁড়ী,
হায়! হায়! সাধুগণ ভাব একবার,
নির্ব্বোধ বঙ্গীয়া বালা আছে কি প্রকার।
হয়ে হেন জ্ঞানহীন যত কুলনারী,
রহিবে যে কত দিন বলিতে না পারি।
নাহি জানি হেন দিন কবে রে হইবে,
জ্ঞানরত্নে কামিনীর হৃদি বিভূষিবে।

নাহি জানি কবে বিদ্যা অমূল্য ভূষণ,
কামিনীকুলের হৃদি করিবে শোভন।
আর শুন আমাদের দুঃখ-বিবরণ,
শুনিয়া ব্যথিতে পারে সাধুজন-মন।
আমাদের মধ্যে যদি কোন বিনোদিনী,
লেখে যদি ধরি করে কখন লেখনী।
শাশুড়ী আসিয়া তার বাঘিনীর প্রায়,
বলে আজি কেবা রক্ষা করে দেখি আয়।
কি কাজ করিলি ওলো কুলকলঙ্কিনি!
চিঠি লিখে কারে গৃহে আনিবি এখনি?
যদি কেহ বই পড়ে গৃহের ভিতরে,
ননদী অমনি তার হেরিয়া অদূরে।
লোহিত লোচনে আসে কাঁপিতে কাঁপিতে,
বলে "বই প'ড়ে বুঝি, যাইবি বিলাতে!"
বিষণ্ণ-বদনে হায়! অমনি সুধীরে,
পুস্তক রাখিতে তার নেত্রে নীর ঝরে।
ভাসে হৃদি দরদর নেত্রের ধারায়,
কিছুই বলিতে নারে মূক সম চায়।
কোন নারী যদি ষষ্ঠী-পূজা নাহি করে,
খৃষ্টান বলিয়া তারে করে একঘরে।
ইহাতে কেমনে বল কুলের কামিনী,
বিদ্যারত্নলাভে আর হইবেক ধনী।
কভু না ঘুচিবে হায় এ সব দুর্গতি!
এই স্থির করিয়াছি যত কুলবতী।

দুঃখের রজনী আর প্রভাত না হবে,
জ্ঞানরবি-করে হৃদি-পদ্ম না ফুটিবে !
পশুতে নারীতে কভু না হবে প্রভেদ,
চিরদিন রবে মনে এ দারুণ খেদ !
বঙ্গীয়া বালার বক্ষ নয়ন-ধারায়,
চিরদিন আর্দ্রিবেক সমভাবে হায় !
আমাদের কষ্টে কারু সুকোমল মন,
দয়ারসে দ্রব যদি হয় রে কখন ।
তবে এ অবস্থা হ'তে পাইব নিস্তার,
নহে পরিত্রাণ মোরা নাহি দেখি আর ।
এস এস ভগ্নী সব বঙ্গকুলনারী,
জগদীশ-কাছে এস এ প্রার্থনা করি ।
দিন দিন বাড়ে যেন বিদ্যার উৎসাহ,
মহিলা-কুলেতে বহে আনন্দ-প্রবাহ ।
আর সাধু সদাশয় কাছেতে মিনতি,
লভুন প্রশংসা-রাশি দূরি এ দুর্গতি ।
দেখ, ইউরোপ খণ্ডে যতেক কামিনী,
বিদ্যাধন লভি সবে সদা আমোদিনী ।
লভিয়াছে স্বাধীনতা-সুখ নিরমল,
শুনিলেও হায় ! মন হয় সুশীতল ।
ভীষণ যন্ত্রণা হ'তে পেয়েছে নিস্তার,
অমূল্য বিদ্যার বলে কিছু নহে আর ।
আর তাহাদের স্বীয় দয়িত যতনে,
শোভিয়াছে সকলেই স্বাধীনতা-ধনে ।

ভ্রমিতেছে যথা তথা প্রিয় পতি সঙ্গে,
ভাসিতেছে দিবানিশি সুখের তরঙ্গে।
হায় রে! এমন দিন মোদের কি হবে,
পিঞ্জর-আবদ্ধ পক্ষী আনন্দে ভ্রমিবে!
গৃহ-কারাগার হ'তে পরিত্রাণ পাবে,
হেরি প্রকৃতির শোভা নয়ন জুড়াবে!
স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়ে যতেক কামিনী,
ভাসিব আনন্দে মোরা দিন কি যামিনী।
সবে যদি এক যুক্তি ধরে কৃপা ক'রে,
আমাদের কষ্ট তবে দূর হ'তে পারে:
যদি একত্রিয়া সব বঙ্গবালা-পতি,
দয়া করি আমাদের ঘুচান দুর্গতি।
নিজ নিজ রমণীরে হয়ে যত্নবান্,
স্বাধীনতা-সুখ সবে করেন প্রদান।
তবে এ দুর্ভাগা বঙ্গবালা চিরদুঃখী,
সভ্যগণ-কৃপাবলে হইবেক সুখী।
এবে গুণিগণ-কাছে এই নিবেদন,
করুন মহিলাকুল-আনন্দ-বর্দ্ধন।
ত্বরায় তরায়ে বঙ্গ-কুলবালা-কুলে,
লভুন যশের রাশি মহিলা-মণ্ডলে।
শিখে বিদ্যা হায় মোরা যত কুলবতী,
পাইব কি মোরা সবে উত্তম প্রকৃতি?
হইবে কি মন হ'তে নীচত্ব অন্তর,
মহত্ত্ব-প্রভায় উজ্জলিবে কলেবর?

গৃহের কলহ যত দূরীভূত হবে,
আপন আপন সুখে সকলেই রবে!
'ওর ছেলে ছানা খেলে এ কেন না খাবে,'
এ সব কুটিল রীতি আর না রহিবে।
পেয়ে স্বাধীনতা মোরা যত কুলবতী,
যাইব সকলে যার যথা লয় মতি।
কেহ কার না পারিবে নিন্দা করিবারে,
সকলেই আমোদিত আপন অন্তরে।
যদি কেহ যায় কোথা নিজ পতি সনে,
যেন চোর করিয়াছে কত চুরি মনে।
কি বলিবে কি হইবে যাইলে গৃহেতে,
কেমনে দেখাব মুখ নারী-সমাজেতে!
এ সব ভাবিতে আর হবে না অন্তরে,
সকলেই সুখী রবে আপন অন্তরে।
যাইয়া সমাজে সব তর্ক করি নানা,
কেহ বলে ওই হয় কেহ বলে না, না।
কেহ করিবে চিকিৎসা কেহ ওকালতী,
যেরূপ এমেরিকা খণ্ডে করিছে যুবতী।
কেহ বা শিক্ষিকা হবে কেহ ছাত্রী তার,
যেমত প্রণালী আছে প্রকার প্রকার।
যদি বল ঈশ্বর না দেন হেন ভার,
নারীদের প্রণালী, করে ঘর-সংসার।
সত্য বটে পুরুষেরা ধন উপার্জ্জন,
করিয়া করিবে দারা-পুত্রের রক্ষণ।

কিন্তু হেন আজ্ঞা নাহি দেন জগদীশ,
পিঞ্জরে থাকিবে বদ্ধ নারী অহর্নিশ।
শিখিবেক সাধ্যমতে কুটিল আচার;
এর ভাল দেখিলে ও হইবে ব্যাজার,
হইবে না নারীকুল গৃহবহির্ভূত,
হতজ্ঞান, হতবুদ্ধি সদা কিমদ্ভুত।
ওহে সাধুকুল সব হেন লয় মনে,
পাই যদি রীতিমত বিদ্যা মহাধনে।
হই যদি সকলেতে স্বাধীন আমরা,
মনুষ্যের মধ্যে গণ্য হ'তে পারি মোরা।
হে সাধুমণ্ডলি! মোরা করি এ ভরসা,
সত্বর করিবে পূর্ণ আমাদের আশা।
আরো দেখিছেন সেই করুণা-নিধান,
করিবেন এ দুঃখের অবশ্য বিধান।

কোথা গুণময়, করুণা-নিলয়,
জগৎ-পালন-পতি।
হইয়া সদয়, ওহে দয়াময়,
নির্দ্দয় মোদের প্রতি॥
সৃজিয়ে অবলা, কামিনী সরলা,
কোমল হৃদয় দিলে।
এ দুখিনীগণে, তবে কি কারণে,
হায়! পরাধীনা কৈলে?
যদি পরাধীনী, করিতে রমণী,
বাসনা ছিল হে মনে।

কঠোর ভারতী, সৃজি বিশ্বপতি,
দহিলে কোমলাগণে ॥
দিলে যে রসনা, কিছু হে রসনা,
সতত ভীষণাক্ষরে।
পরাধীনা হয়ে, এ জীবন লয়ে,
কিবা সুখ এ সংসারে ॥
বিহঙ্গিনী মত, আবদ্ধা সতত,
হয়েছি গৃহপিঞ্জরে।
স্বাধীন কুলায়, যেতে সদা হায়!
বাঞ্ছা হতেছে ভিতরে ॥
তুমি দয়াময়, হয়ে দয়াময়,
যদি দয়া কর তূর্ণ।
পেয়ে স্বাধীনতা, ত্যজিয়া হীনতা
মনসাধ করি পূর্ণ ॥
খেয়ে বিদ্যা-ফল, পিয়ে জ্ঞান-জল,
ভ্রমি পতি সঙ্গে সঙ্গে।
স্বভাবেরি শোভা, হেরি মনোলোভা,
তব যশ গাই রঙ্গে ॥

শরৎবর্ণন

সুরম্য শরৎকাল হেরি শোভাকর,
আনন্দে মগন হ'ল মানব-নিকর।

ধরা কাশফুলে এবে হ'ল পরাবৃত,
পদ্ম আদি জল-পুষ্প হ'ল প্রস্ফুটিত।
সুধাকরে রাজা হেরে ওই জলধর,
সগণ সহিত এবে পালাল সত্বর।
বিমল আকাশ মরি কিবা শোভাকর!
মনস্তম দূর হয় হেরে তমোহর।
কুমুদিনী-কান্ত যদি হইল রাজন,
মন্দ মন্দ বায়ু করে এ রব ঘোষণ।
শ্রবণে সে রব যত প্রবাসিত জন,
অপার আনন্দনীরে হইল মগন।
হেরিবে সকলে নিজ প্রেয়সী-বদন,
গৃহেতে আসিতে সবে উল্লাসিত মন।
আহা! কি ধরিল শোভা সরসীর জল,
সুনির্ম্মল পদ্ম-দল করে টলমল।
সারস-সারসীগণ খেলে নিরন্তর,
চক্রবাক-চক্রবাকী না হয় অন্তর।
জ্যোতিরিঙ্গনের জ্যোতিঃ দেখা নাহি যায়,
নীলকণ্ঠ অভিমানে হ'ল মৃত প্রায়।
আর না করয়ে নৃত্য পুচ্ছ প্রসারিয়া,
নীরব হইয়া কান্দে বিরলে বসিয়া।
শ্যামল কেদার-দল বায়ুভরে দোলে,
দূরে থেকে শোভে যেন নীলাম্বু-হিল্লোলে।
অপক্ক অপূর্ণ ধানে পূর্ণ ক্ষেত্রচয়,
হেরি কৃষকের দল আনন্দ-হৃদয়।

শরতে হেরিয়া ভেক, দুঃখিত অন্তর,
নীরবে প্রবেশ কৈল বিবর-ভিতর।
মনোহর শশধর-কান্তি বিলোকনে,
রাজহংসকুল-গর্ব্ব খর্ব্বিল এখনে।
হেরিয়া পতির শোভা কুমুদী সুন্দরী,
সুখের সাগরে ভাসে আহা মরি মরি!
জলের তরঙ্গচ্ছলে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
ভাবে যেন কহিতেছে পতি সম্বোধিয়া ;
"দেখ, দেখ, দেখ নাথ তব আগমনে,
সুখের সাগরে অই ভাসে সর্ব্বজনে।
কেবল নলিনী সতী বিরস-বদনে,
দেখ, দেখ ঐ কান্দে বসিয়া জীবনে।"
সুধাকর সুধাকর করে বরিষণ,
মানবগণের মন করিছে হরণ।
চকোর-চকোরী দোঁহে তরুপরে বসি,
বিমল পীযূষ পিয়ে হরে ক্ষুধারাশি।
সময় পাইয়া এবে সরোজী-জীবন,
প্রিয়াদুঃখে পূর্ব্বদিকে আরক্তবরণ।
হাসিয়া কুমুদী পানে চাহিয়া তখন,
সরোজিনী সরোনীরে প্রফুল্লবদন।
অভিমানে শুকাইল কুমুদিনী-কায়,
দুখের সাগরে পড়ি কান্দে হায় হায়।
হর্ষিত কমলকুল প্রকাশিত হন,
সুখের শরৎ ঋতু দেখে সর্ব্বজন।

সঙ্গিনীর বৈধব্য

অমৃত-তরুতে হায়! ছিল রে আশ্রিতা,
দুইটি মুকুল সহ বিধু স্বর্ণলতা।
প্রণয়-উদ্যানে কিবা ছিল রে শোভিতে,
যেন রে সে কল্পতরু নন্দনবনেতে।
সুরপুর-বিহারিণী মন্দাকিনী-তীরে,
শোভিয়া যেমন আহা জনমন হরে।
কিম্বা শোভে ঘন-কোলে যেন সৌদামিনী,
তেমতি শোভিতেছিল প্রাণের সঙ্গিনী।
হায়! কে সাধিল বাদ করিয়া বৈরিতা,
উৎপাটি অমৃত-তরু ছিন্ন কৈল লতা।
ঘোর টাইফইডাগ্নি প্রবেশি শরীরে,
আট দিনে কৈল ভস্ম চারু কলেবরে।
সন্ধ্যার সময়ে হ'ল গা ভারি গা ভারি,
কে জানে যে সে গাভারি যাবারি গা ভারি।
তার পরদিনে রোগ হইল প্রকাশ,
মিথ্যা কথা উঠে বসা উর্দ্ধনেত্র শ্বাস।
দেখিয়া কুটিল রোগ হায় রে অমনি,
বিধুমুখী-মুখবিধু শুকাল তখনি।
অমনি আসিয়া ধনী হায়! মোরে কয়,
কি হোল কি হবে ভাই রোগ ভাল নয়।
বুঝায়ে কত যে তারে করিনু আশ্বাস,
ভয় কি হইবে ভাল হয়ো না নিরাশ।

বুঝালে কি হবে তার মন যে বলিছে,
কাল চোর দেখ তোর রতন হরিছে।
ক্রমে ক্রমে হয়ে এল হায়! পূর্ণ দিন,
নিয়তি-লতায় বদ্ধ জীব যে কদিন।
যাইল অষ্টাহ দিন আইল রজনী,
হায়! রে করিতে চুরী অভাগীর মণি!
চঞ্চল নয়ন ওই হইল স্থগিত,
দেখিতে দেখিতে নেত্র হ'ল নিমীলিত।
এ স্মরিতে মোর বুক যাইছে বিদরি,
আর কি রাখিতে পারি নয়নেতে বারি।
প্রবল শোকের সিন্ধু হায় রে! উথলে,
প্রবাহিণী সম স্রোত বহিল কল্লোলে।
লিখিতে লেখনী মোর কাঁদিল নীরবে,
মসিপাত ছলে ওই বিমর্ষিতভাবে।
হায়! যারে না হেরিলে যত পরিজন,
বৎস-হারা গাভীসম হ'ত উচাটন।
এবে কেন আছ সবে নিশ্চিন্ত হইয়া,
দেখ না তোদের ধন কোথা লুকাইয়া।
যার ভোজনের কাল হইলে অতীত,
সকলে বিমর্ষভাবে হইত চিন্তিত।
এবে যে হইল বেলা বাজিল প্রহর,
তবে কেন বসি সবে নিষ্কর্ম্ম অন্তর।
ও সজনি বসি কেন গালে হাত দিয়ে,
আইল রজনী, নাথে হের না যাইয়ে।

বলেছিলে বিধুমুখি তুমি যে আমায়,
"রজনী আইলে আজ দেখিব তাঁহায়।"
উঠ প্রাণসখী কেন ধূলায় পড়িয়ে,
হৃদয় ফাটিয়ে যায় তোমায় দেখিয়ে।
ভুজঙ্গিনী সম বেণী যার শিরোপরে,
আজি কে বানালে জটা পাষাণ অন্তরে।
যে করে করিত শোভা বলয় কঙ্কণ,
রুনু ঝুনু শব্দ শুনি ভ্রমর-গুঞ্জন।
সুকোমল বাহু হ'তে সুবর্ণ-বলয়,
কে নিল কাড়িয়া মরি প্রাণে নাহি সয়।
হায় রে! নিষ্ঠুর কাল কি কাজ করিলি,
সোনার কমল তুলে বিজনে ফেলিলি।'
বৈধব্য-মরুতে পড়ি সখী স্বর্ণলতা,
শোকরবি-করে কত পাইতেছে ব্যথা।
আহা মরি! বিধুমুখী ফুল্ল কুমুদিনী,
অকালেতে খরতাপে করিলি মলিনী।
রে কাল তপন তুই তোর সাধ্য কিবা,
এ সংসার-মাঝে তাই ভাবি নিশি-দিবা।
আহা! সবে অভাগিনী বসিয়া বিরলে,
হায় রে! বসিয়া ভাসে নয়নের জলে।
ঝর ঝর পড়ে নীর পয়োধরোপরে,
পদ্মপত্র হ'তে যেন মুক্তাহার ক্ষরে।
শোকসুরধুনী যেন নয়নে উথলে,
কুচকুম্ভ শম্ভুশিরে পড়ে কল কলে।

কভু বা অভাগী পুত্র দুটি কোলে লয়ে,
বিলপে কপোতী হেন পতিহীন হয়ে।
গুণ গুণ রবে ওই কাঁদিছে সুন্দরী,
শুনিলে হৃদয় ফাটে আহা মরি মরি।
কেন যে জননী তার করিছে রোদন,
নাহি জানে আহা মরি বালকের মন।
আহা! তার শিশু দুটি নেত্রনীরে ভেসে,
বাবা কোথা বোলে সদা মায়েরে জিজ্ঞাসে ঃ
কি দিবে উত্তর এ কথার আহা মরি,
মনোদুখে নত মুখে রহিল সুন্দরী।
না পারি বলিতে আমি তার এ সময়ে,
না জানি কি ভাব হায় উদিল হৃদয়ে।
ওই যে নয়নজল নাসিকাগ্র দিয়া,
মুক্তা সম ধরাপরে পড়িল বহিয়া।
না পেয়ে উত্তর তার শিশু ক্রোধভরে,
ধূলায় লুটায়ে ওই কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
হায় রে তা দেখি কার হৃদি নাহি গলে,
না কাঁদে এরূপ নর কে আছে ভূতলে।
পুনঃ চাহে শিশুপানে ছলছল আঁখি,
বিনায়ে বিনায়ে হায়! কাঁদে বিধুমুখী।
"ওরে যাদুমণি তোরা এতই অজ্ঞানে,
হবি পিতৃহীন বাছা না জানি স্বপনে।
সহসা কে নিল হরি ওরে যাদুমণি,
জীবন-জীবন মোর অসিন্ধুজমণি।

আর কি সে প্রাণেশের কোলেতে বসিয়া,
আধ আধ কথা কবি হাসিয়া হাসিয়া।
তা হেরি অভাগী আর অন্তরাল হ'তে,
ভাসিবে কি ওরে যাদু সুখ-সাগরেতে।
নাহি সে কপাল আর ওরে যাদুমণি,
রেখে গেছে প্রাণকান্ত ক'রে অনাথিনী।"
চঞ্চলি চকিতে—"কেন ভাবি কু এমনে,
ঘরেতে যে গুণমণি রয়েছে শয়নে।
চল্ বাছা হেরি গিয়া জুড়াই জীবন,
যায় মাস হেরি নাই সে চন্দ্রবদন।"
ওরে দুষ্ট কালাসুর হোল না কি দুখ,
আহা মরি হেরি তোর বিধুমুখী-মুখ।
কেমন হৃদয় তোর বলিতে না পারি,
কি দিয়া গড়েছে বিধি হৃদয় তোমারি।
হায় রে! পাপিষ্ঠ তোর জন্ম এ ভুবনে,
কে দিল রে কাঁদাইতে হায়! জগজ্জনে।
নব প্রেমে মাতি যবে নবীন দম্পতি,
ভাসে সুখ-সাগরেতে হরষিতমতি।
নির্দ্দয় তস্কর কাল হেন সময়েতে,
কেমনে রে কর চুরী হৃদাগার হ'তে।
অমূল্য রতন তার সুখরত্নমণি,
একেবারে করি তারে চিরকাঙ্গালিনী।
কোলেতে করিয়া যবে নবীন কুমার,
ভাসে সুখ-সাগরেতে জননী তাহার।

এমন সময়ে তুমি কেমনে কৃতান্ত,
তুল সে কুসুম নব ছিন্ন করি বৃন্ত।
অসুর বিকট মুখে ননীর পুতুল,
নয় যোগ্য দেখে তোর ঘোচে না কি ভুল।
এরূপে অনাথা কর কত শত নারী,
তবু নাহি পূরে তায় উদর তোমারি।
পাপিষ্ঠ শমন তোর না মিটিল আশ,
বিধুর অমৃত আসি করিলি রে গ্রাস।

লর্ড মেয়োর অপমৃত্যু

কি ভীষণ টেলিগ্রাম এল এই বঙ্গধাম,
বিধি বাম কি শুনিতে পাই।
আমাদের রাজ্যেশ্বর, লর্ড মেয়ো গুণধর,
তাঁরে মোরা হারায়েছি ভাই॥
করি নাই কোন দোষ, কি দোষে করিয়া রোষ,
আমাদের ত্যজিয়া যাইলে।
তাই বা কেমনে কই, হেরিনে ত কখনই,
ভারতেরে অশ্রদ্ধা করিলে॥
ওহে মেয়ো গুণবান্, এবে তব গুণবাণ,
হয়ে বঙ্গ-হৃদয়ে বিঁধিছে।
ওহে ভারতের পতি, ছিলে দয়াময় অতি,
তব লাগি সকলে কাঁদিছে॥

হায়! হায়! দয়াশীল, এবে হয়ে সমশীল,
কেন নাহি চাহিছ ফিরিয়ে।
হায় দেখ ধরাপরে, লেডী মেয়ো নেত্রধারে,
ভাসাইছে ভারত-আলয়ে॥
আহা দেখ বঙ্গবাসি, বিষম দুখেতে ভাসি,
তব লাগি করে হাহাকার।
কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে, ভারত-ক্রন্দন সয়ে,
আছ তুমি হায়! গুণধর॥
উঠ, উঠ রাজ্যেশ্বর, স্ত্রী-পুত্র সান্ত্বনা কর,
মুছাও ভারত-নেত্রজল।
সুমিষ্ট বচন কয়ে, হাস্য আস্য দেখাইয়ে,
বঙ্গবাসী কর সুশীতল॥
কারাবাসী হিত তরে, যাইয়া পোর্টব্লেয়ারে,
সমুচিত পেলে প্রতিফল।
শের আলি দুরাশয়, হায়! করি কি আশয়,
নিবাইল বঙ্গদীপোজ্জ্বল॥
সহচরগণ সঙ্গে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে রঙ্গে,
গিয়া হোপ টাউন নগরে।
হইলেক কিবা মন, লয়ে সঙ্গে সঙ্গিগণ,
উঠিলে হে হেরিয়টোপরে॥
হায়! বেঙ্গলের রবি, বার্দ্ধক্য তপন-ছবি,
কেমনেতে যান অস্তাচলে।
ইহা মাত্র হেরিবারে, হেরিয়টে উঠি পরে
যেমন নামিলে ধরাতলে॥

অমনি দুরাত্মা মতি, অস্ত্র হস্তে দ্রুতগতি,
বডিগার্ড মধ্যে প্রবেশিল।
আহা! তব স্কন্ধোপরে, দুরূহ আঘাত ক'রে,
দুরাচার পলাতে নারিল॥
হায়! সে ভীষণাঘাতে, যেমন কদলী বাতে,
লর্ড মেয়ো পড়িলে হে জলে।
বোধ হয় সেইকালে, হেন শোভা ধরেছিলে,
যথা সে মৈনাক সিন্ধুজলে॥
রুধিরেতে আর্দ্রগাত্র, চকিত চঞ্চলনেত্র,
যেন মোরা দেখিতেছি হায়।
ধন্য, ধন্য তুমি ধীর, ভীষণ আঘাতে স্থির,
নাহি হ'লে কাতর-হৃদয়॥
হায়! কি অস্পষ্ট ক'রে, বলিলে যা মৃদুস্বরে,
কেহ নাহি বুঝিতে পারিল।
পরে ক'রে ধরাধরি, জল হ'তে তুলি ধরি,
গ্লাসগো জাহাজে উঠাইল॥
ওহে বঙ্গহিত আশী, নহ কোন দোষে দূষী,
কি দোষে দুরাত্মা বিনাশিল।
ওহাবি হত্যাকারী, হবে তব হত্যাকারী,
তাই বুঝি কারাবাসে ছিল॥
হয় নাই ছয় মাস, হ'ল এক সর্ব্বনাশ,
নরম্যানে মারিল যবন।
আজ তাঁর প্রণয়িনী, হ'য়ে যেন পাগলিনী,
তাঁর শোকে করিছে রোদন॥

লেডী মেয়ো কেমনেতে, যাইবে হে ইংলণ্ডেতে,
হারাইয়া তোমা হেন পতি।
হায়! লেডী মেয়ো তুমি, সঙ্গে ল'য়ে মৃত-স্বামী,
কেমনে মা যাবে গো বসতি॥
ডেফ্‌নী হইতে তটে, ওই প্রিন্‌সেপ্স ঘাটে,
আইল মোদের রাজ্যেশ্বর।
তবে আজি কেন তাঁয়, দেখিতে না পায় হায়,
শত শত কত নারী নর॥
আজি কেন রাজাগার, হেরি বন্ধ সব দ্বার,
শোক-চিহ্ন করিছে প্রকাশ!
তাহার ভিতরে, কে রে, পড়িয়াছে ধরাপরে,
ভাবে যেন তাঁরি সর্ব্বনাশ॥
হেরে তব দেহ শব, কাঁদে স্ত্রী-পুত্র তব
উঠেছে ভারতে হাহাকার।
কেন নিদ্রা যাও আর, ভাইশ্রয় গুণাধার,
প্রফুল্লহ ভারত অন্তরে॥
মিনিটের তোপধ্বনি, এ ভীষণ দুখধ্বনি,
যেন তাঁর বুকে বজ্রাঘাত।
কামানের গাড়ী পাশে, সবে নেত্রজলে ভেসে,
কেন যায় গালে দিয়া হাত॥
পশ্চাতে টরেন্স বুর্ক, মলিন হয়েছে মুখ,
ওই যায়-ভাসি নেত্রনীরে।
পরিয়া পোশাক কাল, আজি সবে কেন বল,
রহিয়াছে হায় নত-শিরে॥

কেন কেন রাজসুত, হইয়া বিমর্ষযুত,
কেন আজি যাও পদব্রজে।
হেরিয়া তোমার মুখ, বিদীর্ণ হ'তেছে বুক,
বঙ্গবাসী মরিল যে লাজে ॥
আসি আমাদের দেশে, এত দুখ পেলে শেষে,
আহা মরি কোমল পরাণে।
অল্পকালে পিতৃহীন, সম হ'য়ে দীনহীন,
যাবে যবে ইংলণ্ড-ভবনে।
সেকালে কেমনে মোরা, নয়নে রাখিব ধারা,
তোমা সবে বিদায়ে কাঁদায়ে ॥
লেডী মেয়ো ও জননী, তব শোকবাক্যবাণী,
দংশিতেছে বঙ্গবাসী হিয়ে।
কহিয়াছ লেডী মেয়ো, নাহি আর লেডী মেয়ো,
সামান্য ভিখারী এবে পথে
উঠগো ভারতেশ্বরী, ফেল না মা অশ্রুবারি,
শেল সম বিঁধিছে হৃদয়ে ॥
এসেছিলে স্বামিসঙ্গে, যাবে গো মা মনোরঙ্গে,
লইয়াছি কতই আদরে।
তোমার ও স্নেহগুণে, বেঁধেছিলে বঙ্গজনে,
পুত্র সম পালিয়া সবারে ॥
ছিল ভারতের আশা, যেরূপ হাসিয়ে আসা,
হয়েছিল এ বঙ্গভূমেতে।
সেইরূপে মোরা সব, হাসিয়া বিদায় দিব,
যাবে গো মা হাসিতে হাসিতে ॥

তা না হ'য়ে একি ধারা, নয়নেতে বহে ধারা,
পড়ি ধরা হায় গুণবতী।
উঠগো মা ধরা হ'তে, মুছ ধারা নেত্র হ'তে,
আর কি বুঝাব তোমা সতী॥
বসি যেই সিংহাসনে, বেষ্টি কত শতজনে,
রাজকার্য্য করিতে সতত।
সেই সিংহাসন'পরে তব শব-কলেবরে
মৌনভাবে রক্ষিছে নিয়ত॥
তব পরিচ্ছদ আজ, কেন ধরি ম্লানসাজ,
রহিয়াছে শবদেহোপরে।
যেই তলবার হাতে, কত দরবারে যেতে,
ওই রহে মৌনভাব ধ'রে॥
যেই সহচর সঙ্গে, হাস্য-পরিহাস রঙ্গে,
থাকিতে সর্ব্বদা গুণধর।
সেই সহচর সবে, আজি তব ভাব ভেবে,
তব শবে রক্ষে নিরন্তর॥
যে ঘরেতে নিরন্তর, কাউন্সলের মেম্বর,
সঙ্গে তর্ক করিতে সুভাষে।
গবর্ণমেণ্টাদেশ লয়ে, লাইং ইন্‌ষ্টেট দিয়ে,
আজ তারা নেত্রনীরে ভাসে॥
যে ঘরেতে লিভি করে, লোকসঙ্গে দেখা করে,
কহিতে হে সুমিষ্ট বচন।
আজ সেই লোক সব, হেরিবারে তব শব,
মনদুখে করে আগমন॥

আহা মরি যেই ঘর, ছিল সাজে মনোহর,
ইন্দ্রের অমরাপুরীপ্রায়।
আজি সেই ঘর কেন, অন্ধকার-কূপ হেন,
শোকচিহ্ন সতত দেখায়॥
সেনাগণ নম্রভাব, যেন চিত্রিতের ভাব,
হেঁট মুখে নেত্রনীরে ভাসে।
সে ঘরে যে বাতি জ্বলে, তাও যেন দুখে গলে,
জ্যোতিহীন মলিন বিকাশে॥
হায় বঙ্গবাসী এবে, কি ব'লে বিদায় দিবে,
শবসঙ্গে যেতে মা বসতি।
কলার মান্দাসে হায়, যেন সে বেহুলাপ্রায়,
শব ল'য়ে চলিলে গো সতী॥
ভারতের নেত্রধারা, লও গো জননী ত্বরা,
এ সময়ে কি দিব তোমায়।
ভেব না মা দুখ মনে, চাহি ওই জল পানে,
তব দুখে কাঁদে বঙ্গ হায়॥
যাও গো যাও গৃহেতে, আর এ ছার ভারতে,
থেক না মা থেক না থেক না।
তোমার বিদায়ে মাতা, পেলে বঙ্গ বড় ব্যথা,
লাজে মুখ আর তুলিল না॥

সমাপ্ত

ভারত-কুসুম

জনৈক-হিন্দুমহিলা-প্রণীত

বিজ্ঞাপন

পাঠক মহাশয়গণ পূর্ব্বে মৎপ্রণীত "কবিতাহার" পাঠে আমাকে উৎসাহ দিয়া কবিতা লিখিতে কহেন। আমি সেই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সময়ে সময়ে কতিপয় কবিতা রচনা করি। হিন্দুবালার কোন পুস্তক প্রণয়নে যে কত ব্যাঘাত, তাহা বোধ হয়, সকলেই জানেন। অতএব, পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার নিমিত্ত আপনাদিগকে আর অধিক কিছু বোধ করি, বলিতে হইবে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি উক্ত কবিতাগুলি ভারত-কুসুম নাম দিয়া জন-সমাজে প্রচারিত করিলাম। ইহার কয়েকটি কবিতা বঙ্গমহিলা, আর্য্যদর্শন, বঙ্গদর্শন, প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়। বঙ্গমহিলাতে "পতিভক্তি" শীর্ষক কবিতাটি দেওয়া হইয়া হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় উক্ত নামের পরিবর্ত্তে 'ভারত-মাতা' নামে প্রচার করিয়াছিলেন। অধুনা পুরাতন, কিন্তু তৎসময়ের লিখিত দুই একটি কবিতা আপনাদের বিরক্তিকর হইবে। স্ত্রীলোকের রচনা, সুতরাং ভ্রম-প্রমাদের অসদ্ভাব নাই। যাহা হউক, পাঠক-পাঠিকাগণ! মলিন ভারত-কুসুমের একটি কুসুমও যদি আপনাদের মনোনীত হয়, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। কিমধিকমিতি।

কলিকাতা
১লা কার্ত্তিক,
১২৮৯ সাল। } জনৈক-হিন্দুমহিলা।

পূজ্যপাদ গুণগ্রাহী

শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে

এই পুস্তক উপহার অর্পিত হইল।

শ্রীহীন মলিন এবে উজ্জ্বল ভারত
নীরস নির্গন্ধ এর কুসুম রতন।
কোথা' হেথা পা'ব আমি কুসুম সরস
যাহাতে তুষিব দেব! মানস মধুপ,
—দেব আরাধনা সদা করে পুষ্প দিয়ে
দেব সম ভাবি দেবে আমি চিরদিন
তাই এই গন্ধহীন নীরস কুসুমে
পূজিলাম আর্য্য! তব ও চরণযুগ।
সাদরে মনের সুখে, চির আকাঙ্ক্ষিত
—সন্তোষিতে চিত, কিন্তু, কিসে সন্তোষিবে
নীরস নির্গন্ধ এই ভারত-কুসুম।

বশংবদা

শ্রীমতী .....

ভারত-কুসুম

—•—

বসন্ত-পঞ্চমী

(১)

কে তুমি গো ভারত-সরসে ?
অমল কমল' পরে,
চরণ অর্পণ ক'রে,
মনের আনন্দে বীণা বাজাও হরষে।
মধুর ঝঙ্কার কর্ণে অমৃত বরষে॥
কে তুমি গো ভারত-সরসে ?

(২)

নীলাম্বরে স্থির সৌদামিনী,
এলো-কেশ-রাশি 'পরে,
শ্বেত তনু শোভা করে,
যমুনার কালো জলে খেলয়ে হংসিনী।
মলিন ভারত-সরে ফুল্ল সরোজিনী॥

(৩)

পূজ বঙ্গ! ভারতী-চরণ,
রক্ত পদ্ম থরে থরে,
রাতুল চরণ' পরে,
মনের আনন্দে আজি কর রে অর্পণ।
ভারতে এমন দিন বিরল এখন।
পূজ বঙ্গ! ভারতী-চরণ॥

(৪)

আন পুষ্প, পুষ্প-পাত্র ভরি'
বরিষ কুসুম-রাশি,
চন্দন ছিটাও আসি'
প্রফুল্ল গোলাপ-দামে, সাজাও কবরী।
অবতীর্ণা বীণা-পাণি বঙ্গে দয়া করি'।

(৫)

এস, এস, বঙ্গের সুন্দরি!
আঁচড়িয়া কেশ-পাশ,
পরিয়া উত্তম বাস,
অবগুণ্ঠনেতে চারু বদন আবরি'
মেঘে ঢাকা পূর্ণ শশী, বঙ্গ-কুল-নারী।
এস, এস, বঙ্গের সুন্দরি॥

(৬)

বসন্ত রঙের শাটী পরি'
গলে দিয়া মুক্তা-মালা,
এস ত্বরা বঙ্গ-বালা,

কামিনী কুসুমাঞ্জলি দাও ভক্তি করি'
মাগ বর প্রণমিয়া কৃতাঞ্জলি করি' ॥

(৭)

সাজা সাজা চন্দ্রাতপ-তল,
জেলে দে দেয়ালগিরি,
ফুল-মালা তদুপরি,
ঝাড়, ডোম জ্বালি বাড়ী কর ঝলমল্।
বিমল বাতীর আলো দাও সুনির্ম্মল।
সাজা সাজা চন্দ্রাতপ-তল ॥

(৮)

এস, এস, বঙ্গ-যুবাগণ!
প্রফুল্ল কমল-মুখে,
হাসিয়া দাঁড়াও সুখে,
দেখাও কৌমুদী-মাখা কুমুদ কেমন!
পূর্ণ শশী চপলায় কি শোভে রঞ্জন!

(৯)

এস, এস, কবি-কুল-মণি!
এস, কালিদাস কবি,
কবি-কুল-পদ্ম-রবি,
সঙ্গে ল'য়ে "শকুন্তলা" ভারত-জননী।
যাঁর পুত্র-নামে বঙ্গ বিখ্যাত ধরণী।
এস, এস, কবি-কুল-মণি ॥

(১০)

জয়দেব! এস, ত্বরা করি,
পরিয়া ফুলের সাজ,
'সংস্কৃত'-কুসুম-তাজ,
যাহার সৌরভে আজ(ও) ভরা বঙ্গ-পুরী!
দিয়াছেন বাণী যাহা তোমা' যত্ন করি' ॥

(১১)

বিরহ-ব্যথিতা গোপ-নারী;
ললিত লবঙ্গ-লতা,
বিচ্ছেদ-বাত্যা-তাড়িতা,
কৃশাঙ্গী রাধারে মাঝে এনো যত্ন করি'।
সঙ্গে ল'য়ে সুধামুখী ব্রজের সুন্দরী ॥

(১২)

তপোবনে ভাবে ভরা সতী,
কদম্ব-কোরক-জনু,
রোমাঞ্চিত সীতা তনু,
বহু-দিনান্তরে সতী দেখে রঘুপতি।
স্নেহ-গর্ভ পরিহাসে ভাসিছে 'বাসন্তী'

(১৩)

সরমে মলিনা ওই সতী,
লাজ আর না দেয় ওঁরে,
নিবারহ বাসন্তীরে,
বাজাইয়া বীণা গাও "উত্তর-চরিতী"।
যে বীণা তোমারে স্নেহে দেছেন ভারতী, (ভবভূতি) ॥

(১৪)

এস, মধু, কবি-কুল-মণি !
বীর-রস অলঙ্কারে,
সাজাইয়া প্রমীলারে,
ধরায়ে কোমল করে, কঠিন শিঞ্জিনী।
পতি-দরশনে সতী রণে উন্মাদিনী।
এস, মধু, কবি-কুল-মণি ॥

(১৫)

গাও, গাও, বঙ্গ-বাসী সবে,
বাজাও বঙ্গীয় ঢোল্,
নহবৎ মধু বোল্,
পুরাও নিনাদি' বঙ্গ বেণুর স্বরবে।
ভারতে এমন দিন, আর কবে পাবে ?

(১৬)

গাও গীত ভরিয়ে হৃদয়।
আপনি বাজান বীণা,
কি ভয় সবে গাও না,
আনন্দে বল না সবে বঙ্গে জয় জয়।
শুভ "শ্রীপঞ্চমী" আজ ভারতে উদয় ॥

সে কোথায় ?

ভূধরে সাগরে কিংবা কাননে প্রান্তরে
নগরে আকাশে কিংবা প্রাসাদ-শিখরে

সে কোথায়, সে কোথায় মম প্রিয়তর,
কোথায় আবাস তাঁর কোথা সে সুন্দর,
যাঁরে চাহি ভ্রমে মন পাগলের প্রায়,
বল রে হৃদয়! তুমি বল সে কোথায়?
সে অনন্ত গুণ-রাশি সৌন্দর্য্য অতুল
সে কোথায় যার লাগি' হৃদয় ব্যাকুল?
কেন মন অন্বেষণ করিছ তাহার,
দেখ রে চাহিয়া কোথা তাঁহার বিহার,
শত শশধর জিনি বিমল কিরণে
দেখ রে ভাতিছে কিংবা হৃদয়-গগনে।
নয়ন কেন রে অন্ধ, মন—স-চিন্তিত,
হৃদয় কাতর কেন হইয়ে বিস্মৃত?
আত্মা! ভ্রান্ত হ'লে, ছি ছি মোহ-অন্ধকারে,
সে কোথায়? দেখ তব হৃদয়-মন্দিরে!!

———

প্রাবৃট্ কমল

(১)

একি সন্ধ্যার কমল-সম, আনন তোমারি,
কেন গো নলিনি! তব দিবা দ্বি-প্রহরে,
শোভে তব সুখ-রবি, মধ্যাহ্ন অম্বরে;
তবে কেন তব মুখ, মলিন নেহারি?

(২)

এই তো জগতে রীতি, পতি-পার্শ্বে সুখী সতী
আনন্দে দম্পতি ভাসে সুখের সাগরে।

বিরহিণী সম হেরি সুধাইলো তোরে ;
প্রণয় কি নাই তব রবির সংহতি ?

(৩)

"আছে গো প্রণয় আছে, না পাই থাকিতে কাছে,
স-খেদে পবনে কাঁপি' কহিল আমায়,
দেখ গো জলদ-জালে ঘেরিয়াছে তাঁয় ,
'ঘনাচ্ছন্ন স্বামি-মুখ দেখি' বুক ফাটিছে।

(৪)

পতি মম লক্ষান্তরে, আমি ভাসি জল 'পরে,
ভাসি জলে তবু হাসি দেখিলে তাঁহায়,
পাইলে কিরণ তাঁর কাঁদি না কি হায় ?—
কত সুখী সরোজিনী দেখ সরোবরে।

(৫)

মম ভাগ্যে এ দুর্দিন বরষা বরিষা-দিন,
প্রভাকর কর-হীন হয়েছে গো স্বজনি !
ভাসি জলে আঁখি-জলে হায় দিবা-রজনী,
মনে করিয়াছি আর হ'ব না প্রণয়াধীন।

(৬)

এ সংসারে এই রীতি, যে যাহার গতি মুক্তি,
তা হ'তে তার দুর্গতি, তাই দেখি নয়নে ;
চাতকিনী বাঁচে প্রাণে জলধর-জীবনে
কাল নিদাঘেতে তাই, হয় তার দুর্গতি।

(৭)

হেরে শশী সুখে ভাসে কুমুদিনী স্বজনি !
সুখে ফুল্ল হ'য়ে ধনী শোভে ফুল্ল জীবনে,
এক পক্ষান্তরে বিধু তাই উদে গগনে,
হেমন্তে হিমাংশু তাই কাঁদায় গো কামিনী।

মনের প্রতি

(গীতি)

(১)

লভিতে বিমল শান্তি মন রে যদি মনন,
সংসার-মায়াতে আর ভুল না তুমি কখন ;
ভোলো রে অনিত্য মায়া, কে তুমি কার তনয়া,
কাহারি বা জায়া তুমি, কেবা রে তব নন্দন ?
আপন আপন ত্যজে কর রে কঠিন মন,
তবে সে পাইবে তুমি বিমল শান্তি-রতন।

(২)

বল, অকৃতজ্ঞ মন ! তোমারে করি জিজ্ঞাসা,
কেন রে বাসনা তব নাহি তাঁরে ভালবাসা ?
তিনি যে বাসেন ভাল, তারো তার পেয়ে কি রে,
ভুলিয়াছ, প্রতিদান দিতে হয় ভালবাসা ?

(৩)

হইয়ে আমার মন, কেন ভাব পর-তরে,
আমার অপেক্ষা তুমি ভাল কি রে বাস পরে ?

এ তব কেমন রীত, হয়ে আমার আশ্রিত,
করহ মোরে পতিত, ভুল সে পরমেশ্বরে!

(৪)

ভেবে পর-ভালবাসা মুগ্ধ হয়েছ রে মন!
প্রাণের অপেক্ষা তুমি করহ পরে যতন;
কিন্তু যে পরমেশ্বর প্রেম করেন নিরন্তর,
বল রে মম অন্তর! কর কি তাঁরে স্মরণ?

(৫)

মানব-জনম লয়ে বল মন! কি করিলে!
কি তুমি করিলে হায়! যেহেতু সৃজিত হ'লে;
পেয়েছ ইন্দ্রিয় কয়, যে যে কর্ম্ম তাহে হয়,
তুমি তার পরিচয় বল কি ধরাতে দিলে?
পেয়েছ দর্শন লাগি, জ্যোতির্ম্ময় দুই আঁখি,
(তাহে) আপনারি মুখ দেখি আনন্দে রয়েছ ভুলে।

(৬)

কিন্তু মম অন্য নারী সৃজিত সে ঈশ্বরেরি,
অন্ন বিনা নেত্রে বারি বহে তার ক্ষুধানলে;
তা দেখে কি মম আঁখি কেঁদেছ কভু বিরলে?
ঘুচাতে নারিলে যদি, দুখিনীর সে নেত্র-জলে,
এ ছার জনম লয়ে, তবে মন! কি করিলে?

(৭)

কোথায় রহিবে কহ এ তব দেহ সুন্দর,
যাহাতে করিতে যত্ন সতত তুমি তৎপর?

কোথায় রহিবে তব বিভব, সজ্জিত ঘর ?
এ ছুটি আঁখি মুদিলে সবে হবে তব পর,
অনল-শয্যায় শুয়ে ভস্ম হবে কলেবর।
কোথায় রহিবে সব প্রাণাধিক প্রিয়তর ?
ছাড় রে সংসার-মায়া, কঠিন কর অন্তর,
একমনে ভাব সদা পরমেশ পরাৎপর।

(৮)

কি করিলে হায় মন ! এ কারে ভালবাসিলে,
যে তোমারে বাসে ভাল তারে না জীবন দিলে ;
যবে গর্ভ-কারাগারে ছিলে রে ঘোর আঁধারে
তা হ'তে আনি উদ্ধারি সুরম্য প্রাসাদ দিলে,
তোমার পালন লাগি স্নেহময়ী মা, দিল যেঁ,
হায় ! তুমি কেমনে রে সে প্রাণ-সখা ভুলিলে ?

(৯)

সদা স্বীয় দুঃখ ভাবি হৃদয় ক'রে ব্যথিত,
কি আর হবে রে মন ! সুখ না হবে আগত।
সুখ-দুঃখ চক্রাকারে, শুনেছি ভ্রমে সংসারে,
এ ছার অদৃষ্ট বুঝি সুধু কষ্টে পরিণত !
সুখ-স্থানে দুঃখ-রাশি ভ্রমে বিধির লিখিত।
হায় ! দুঃখে ভাবি সুখ, মন ! ধর্ম্মে মন রাখ,
পাবি পরলোকে সুখ ভুলিবি দুঃখ যাবত।
ঈশ্বরে করি চিন্তন, পরের হিত-সাধন,
কর মন ! অনুক্ষণ পরে সুখ পাবে কত।

ঈশ্বরের প্রতি

(১)

অবলা সরলা পেলে সকলে করে ছলনা ;
তা ব'লে কি প্রভু ! তোমার সাজে করা প্রতারণা !
অবলা সরলা নারী, মায়াতে আবদ্ধ করি
অমূল্য জ্ঞান-রতন দিয়েও কৈলে বঞ্চনা !
বিষম মায়ার ছায়া, জ্ঞান-রবি ঢাকে কায়া,
তব সুবিমল ছবি দেখাইতে বিড়ম্বনা।

(২)

চাহি না সম্পদ্ নাথ ! চাহি না হে কিছু আর,
যা দিয়াছ লও ফিরে, দেখিলাম—সে সব অসার।
তোমার করুণা বিনা, পাব না হে যা বাসনা,
কৃপণতা আর ক'রো না, এই প্রার্থনা এবার।

(৩)

সংসারে থাকিয়া নাথ ! সুখ যদি না হইল,
এ সংসার-কারাগারে থাকি তবে কিবা ফল ?
মোহের শৃঙ্খল পদে, অজ্ঞান-তমঃ-বিপদে,
দুঃখ রক্ষী পদে পদে, ঘের যাতনা প্রবল।
কামিনী কোমল-প্রাণ এ প্রবাদ মিথ্যা হ'ল,
অবলার প্রাণে এত সহে কি যাতনানল ?
এ পাপ জীবন-ভার, কত আর বহি বল,
মোহ-মুক্ত কর নাথ ! লভি শান্তি সু-শীতল।

পতি-ভক্তি

(১)

কে তুমি সুন্দরি ! বিষণ্ণ-বদনে ?
সমুজ্জ্বল তব সুন্দর তনু ;
ঢাকিয়াছে হায় ! যেন কাদম্বিনী,
অরুণে উদিত নবীন ভানু ।

(২)

কি পবিত্র জ্যোতি নয়নে তোমার !
বহিছে পবিত্র নয়ন-জল ।
সু-পবিত্র ভাতি ভাসিছে বদনে,
পবিত্র তোমার মুখ-কমল ।

(৩)

এত পবিত্রতা আননে যাহার,
অন্তর কি তার পবিত্র নয় ?
কিসে সু-পবিত্র বদন এমন
হইয়াছে বল বিষাদময় ?
ভূধর নড়ে না সামান্য পবনে,
বায়ু রবি-করে প্রতপ্ত হয়,
আইলে রজনী মুদে সরোজিনী,
শশী মসী-মাখা হেমন্তে হয় ।

(৫)

শুনিয়া তখন ছাড়িয়া নিশ্বাস,
বিস্ময়ে চাহিল আমার প্রতি !

নিশির শিশিরে নিষিক্ত কমল
উষায় ঈষৎ চাহে যেমতি।

(৬)

বীণার ঝঙ্কার, অপ্সরী-বদনে
—বিলাপের গীত নিশিতে গায়,
মৃদু কল্লোলিনী তটিনী বা যেন,
—কল-কণ্ঠ পাখী বিলাপে হায়!

(৭)

স-করুণে মোরে কহিলা সুন্দরী,
কহিলে যা তুমি সত্য সে সব;
কিন্তু কি করিবে মোর দুঃখ শুনে
গলিবে না তায় অন্তর তব।

(৮)

গিয়াছে সে কাল, ফুরায়েছে সুখ,
সে সব আদর নাইকো আর।
বহু দিন হ'ল গেছে তারা চলি
ছিলাম যাদের কণ্ঠের হার!

(৯)

বলিতে বলিতে কমল-নয়নে
বহিল বিমল সলিল-ধারা।
হিমানী-নিষিক্ত অমল কমল,
ঘৃণায় লজ্জায় বদন-ভরা।

(১০)

কোথা গো সাবিত্রি ! সতী-কুল-মণি ?
রমণী-গৌরব জানকি ! কোথা ?
কোথা কাদম্বরি !—কোথায় গান্ধারি ?
কোথা আছ সতী হর-বনিতা ?

(১১)

শুনি পতি-নিন্দা নগেন্দ্র-দুহিতা
ত্যজেছিল প্রাণ যাহার বলে,
দেখসে আসিয়া সেই পতি-ভক্তি
কিরূপ এখন অবনী-তলে।

(১২)

দেখসে সাবিত্রি ! হায় ! যার বলে
শমনে জিনিয়া এনেছ পতি,
এস এক বার দেখসে তাহার,
সেই বঙ্গে তার দেখসে গতি !

(১৩)

পতি অন্ধ শুনে হায় গো ! গান্ধারী,
বেঁধেছিলা আঁখি জন্মের মত।
তেমন গৌরব, সে সব আদর,
নাহি আর বঙ্গে হয়েছে গত !

(১৪)

(এখন অনেক বঙ্গের সুন্দরী)
রূপের আভায় ঘর আলো করি
থাকেন সোহাগে পালঙ্কে বসি ;

ভালবাসে পতি বসিয়া ভূতলে,
অলক্ত চরণে পরাণ তোষে।

(১৫)

কুণ্ঠিত তাহাতে কিছু-মাত্র নয়!
সোহাগেতে আরো গলিয়া সতী
রাঙ্গা পাদ তুলি পতি-হৃদি'পরে,
জানান স্বামীকে অটল ভকতি।

(১৬)

সে কালের চেয়ে এ কালে যুবতী
আরো গুণবতী হয়েছে সবে।
শ্বেতাঙ্গী রমণী, সভ্যতার খনি,
বঙ্গ-বালা তাই কেন না হবে?

(১৭)

সভ্যতা-শিক্ষিতা অনেক যুবতী,
পতি প্রতি প্রীতি কেমন তাঁর।
সামান্য দোষেতে দোষী হ'লে পতি,
বিবিধ কটূক্তি শেষেতে প্রহার। ***

(১৮)

সতী-অগ্রগণ্যা জনক-নন্দিনি!
হায় গো তোমারে লোকের শ্লেষে,
পতি-প্রাণা সতী জেনেও তোমায়,
পাঠালেন রাম অরণ্য-বাসে।

(১৯)

তাতেও তোমার বিচলিত প্রীতি,
হয় নাই আহা! স্বামীর প্রতি।
সদাই বলিতে "গুণ-ধাম রাম!
বাম হ'লে কেন দাসীর প্রতি?"

(২০)

আহা! এমন কোকিলা আর এ ভারতে,
নাই রে! করে না এ সুধা-রব;
পিক-বিনিময়ে কাকের কাকলি,
জ্বালায় সতত শ্রবণ সব।

(২১)

সুখে-দুঃখে প'ড়ে আছি এই বঙ্গে,
অন্য কোথা যেতে না চায় প্রাণ।
এখনও সহস্র বঙ্গ-বিনোদিনী
রাখিছে যতনে বঙ্গের মান।

(২২)

হায়! পতি-হীনা বঙ্গের বালিকা
স্মরিতে অন্তরে লাগয়ে ব্যথা।
করে একাদশী হয়ে ব্রহ্মচারী,
এমন রমণী আছে বা কোথা?

(২৩)

বৈশাখে যখন মধ্যাহ্ন-গগনে
উদয় হয় রে প্রখর ভানু,

একাদশী করে বঙ্গ-বিধুমুখী
শুষ্ক বিম্বাধর মলিন তনু।

(২৪)

এ পবিত্র মূর্ত্তি দেবী-মূর্ত্তি-সম
হৃদয়ে না জাগে বল গো কার ?
বঙ্গ-বিনোদিনী সতীত্বের খনি ;
এমন রমণী আছে কি আর ?

(২৫)

পুনঃ বিবি-অনুকারী, অনেক সুন্দরী,
হয়েছে এখন বঙ্গের মাঝ !
পতি-হীনা হয়ে করে বেশ-ভূষা !
ছি ছি কালামুখ বাদে না লাজ।

(২৬)

এত অপমান ; তবু আছি বঙ্গে,
অন্য দেশে যেতে বাসনা নাই ;
অন্য দেশে নারী চেনে না আমায় ;
বুট-পরা মেয়ে বড় বালাই !

(২৭)

ওগো বঙ্গ-বালা বসন্ত-কোকিলা !
ডেকো কুহু-রবে জুড়ায়ে প্রাণ।
তোমরা বঙ্গের গৌরব-আধার,
রেখো রেখো রেখো আমার মান।

নিশীথিনী

আইল নিশি সুরূপসী ;
লাবণ্য-চন্দ্রিকা উজলে মধুর,
পাছে কেশ তিমির-রাশি,
আইল নিশি সুরূপসী।

অলস গমনে চলিল পবনা,
ঐ দোলাতে কুসুম-রাশি!
তাহে সৌরভ ছড়ায়ে কুসুম-কামিনী,
ঢলিয়ে পড়িল হাসি!
(হেরি) সে শোভা সুন্দর, শঠ মধুকর
ছুটে "অনুকূলে" উপহাসি!
আইল নিশি সুরূপসী।

হেরি সরসী দোলে মৃদুল হিল্লোলে
কোলে করিয়ে গগন-শশী
পাশে হেরি নিশা-মণি কুমুদিনী ধনী,
সুখে হাসিল মধুর হাসি।

ত্বরা কুসুম-ভূষণে সাজল ধরণি!
কিবা চন্দ্রিকা-বসনে ভূষি।
প্রিয় পাদপ বেড়িয়া নাচল লতিকা
পরি কুসুম-ভূষণ-রাশি:

দেখি হরষে মজিয়া গাইল কোকিলা,
স্বরে ভাসায়ে আকাশ নিশি,
আইল নিশি সুরূপসী।

হেরিয়া শর্ব্বরী সানন্দে কেশরী,
বিহারে চলিল উঠি
চলে হেলিয়া দুলিয়া গরবে ফুলিয়ে,
কিবা দোলায়ে সুন্দর কটি।

কিবা নিশির নূপুর বাজে ঝিল্লী-রবে,
বুঝি নাচে নিশি সুরূপসী।
হের নাচে তরু-লতা মৃদুল সমীরে,
অর্ণব নাচে উছলি।
সুখে প্রেমে গদগদ গাইছে কোকিলা,
নাচিছে কুসুম-কলি।

হায়! এ হেন রজনী যাপিও না ঘুমে,
মরি দেখ দেখ! আঁখি মেলি;
যাঁহার সৃজিত এ সুখের নিশি,
সবে গাও তাঁর জয় বলি।

কোজাগর-পূর্ণিমা

(গীত)

ওহে শশি এত সাজ আজ কেন বল বল?
কে তোমারে পরাইল শুভ্র বাস নিরমল?
হাসাতে কুসুম-কুলে, মাতাতে প্রেমিক-দলে,
ভুলাতে অখিল নরে কে তোমারে নিরমিল?
নক্ষত্র-মুকুতা-মালা কে তোমার গলে দিল?
স্ফুটিত-কুসুম-করে, বল বল কার তরে,

কাহারে পূজিতে আজি তুমি ওহে শশধর !
মনোহর নীলাম্বর আসনে বসিয়া সাজি,
সুধা-রাশি চন্দন-রাশি বরষিছ সুশীতল ?
কৌমুদী-পট্ট-বাসে শশি মরি কি শোভা হইল !
যে তোমার স্রষ্টা ওহে তাঁরে কি দেখেছ তুমি ?
দেখে থাক যদি ওহে বল হে আমারে বল,
কত রূপ ধরেন সে জ্যোতির্ম্ময় সুবিমল ।
সেই নিরমল ছবি হৃদে ভাবি নিরবধি
পাপ-তপ্ত হৃদি জুড়াই হেরে কান্তি সুশীতল ।

(১)

আজি কেন এত হাসি হে নিশি-রমণ !
ভুলাইতে কার মন, কুমুদীর প্রাণ-ধন :
ধরেছ মোহন বেশ রমণী-রঞ্জন,
আজি কেন এত হাসি হে নিশি-রমণ !

(২)

বল হে কাহার শশি ভুলাইতে মন,
শরৎ-গগনে বসি প্রণয়-আমোদে ভাসি,
শুভ্র বাস পরি শশি ! আহ্লাদে মগন,
কারে হেরে এত হাসি যামিনী-শোভন ?

(৩)

পার্শ্বে শত তারা-নারী, তারা নয় মনোহারী,
তাই তাহাদের বিভা মলিন অমন ;
জানি আমি অভাগিনী মলিন যেমন,
ওই তারা-নারী-সম মলিন-কিরণ ।

(৪)

জানি জানি যেই রামা, নহে পতি-প্রিয়তমা,
রূপেও মলিন সদা তাহার বদন ;
তুমি ত হাসিছ খুব তারকা-রমণ !
নির্দ্দয় পুরুষ বটে অমনি অমন।

(৫)

জানি আমি যুবা-দলে, নবীনা যুবতী পেলে,
অমনি আহ্লাদে চলে ছড়ায়ে কিরণ,
তোমারি মতন চাঁদ! তোমারি মতন,
অমনি অমনি বটে তেমনি তেমন।

(৬)

ছি ছি শশি ! পায় হাসি, নিশি কি এত রূপসী ?
বল কিসে শ্যামাঙ্গিনী, ভুলাইল মন,
কিম্বা যে প্রবাদ আছে, যার যাতে মন,
রজনী স্বজনী সে তো চির-পুরাতন,
(পুরাতনে পুরুষের অত কি যতন ?)

(৭)

পড়েছ পড়েছ ধরা ওহে শশধর !
যাহার কারণে আজি বেশ মনোহর।
যে দেখি ধরার ধারা, সাজিয়াছে মনোহরা,
হেসে চ'লে দেখাইছে শুভ্র কলেবর ;
(সরম থাকিলে পর ভুলান দুষ্কর)

(৮)

হেরিয়া ধরার হাসি প্রমোদে মাতিয়া শশী,
হাসিতেছে সুধা-রাশি বিকাশি বদন ;
ও হাসি হেরিয়া হাসে অখিল ভুবন,
নব অনুরাগ বটে অমনি অমন ?

(৯)

পড়ে বটে, পড়ে মনে—দেখেছি কবে, কে জানে,
ওই মত হাসি-ভরা দুখানি বদন,
মিছামিছি কত হাসি কে জানে কারণ ?
কোথা সেই হাসি-মাখা তরল যৌবন ?

(১০)

কোথা হ'তে চিন্তা এবে ঢেকেছে বদন,
জেন হে কালের করে সব পুরাতন।
পক্ষান্তরে তোমারও রবে না অমন,
ঢাকিবে অমা-রজনী ও বিধু-বদন।

(১১)

হেরি তোমাদের ধারা, এই দেখ হাসি মোরা,
এত শোভা আর নাহি দেখেছি কখন,
পর-পতি ভুলাইতে বেশ প্রয়োজন !
সুগন্ধ-কুসুম-লতা কবরী বেষ্টন।
(পরেছ ধরণি ! ভাল কৌমুদী-বসন !)

(১২)

দেখ আপনি ধরণী হাসে যাহারা ধরণী বাসে,
কেন না হইবে তারা আহ্লাদে মগন ?

হেরিলে দম্পতি-হাসি হাসে সর্ব্বজন,
কিন্তু শশি! লম্পটতা তোমারো এমন?

(১৩)

এরে ওই ফুল-সুকুমারী, নয় তব মনোহারী,
বালিকা কলিকা ও যে এখনো এখন,
হিমাগমে হবে যবে ফুটিত যৌবন,
ভুলিবে ভুলিবে চাঁদ! তখনি তখন,
(জানি আমি পুরুষের প্রেম-আচরণ।)

(গীত)

আহা! এ পূর্ণিমা-নিশি মরি কিবা মনোহর!
মোহিত না হয় মরি হেরে কাহার অন্তর?
কোমল অঙ্গুলি তুলি বোলে আধ আধ স্বর,
হেসে দেখাইছে শিশু জননীরে শশধর!
(মরি মরি, কি সুন্দর জননীর অঙ্কোপর!)
বালক যুবক ভোলে, দেখে বৃদ্ধ চিন্তা ফেলে,
মরি কি সুন্দর নিশি মনোহর কোজাগর!
যে সৃজিল হেন নিশি তব জন্যে ওহে নর!
বারেক কৃতজ্ঞ হয়ে ভাব সত্য পরাৎপর।

জাগ্রতে স্বপ্ন

একদা প্রাসাদোপরি করি আরোহণ,
হেরিতেছি শশধর-কান্তি বিমোহন;

দেখিতে দেখিতে স্থির হলো আঁখি-তারা,
হৃদয়-কমল হলো জ্ঞান-রবি-হারা।
হেন কালে আচম্বিতে স্বর মনোহর।
শ্রবণে পশিয়া মম জড়াল অন্তর।
বহিল শীতল নদী ঘোর মরু-ভূমে,
বর্ত্ম-হারা পান্থ পথ হেরিল সম্ভ্রমে—
মধুর নিবিড় নীল চন্দ্রাতপ-তলে,
ধবল কৌমুদী-বাস পাতা সৌধ-তলে,
হিম-রশ্মি হেম-দীপ শ্বেতাভ উজলে,
শীতল পবন বায়ু ঝরে পরিমলে,
গায়ক কোকিল সুধা ছড়ায় অনিলে,
সরোজিনী নাচে সরে ঢ'লে ঢ'লে দুলে।
এ হেন সুখের রাজ্য তব ধরাতলে,
তবু কেন তব নেত্রে শোক-অশ্রু গলে।
স্নেহ-দাতা পিতা-মাতা আনন্দ-সদন,
সোদর ভগিনী যত্ন সৌহার্দ্দ-কারণ,
প্রেম-প্রদ পতি, পুত্র নয়ন-রঞ্জন ;
আত্মীয়-স্বজন-গণ মিষ্ট সম্ভাষণ,
এ হেন সংসার তব সুখের ভবন,
তবু কেন তব নেত্রে অশ্রু-বরিষণ ?
কাতরে ডাকিনু প্রভু অমৃত-আলয়,
কোথা শান্তি, কোথা শান্তি, শান্তি-সুখালয় ?
তোমার সৃজিত এই জগৎ-সংসার,
হেরি কেন দয়াময়! দুঃখের আধার ?

কোথায় বিরাজে শান্তি কহ দয়াময়!
কোথা গেলে পাব শান্তি অমৃত-আলয়।
দেখিতে দেখিতে হায়! কিবা মনোহর—
চন্দ্রের কিরণ হ'ল আরো শুভ্রতর!
কোমল শীতল জ্যোতি অতি ধীরে ধীরে,
নামিতেছে এবে দেখি অবনী-উপরে।
বিস্ময়-বিস্ফারি আঁখি হ'ল স্থিরতর,
দেখিনু রমণী এক অতি মনোহর!

কে তুমি কহ গো রামা! উর্ব্বশী কি তিলোত্তমা?
কিম্বা হবে কামের সুন্দরী।
জুড়াল নয়ন মম হেরি।
তোমার বদন-কান্তি, প্রদানে অতুল শান্তি,
মরি কিবা মধুর মাধুরী!
তুমি কি গো ত্রিদিব-ঈশ্বরী?
শশধর 'পরে সৌদামিনী—
হইল আশ্চর্য্য কান্তি, হেরিয়া জন্মিল ভ্রান্তি,
হাসি যবে উত্তরে রমণী।

"যার লাগি' এ সংসার, ভাল না লাগে তোমার,
তাঁর সহচরী আমি শুন বিষাদিনি!
একাগ্রতা নাম মোর শুনহ স্বজনি!
যদি শান্তি বাঞ্ছা কর সঙ্গে এস গো আমার,
শান্তি-সুখময়ী তিনি বিবেক-রমণী।
পূজা কর বিবেকেরে, অবশ্য পাবে তাঁহারে,
ছেড় না আমার সঙ্গ, এস বিনোদিনি!"

এত বলি সে সুন্দরী, অঙ্গুলি-সঙ্কেত করি,
জল-বিম্ব-সম প্রায় মিলাইল সুবদনী।

দাম্পত্য-প্রণয়

(১)

আহা! এ পবিত্র প্রেম পৃথিবী-ভূষণে.
কে সৃজিল সুখ-সিন্ধু মানব-জীবনে?
মরু-ভূমে প্রবাহিত করিল তটিনী রে!
নিদাঘ-তৃষিত পান্থ, ঘর্ম্মে কলেবর শ্রান্ত,
জুড়াইতে অবিশ্রান্ত মলয়-বাতাস রে!

(২)

চন্দ্রমা-শালিনী নিশি, শরতের পূর্ণ-শশী,
কোমল কুসুম-রাশি সুরভি বাতাস রে,
বিমোহিত চিত হায়! এত নাহি করে,
শীতল চন্দন-নদী, হৃদয়ে বহিত যদি,
এত না শীতল হ'ত, এ প্রণয়ে যত রে!

(৩)

কোকিল-কাকলী বুঝি এত মনোরম
নয় রে!—সুধায় যাহা প্রেমে প্রিয়তম!
যেন সুধা-বরিষণ শ্রবণ-বিবরে রে,
জুড়াইতে প্রণয়ীর হৃদয়-কন্দর রে!
বেগবতী স্রোতস্বতী সায়াহ্নে ঝর্ঝরে রে!

(৪)

হায়! কে রচিল এ প্রেম-সুধা,
নাশিতে প্রণয়ি-চকোর-ক্ষুধা?
সে জন সামান্য নয় রে নয়!
গাও না প্রেমেতে তাঁহারি জয়

(৫)

হায়! কুলের কামিনী কানন-বাসিনী
এ প্রেম-গরিমা বুঝিবে এমনি
ধরণীতে প্রেম জানিবে সার,
এমন প্রণয় নাই রে আর।

(৬)

প্রণয়-প্রণয়ী যদি একত্রেতে মিলে,
তা হ'লে এ প্রেম-সম কি আছে ভূ-তলে?
হর রে এ-প্রেম যদি অভিন্ন-হৃদয়,
"প্রণয়ি-যুগল" জুলিয়েৎ রোমিওর ন্যায়,
এক প্রাণ এক মন একই জীবন রে।

(৭)

আহা! রোমিওর প্রাণ-প্রেয়সী,
নারী জুলিয়েৎ রূপসী শশী,
পান করি প্রিয়-বিষাক্ত অধর,
পরিহরি' প্রাণ প্রণয়ি-প্রবর,
ধরাতল ছাড়ি গেল রে।
এ পবিত্র প্রেম-সম কি আছে ভূ-তল রে!

(৮)

নব শিশু সঁপি সতিনীর করে
পাণ্ডু-পত্নী গেল প্রণয়ের তরে,—
চিতা-অগ্নি গর্জ্জি উঠিল আকাশে,
মৃত-স্বামি-কোলে মদ্র-সুতা হাসে,—
ছিঁড়িতে নারিল এ প্রণয়-পাশে,
ছাড়িল কায়ায় সহাস অধরে !

(৯)

আহা ! বনবাসী রাজার নন্দিনী,
রামের ঘরণী, কি দুখ-ভাগিনী,
প্রণয়ের তরে বিপিন-বাসিনী ;
প্রণয়ে কি সুধা আছে রে !

(১০)

হায় ! কে রচিল এ প্রেম-সুধা,
নাশিতে প্রণয়ি-চকোর-ক্ষুধা ?
সে জন সামান্য নয় রে নয় !
গাও না প্রেমেতে তাঁহারি জয় ।

(১১)

হায় ! কুলের কামিনী কানন-বাসিনী,
এ প্রেম-গরিমা বুঝিবে এমনি,
ধরণীতে প্রেম জানিবে সার,
এমন প্রণয় নাই রে আর !

(১২)

এ প্রেমের সনে কভু হয় কি তুলনা
শঠের প্রণয় যাহা জল-আলিপনা ?
সৌদামিনী-প্রেম যথা নব ঘন সনে রে !
সোহাগে তুলিয়ে বুকে, ক্ষণেক নাচায় সুখে,
ক্ষণ-পরে করে তারে বিদূরিত ঘন রে !

(১৩)

যেমন বালক খেলনা লইয়ে, হরিষে মাতিয়ে,
আদর করিয়ে শেষে ফেলে-দেয়, শেষ না বুঝিয়ে,
তেমনি শঠের প্রেম রে !
এ প্রেম-তুলনা ধরাতে কতই রেখে গেছে
কত নর রে !

(১৪)

বন-সুশোভিনী শকুন্তলা-লতা ;
দুষ্মন্ত তাঁহারে দেখে পল্লবিতা
প্রণয়-উদ্যানে আনি রোপিল সাদরে রে ;
ছি ! ছি ! মুকুল-উদ্গমে, কি লজ্জা বিষম,
(হায়) তাঁরে "চিনি না" বলিল শঠ্ অকাতরে !

(১৫)

হায় ! কে রচিল এ প্রেম-সুধা ?
কে দিল তাহাতে বিরহ-ক্ষুধা ?
এ অমৃতে কে বা দিল হলাহল ?
শঠের প্রণয় মাখাল্ ফল।

(১৬)

হায় ! কুলের কামিনী কানন-বাসিনী,
এ প্রেম-গরিমা বুঝিবে এমনি,
ধরণীতে প্রেম জানিবে সার,
এ প্রেমের কাছেতে জীবন ছার।

(১৭)

প্রণয়ের লাগি সমর-অনল
জ্বলি কত রাজ্য গেল রসাতল,
কত বীর-দল আহুতি জীবন,
ভাসাইল ধরা রুধির-ধারে।

(১৮)

আহা ! নল-রাজে লয়ে বন-মাঝে,
বৈদর্ভী পশিল কাননে অব্যাজে,
নিদ্রিতা রমণী বনে একাকিনী
ত্যজি পলাইল পাষাণ-অন্তরে।

(১৯)

হায় ! কে রচিল এ প্রেম-সুধা,
নাশিতে প্রণয়ি-চকোর-ক্ষুধা ?
সে জন সামান্য নয় রে নয় !
গাও গাও প্রেমে তাঁহারি জয়।

(২০)

হায় ! কুলের কামিনী কানন-বাসিনী,
এ প্রেম-গরিমা বুঝিবে এমনি,

ধরণীতে প্রেম জানিবে সার ;
এমন প্রণয় নাই রে আর !

মধ্যাহ্নে চিন্তাতুরা

উত্তপ্ত ধরণী ঘোর মধ্যাহ্ন-সময় ।
তেজস্বী তপন-মূর্ত্তি খর-কর-ময় ।
প্রকৃতি-গম্ভীর-ভাব করি বিলোকন
সভয়ে নিস্তব্ধ যেন পশু-পক্ষিগণ ।
এ হেন সময়ে হায় ! চিন্তাতুর মন
করে যে কেমন, তাহা জানে কোন্ জন ?
জীবন-তরণী যার সংসার-সাগরে ।
সুখ-ভরা * * * * সুস্থ কলেবরে
যাপে দিন সুখে হায় ! জানে কি সে জন
এ সংসারে চিন্তা-বায়ু কিরূপ ভীষণ ?
সুখে তুলি সুখ-পালি তরুণী জীবন-
তরী করয়ে চালন, সে কি জানে
দুঃখ-ঝঞ্ঝা কিরূপ ভীষণ ?
জানিবে সে কি বিষ-যাতনা কেমন,
ভুজঙ্গ ভীষণ যারে করে নি দংশন ?
জানে সেই হতভাগ্যা * * সম যার ।
জীবন-তরণী দুখে ভাসে অনিবার ।
* * নক্রে তরণী কাণ্ডারে ঘেরেছে ।
চিন্তা-বায়ু-ভরে তার তরণী কাঁপিছে ।

কে তুলিবে সুখ-পালি কাতর কাণ্ডারী ;
নিরাশা-করকা-পাতে ভাঙ্গে বুঝি তরী !!
উত্তপ্ত ধরণী ঘোর মধ্যাহ্ন-সময়
তেজস্বী তপন-মূর্ত্তি খর-করময় ।
বহিছে মধ্যাহ্ন-বায়ু জ্বলন্ত অনল
সকাতরে কপিঞ্জল করে জল জল ।
খর-রবি-করে পাখী হইয়া অস্থির,
একান্ত কাতরে ডেকে পেলে ঘন-নীর ।
চাতকিনী ডেকে ডেকে পূরিল তো আশ,
তবে আমি হতভাগ্যা হব না নিরাশ !
না দিলে উত্তর পাখী ! চ'লে গেলে বাসা !
পূর্ণ তব আশা, হব আমি কি নিরাশা ?
রমণীর বাঞ্ছনীয় বসন-ভূষণ
করিতে কি পারে কভু চিন্তাপনয়ন ?
নিকুঞ্জ-তমালে পিক-মধুর-নিস্বন
করিতে কি পারে তব মন বিমোহন ?
বিজন-বিটপি-বাসি-বিহঙ্গ-সঙ্গীত,
করিতে কি পারে ক্ষণ প্রাণ পুলকিত ?
হায় ! চির-সাধনীয় * * * *
হেন বিনা কিবা করে মানস-রঞ্জন ?
রবি-করে সরোবরে প্রফুল্লা নলিনী,
হেরে কি মনেতে সুখ পায় অভাগিনী ?
আহা ! তার সুখ-রবি * * রাহু-করে,
দেখে হৃদি পঙ্কজিনী শুষ্ক সরোবরে ।

যবে মুক্ত হবে রবি রাহু-কর হ'তে
ফুটিবে হৃদয়-পদ্ম সুখ-সরসীতে।
এ সব ভাবিতে হায়! ভাবনা-অনল
জ্বলিল দ্বিগুণ, হৃদি হইল বিকল,
জ্বলে যথা হোমানল হবির মিলনে,
জ্বলিল চিন্তার অগ্নি, আশা পরশনে।
ছট্‌ফট্‌ করে প্রাণ হয় বা বাহির,
কি করিবে কোথা পাবে শান্তি-সুখনীর।
উত্তপ্ত ধরণী ঘোর মধ্যাহ্ন-সময়
তেজস্বী তপন-মূর্ত্তি খর-করময়।
এ হেন সময়ে হায়! চিন্তাতুর মন,
করিতে সুস্থির আছে কি দ্রব্য এমন?
বিনা সে করুণাময়-করুণা-বর্ষণ
পায় কি অমৃত শান্তি দুখ-দগ্ধ মন!

(গীত)

বালিকা কলিকা অন্ত বিভু! কেন হে করিলে,
স্ফুটিত যৌবন-করে কুসুমেরে শুকাইলে?
কত চিন্তা-কীট আসি, হইল হৃদয়-বাসী,
নাশিল সৌরভ-রাশি দুর্গন্ধ দুঃখ-অনিলে।

———

বাল্যকাল ও বালিকা

সুখের বালিকা-কাল ! কে তোরে সৃজিল
বল দেখি রে আমায়,
সাজাল চাঁদেরে কে বা কৌমুদী-ভূষায় !
কুসুমে সৌরভ-রাশি, বালিকা-বদনে হাসি,
এই কান্না পুনঃ হাসি ভাবি পুনরায়
ভাসি নয়ন-ধারায়।
সেই না সৃজিল পুনঃ যৌবনে চিন্তায় ?
করিলা কলঙ্কী কে রে পূর্ণিমা-নিশায়
বল দেখি রে আমায়.
(কুসুমে কীটের বাস তাঁহারি ইচ্ছায় !)
কিবা সুখ কিবা দুঃখ সতত সানন্দ মুখ
ক্রীড়া-রসে ভরা বুক আহ্লাদে মগন
হায় ! ছিল রে তখন !
(কি সুখে মগন তুমি বালিকা এখন ?)
আনন্দে বিভোর খেল লয়ে সঙ্গিগণ
দেখিতেছ ঊর্দ্ধমুখে নক্ষত্র-গগন,
পুনঃ ছুটিলে কেমন !
ঐ যে একটি তারা দুইটি এখন,
দেখিতে দেখিতে হ'ল অসংখ্য গণন
খেল হরিষে মগন।
(হ'তে সাধ হয় পুন তোমার মতন।)

বল রে নবীনা বালা! এমন বাল্যের লীলা,
ছাড়িতে এ ধূলা-খেলা—কাদার গঠন—
বল হয় কি মনন?

ত্যজে এ বাল্যের সঙ্গী মোহিনী-মোহন
বাসনা কি হয় তব কিছু রে এখন
সুখ-শৈশব-জীবন!

ত্যজে ওই সুখ-ভরা বালিকা-জীবন
বাসনা কি কর তুমি অমূল্য রতন,
দুঃখ জ্ঞান উপার্জ্জন,

চাও কি ত্যজিতে ওই নবীন গগন?
নাহি চন্দ্র নাহি তারা, কিন্তু কৌমুদীতে ভরা
উজ্জ্বল মধুর ওই নীলিম কেমন
সুখ নবীন জীবন।

বাসনা কি হয় হ'তে যুবতী এখন (বল রে আমায়!)
তা হ'লে তুলনা করি, ভাবি পুনরায়,
গত, বর্ত্তমান—হায়!

বল রে, অজ্ঞান বালা! কি সুখ-আশায়,
ত্যজিবারে সাধ ওই চাঁদিমা নিশায়
হায়! কি সুখ-আশায়?

(এ সুখ জীবনে আর ঘটিবে না হায়!)
হায়! কি সুখ-আশায় ত্যজিবারে চাও ঐ গিরি-প্রস্রবণ,
কি সুখ-আশায় ত্যজিবারে চাও ঐ প্রমোদ-কানন
চরে কুরঙ্গী জীবন?

কি লাগি ত্যজিতে চাও জননীর স্নেহ-সুধাময়,
কি লাগি ত্যজিতে চাও সখীর প্রণয়,
নিত্য নব ক্রীড়াময় ;
কি লাগি ত্যজিবে বল পিতার আদর-সুধা বরিষণ
অমল অমরাবতী, পবিত্র নন্দন, সুধাংশু-কিরণ,
যে শীতলে জীবন ?
(আহা ! এ অতুল-সুখ-কৌমার জীবন)
স্বভাব-শোভিত ওই গহন সমান পিতার ভবন,
স্বাধীনতা, শান্তি যথা করে বিচরণ,
খেলে কুরঙ্গী জীবন ;
নাহি চিন্তা কোন ভয় অন্তরে তাহার,
সঙ্গি-সঙ্গে রঙ্গ-ভঙ্গে খেলে অনিবার,
হেন পাবি না রে আর !
কি হেতু ত্যজিবে বল সোদর-বদন
বিকসিত পদ্ম-সম মধুর কেমন,
হাসি-সুধা-প্রস্রবণ !
জিজ্ঞাসি আবার বালা ! জিজ্ঞাসি আবার,
কি দুখে ত্যজিতে চাও এ সুখ-সংসার,
হায় ! জিজ্ঞাসি আবার ;
(ছিনু বালা, সাধ যেতো গৃহিণী-আচার !
—"হাঁপায়ে হাঁপায়ে উঠি, তবুও যাই'ছ ছুটি,"
অতুল সুখ-সাগরে দিতেছ সাঁতার ;
কিবা আনন্দ অপার !

(সুখেতে মুখেতে হাসি ধরে না তোমার !)
হায় ! তোমার মতন হ'তে সাধ যে আবার করে রে আমার
পেতে তরল চঞ্চল ওই হৃদয় তোমার,
নিরমল সুখের আধার।

কি সুখে ত্যজিতে চাও অনন্ত গগন ?
কি সুখে ত্যজিতে চাও অনন্ত পবন ?
তাই ভাবি রে এখন !

কি সুখে ত্যজিতে চাও এ সুখ-আহ্লাদ ?
এখন চাও না পরে করিবে বিষাদ
হৃদয়ে উদিবে যবে জ্ঞানের তপন,
সুখ-ছায়া-ইচ্ছা যবে করিবেক মন,
ওরে বালিকা। তখন !

তখন পড়িবে মনে এ সুখ-স্বপন,
বালা রে কোমল মুখ মধুর কেমন।
আর পাবে না এমন।

সুখ, দুঃখ, জ্ঞান-চিন্তা বিষম যৌবন।
অতি বিষম যৌবন।

সুখের সীমা

ওহে সুখ ! সীমা তব আছে কি ধরায় ?
"সুখ-সীমা" বলি সদা সকলেই গায় ?

কিন্তু আজি ধরি আমি কলঙ্ক লেখনী,
হায় ! সুখ-সীমা আছে বলিব এখনি ।
চিত্রিত মোহিনী মূর্ত্তি বাসনা পটেতে,
যখন উদয় হও হৃদয়-গৃহেতে,
হেরে সে মধুর ছবি ভুলে যায় মন,
ভাবী সুখ ওলো তোরে ভাবি অনুক্ষণ ।
কতই সুন্দর দেখি আশার নয়নে,
তব সহবাস-আশা করি প্রতিক্ষণে,
আশা-ভঙ্গ হ'লে কত দুঃখ পাই মনে,
অনিবার অশ্রু কত পড়ে যে নয়নে ;
ভাল নাহি লাগে মা'র মধুর বচন,
ভাল নাহি লাগে পিতৃ-স্নেহ-সম্ভাষণ,
জুড়ায় না মন হেরি সুতের বদন,
কিছুই লাগে না ভাল তোমার কারণ ।
সকলি ত্যজেছি আমি তব রূপ-ধ্যানে,
পাগল হয়েছি প্রায় তোমার কারণে ;
হতভাগ্যা ভাবি মিথ্যা পেয়েছি বেদনা,
চেতনা হয়েছে দেখি তব বিবেচনা,
হায় হায় ! অকারণ হয়েছি পাগল,
অনুতাপানল এবে জ্বলিছে কেবল ;
এত যে মধুর বস্তু ত্যজে এক কালে,
মুগ্ধ হয়েছিল তব বদন-কমলে,
হেরিতে জীবনাবধি ও রূপের বিভা,
অনিত্য মোহেতে মুগ্ধ হয়েছিল যেবা,

হায়! তারে ওই তব মোহিনী মূরতি :
প্রথমেতে একবার দেখালে যেমতি,
তেমন নয়নে আর নাহি দেখি কেন,
কোথায় লুকালে সেই মধুর আনন ?
মনোহর গিরি-গর্ভ ত্যজি বিষ-জ্ঞানে,
ভ্রমেছিল নৃপ-সুত তব অন্বেষণে,
হেরিতে তোমার রূপ হইয়া পাগল,
ভ্রমেছিল "রাসেলাস্" ধরণী-মণ্ডল।
কিন্তু হায়! না পাইয়া তোমার সন্ধান,
ফিরিল হতাশে বাসে বিষাদিত প্রাণ।
হায়—মরীচিকা! তুই এ ভব-সংসারে ;
বৃথা মোহে অন্ধ নর তোর লাগি ফিরে,
যে সুখ অসীম ব'লে হয় আগে মনে,
দেখে সে সুখের সীমা দহে মনে মনে।

সাগর-পারে

কে কামিনী একাকিনী রজনী গভীরে ?
দুই করে শির ধরি
ভাসিছ সুর-সুন্দরি!
অবিরল, মরি মরি, নয়ন-আসারে,
অতল সুদূর ভীম জলধির পারে,

নিশীথসময়ে সবে ঘুমে অচেতন,
প্রশান্ত ধরণী-তল,
সুস্থির সাগর-জল,
প্রকৃতি-সুন্দরী এবে মুদিত-নয়ন।
এ সময়ে বিষাদিনী এ বিরলে বসি,
ব্যাকুল করিয়া প্রাণ,
গাইছ দুঃখের গান,
এ নির্জ্জনে একাকিনী কে তুমি রূপসি ?
মধুর মুরজ বেণু বাঁশরীর ধ্বনি,
সুতানে উঠিল ধীরে
চলিল সমীর ’পরে,
শ্রবণে পশিয়া করে ব্যথিত অন্তরে।

নিশীথে বংশী-ধ্বনি

কেন প্রাণ কাঁদে বাঁশী ! ও তোর মধুর তানে ?
উদাস হইল প্রাণ তোর স্বর পশি কানে।
"ডাকে না মুরলী-ধারী, নহি রাধা ব্রজেশ্বরী"
তবে কেন চিত-হারা মন নাহি গৃহ-পানে,
মাতিল মোহিল প্রাণ কাঁদিল কেন কে জানে ?
ইচ্ছা হয় পাখী হয়ে গৃহ ত্যজে যাই,
কৌমুদী-হসিতাকাশে উড়িয়া বেড়াই,
কিম্বা ওই স্বরে মিশি বিচরি নীল গগনে।

শারদীয় উৎসব

(১)

আজি এ নিস্তেজ মলিন ভারতে
কেন রে উৎসাহ-তরঙ্গ ছুটে ?
কেন রে ভারত-বাসীর বদনে
আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠে ?

(২)

এ হেন শরৎ-চাঁদের মাধুরী
তাহাকেও আজ মলিন ক'রে
সোনার ভারত সোনার কিরণ
কেন যে আবার ছড়ায় ফিরে ?

(৩)

সবে উৎসাহিত, সবে হরষিত—
বাল বৃদ্ধ যুবা তরুণী কিবা—
সবারি অন্তর আশয়েতে ভরা
সবারি বদনে সুখের বিভা !

(৪)

কি হেন রতন দুঃখিনী ভারত
পাইলা সহসা ঘুচিল দুখ ;
কি সুখ-আশায় মায়ের আবার
হরষ হইল মলিন মুখ ?

(৫)

এল কি আবার সে সুখের দিন
সে সব তনয় এল কি ফিরে ?

ঘুচাতে মায়ের দারুণ শৃঙ্খল
ভীম-বাহু ভীম আইল কি রে।

(৬)

অথবা সে বীর শ্রুতি-পরশিত
নয়ন-যুগল আননে যার
করেতে গাণ্ডীব ধনু-কুল-রাজ
পৃষ্ঠেতে অক্ষয় তূণীর-ভার।

(৭)

কিম্বা যেই বীর রোষ-পরবশে
নিঃক্ষত্রিয়া ক্ষিতি করিলা হেলে,
দেখা দিতে হায়! কাতরা মাতায়
পুনঃ কি সে বীর আইল ফিরে?

(৮)

ছি ছি বঙ্গবাসী! অলীক স্বপন
কি দেখিছ মিছা হায়—কি জালা।
দেখ রে চাহিয়া উদিতা ভারতে
ভবেন্দ্র-মহিষী নগেন্দ্র-বালা।

(৯)

পূজিবে ভারত জগত-জননী
পূজিবেক ধনী সারদা-পদ
পূজিবে মায়েরে গৃহী মধ্যবিৎ
যাহার যেমতি আছে সম্পদ।

(পূর্ণ কোরস)

(১০)

এস এস বঙ্গে এস গো সারদে !

গিরীন্দ্র-দুহিতে, ভবেন্দ্র-রাণি !

বৎসরেক পরে, উমা মা এলে ঘরে ;

দেখে আনন্দে হাসিছে গিরি-রাণী।

(১১)

হাসিতেছে সুখে গিরীন্দ্র ভূধর—

পাষাণ-অন্তরে স্নেহের নির্ঝর

বহিছে পার্ব্বতী তটিনী।

(১২)

এস এস বঙ্গে এস গো সারদে।

গিরীন্দ্র-দুহিতে, ভবেন্দ্র-রাণি !

প্রেমানন্দে ভাসি হাস গিরি-বাসী।

প্রভাত হয়েছে বিষাদ-রজনী।

(১৩)

দুঃখ-অমানিশা হইয়াছে দূর,

আজি সুখে ভরা এই গিরি-পুর ;—

ষষ্টীর বোধনে আনন্দ প্রচুর—

গিরি-পুরে গৌরী কনক-বরণী।

(১৪)

শিখি-ধ্বজাসনে কুমার সুন্দর,

বীরের প্রবর—নিজে বিঘ্নহর,

কমল-আসনে কমল-পাণি।

(১৫)

দেখ পদ্মাসনে পদ করিয়া অর্পণ,
মৃদুল মৃদুল মধুর নিক্কণ,
মোহিত করিয়া গিরি-বাসিগণ,
গাহিছেন বাণী বিভাস-রাগিণী।

(১৬)

উঠ বঙ্গবাসী! সপ্তমীর শশী
হাসিতেছে সুখে কিরণ বিকাশি';
মুখে মৃদু হাস, বিকাশিয়া কাশ,
ঐ দেখ দেখ, শোভিছে ধরণী।

(১৭)

পথে ঘাটে মাঠে প'ড়ে গেছে ধূম
কাহারও বিরাম নাইক আর—
যাহার যে কাজ করে সবে ত্বরা
"পূজা পূজা" বাণী মুখেতে সবার।

(১৮)

প্রভাত না হ'তে শিশুরা সকলে
মধুর হাসির লহরী তুলে
"চল ভাই! যাই ঠাকুর দেখি গে"
বলিয়া ছুটিল খাবার ফেলে।

(১৯)

মনের হরষে নাচিয়া বেড়ায়
পূজার সময় পোষাক হইবে,

"মা বলেছে ভাই! মোদের আবার
পশমের জুতা বুনিয়া দেবে।"

(২০)

দেখ, চিত্রকর ধনেশের সম
মায়েরে কেমন সাজায় মরি!
সুবর্ণ-বরণ চরণ-কমলে
দিতেছে অলক্ত তুলিকা ধরি'।

(২১)

রাজমিস্ত্রী যত করে ছুটাছুটি
করিছে চুণকাম বাবুর বাটী;
পূজার সময় শোভিবে প্রাসাদ
যেন নিরমল স্ফটিকের কাঠি।

(২২)

কোথাও পাদুকা গঠে চর্ম্মকার
দর দর স্বেদ ললাটে ঝরে;—
পূজার বাজার—হয়েছে ফরমাস
জুতা দিতে হবে অনেক ঘরে।

(২৩)

কিঙ্খাপ, সাটিন, সিল্ক, গরনেট্
সূচিজীবী জামা তৈয়ার ক'রে
ঝুলায়ে রেখেছে দু'ধারে দোকানে
ভুলে যাবে বাবু গঠন হেরে।

(২৪)

হ'লে মনোমত লবে দুনা দরে
পূজার সময় ব্যাপার হয় ;
এ সময় যদি নাহি হবে তবে
সংবৎসর-আশা কোথায় রয় ?

(২৫)

ফল, মুল, ইক্ষু, শাক, পাতা, ফুল
বেচিতেছে মূল্য দ্বিগুণ করি,
মায়েরে পূজিতে কিনিবে ধনীতে
এ সময়ে লয় ব্যাপার করি।

(২৬)

হেথা অন্তঃপুরে মহিলা-মণ্ডলে
বাছি বাছি কিনে নূতন শাটী —
জরী, বারাণসী, শান্তিপুরে, ডুরে
লইয়া তাঁতিনী চলিছে ছুটি।

(২৭)

কোন বা সুন্দরী কিনে নীলাম্বরী
গোরা গায়ে কাল শোভিবে ভাল ;
নিবিড় নীরদ-মাঝারে যেমন
ঝলকে ঝলকে দামিনী-আল !

(২৮)

কোন নিতম্বিনী কিনে * *
(তারে) পরিহাসে সখী মধুর স্বরে;

ঈষৎ হাসিয়া বলে "কাজ নাই"
রাগ করি প্রিয়-সখীর পরে।

(২৯)

জজকোর্ট হ'তে কেরাণী অবধি
দাসত্ব-শৃঙ্খল ঘুচিয়া গেছে
মনের হরষে যত বঙ্গবাসী
বিশ্রস্ত আলাপে ক'দিন আছে।

(৩০)

দু'দিন আসিয়া জগত-জননি!
ঘুচালে ভারত-দাসত্ব-ভার,
আত্মাশক্তি ও মা! এ চির-দাসত্ব
ঘুচাতে কি শক্তি নাই তোমার?

(৩১)

সংবৎসর পরে পূজার সময়
হবে ছুটী আছে এই আশা করি;
সে আশে নৈরাশ করিছে কোম্পানী
পূজার হরষ লইছে হরি।

(৩২)

দেখ দেখ—ওই কত বা মানব
হস্তে ব্যাগ ব্যস্ত ইষ্টেসন্‌মাঝে
ভাবে কত ক্ষণে হইবে সময়
ঘন ঘন ঘড়ী খুলিয়া দেখিছে।

(৩৩)

স্থবিরা জননী আছে পথ চেয়ে
হেরিবে কখন্ বাছার মুখ ;
হায় ! বৎসরেক যাইল কাটিয়া
পাষাণে বাঁধিয়া আছয়ে বুক ।

(৩৪)

আহা ! বিধুমুখী মলিন বদনে
ফেলে অশ্রু-জল গবাক্ষে বসি,—
আজি ষষ্ঠী, কেন প্রাণেশ এল না,
ভুলেছে কি নাথ দুখিনী দাসী ।

(৩৫)

বাজিল বাজনা কাড়া, ঢাক্, ঢোল,
শাণাই, মন্দিরা, মৃদঙ্গ, কাঁসি ;—
দ্বিজগণ চণ্ডী পড়িছে গম্ভীরে
ব্রাহ্মণে যোগায় কুসুমরাশি ।

(৩৬)

বাজে শঙ্খ ঘণ্টা জ্বলে ধূপ-ধূনা
সৌরভেতে গৃহে পূর্ণিত করি,
পূজে বঙ্গ-বাসী জগৎ-জননী
দিয়ে জবা রাঙ্গা চরণোপরি ।

(৩৭)

সীমন্তিনী ধরি সিন্দূর সীমন্তে
লইয়া কুসুম কোমল করে

ভকতিভরেতে দেয় পুষ্পাঞ্জলি
নগেন্দ্র-নন্দিনী-চরণ-পরে।

(৩৮)

যে ভারতে কুন্তী সুবর্ণ-কুসুমে
পূজিলা শঙ্কর হরষ-ভরে
সে ভারতে ও মা গলিত কুসুম
দেয় ও আরাধ্য চরণোপরে!

(৩৯)

এলোকেশে অয়ি সরলা সুন্দরী
জুড়ি পাণি দুটি মায়ের কাছে,
"দেহি মে ভাগ্যং ত্বং, দেহি মে ঈশানি!"
কি ভাগ্য মাগিছ ভারত-মাঝে?

(৪০)

প্রধান দাসত্ব পাবে তব সুত,
হবে দাস মাতঃ স্বাক্ষরে দাসী;
দাসত্ব করিয়া ফিরিলে তনয়
গরবে হাসিবে সুখের হাসি।

(৪১)

এ সৌভাগ্য-ভিক্ষা অন্তরীক্ষে থাকি'
শুনে যদি কুন্তীভোজের বালা,
ঘৃণিবেক ছি! ছি! ভাবিবে কি মনে
এই ত দুর্ভাগা বঙ্গ-মহিলা।

(৪২)

হবে রাজ-মাতা বাসনা করিয়ে
 পূজেছিলে হরে ভারত-মাঝে,
হে সৌভাগ্যবতি পাণ্ডব-জননি !
 সে সুখের দিন ফুরায়ে গেছে।

(৪৩)

পূজেছিলে দেবি ! সুবর্ণ-চম্পকে
 যে ভারতে তুমি মহেশ-পদ—
সে ভারতে আজ পূজি গো শঙ্করী
 গলিত কুসুমে নাহিক সম্পদ।

(৪৪)

না গো মা ! এই যে সুবর্ণ-কুসুম
 রেখেছি যতনে কবরী'পরে
পূজিব এ ফুলে ও পদ-কমল
 দিবে কি আবার সে দিন ফিরে ?

(৪৫)

ত্রেতা-যুগে রাম নীল-কমলাঁখি,
 হারায়ে কমল তোমার ছলে,
নয়ন-কমল উৎপাটন করি'
 গিয়াছিলা দিতে পদ-কমলে।

(৪৬)

শিরে জ্বালি ধূনা হৃদয়-শোণিত
 দিয়ে তব পদ পূজি গো সতি !

রামের বাসনা পুরালে জননি !
নিঠুরা কেবল মোদের প্রতি ॥

(পূর্ণ কোরাস্)

(৪৭)

এস এস বঙ্গে, এস গো সারদে !
গিরীন্দ্র-দুহিতে, ভবেন্দ্র-রাণি !
বৎসরেক পরে, উমা মা ! এলে ঘরে ;
দেখে আনন্দে হাসিছে গিরিরাণী।

(৪৮)

হাসিতেছে সুখে গিরীন্দ্র ভূধর—
পাষাণ-অন্তরে স্নেহের নির্ঝর
বহিছে পার্ব্বতী তটিনী।

(৪৯)

এস এস বঙ্গে এস গো সারদে !
গিরীন্দ্র-দুহিতে, ভবেন্দ্র-রাণি !
প্রেমানন্দে ভাসি' হাস গিরি-বাসী !
প্রভাত হয়েছে বিষাদ-রজনী।

এ কি ভালবাসা !

সখি ! এ কি ভালবাসা !
এ কি ভালবাসা রে এ কি ভালবাসা !

করে না আমার মন তার প্রেম-আশা,
শুধু হেরিতে বদন-বিধু, আঁখির পিপাসা,
হায়! এ কি ভালবাসা!
চাহে না রসনা তারে করিতে সম্ভাষা
শুধু হেরিতে বদন-বিধু, আঁখির পিপাসা,
হায়! এ কি ভালবাসা!
চাহে না শুনিতে শ্রুতি, তারি মিষ্ট ভাষা,
শুধু হেরিতে বদন-বিধু, আঁখির পিপাসা,
হায়! এ কি ভালবাসা!
বাসে না হইতে মন, তার ভালবাসা
শুধু হেরিতে বদন-বিধু, আঁখির পিপাসা.
হায়! এ কি ভালবাসা!
নাহিক তাহার প্রতি মম ভালবাসা,
শুধু হেরিতে বদন-বিধু, আঁখির পিপাসা.
হায়! এ কি ভালবাসা রে—
এ কি ভালবাসা!

কর্ণের প্রতি ভীষ্মের উত্তেজনা-বাক্য

এ কি কর্ণ! হেন ভাব কেন তব আজ
একাকী শিবিরে কেন বসিয়া আকুলি?
কোথায় জীবন-সখা, কুরু-কুল-পতি
তব প্রিয় দুর্য্যোধন, যেই মহাভাগ

মুহূর্ত্ত ছাড়িয়া তোমা না থাকে কখন
(এক বৃন্তে দুটি ফুল যেমন গহনে)
হায় হে! তাহারে তুমি ঘোর রণ-স্থলে—
বিদরে হৃদয় ; বীর! দেখে' তব কায—
দুর্জ্জয় পাণ্ডব-করে অর্পিয়া কি ক'রে
আছ হে বীর-কেশরি! নিশ্চিন্ত হইয়া?
যথা অর্পে - মৃগ-রাজ— করিণী-শাবক
লয়ে বনে কেশরীরে, অথবা তোমারে,
বীর! বৃথা ভৎ'সি আমি ; বৃষকেতু-শোকে,
আজ তুমি হে অধীর। অপত্য-সমান
স্নেহ নাহি পৃথিবীতে ; হায়! সেই সুত,
তব সমরে পাণ্ডব মরি বধিয়াছে আজি,
উঠ বীরসিংহ! নহে বীরোচিত ইহা,
শোকের সাগরে, বিসর্জ্জিতে বাহু-বল
সমর-সাগর তরি অসি ; আর ওই
সাহস-কাণ্ডার, কালি মেরেছে পাণ্ডব—
দর্প করি, সুতে তব ; আজি যদি তোমা
দেখয়ে অধীর, এত বিপদে কাতর,
বাড়িবে দ্বিগুণ বল, বীর ফাল্গুনির,
আসিবে অর্জ্জুন, চিরেপ্সিত ; শত্রু-নাশ
করিতে সদর্পে ; বিপদে কাতর হয়ে
হে বীর-কেশরি! শৃগালের করে প্রাণ
অর্পিবে কেমনে হায়! কাপুরুষ মত?
উঠ বীর! শীঘ্র, ধর—হস্তে, ধনুর্ব্বাণ ;

সাহস হৃদয়ে ; কক্ষে ধরি' ভীম কুম্ভ
উঠ হে কৌন্তেয় ! বিসর্জ্জহ মনস্তাপ
কৌন্তেয়-রুধিরে ।

নদীর প্রতি

শুন ওলো নদি ! তুমি সতী এ কি রীতি হেরি ?
পতি তব বিদেশেতে, তুমি যাও সাগর-পাশে ।
না সম্ভাষ তুমি কারে শুনেছি সুন্দরি !
চক্ষু-কর্ণে বিবাদ ঘুচিল আজ হেরি,
সতী ব'লে সবে— যশে, কবিরা তোমা প্রশংসে,
সতীত্ব দেখালি ভাল শেষেতে তটিনি !
কুলে দিয়া জলাঞ্জলি নারী-ধর্ম্ম বিসর্জ্জিলি ;
অতল-কলঙ্ক-নীরে ওলো প্রবাহিণি !
মলয়-পবন-স্পর্শে, উথলি উঠিছ হর্ষে,
কলনাদে সম্ভাষিছ অঙ্গনা-মণি,
এই কি সতীত্ব তব ? ধিক্ লো তটিনি !
করো না সতীত্ব-গর্ব্ব আর ওলো ধনি !
নগেন্দ্র-নন্দিনী তুমি, রত্নাকর তব স্বামী,
কি জন্যে বল লো ধনি ! বারিধি-প্রিয়ে !
শত-সূর্য্য-প্রভা জিনি অতুল সতীত্ব মণি,
তুচ্ছ-জ্ঞানে বিলাইলে অসতী হইয়ে ।
ছি ছি ক্রোধে জ্বলে দেহ তোরে রে দেখিয়ে ?
মুখে মধু, হৃদে বিষ —স্বামীরে কর হরিষ,

সতী ব'লে জানাইয়া হায় প্রবাহিণি !
এই কি সতীত্ব তব ? ধিক্ লো তটিনি !
বক হয়ে বলাস্, কিসে রাজ-হংসিনী !
খদ্যোতের চন্দ্র-খ্যাতি-আকাঙ্ক্ষা যেমনি
অসতীর সতী-যশ ইচ্ছাও তেমনি।

দীনবন্ধু অস্তাচলে

হায় ! কি শুনি কি শুনি, এ কি নিদারুণ বাণী
দংশিল হৃদয়ে যেন শত কাল-ফণী
"দীনবন্ধু গত" হায় ! এ বারতা ভীষণ
শেল সম আঘাতিল আমাদের মন।
হায় ! কোথা গেলে কবি ভারত আঁধারি'
তোমা হীন বঙ্গ আহা সহিতে না পারি !
হা কবি-রতন ! ওহে ভারত-রতন !
দীনবন্ধু, গুণসিন্ধু, ফণি-শিরোধন !
কোথায় আছ হে কবি ! ভারত কাঁদায়ে,
না দেখে তোমায়, দুঃখে পোড়ে বঙ্গ-হিয়ে।
হায় গো ! অভাগ্যবতী ভারত-জননি
কাল রাহু গ্রাসিল গো তব দিনমণি !
এই না সে দিন কবি শ্রীমধুসূদন
মধু-হীন করি বঙ্গ করেন গমন ?
এখনো তাঁহার শোকে বঙ্গবাসি-মন
রয়েছে বিহ্বল ; আজ (ও) হয়নি চেতন।

আবার এই যে মাতা কবি-চূড়ামণি
দীনবন্ধু গেল চ'লে করি অনাথিনী!
হলো রে হলো রে প্রায় কবি-কুল শেষ,
দুঃখিনী ভারত! পর—কাঙ্গালিনী-বেশ।
কোথায় আছ হে কবি! ত্যজে সুত-দারা?
-- মরি হে তাদের দুঃখে ফাটে বুঝি ধরা!—
আহা মরি প্রণয়িনী-পবিত্র-প্রণয়
ভুলিলে কেমন তুমি কবি সদাশয়!
ওহে কবি! সন্তানের স্নেহ সুধাময়
কেমনে ত্যজিলে হায়! হইয়ে নির্দ্দয়?
হে কবীন্দ্র! তব গুণ বাণ-সম প্রায়
বিন্ধিতেছে শোক তীক্ষ্ণ-ধারে আজ হায়!
উপদেশ-সার কত গ্রন্থ মধুময়
করেছ রচনা তুমি কবি সদাশয়।
হে কবি! লেখনী তব হাস্যের আধার;
হাসি-মাখা গ্রন্থ মোরা না পড়িব আর।
করুণ রসের সীমা ধর্ম্ম-প্রদর্শন,
কে রচিবে নাটকেন্দ্র সে "নীলদর্পণ,"
"সুরধুনী" মনোহরা সুধা-বিমোহিনী,
"সধবার একাদশী" মাতাল-গঞ্জিনী,
সুললিত মধুমাখা ললিত মোহিনী
"লীলাবতী" কে রচিবে "নবীনতপস্বিনী।"
"সস্নেহ প্রদত্ত নব মোহিনীর করে"
ব'লে গ্রন্থাবলি আর কে দিবে সাদরে!

হায়! আর কে বর্ণিবে কুন্তল সম্পার
"জলধি অসিত জলে সিত পোত হার।
"তা নয় তা নয় সম্পা বলি পুনর্ব্বার,
"হৃষীকেশ-কোলে যেন বাণীর বিহার,
"এবার বলিব ঠিক পরিহরি' ভুল,
"সম্পার কুন্তলে যেন ধুতুরার ফুল।"
হায়! হায়! কবিবর! তব শোকানল
জ্বলিতে রহিল শীঘ্র নহিবে শীতল।
ওহে কবি! তোমার এ বিষময় শোক,
ভুলিতে নারিবে শীঘ্র বঙ্গ-বাসী লোক।
"গিয়াছ হে মহাশয়! অমর-ভবনে,
মিলিয়াছ তথা গিয়া কবি 'মধু'-সনে।
যাঁহার সুকাব্য-সুধা হায়! করি' পান
পরিতৃপ্ত হয়েছিল পাঠকের প্রাণ।"
কহিছ কি কবিবর তাঁরে তথা গিয়া
"বঙ্গের সৌভাগ্য শেষ" কবি হারাইয়া;—
কিম্বা কাব্যফুলহার গাঁথিয়া দু'জনে
আমোদিত করিতেছ অমর-ভবনে?
এস বঙ্গে ফিরে পুন, কবিকুল-সার!
জুড়াও হে বঙ্গে ঢালি কাব্য-সুধাধার।
যত দিন রবে বঙ্গে গ্রন্থ অধ্যয়ন
তত দিন তব নাম থাকিবে স্মরণ॥

তপোবন

(১)

আহা ! কি সুন্দর হের তপোবন
সুখ-নিকেতন ধরণী মাঝে,
কোমল বিটপী নয়ন-রঞ্জন
ললিত লতিকা তাহাতে সাজে !

(২)

শাখি-শাখে বসি বিহগ বিজনে
বিভুর মহিমা কীৰ্ত্তন করে,
তান, লয়, রাগে পূরিয়া কাননে
ললিত-মধুর মধুর স্বরে।

(৩)

বসিয়া তমালে সুখে দধিমুখ
উষায় ললিত আলাপ করে ;
তরঙ্গিয়া হৃদি উছলিয়া সুখ
সুধা ঢেলে দেয় শ্রবণ ভরে'।

(৪)

যুবতী সুকণ্ঠ সুরুপ শ্রবণে
মনুষ্যের কাছে প্রবাদ আছে—
কেমন রমণী ? কি গান সে জানে ?
আসুক দেখি সে ইহার কাছে।

(৫)

শুনে এই গান ভুলে মন-প্রাণ
মোহ আসি' হীন-চেতনা করে
বাসে যেতে আর চায় কি রে প্রাণ
মনে থাকে কিসে বীণার স্বরে ?

(৬)

আহা ! কি সুন্দর অই গিরিবর
কাননের প্রান্তে দাঁড়ায়ে আছে !
ধূসর-বরণ নব নীরধর
ধরায় যেন রে মেঘ নেমেছে !

(৭)

ধ্যানে মগ্ন গিরি অটল অচল
তপোবন-প্রান্তে বসতি করে
"হও মম সম, হয়ো না চঞ্চল"
এই যুক্তি যেন শিখাতে নরে।

(৮)

ফল-ভরে নত চারু তরুবর
নত শির করি' দাঁড়ায়ে আছে
বলিছে ইঙ্গিতে যেন "ওহে নর !
আহারের কর ভাবনা মিছে ;

(৯)

অবোধ মানব ! কেন রে বুঝ না—
বন-বাস ইহা মনেতে কর ?

হেন সুখ-ধাম ধরায় পাবে না
হেথা আসি' বসি' বিভুরে স্মর।"

(১০)

মরি কি সুন্দর শোভিছে অদূরে
শ্যামল তৃণের কুটীর-গুলি!
চারু বন-লতা উঠিছে উপরে
হেলিছে তাহাতে কুসুম-কলি।

(১১)

এ হেন নির্জ্জনে বসিয়া ওই কে
জলন্ত, তপন-বরণ যুবা
মুদি আঁখি দু'টি রাখি কর বুকে
বদনে ভাতিছে বিমল আভা।

(১২)

শির'পরে জটা সুনীল-বরণ
গ্রীবাতে উরসে পড়েছে আসি'
গম্ভীর মূরতি প্রফুল্ল আনন
আহা কে রে এই নবীন ঋষি!

(১৩)

এ যুবা-বয়সে আশ্রমে এ বেশে
ইচ্ছাতে এসেছে মনে কি লয়?
পড়িয়া তরুণ দারুণ হতাশে,
দেখেছে ধরারে গরলময়।

(১৪)

বুঝি বা অনন্ত কালের সাগরে
ডুবেছে জীবন-রতন সার
ইহ লোকে আর পাবে নাক তারে
তাইতে কানন করেছে সার।

(১৫)

জানি এ যুবার কি মনোবেদনা
কেন এ বিজনে তাপস-বেশে
গুণবতী এক নারী সুলোচনা
বেঁধেছিল এরে প্রণয়-পাশে।

(১৬)

ছিল আশা-লতা রোপিয়া হৃদয়ে
পাবে সুখময় অমিয় ফল—
লভিবে ললনা শুভ পরিণয়ে
সুধা-আশে লাভ হ'ল গরল।

(১৭)

বিচার-বিহীন ধন-লোভী পিতা
অন্য এক জন কুলীন-করে
দলিয়া যুবার সুখ-আশালতা
তারে দিবে সুতা ঘোষণা করে।

(১৮)

বড় আশে যুবা হইয়া হতাশ
সংসার-সুখেতে ধিক্কার করি'

করে মনসুখে তপোবনে বাস
যোগধর্ম্ম দয়া ভূষণ ধরি'।

(১৯)

সে অবধি প্রায় গত বর্ষ ছয়
আছয়ে কাননে আবাস করি'
দুরন্ত ইন্দ্রিয় করি' পরাজয়
বিমল অন্তরে বিভুরে স্মরি'।

(২০)

নাহি চিতে আর প্রণয়-বাসনা
ললনার রূপ না পায় স্থল—
ঘুচে' গেছে প্রেম-নিরাশা বেদনা
কুহকিনী আশা পাতে না কল।

(২১)

স্থির-চিত এবে, সদৃশ জলধি—
বিমল সলিল সদৃশ মন ;
অচল অটল গম্ভীর প্রকৃতি
সদা ধর্ম্ম-ভাবে মগন মন।

(২২)

হেন কালে একি ? ভুবনমোহিনী
বিজলী-বরণা নবীনা বালা
আসে ধীরে ধীরে মরালগামিনী
রূপে তপোবন করে উজলা।

(২৩)

এলো-কেশ-রাশি আবরে বদন
পিছনে নিবিড় মেঘের মালা
ছল ছল আঁখি বিষণ্ণ আনন
না জানি কেন রে কাতরা বালা।

(২৪)

ধীরে ধীরে বামা মরাল-গমন
চলিলা ভৃগের কুটীর পানে
যথায় বসিয়া তাপস সুজন
মগন বিভুর কীর্ত্তন-গানে।

(২৫)

চমকি তাপস দেখিলা চাহিয়া
পবিত্র-আননী একটি কুমারী
কুটীরের পাশে রয়েছে দাঁড়ায়ে
যেন কি বলিবে মানস করি'।

(২৬)

"রবির কিরণে ঘেমেছে বদন--
কে তুমি রে বাছা! আ মরি মরি"
বলিয়া সত্বরে তাপস তখন
আনি' দিল তারে শীতল বারি।

(২৭)

"কে তুমি কাহার বালা সুচারু-আননে!
হয়েছ কি পথহারা নবীনা কুমারী!

কি হেতু এসেছ এই বিজন গহনে
কি লাগি কাহার তরে ঝরে আঁখি-বারি ?

(২৮)

"কিবা হারায়েছ তব প্রাণ-প্রিয়জন—
ভ্রমিতেছ তাই বনে তার অন্বেষণে ;
অথবা হয়েছে কাল হৃদয়-রতন—
ত্যজিয়া সংসার তাই এসেছ বিজনে ?"

(২৯)

পরশে সমীর যথা তটিনীর নীর
কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে উছলে লহরী—
তেমনি তাপস ভাষে নয়নের নীর
উছলি দ্বিগুণ দুখে কাঁদিল কুমারী।

(৩০)

"কি কহিব হায় ! মম দুঃখের কাহিনী
তুলনায় দুখ-রাশি অতুল আমার ;—
এসেছি কানন হ'তে বিজনবাসিনী
নামাইতে তপোবনে হৃদয়ের ভার।

(৩১)

"তাপস হে দুখদগ্ধ অভাগীর প্রাণ
জুড়াও শিখাও দেব ! ধর্ম্মের সঙ্গীত ;
দেখাও আমারে কোথা শান্তির সোপান
যথায় জুড়াবে এই অভাগীর চিত।

(৩২)

"ছিল গো বাল্যের উষা আমার যখন
সুখদ জীবন-বন করে' আলোকিত,
আছিল অন্তর যেন বিমল দর্পণ—
একটি বিষাদ-রেখা হয় নি পতিত।

(৩৩)

"যৌবন-প্রারম্ভে দেব! কি বলিব হায়!—
(হায় রে কাঁদিল বালা যেন পাগলিনী)
মোহন তরুণে এক দেখাইলা হায়!
করিবারে বিধি মোরে চির অভাগিনী।

(৩৪)

"কি কুক্ষণে দেখিলেন—হেরিলাম ও হায়!
মোহিত হইল তাহে উভয়ের মন;—
বাসনা তাঁহার দাসী করিতে আমায়
আমারও অন্তরে, হ'ল আশার সৃজন।

(৩৫)

"ছিল বড় আশা মনে—কি বলিব হায়!—
করিতে সে গুণধরে পতিত্বে বরণ;
ভাবিতাম যবে পিতা দিবেন তাঁহায়
হইবে ধরণী মম প্রমোদ-কানন।

(৩৬)

"যখন এ হেন আশা আমার মানসে
গঠিছে সুখের ছায়া অঙ্কপাত করি'

কে জানে তখন মোর অদৃষ্টের দোষে
মুছিতে তুলিছে কাল বিষাদ-লহরী।

(৩৭)

"ত্যজিয়া অমূল্য নিধি জনক আমার
লইলা কুড়ায়ে কাচ পরম আদরে—
আশা-লতা-মূলে মোর প্রহারি' কুঠার
ভাসাইলা অভাগীরে দুঃখের সাগরে।

(৩৮)

"অশনি-নির্ঘোষ-সম পিতার বদনে
শুনিনু যে বাণী কানে বাজে আজও হায়!
দিবেন আমার বিয়া অন্য বর সনে
কহিলেন আসি' মম জনক আমায়।

(৩৯)

"পিতার সমুখে আমি কি বলিব হায়!
সরম আসিয়া বাণী রোধিল বদনে,
হেরিনু সুন্দর ধরা মরুভূমি-প্রায়
রহিলাম নত-মুখে ভূমি-নিরীক্ষণে।

(৪০)

"হায়! এ সংবাদ ভীম কাল-ফণি প্রায়
দংশন করিল দেব! প্রাণেশে আমার
জনমের মত প্রিয় লইল বিদায়
পূরিল পাপের ভার ধরায় আমার।"

(৪১)

বলিতে বলিতে বালা শুরু-শোক-ভরে
অঞ্চল ঝাঁপিয়া মুখে উঠিলা কাঁদিয়া—
কাঁদিল নবীন ঋষি (আর কি সে পারে !)
পাড়ল্ নয়ন-বারি হৃদয় বহিয়া।

(৪২)

উদিয়া অন্তরে পুন বিগত ঘটনা
অধীর করিলা ধীর তাপসের মন ;
কত আশা ভালবাসা কতই বাসনা
মুহূর্ত্তে হৃদয়ে পুন দিল দরশন।

(৪৩)

নয়ন-অন্তরে রাখি হৃদয়ের ধন
কাটাইলা তপস্থায় দিবস-যামিনী ;
কেমনে হৃদয়-বেগ রোধিবে এখন
হেরিয়া নিকটে সেই হৃদয়-মোহিনী !

(৪৪)

পুন আরম্ভিলা বালা মুছিয়া নয়ন—
"অপরাধ মম এবে ক্ষম ঋষিবর !
করিনু কাতর কত জানায়ে বেদন
সতত আনন্দে পূর্ণ তোমার অন্তর।

(৪৫)

"বিবাহের নিশি হায় ! কাল-নিশি প্রায়
সমাগত হ'ল আসি' জনক-ভবনে

পরিণয়-মুখে ছাই প্রদানি' ত্বরায়
বাহির হইনু একা প্রিয়-অন্বেষণে।

(৪৬)

"কিন্তু কোথা' পা'ব আর হায়! সে চরণ?
পর-নারী-বোধে মোরে করি' পরিহার
জনমের মত প্রিয় করে'ছে গমন
নিধনের হেতু তাঁর জীবন আমার।"

(৪৭)

নীরস পল্লব-রাশি মরমরি'
কহিলা তাপসে সরস ভাসে,
দেখ যোগিবর! একটি কুমারী
এসেছে কি আশে তোমার পাশে।

আশা অসীমা

(১)

"হেথা কে তুমি কামিনী এ নিশীথ-কালে,
সাহস হেরিয়া তব ভয় পাই ধনি!
মোরে অকপটে পরিচয় দাও লো সরলে!
কাহার নন্দিনী তুমি কা'র বা রমণী।"

(২)

"তোমা' নবীন-যৌবনা হেরি' পরমা সুন্দরী,
মরাল-গমনা মৃদু-হাসি মুখখানি;

তব বহিছে নয়নে সদা সাহস-লহরী ;—
হেন কি বলিবে মনে হেন অনুমানি।"

(৩)

"একি ! বসিলে নিকটে মম কেন গো ললনা !
বার বার চাহিতেছ মম মুখ-পানে,
দাও সত্য পরিচয় মোরে করো না, ছলনা,
পাইয়াছি ভয় তব রূপ দরশনে !"

(৪)

"তবে শুনিবে কি পরিচয় একান্ত আমার ?"
কহিল রূপসী হাসি' হইল ভরসা ;
"কা'র নহি নন্দিনী আমি নহি জায়া কা'র,
তুমি না চিন আমি মন-মোহিনী-আশা।"

(৫)

"ভাল একাকী কামিনী তুমি আইলে কেমনে ?
ভয় নাহি সুবদনী হইয়া অবলা !
বল কি কাজ তোমার শুভে ! আমার সদনে,
প্রকাশি' চিন্তিত হৃদি সুস্থ গো সরলা।"

(৬)

"আমি ভ্রমি ভূমণ্ডল, সদা এরূপে একাকী,
আদরে আমায় পূজে যত নর-নারী ;
হতাশ জীবনে যেই কুল নাহি দেখি
তাহারে তরাই আমি হইয়া কাণ্ডারী।"

(৭)

"এসেছি তোমার কাছে তোমা আশ্বাসিতে,
নারি গো দেখিতে নারী, বিষণ্ণ বদন ;
(কেন) একাকী কাঁদি'ছ বসি' বিজন নিশীথে
ভয় কি হইবে * * তব * * * *."

(৮)

"হায় আশা রে ! আমায় ত্যজি' অন্য স্থানে যাও,
পাবে না পাবে না মম হৃদয়েতে স্থান ।
মিছে দেখায়ে প্রলোভ কেন যাতনা বাড়াও,
ছলনা ললনা প্রতি নয় গো বিধান ।

(৯)

"জানি জীবন থাকিতে সুস্থ * * * * মুখ
হেরিবে না অভাগীর এ পাপ নয়ন !
হায় ! মরীচিকা হ'য়ে আশা কেন দিবে দুখ
বধিতে কাতরা মৃগীর তৃষিত জীবন ।

(১০)

"একে প্রখর চিন্তায় দহে জীবন আমারি—
হতাশ-অনল-বায়ু বহে প্রতিক্ষণ ;
শেষে নিরাশ-প্রান্তরে পড়ি' নাহি পেয়ে বারি,
হায় ! হবে রে বিলীন আশা পিপাসু জীবন ।"

(১১)

"ছি ছি ! না জানি কর গো কেন এত অবিশ্বাস,
কেন ধনি ! নেত্রজল আমার কথায় ?

তব উঠিল উছলি' মন পড়িল নিশ্বাস—
কেন বা হতাশ এত বল না আমায় ?

(১২)

"চিন না আমায় কি বলে' বা দিব পরিচয়
নিজ-মুখে সুলোচনে ! আমার মহিমা
জ্ঞান ত্রিভুবনে, কি দেব কি মানব-নিচয়।
নাহি ক্ষয় ত্রিকালেতে এ দেহ অসীমা।

(১৩)

"দেখ—রোগী শোকী আতুর দরিদ্র ধনবান্
সবে স্নেহ করি—সবে সমান আমার ;
চিন্তা কিম্বা দুঃখে সদা দহে যা'র প্রাণ
শান্তি-বারি দিয়া বা'রি অনল তাহার।

(১৪)

"যবে সতী দময়ন্তী পতি হারাইয়া হায় !
কাঁদিলা হা নাথ ! বলি' কাননের মাঝ,
গিয়া আশ্বাসি' তাহায় আমি কহিনু তথায়
কেঁদ না কেঁদ না ফিরে পা'বে নলরাজ !

(১৫)

"যবে পাণ্ডু-পুত্র হারি' রাজ্য, পশিল বিজনে
ব্যথিল দ্রুপদ-সুতা-মুখ নিরখিয়ে,
গিয়া কহিনু সে কালে আমি পাঞ্চালী-সদনে,
কেঁদ না হইবে রাণী আবার ফিরিয়ে।

(১৬)

"ছিল হীন-ব্যবসায়ী নেপোলেন্ বোনাপাট—
দেখ আমার সহায়ে পরে কি না হ'ল তা'র
(ইচ্ছা আছিল সৈনিক হবে দিনু রাজ্যপাট)
অদ্যাপি জগতে যা'র বীরত্ব-প্রচার।

(১৭)

"ধন্য ! এখনো যে দেখি তব গেল না সংশয়—
করিল কি হতভাগী অরণ্যে রোদন.
এখনো রাক্ষসী ভেবে' পেতেছ কি ভয় ?
প্রিয়তমে ! কথা মোর কর গো শ্রবণ।

(১৮)

"দেখ, সুষুপ্তা ধরণী ; এই বিরাম-সময়ে
অকাতরে নিদ্রা যায় পশু-পক্ষি-নরে।
মরি ! একাকী কেবলি তুমি বিষণ্ণ হৃদয়ে,—
মলিন গণ্ডেতে তব নেত্র-নীর ঝরে।"

(১৯)

"মিছে কেন দয়াশীলে দুরাশা বাড়াও ;
এ নয়ন করিতে গো অশ্রু-বরিষণ
হয়েছে আমার, আশা ! কেন আশা দাও ?
হবে না আমার দেবি ! অভীষ্ট পূরণ !"

(২০)

"হায় ! কহিলে কিরূপে আশা পূরিব তোমার ;
লাজ পাই বার বার দিতে পরিচয়।
পুন না দিলে বুঝ না তুমি করি কিবা আর ;
যদি গলয়ে পাষাণ, মম কথা মিথ্যা নয়।

(২১)

"অতএব শুন ধনি ! মম বাণী সার ;
যাহার সহায় আমি, সে না দুঃখ পায়।
আমা' অবলম্বি' এই সমস্ত সংসার
তুমি কেন ছাড় মোরে নিরাশা-কথায় ?

(২২)

"দেখ, আমায় ত্যজিয়া ঐ হিন্দু-সুত-গণ
কতই পাইছে কষ্ট যবনের করে ;
ভারতের লক্ষ্মী করি' যবনে অর্পণ,
কাটাইছে কাল ম্লেচ্ছ-দাস-বৃত্তি করে'।

(২৩)

"উঠ বিনোদিনি ! নেত্র-নীর কর সম্বরণ ;
বিশ্বাস হ'ল না কি গো আমার কথায় ?
তবে বসিয়া এখানে আর মিছে ভাবি কেন ;
যায় চলি' কি হইবে থাকিয়া হেথায় !

(২৪)

"আর যদি বাঞ্ছা * * হেরিতে * * রে
শুনি' মম কথা দুঃখ কর সম্বরণ ;
সদা ধৈর্য্য-ডোরে বাঁধি' মন, ডাকহ ঈশ্বরে,
অচিরে তোমার আশা হইবে পূরণ।"

(২৫)

"নিশা-সখি ! চিনে'ছ কি কে এ সুনয়না ?
চিনে'ছি তোমারে আমি—চিনে'ছি মোহিনী;

ধন্য ! মুহূর্ত্তেকে ভুলাইলে হৃদয়-যাতনা—
ধন্য গো মোহিনী তব, আশা মায়াবিনী।"

(২৬)

"করো আশা এইরূপে দুঃখ হ'তে ত্রাণ
প্রকাশি' তোমার মায়া ভুবন-মোহিনী।
একাকিনী দুঃখে দগ্ধ হ'তেছিল প্রাণ—
উত্তম সময়ে আশা হইলে সঙ্গিনী।

(২৭)

"রণে, বনে, কি গহনে, তব রূপ হেরি'
থাকে নর স্থির হ'য়ে আশয়ে বাঁচিয়া ;—
তব অসীম হিয়া-আশা তোমা' নমস্কারি ;
এস রে সুখাশা ! হৃদে থাক রে আসিয়া।"

কবরী-বন্ধন

কহ সখি ! কোথায় প্রেয়সী—
কোথা' সে পাণ্ডব-প্রিয়া সখী মুক্তকেশী ?
বারেক দেখিব সেই বন-সহচরী
করিব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ; কোথা সে সুন্দরী ?
কোথা' প্রিয়ে অশ্রুমুখী পাঞ্চাল-নন্দিনি !
তব ভীম ভীম বেশে ; দেখসে মানিনি !
পূরিতে তোমার প্রিয়ে ! প্রতিজ্ঞা দুষ্কর,
করে'ছি রঞ্জিত কুরু-রক্তে কলেবর।
যে উরুতে বসাইতে প্রেয়সী তোমারে

চেয়েছিল কুরুপতি সভার মাঝারে,
সেই উরু ভাঙি' ভীম-গদার প্রহারে
দাঁড়াইয়া বৃকোদর প্রিয়ে! তব দ্বারে
পূর্ণিমার শশি-সম, মেঘ-অন্তরালে।
আবরিত মুখ-শশী, মুক্ত-কেশ-জালে,
এসো প্রিয়ে এলোকেশি! বেঁধে' দি' কবরী—
প্রতিজ্ঞা-শৃঙ্খলে ভীম আবদ্ধ সুন্দরি!
বিজলীর ছটা-সম, বিম্বাধরে হাসি,
রণশ্রান্ত ভীম;—শ্রান্তি হর হে প্রেয়সি!
উরু-ভঙ্গে কুরুপতি লুণ্ঠিত ধরণী—
ঋণ মুক্ত কর এবে, প্রিয়ে সুবদনি!
তোমার সৌভাগ্যে প্রিয়ে! রণজয় করি।
আর কেন বিষাদিত তুমি হে সুন্দরি!

মধুকরোত্তেজিতা শকুন্তলা

(১)

"দেখ না স্বজনি! ঐ দুষ্ট মধুকর
দংশিতে আসিছে মুখে গুন্ গুন্ করি'
তাড়না করিনু কত সঞ্চালিয়া কর
তবু নাহি যায় অলি, আসে ঘুরি' ফিরি'।

(২)

"কর সখি! পরিত্রাণ সঞ্চালি' অঞ্চল,
মাধবী-লতায় আমি জলসেক করি;

কক্ষেতে কলসী মোর কি করি লো বল
যতই সঞ্চালি কর, তত আসে ফিরি'।"

(৩)

সখী।—"কেমনে নিবারি সখি বল শকুন্তলে!
বিকচ-কমল সম তব মুখ হেরি'
ধাইতেছে মধুকর তবাধর-দলে,
মধুপান-লুব্ধ অলি মধু-আশা করি'।"

(৪)

"স্বজনি! এই কি তব রহস্য-সময়!
দেখ না দংশিতে অলি আসে নিরন্তর;
কর সখি! পরিত্রাণ বিলম্ব না সয়,-
অধীর করিছে মোরে দুষ্ট মধুকর।"

(৫)

"পরিত্রাণ ক্ষমতা কি মোদের সুন্দরি!
পরিত্রাণ-কর্ত্তা ভূপে করহ স্মরণ;—
তপোবন রাজা সদা রক্ষে যত্ন করি;
স্মরহ স্বজনি! তুমি দুষ্মন্ত রাজন।"

(৬)

(লতান্তরাল হইতে রাজা।)

"বনলতা সুশোভন তপোবন-মাঝে,
কে করে পীড়ন তা'রে থাকিতে দুষ্মন্ত?"

সখী।—"নাহি অন্য বিঘ্ন কিছু সামান্য যা আছে,—
ব্যাকুলা স্বজনী অলি-পীড়নে নিতান্ত।"

(৭)

রাজা।—"তাড়াইনু অলি কিন্তু কি দোষ অলির ?
ব্যাকুলা করিতেছিল তোমায় সুশীলে !
মম এ মানস-অলি নিতান্ত অধীর
ধাইতেছে বার বার বদন কমলে।

(৮)

"কিসে নিবারিব তা'রে বল হে সুন্দরি !
জিজ্ঞাসে কাতরে তোমা' ভূপতি দুষ্মন্ত ;
বিমল কমল হেরে' কভু ইচ্ছা করি'
ফিরে কি সুন্দরি ! অলি মধু-লোভে ভ্রান্ত ?"

মৃত্যু

আহা ! এই সুখ-পূর্ণ অবনী-মণ্ডলে
আমি মৃত্যু না থাকিলে এই ধরাতলে
পাইত কি শান্তি-সুখ হতভাগা নর ?
হ'ত কি ধরণী হেন প্রমোদ-আকর ?
হা ! কি ভ্রান্তি মানবের কাঁপে মোরে দেখি'—
জেনেও জানে না আমি বিপদের সখি !
আহা মরি নিরন্তর রোগের দংশনে
যন্ত্রণা-দায়িনী ধরা যাহার জীবনে,
মানস প্রমোদ-হীন, তনুখানি ক্ষীণ
নিশিদিন জলে ভাসে বদন-নলিন,

ছেড়ে’ছে শান্তির আশা হতাশ অন্তরে,
ভীষণ-দশন-রোগে দংশে আরও জোরে,
এ সময়ে আমা বিনা কেবা পারে আর
জুড়া’তে সে অভাগারে—করিতে নিস্তার ?
হায় ! কোন হতভাগা অদৃষ্টের বশে,
পড়ে’ছে দারিদ্র্য-দুঃখে কমলার রোষে,
কাঁদে তা’র শিশু সুতা, নলিন-আনন,
শুকায়েছে ওষ্ঠাধর, অভাবে ওদন।
সহিতে না পারি’ জ্বালা হতভাগ্য নর
(অর্থাভাবে হীনবৃত্তি !) হইল তস্কর।
ক্রমে ক্রমে নিন্দা তা’র যুড়িল ভুবন
চোর বলি’ করে করে, সজোরে বন্ধন,
বিরলে বসিয়া অশ্রু করে বিসর্জ্জন,
সহিতে না পারে লজ্জা, প্রহার, তাড়ন।
এ সময়ে আমা বিনা কে বা পারে আর
ঘুচা’তে সরম তা’র, অন্তর-বিকার ?
হায় ! কোন অভাগিনী পতি-সোহাগিনী
ছিল পূর্ব্বে ; এবে তা’র কান্ত গুণমণি
বারুণী গরল-পানে উন্মত্ত হইয়ে
কাটায় রজনী সুখে কুলটা-আলয়ে।
সহিতে না পারে বালা হৃদয়-যাতনা,
প্রকাশি’ বা কা’রে কয় মরম-বেদনা ?
এ সময় আমা’ বিনা তাহার জীবন,
কে পারে করিতে সুস্থ ?—কে আছে এমন ?

তরুণ তরণী কোন নদী-বক্ষোপরি,
সুখের আলাপে যায় তরণীতে করি,
হেন কালে বারি-রাশি গর্জ্জিয়া তুফান
ডুবায় তরণী ক্ষুদ্র—করে খান খান ;
সন্তরি' উঠিতে চায় ; উঠিতে না পারে—
আকুল জীবন—ডুবি' জীবন-মাঝারে ।
এ সময়ে আমা' বিনা কে বা পারে আর
ঘুচা'তে ভীষণ তা'র যাতনার ভার ?
এমন সুহৃৎ আমি বিপদ-কালেতে,
তবুও অখ্যাতি মোর কেন এ জগতে ?
হায় ! হায় ! কিছু আমি না পাই ভাবিয়া
কেন নর করে ডর আমায় দেখিয়া ?
দেখে যেন মূর্ত্তি মোর—রাক্ষসী-আকার ।
আমার গমনে কেন উঠে হাহাকার ?

যৌবন

(১)

কে হে পুরুষ-রতন—
বিজলি-বরণ তনু,
মুখ জিনি' শশী-ভানু,
নিবিড় কুঞ্চিত কেশ শির-সুশোভন
কে হে পুরুষ-রতন ?

(২)

আঁখি দু'টি নীলোজ্জ্বল,
কটাক্ষ অতি উজ্জ্বল,
মধুর-অধর-রাগ—প্রবাল যেমন ;
কে হে নয়ন-রঞ্জন ?

(৩)

কেন গালে হাত দিয়ে—
অধরে ঈষৎ হাসি,
সুগম্ভীর-মুখ-শশী
আশ্চর্য্যের প্রায় কেন চাহিয়া বিস্ময়ে ?
কেন গালে হাত দিয়ে ?

(৪)

জলদ-গম্ভীর ধ্বনি পশিল শ্রবণে শুনি,
(শুনিলাম) নাম মম সুন্দর 'যৌবন' ;
আছে গো কারণ মম বিস্ময়-কারণ—
কি গো করিবে শ্রবণ ?

(৫)

কি হেতু আমারে বলে "বিষম যৌবন ?"
আমার শরীর-শোভা,
নয় কি গো মনোলোভা,—
নয় কি গো মুখ মম মানস-রঞ্জন,
কিম্বা কুৎসিত গঠন ?

(৬)

কহ সখি! কহ দেখি,
আমারে পাইয়া সুখী,
হওনি কি, হন না কি, নর নারী-গণ?
কাহার সহায়ে সখি! জ্ঞান-উপার্জ্জন?
সে কি বাল্যের সদন?

(৭)

বল লো যুবতি! বল,
সুধাও যুবক-দল,
কেন নিন্দ বল; বল, সতত যৌবন
প্রেম-সুধা কে করায় বল আস্বাদন।
সে কি বার্দ্ধক্য ভীষণ?

(৮)

কহ কহ কহ সখি!
কেন হ'লে অধোমুখী,
দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম, বুদ্ধি, জ্ঞানের সদন,
বার্দ্ধক্য, কৈশোর কিবা অধম যৌবন—
বল, করি গো শ্রবণ।

(৯)

সরস-সৌন্দর্য্য-দক্ষ সাহসী জীবন,
কৈশোর, যৌবন কিবা প্রৌঢ়ের সদন
বল সখি! নয় সে কি নিন্দিত যৌবন?
কহ, স্বরূপ বচন।

(১০)

নিরবিল অলিরাজ করিয়া গুঞ্জন
আধ আধ হাসি হাসি'—সুগম্ভীর মুখ-শশী
কুতূহল স্থির দৃষ্টি জিজ্ঞাসু নয়ন,
করে বদন অর্পণ।

(১১)

কেন অনুযোগ কর,
শুন শুন বয়ঃ-রাজ ! কেন ওহে দাও লাজ,
কে না জানে কাল-মাঝে প্রতাপ তোমার !
সুন্দর শরীর তব শোভার আগার,
হয় সুখের আধার।

(১২)

শুন সুন্দর যৌবন !
বটে তোমার পরশে
সবে সুখ-নীরে ভাসে,
কিন্তু হে প্রতাপ তব প্রখর এমন
লঘুচেতা জন কত তব ভয়ে জ্ঞান-হত
করিতেছে অবিরত কু-পথে ভ্রমণ—
তব কলঙ্ক-রটন।

(১৩)

ছত্র-হীন পান্থ যদি,
রৌদ্রে ভ্রমি' নিরবধি,
উষ্ণকর বলি' রবি করয়ে নিন্দন,
সবে কি বলিবে ভানু কষ্টের কারণ ?—
হবে কলঙ্কী তপন ?

লঘুচিত জন যারা, তব ভয়ে জ্ঞান-হারা
পারে না ইন্দ্রিয় যা'রা করিতে দমন,
নাই মনের বন্ধন ;—
তাহারাই বলিবেক "বিষম যৌবন।"
তাহে তুমি ক্ষুব্ধ কেন হও অকারণ—
তাহে কি হইবে তব কলঙ্ক রটন
ওহে সুন্দর যৌবন!

———

ময়ূরী

কে সাজা'লে পুচ্ছ তোর বিবিধ-বরণে
উজ্জ্বল-মধুর-শত-চন্দ্রের কিরণে?
হায় রে! সে চিত্রকরে দেখিতে না পে'য়ে
নিরবধি কত কাঁদি ব্যাকুল-হৃদয়ে!
কহ পাখি! দেখেছ কি সেই পরমেশে
সাজান সুপুচ্ছ তোর যিনি স্নেহাবেশে।
অনুভব করি, পাখি! দেখে'ছ তাঁহারে
দেখে'ছ—তাঁহারে নব নীরদ-মাঝারে।
যখনি গগনে উদে নীল নব ঘন
তখন আহ্লাদে মাতি' নাচ তুমি কেন?
সাজা'য়ে সুন্দর পুচ্ছ মণ্ডল-আকারে
কৃতজ্ঞতা-রসে ভাসি' দেখাও কি তাঁ'রে?

ওরে পাখি ! তুমি ধন্য ! বুঝিনু হৃদয়ে
কৃতজ্ঞতা আছে তব হৃদয়-নিলয়ে।
আমারে মানবী তিনি করিলা সংসারে
ভকতি-কুসুমে তুমি নাহি তুষি তাঁ'রে।

সখীর প্রতি

মুছিয়া নয়ন-জল চল সই ! চল চল,
যাই তথা' নাই যথা'
কপট প্রণয় ছল।
মনের মতন নিধি সখি ! না মিলিল যদি
সংসার-জলধি-মাঝে
তবে ডুবি কেন বল ?
তরুণ-মধুর-ভাবে পড়ো না প্রণয়-ফাঁসে
আশা-কুহকিনী তায়
পেতেছে নিধন-কল—
চল, সই ! চল চল !
কাঁপি'ছে তটিনী-জল ফুটি'ছে কমল-দল
যথায় তরুর ফল
খসে ধীর-পবনে—
নীরবে কলিকা ফুটে, মৃদুল সুবাস উঠে,
হরষে হরিণী ছুটে,
চল, সেই বিজনে।

সুনীল-অম্বর-তলে উজলে শশাঙ্ক খেলে
বিহগ মধুর-কলে
সুধা ঢালে শ্রবণে।
সরলে সরল মন সরল-প্রকৃতি বন
তাই ত্যজি' পরিজন
যাই চল গহনে।
নীরবে কলিকা ফুটে, মৃদুল সুবাস উঠে
হরষে হরিণী ছুটে—
চল, সেই বিজনে।

হৃদয়

তব সনে মিশাইতে হায়! আমি এ ধরাতে
না পাইনু এ জীবনে হেন কোন নিধিরে;
আমার হৃদয় ওরে, কি দিয়ে তুষিব তো'রে
মনোমত কিবা চিত! কহ না আমায় রে।
লোকে বলে মন মিলে মনোমত ধন পেলে
সে কি ধন? ধরা-মাঝে আছে কি সে হায় রে?
"হৃদি সনে মিশে যদি হৃদয়ের যোগ্য হৃদি"
এ প্রবাদ সত্য চিত! কই বল কই রে!
মানব-মানবী কত হেরিলাম মনোমত
গরল অন্তর কেহ সরলতাময় রে।
কিন্তু হেন কই মিলে সতত অন্তরে মিলে
যথা মিলে দুধে জলে সদা সর্ব্বক্ষণ রে।

তাই ত মানব-চিত্ত করিলাম পরিহার,
তাই ত পদ্মের চিত না লইব উপহার,
তাই মানবমানবী-চিতে ধিক্কার আমার।
বিপুল-ধরণী-তলে কিছু কি পা'ব না আর,
তুষিতে তোমারে হৃদি দিতে তোমা' উপহার?

ওই যে ডাকিছে ঘন গুরু গুরু গরজন
চপলা চঞ্চলা বালা ছুটে ছুটে ধায় রে;
ও রূপ হেরিয়া কেন, চঞ্চল অন্তর মম
ও বিজলি সহ কেলি তরে বুঝি যাও রে।
ওই যে তরুর কোলে নীরবে কুসুম দোলে
তাই হেরে' উচাটিত কেন চিত! হও রে?
ত্যজে' মানবী মানব ওই স্বভাব-বিভব
সনে কি তব সম্বন্ধ এত ঘন কও রে।
না চাও গৃহ আপন নাহি চাও পরিজন
কেবলি স্বভাব কেন নিরখিতে চাও রে?
শুনিনু মনের কথা হৃদয়! তোমার
এবে নিরজনে খুলি' মনের দুয়ার।
চির দিন তোরে চিত! দিব উপহার
স্বভাবের শোভা চির-অক্ষয়-ভাণ্ডার।

সম্পূর্ণ

অলক

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত

অঁলক



স্বাগত

জয় জয় জয় ব্রিটেনের জয় !
জয় জয় জয় ভারতের জয় !

(১)

উদিত ভারতে রাজ-অধিরাজ
সঙ্গে রাজেন্দ্রাণী পরি' রাজ-সাজ ;
পূজিতে দম্পতি রাজন্যসমাজ,
ওই যোড় করে দাঁড়ায়ে রয় !

(২)

তব পিতামহী দেবী বরণীয়া,
আমাদের রাণী মাতা ভিক্টোরিয়া—
পায় নাই তাঁরে দেখিতে এসিয়া
মন-আশা ছিল মনেতে লয় !

(৩)

রাম-রাজ্য যথা শুনেছি ভারতী,
তাঁরো রাজ্যে তথা ন্যায়ের বসতি,
দয়াময়ী রাজ্ঞী তুষিয়া প্রকৃতি
বহু যশ-রত্নে ভূষিয়া শির ।

(৪)

গেছেন চলিয়া শান্তিময় ধামে ;
আজো আসে নীর চক্ষে সেই নামে ;
পূজিবে প্রকৃতি চির হৃদি-ধামে
দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি চির-রুচির।

(৫)

তাঁহার অঙ্গজ, তোমার জনক—
সৌম্য শান্ত ধীর প্রকৃতি-পালক,
দেখেছে সে মূর্ত্তি গাম্ভীর্য্য-ব্যঞ্জক
জেগে আছে ছবি ভারত-বুকে ;

(৬)

দেখিনিক তব জননী আজ্রিয়া
যাঁর রূপ-খ্যাতি, পৃথিবী জুড়িয়া,
দেখিনিক সেই রাজ্ঞী বরণীয়া
যশোগাথা যাঁর সহস্র মুখে।

(৭)

আজি জয় জয় ভারতের জয়
এস এস রাজা এস সদাশয়,
ব্রিটেনের সূর্য্য ভারতে উদয় ;
অধারা হরষে ভারত-মাতা !

(৮)

ছায়াপতি যথা ফিরে ছায়া-সাথে
জায়াপতি এস ধরি হাতে হাতে ;

দাঁড়ায়ে রয়েছে হের মধ্য পথে
খুলিয়া ভারত কনক ছাতা ॥

(৯)

এস ভারতের রাজ-অধিরাজ
সঙ্গে রাজেন্দ্রাণী পরি রাজ-সাজ,
পূজিতে তোমারে প্রজার সমাজ
ওই আগুসারি দাঁড়ায়ে রয় !

(১০)

বল জয় জয় ভারতের জয়,
বল জয় জয় ব্রিটেনের জয়,
কন্যা-কুমারী হ'তে হিমালয়
তোল জয়ধ্বনি জগতময় ।

(১১)

এই গিরি-নদী-সাগর-অম্বরা—
বীরভোগ্যা সদা হয় বসুন্ধরা ;
জ্যোতিষ্ক-কুন্তলা এ বিপুলা ধরা
বীর বিনা কেবা লভিতে পারে

(১২)

যে যতই কর আপন সুখ্যাতি,
কে হেন কর্ম্মঠ হেন বীর জাতি
মৃত্যুয়ো মুখে হাসি বক্ষ পাতি
নির্ভয়ে এমন দাঁড়াতে পারে !

(১৩)

অনিলে অনলে সমুদ্র-সলিলে
কোথায় না গতি বিজ্ঞানের বলে,
অঙ্গুলি-হেলনে সৌদামিনী চলে
কার শক্তি-বলে ধরণী পরে !

(১৪)

ধন্য ধন্য ধন্য ধন্য ব্রিটানীয়া !
রাজ-শ্রী তোমারি চির বরণীয়া ;
যশ সহ মণি মুকুটে ভূষিয়া
স্বাগত রাজন্ ভারত-দ্বারে !

(১৫)

এস এস এস রাজন্য সমাজ !
রাজা সহ আসে রাজেন্দ্রাণী আজ
তুলে ধর ছত্র, খোল শিরতাজ—
সিংহাসন-তলে নামায়ে রাখ ;

(১৬)

নোয়াইয়া শির নামাও উষ্ণীষ,
পিছু পিছু হটি করহ কুর্ণিশ,
পুরান প্রথায় রাজেন্দ্র ব্রিটিশ
অভিবাদনিয়া দাঁড়ায়ে থাক।

(১৭)

হেন কি দেখেছ হে যমুনে গঙ্গে
রাজসূয়-যজ্ঞ ভারতের অঙ্গে,

কি পাদবিক্ষেপ, কিবা গ্রীবাভঙ্গে,
চলিয়াছে সাদী পদাতি দল !

(১৮)

দেখহ প্রান্তরে শিবির-নিবেশ,
দেখ কি বিচিত্র জন-সমাবেশ,
দেখ সমবেত ভারত-নরেশ,
মণি-মালা যেন হারে উজল !

(১৯)

ডাকিছে কামান্ গুরুম্ গুরুম্,
বাজে সাঁদিয়ানা ধ্রুম্-ধ্রুম্-ধ্রুম্,
উড়ে বৈজয়ন্তী, ঢুলিছে কুসুম,—
ভীষণে কোমলে মধুর মেলা !

(২০)

নিশাপতি যথা রোহিণীর সঙ্গে,
এস এস, ভূপ ! স্বাগত হে বঙ্গে,
গাহে জয়-গীতি নিনাদিয়া শঙ্খে
অন্তঃপুরিকা, ভারত-বালা।

(২১)

তালে তালে তালে বাঁকাইয়া গ্রীবা,
এস চড়ি এস, শ্বেত উচ্চৈঃশ্রবা,
ঠিকরি হীরক বিকীরিয়া বিভা
নড়িবে উষ্ণীষে পালক-রাজি !

(২২)

গুড়ু গুড়ু গুড়ু নাকাড়া ঝম্প,
উঠিছে ধরণী-হৃদয়ে কম্প,
হ্রেষিছে তুরঙ্গ মত্ত মাতঙ্গ,
রাজা সহ রাণী ভারতে আজি।

(২৩)

যত বরষের ব্যথা অবসান
লভিয়া তোমার শুভ বরদান ;
প্রকৃতিপুঞ্জের রাখিয়াছ মান,
ধন্য ধন্য ধন্য রাজাধিরাজ।

(২৪)

তাই আজি মোরা বঙ্গ-পুরবালা
ভরিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ের ডালা,
বহিয়া এনেছি ভক্তি-পুষ্পমালা
দিতে উপহার তোমারে আজ !

(২৫)

বিবাহ-বাসরে সজ্জিতা সুন্দরী—
সেই মত শোভে সুন্দরী নগরী,
দীপপূর্ণা ডালি ধরি' শিরোপরি,
বরণিতে দোঁহে দাঁড়ায়ে রয়।

(২৬)

অভাব, অন্যায়, বন্ধন-পাশ,
যদি থাকে কিছু হয়ে যাক নাশ,

ভাস্বর ভাস্কর হইলে প্রকাশ
তিমিরের নাশ যেমতি হয়।

মন্ত্রহীনা

কি মন্ত্রে করিবে দীক্ষা হে গুরু আপনি ?
নাস্তিক বলে' দেব ক'র না ভ্রূকুটী ;
হেস না দাম্ভিকা বলে', চিরান্ধ রমণী ;
—প্রবেশিতে জ্ঞান-মার্গে শত বাধা ত্রুটী।
রাখ তব বীজ-মন্ত্র তুলিয়া অন্তরে,
তৃণ-চিহ্ন-হীন কোন বন্ধ্যা ভূমি তরে।
হে দেব। হেথায় নাহিক স্থান। সর্ব্ব আচ্ছাদিত ;
তৃণ-গুল্ম-লতা-তরু কণ্টকে আবৃত।
আমারে দেছেন দীক্ষা আপনি শর্ব্বাণী।
নানা মন্ত্রে নানা তন্ত্রে সর্ব্ব-পন্থী আমি।
প্রাবৃটে কভু আমি ধ্যান-মগ্না, ঘোর ঘনচ্ছায়ে
নিরখি সে শ্যামা-বামা মুক্তকেশী মায়ে।
চক্ মক্ তক্ তক্ দীপ্ত তলবার,
পিছনে এলান কেশ—প্রলয় আঁধার।
গুড়্ গুড়্ গুম্ গুম্ পদ-শব্দ শুনি
উল্লাসে নাচিয়া উঠে হৃদয়-শিখিনী !
কখন ফাল্গুন-দিনে যমুনার কূলে
হেরি রাধা শ্যাম-বামে চম্পক-দুকূলে।

রুণি ঝুনি রুণি ঝুনি নূপুর-শিঞ্জিনী,
হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে জাগে বংশীধ্বনি।
কভু সুশুভ্র চামর কাশ তুলি' পথে পথে
সারদার আগমন সূচিছে শরতে।
কনক-বরণ ছটা দিগন্তে বিকাশ,
দশ দিকে বিকীরিত দীপ্ত চন্দ্র-হাস।
দক্ষিণে ইন্দিরার পদতলে পূর্ণ বসুন্ধরা,
চম্পক-বরণ-দ্যুতি হরিত-অম্বরা।
বামে রক্ত-শতদল-দামে শ্রীপদ দু'খানি,
শুভ্র-কুবলয়-কান্তি চারু বীণাপাণি!
প্রসন্ন ললাটপটে দীপ্ত জ্ঞান-জ্যোতি,
মোহ-ধ্বান্ত-বিনাশিনী দেবী সরস্বতী।
কবিতা-কমল-গন্ধে পূর্ণ দিক দশ,
লোলুপ মানস-ভৃঙ্গ বাঞ্ছিত পরশ।
কভু হেমন্তে নিরখি আমি বরাভয়-দাত্রী
দারিদ্র্যনাশিনী দুর্গা দেবী জগদ্ধাত্রী.
ধৃত মাঙ্গলিক শঙ্খ ;—ধ্বনিত অম্বর ;
চারি দিকে প্রসারিত কল্যাণ সুকর।
শীতে সুশুভ্র তুষার-মাঝে হিমাদ্রিশিখরে
বিমল-রজত-কান্তি হেরি যোগেশ্বরে।
রুক্ষ জটাজূটজাল পড়েছে প্রসারি,
ঝর ঝর প্রবাহিত মন্দাকিনী বারি।
ধুইয়া চরণ-যুগ্ম বহিছে নির্ম্মলা,
ভৈরব পিনাক ঘোষে ভীতা দিগ্‌বালা।

নিদাঘেতে তীব্র দীপ্তি পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে
নেহারি মানস-নেত্রে নির্ব্বাক বিস্ময়ে।
স্তম্ভিত নিস্তব্ধ দিবা কুলায়েতে পাখী ;
প্রকৃতি ধেয়ান-মগ্না, অবিচল শাখী।
পুরুষ-প্রকৃতি দ্বৈত অদ্বৈত পূজক
আমি শৈব, আমি শাক্ত, আমি সে বৈষ্ণব ;—
—কি মন্ত্র আমারে দেব ! দেবে অভিনব !

মন্ত্রপূতা

এ কি প্রেম-মন্ত্রে দেব দিলে মোরে পূত কার,
শুষ্ক জ্ঞান অহমিকা ধূলি সম পড়ে' ঝরি।
সে ঐ লুটায় এবে বিশ্বের চরণতলে ;
অবিরত আঁখিধারে সিক্ত করে' ভূমণ্ডলে।
নবীন জীবন এ কি নবভাবে ওত-প্রোতঃ
কুলু কুলু বহে চলে প্রেম-মন্দাকিনী-স্রোত।
প্রচণ্ড বৈশাখ যথা স্বীয় তেজে ঝলসিত
আপন উত্তাপে করে' হৃদি-সর বিশোষিত।
সেথা নব কাদম্বিনী আনমিত জলভারে
বর্ষণ-উন্মুখ বারি আছে প্রশমিত করে'।
যে তন্ত্রী বিকল ছিল হৃদয়-বীণার মাঝে
স্পর্শিলে কেমনে তারে সে যে নব সুরে বাজে।
আকুল ক্রন্দন উঠে দুবাহু প্রসারি ধায়,
জানি না কাহারে পেতে তৃষিত নয়নে চায়।

করুণ নয়ন দুটি বরষে করুণা-ধারা
সাহস প্রশান্ত মূর্ত্তি আধি-ব্যাধি-তাপ-হরা।
বিলম্বিত জটাজাল চরণে পড়েছে লুটে,
প্রসন্ন আনন হ'তে পূত স্তোত্র-ধ্বনি উঠে,
লুপ্ত তপোবন-স্মৃতি উদিত ভারত-মাঝে;
কে তুমি হে প্রেমময়! উদিত উদাসী সাজে?
যে শির হ'ত না নত কোন মানবের পায়,
লুণ্ঠিলে তাহারে ধরা কোন্ মন্ত্র-মহিমায়?

'অহং'এর অহঙ্কার

আমি না রহিলে বঁধু তুমি যে কেমনে রবে?
তোমার তুমিত্ব যে গো সাথে সাথে লয় পাবে।
আমি জীয়ে না রহিলে এ চির যামিনী জাগি,
তোমার বিরহে কেঁদে কে ফুলাবে মদির আঁখি।
'তুমি' যে হয়েছ 'আমি' পরশি অহং রাগ,
পরশি সোনার কাঠি, জেগেছে জীবন-যাগ্।
তোমাতে না পেয়ে কিছু, আমাতে দিয়েছ ধরা,
আমারি মাঝারে তব পরিপূর্ণ প্রেম-ভরা।
আমি যে তোমারি সব—রূপ-গুণ-প্রেমময়ী,
আমারি পরশে তুমি সুন্দর ভুবন-জয়ী।
তুমি ত কিছু না বঁধু হীনরাগ অনুরাগ,
আমি ত তোমারি সব আমারি ভেক্কীর লাগ।

তুমি যে উঠেছ জেগে আমারি পরশলাগি,
আমিই দিয়েছি জেলে ও চিতে প্রেমের আগি!
(তাই) লুকাইয়া কর প্রেম লাজ পাও দিতে ধরা,
তোমাতে আমাতে হেন গোপন পীরিতি করা।
তুমি যে হয়েছ মধু তুমি সৌন্দর্য্যের সার,
আমার মাঝারে তুমি সতত মধুরাকার।
তাই আমি ভ্রমি সদা রূপ-ফুলে,
সুরভিতে মাতোয়ারা মধুকর সম বুলে,
একেরই বিহার-ক্ষেত্র বহুরূপা মায়াময়ী,
সতেরই বিকাশ আমি অ-সতী ভুবনজয়ী।

মনুষ্যের প্রতি নদীর উক্তি

কেহ প্রেম-ডোরে বাঁধেনাক মোরে
বন্ধন সহিতে নারি;
ল'য়ে পূর্ণ হিয়ে চলি বেগে ধেয়ে,
স্নান পান কর বারি।
বিপুল গগন নেহারে আনন
আমার হৃদয়-মাঝে,
শত শত তারা রূপে মনোহরা,
হের মোর হৃদে রাজে।
তীর-তরু-ছায়া হেলে দোলে কায়া
খেলা করে মোর বুকে,

পূরণিমা নিশি রাশি রাশি হাসি
ঢেলে দেয় নানা সুখে।
সন্ধ্যার আঁধার নিয়ে ব্যথা তার
এ হৃদয়ে পায় স্থান।
ধীরি ধীরি ধীরি চ'লে যায় তরী,
উপহার দিয়ে গান!
কত সুকোমল ফুল সুবিমল
আমাতে ভাসায়ে কায়,
মৃদু মৃদু হেসে কত ভাল বেসে
সাথে সাথে ভেসে যায়।
ধীরে ধীরে ধীরে মিশে মোর নীরে
কত পূত অশ্রুকণা।
প্রতি দিন-কার প্রেম-উপহার
পাই কত রত্ন নানা।
ঝটিকা উন্মাদ করিতে বিবাদ,
ছুটে ছুটে আসে পাশে,
নেহারি তরঙ্গ রণে দিয়া ভঙ্গ,
পলায় উরধ শ্বাসে।
কি জানি কি চায় কহে না আমায়
বুঝি চায় প্রেমনিধি,
ছিন্ন ভিন্ন ক'রে চাহে দেখিবারে
ঢুকিয়া রমণী-হৃদি!
কত সুকোমল তনু সুবিমল
আমাতে ভাসায় কায়া,

হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেম অনুভব
যেন তাঁরা মোর ছায়া।
মূঢ় পরবত আগুলিয়া পথ
মোর গতি দেয় বাধা;
যে চিনে আমারে দেখে দেখে দূরে
শুনে মোর প্রেম-গাথা।
পেলে পরে হিয়া লই ভাসাইয়া
আমার স্রোতের নীরে,
এই মোর ধর্ম্ম, এই মোর কর্ম্ম,
কে পারে বাঁধিতে মোরে।
ইথে সুখ কত চির অনুগত
তোমরা বুঝিবে না ত;
স্বাধীন এ হিয়া আছে জয়ে প্রিয়া,
বন্ধনে তখনি হত!
তুমি কে গো বীর কি হেতু অধীর
বন্ধন করিতে মোরে;
আমার এ প্রাণ শোভা বেগবান
বাঁধিলে যাইবে ম'রে!

ছায়া

তরুমূলে সাজাইয়া
ফল-ফুলে চারু ডালা,

তুমি কি কুসুম নারী
শ্যাম রূপে দিবা আলা ?
সুশীত ঐ গায়ে তব,
কি মাধুরী আজি নব
খুঁজিনু ধরণী সারা
কোথা নাহি তব তুলা !
জগত পথিক মাতা
ভানুর প্রেয়সী তুমি,
জাগ্রতে নয়ন-পথে
মধুর স্বপন-বালা !
তোমার পবিত্র রূপে
অমর আভাষ ভাতে,
জ্যোৎস্না আশে, তব সাথে
ধরায় করিতে খেলা।

সেই

বাছা, নূতন আনন্দ দিনু নববর্ষে এনে,—
নবীন জীবনে দেখিবারে নবসুখ,
একি ? পলকে কে দিল সেই !—যবনিকা টেনে
—পুরাতন !—পুরাতন - পরিচিত দুঃখ !
ভেবেছিনু বর্ত্তমান আনন্দ-সলিলে
ডুবাইব অতীতের শুষ্ক-তপ্ত দেশ ;

নববর্ষে রোপিলাম নব লতাটিরে,
অদৃষ্ট হাসিয়া করে, শোষিয়া নিঃশেষ !
তবে নাও !—শান্ত চিত্তে বরি এ ব্যথায়,
ভাগ্যই প্রশস্তবর্ত্ম বাছা রে ধরায় !
তাই, যা দেবে যখন এনে সুখ কিম্বা দুঃখ,
মলিন কখনো তাহে নাহি ক'রো মুখ।

স্মৃতিস্তম্ভ

নাহি বটে সম্রাটের ধন-রত্ন স্তূপীকৃত,
যাহে রচি' মমতাজ—ভূমিস্বর্গ অতুলিত,
যতনে স্থাপিত করি ক্ষুদ্র বরতনুখানি,
মৃত্যুর মাঝারে তুমি রবে হয়ে রাজরাণী।
নেহারিয়া মর্ত্ত্য জনে ভাবিবে বিস্মিত হয়ে,—
কোন বিশ্ববিমোহিনী শিল্প-পারিজাতে শুয়ে।
তবু যাহা আছে মোর হ'লেও তা সামান্য ত
বালিকা লীলার ক্রীড়াগৃহ হবে মনোমত।
নব অশ্রুমুক্তাহারে বেঁধে দিব কেশভার
থাক মোর অন্তঃপুরে লীলাবতী মা আমার !

স্নেহময়ী

সর্ব্ব-সহা ধরণীর মত, ছিলে দেবী এই নিলয়ের।
স্নেহময়ি, করুণ নয়নে হেরিতে গো মুখ সকলের।

করুণার ছবি যেন এঁকে
আননেতে গিয়েছিল রেখে!
শত কোটি জননীর হৃদি,
দিয়ে গড়া বিপুল হৃদয়,
দাস, দাসী, প্রতিবাসী আদি,
মা, ব'লে জানিত সমুদয়।
হৃদয়ের নীড়ে মা, তোমার, মোরা সবে বেঁধেছিনু বাসা,
জননি গো কার ডাক্ শুনে ফেলে গেলে আকুল নিরাশা।
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চেয়ে ভেবেছিলে যাহাদের কথা,
সেথা থেকে কর আশীর্ব্বাদ, তারা কেহ নাহি পায় ব্যথা।
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চেয়ে, দেখেছিলে যাহাদের মুখ,
তারা যেন তব আশীর্ব্বাদে তুচ্ছ করে মিছা সুখ-দুঃখ।
ধৈর্য্যে ধরা হৃদি-খানি ল'য়ে,
শোক-দুঃখ অবিরাম স'য়ে,
পেয়েছ যে অমৃত-আলয়, যেন তাহা চিরদিন রয়,
সংসারের শোক-দুঃখ-ভার, পরশে না যেন সেই দ্বার।
সাজাইতে আসন তোমার,
আগে চ'লে গিয়াছেন যাঁরা,
ঘেরিয়া তোমারে চারিধার
প্রেম-অশ্রু ফেলিছেন তাঁরা।
তবে, আজিকার দিনে গো জননি—
ভুলে যাও ম্লান মুখ গুণি!
ভুলে যাও মিলন-আনন্দে হেথাকার দুঃখ-অশ্রুধারা!

আর একবার

আর একবার নিয়ে যাও মোরে তোমার তীরে—
হারাণো হৃদয় আনিতে কুড়ায়ে ; দানিতে ফিরে !
ভোলনি আমারে জানি সে বারতা,
গোপনে স্বপনে কহ নানা কথা,
নীরব আমার এই আকুলতা টানিছে ধীরে ;
আর একবার নিয়ে যাও মোরে তোমার তীরে !
জীবন-সায়াহ্নে আর একবার,
খেলি শেষ খেলা সৈকতে তোমার,—
সাঁঝের রাগে ;
বাসনা জাগে !

তোমারই মত হেসে কুটী-কুটী,
কে ছুটে সেথায় খায় লুটোপুটী,
শতবার পড়ে শতবার উঠি,—
অক্লান্ত খেলা ;
উজলি বেলা !

জাগে পূর্ণচন্দ্র শিয়রে তোমার,
আনন্দ উচ্ছ্বাসে তুলিয়া জোয়ার,
উদ্দেশে কাহার আসিছ ছুটে !
ল'য়ে উপহার শুক্তি শম্বুক
আসিছ গরবে ফুলাইয়ে বুক
পদ-প্রান্তে কার পড়িতে লুটে !

গচ্ছিত সে সব অতীত বৈভব,
রেখেছ সযত্নে জানি হে বান্ধব ;
আমি গেলে পরে ফিরে দেবে ফিরে
সে সুখ-রাশি ;
—কেঁদে না হাসি ?

কিশোরী

গীত

সই ! ঐ যে বাজিছে বাঁশী কুল-নাশিতে,
কে যাবি অকূলে তোরা চল ভাসিতে !
মধুর এ মধু নিশি,
মধুরে বাজিছে বাঁশী,
আকুল অন্তর যেন কারে পাইতে !
কেমন সে মনচোরা ?
ধরিয়ে না দেয় ধরা,
চল, সখি, চল, ত্বরা যাই দেখিতে ;—
যদি নাহি মিলে কালা,
রহিবে তিয়াষ জ্বালা,—
না হয় বহিব বুকে, চির কাঁদিতে !
তা ব'লে কি আঁখি মুদে পারি থাকিতে !
(তা ব'লে কি গৃহে বল পারি থাকিতে !)

মধুর সে নীল নীর,
নাহি তল নাহি তীর,
চল্‌, সখি, যদি তায় পারি ডুবিতে!
মধুর মাধুরী-স্রোতে,
কে না ভাসে এ জগতে?
যে হাসে হাস্থক, মোরা যাবো কাঁদিতে!
সে ছবি আঁকিয়া বুকে,
মরি ত' মরিব সুখে,
সুন্দর মরণ সেই—চল, লভিতে!

মৃণ্ময়ী

প্রথম তোমারে পেয়েছি মৃণ্ময়ী!
খেলা ধূলা ভরা ঘরে!
জল আর ধূলি একসাথে গুলি,
সৃজন করেছি তোরে!
সেই ছায়াবিরল সেফালির তলে,
ফিরিত সুরভি চোর।
ছোট দুটি হাতে কোন উপাদান—
ক্ষুদ্র হৃদি ভাবে ভোর!
"থ্যাদা নাক্‌টিরে" করিতে টীকল,
বেনে খোঁপাখানি' ল'য়ে,
কত স্বেদবারি ঝরে যেত ভুঁয়ে,
কত দিবা যেত ব'য়ে।

মনের মতন কিছুতে হতো না
বড় দুষ্টু জড়—মেয়ে!
ভেঙ্গে ভেঙ্গে গ'ড়ে—অক্ষমতা শেষে
দাঁড়াত সুরভি ল'য়ে!
ক্ষুদে মাতাটির সৌন্দর্য্য-পিপাসা
দেখে যেন হেসে ধীরে,
রূপের অঞ্জলি ছড়ায়ে কে যেত,—
অস্ত অচলে ফিরে!
নব কিশলয় পত্রপুট ভরি,
সে রূপ করিত পান!
বালিকার আঁখি স্বর্ণ-অঞ্জনে,
রঞ্জি যেত দিনমান।
সে অবধি হ'তে সৌন্দর্য্য-অঞ্জনে
রঞ্জিত মায়ের চোখ!
জননীর আঁখে অপত্য সুন্দর;
যতই কুৎসিত হোক্।

"আকিঞ্চন পাঠে"

কে বহালে ঘরে, এত দিন পরে
এ পবিত্র নন্দন-কুসুম-বাস!
কার 'আকিঞ্চন' ক্ষিপ্র চরণ
আনিল বহিয়া অমরা-ভাস।

স্বদেশী সঙ্গী, ভুলে গিয়ে অই
বিদেশে বিস্মৃত বাস ক'রে রই,
(এ যেন) মনে পড়ে পড়ে, মুখে না নিঃস্বরে—
ধরি ধরি ধরা যায় না ;
লিখি বটে গান, পড়ি বটে বই,
আঁকি যারে হায় সে নহে ত ওই !
(যেন) ফোটে ফোটে ফোটে, ওঠে না'ক ফুটে
ঝাপসা রুচির আয়না !
এ হেন সময়ে, কে গাহে হোথায়,—
চির পরিচিত বিস্মৃত ভাষায়,
আনন্দ জোয়ার যেন বেগে ধায়
দিক্ চক্র বাণে পরশি ;—
ফুটে উঠে সুর পঞ্চমে নিখাদে,
(যেন) দেবর্ষির বীণা বাঁধা দিব্য ছাঁদে,
কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে কাঁদে,—
অমৃতের ধারা বরষি !
এ যে এ ভক্তের হৃদি, সিক্ত প্রেমানন্দে গীতি,
পিছনে পড়িয়া ভাব-মাধুর্য্য ঝঙ্কার-ভাষা
যেন বরাঙ্গিনী তরঙ্গীর, সকলি সে সুরুচির ;
(তবু) সবারে ফেলিয়া ফুটে আঁখি দু'টি ভাসা।

নব বর্ষে

হ'ল অতীত সাগরে লুপ্ত পুরাতন
বিতরিয়া স্নেহ-ঋণ।
এল ঘর্ঘরি রথ তোরণ দ্বারে
দিল নাবায়ে নবীন।
শত উৎসুক আঁখি চাহিয়া আননে
দাঁড়াল সভয়ে নমি ;
যত সুন্দর হ'ক না সে কেন,
অজানা মানস-ভূমি।
তবু হইবে তাহারে করিতে বরণ
আন সুরভি কুসুম তুলি ;
থাক গুপ্ত হৃদয়ে সুপ্ত পুরাতন,
দেখো নিভৃতে দুয়ার খুলি।

বর্ষা-বাদল

বর্ষা।

আষাঢ়ে নবীন মেঘ ছেয়েছে গগন !
দুরু দুরু গুরু গুরু ঘন গরজন।
কুঁড়ে চালা গাছ পালা ফোট ফোট ছবি,
আনমনে বাতায়নে বিমোহিত কবি।
সুনীল অম্বরে ক্ষীণ তড়িতের রেখা,
কষ্টি পাথরের গায় কষা স্বর্ণ-লেখা।

বাঁকা টেরা বৃষ্টিধারা এগিয়ে আসে ধেয়ে।
আকুল পথিক্ এ-দিক ও-দিক্ একেবারে নেয়ে,
আসে ছাট্ ভেজে খাট্ বন্ধ জানালা দোর,
দিন দুপুরে সন্ধ্যা-ঘরে বর্ষা আঁধার ঘোর।

বাদল

কল্পনে, আমায় আজিকে সজনি
লইয়া কোথাও চল,
মেঘের আঁধার ছেয়েছে গগন,
সই—ছেয়েছে মরম-তল।
দুরাশার মত বিজলী চমকে,
পলকে মিলায় কায়,
জলভরা মেঘ মধুর গরজে,
কেন মোরে ডাকিছে হায়!
প্রাসাদ, কুটীর, ফুটিয়া উঠেছে
গাছপালা উপবন।
বিস্মৃতির কোলে উঠেছে ফুটিয়া
তাহার মধুরানন।
জলদ সাগরে ভাসে বকাবলী
অমনি ভাসিয়া যাই,
চাতকীর মত আছি ত চাহিয়া
কেন না উড়িতে পাই?
একা এ আঁধারে বিরহ-পাথারে,
ভাসিতে পারিনে আর।

নিয়ে যা, আমারে নিয়ে যা সজনী
সে ডাকিছে বার বার ॥

সরস্বতী-বন্দনা

এই যে ভারতী শোভিতা ভারতে
তুলিয়া বীণায় ললিত গান
শ্বেত শতদল চরণ-কমলে
অলি মাতোয়ারা ধরেছে গান।
মৃদুল মৃদুল পরশিত সুর,
মিলন রাগিণী বাজে সুমধুর,
সুতালে সুলয়ে পৃথ্বী ভরপুর,
উচ্ছ্বাসিত চিত মোহিত প্রাণ।
দাও দাও দাও সুরেতে ঝঙ্কার,
গাও গাও দেবী গাও আরবার,
জাগাও মাতাও ভারত প্রাণ,
তুমি না পুরালে মনের বাসনা,
কে পুরাবে আর সরোজ-আসনা,
জাগিছে আনন্দ জাগিছে কামনা
হেরিয়া মিলিত অযুত প্রাণ,
তোমার চরণ-প্রসাদে বিমলে,
দ্বেষ হিংসা চ'লে গেছে রসাতলে,
তুচ্ছ ক্ষুদ্র ভাব জাতি-ভেদ ভুলে

কোটি কণ্ঠে উঠে মহান্ গান।
কোথা কালিদাস, কোথা ভবভূতি!
কোথায় বাল্মীকি, হর্ষ-বিদ্যাপতি,—
ভারতে আজিকে পূজিতা ভারতী
তোল সে বীণায় লালত তান।

প্রেম

যত পায় পায় বাধা,
তত প'ড়ে যায় বাঁধা;
বিচিত্র প্রেমের লীলা বুঝিতে না পারি।
যত দূরে থাকে সখী,
ততই নিকটে দেখি,
প্রচ্ছন্ন মিলন আছে বিরহেরে ঘেরি!
প্রেম কি বৈচিত্র্যময়, অন্তরে অন্তর নয়,
বৈদ্যুতিক সূত্রে বয় অন্তর লহরী।
কেমনই প্রেমের লীলা বুঝিতে না পারি,
দরশ কি অদর্শনে,
কোথা থাকে কে বা জানে,
লুকানো নয়ন-কোণে
—প্রেমের মাধুরী!
কেমনই প্রেমের লীলা বুঝিতে না পারি।

শুকতারা

সারাটি রজনী জাগি, অলস মদির আঁখি।
সবে ঘুমাল আনন ঢাকি, আকাশের বুকে,—
মুখানি কিরণ মাখা, তুমি কেন জেগে একা,
পাইতে কাহার দেখা অনিমেষ চোখে ?
প্রতি নিশি জাগি জাগি, তবু শ্রান্ত নহে আঁখি,
তোমারে যেন গো দেখি, বিরহীর পারা!
তবে সই কহ হেন, সমুজ্বল শোভা কেন,
বাসরে বধূটি যেন, অতি মনোহরা।
তুমি কি প্রেমিক কবি, রজনী-রহস্য-ছবি
আঁকিছ নিরালা বসি গগন-প্রাঙ্গণে!
অথবা উষার সনে মুগ্ধ প্রেম-আলাপনে
ভুলে আছ অরুণের অসহ কিরণে!
কিবা, স্বপ্নের সীমন্ত হ'তে, খসিয়া পড়েছ পথে,
জগত মুগধকারী মোহময় মণি!
সারারাতি ছলা কলা—দিয়া সুখ দিয়া জ্বালা,
তাড়াতাড়ি পলায়েছে ছুটে কুহকিনী!
কোন্ ভাবে কার আশে, একাকিনী থাক ব'সে
ভাবিয়া না পাই শুধু মুগ্ধ হয় আঁখি,
চেয়ে দেখি বাতায়নে, চেয়ে আছ সুলোচনে,
আঁখিতে আঁখিতে মিলে হাস্, হাসি সখি।

কুমার-সম্ভব

[অসম্পূর্ণ পদ্যানুবাদ]

প্রথম সর্গ

উত্তর দিকেতে গিরি করিছে বিরাজ
দেবতাত্মা হিমালয় নগ-অধিরাজ ;
পূর্ব্বাপর তোয়নিধি গাহন করিয়া
ধরণীর মানদণ্ড রূপে দাঁড়াইয়া
ধরেছিলা ধরা যবে পয়স্বিনী রূপ
শৈলকুলে হিমালয় বৎস অনুরূপ
করিয়া ধারণ তথা করেছিলা পান
দোহনীয়া রত্নচয় ওষধি মহান্।
বিবিধ ওষধি আর রতন আকর
অসীম-সৌভাগ্যশালী সদা গিরিবর,
শুধু একমাত্র দোষ হিমের নিবাস
কিন্তু এক দোষে গুণরাশি কোথা হীনাভাস।
যদিও কলঙ্ক তবু শশাঙ্ক সুন্দর,
মোহিত কার না মন করে সুধাকর।
যথায় জলদাকারে হয়ে নিপতন
প্রকটিত ধাতু-রাগে প্রবাল-কাঞ্চন,
সিন্দুর-গৈরিক-আভা করে বিচ্ছুরণ
আকাশে সায়াহ্নাগম করে বিজ্ঞাপন—
তা' দেখে অপ্সরাকুল বিভ্রমেতে আসে
বিলাসালঙ্কারা তনু অলঙ্কৃতি-আশে।

ত্বরা হেতু পড়ে কারো চরণ-নূপুর
বিন্যাসে চরণ-পদ্মে কমল কেয়ূর !
মেঘ যার মধ্য-দেশে মেখলার মত,
ছায়া সেবি' সানুদেশে সিদ্ধগণ যত
ক্লিষ্ট হয়ে বরষণে আশ্রয়ের তরে
যার আলোকিত উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করে।
যথায় কেশরি-কুলে বিনাশি কুঞ্জর
শোণিত-রঞ্জিত পদে গেলে স্থানান্তর
বিলুপ্ত লোহিত রাগ দ্রবিত তুষারে
তাদের গমন-বর্ত্ম লক্ষিবারে পারে,
তথা পথভ্রষ্ট মুক্তা হয়ে নিপতন
ব'লে দেয় কিরাতেরে—এ পথে গমন।
তথা ভূর্জ্জত্বকে ধাতুরসে বিন্যাসি অক্ষরে
কিন্নরীরা প্রেমলিপি দানে প্রিয়বরে,
তথা প্রবিষ্ট পিকে রন্ধ্রে মারুতের স্বরে
কিন্নর গীতির লয় সমর্থন করে।
কুঞ্জর-কপোল-কণ্ডু ঘর্ষণে তথায়
ক্ষরে শুভ্র ক্ষীরধারা দেবদারু-কায়,
তাহার মধুর গন্ধ—মলয়-বাহিত
হয়ে সদা সানুদেশ করে সুরভিত !
নিশীথে প্রদীপ্ত আভা বনৌষধিগণ
তৈল সেকাভাবে জ্বলে দীপের মতন,
বনচরবধূ-ভুক্ত তথা গুহালয়ে
প্রদীপ্ত রতন-দীপ ক্রীড়ার সময়ে।

একে সে শিখর-বর্ত্ম হিমশিলাবৃত
গমনে চরণ পদ্ম নিতান্ত ব্যথিত
তাহে গুরু মধ্য ভারে বামা ভাবে বিড়ম্বন
কিছুতে ত্যজিতে নারে মন্থর গমন।
তথা দিবসের ভয়ে ভীত হইয়া তিমির
লইয়াছে গুহাশ্রয় গুটায়ে শরীর,
মহতেহে শিরে ধরে মহৎ যে জন
নীচেও মমতাময় শরণ কারণ।
বিসর্পি চামর ধীরে চমরিণী-কুলে
সুধাধবলিত গৌর চামর সঞ্চালে,
বটে সে গিরির রাজা নাহিক সন্দেহ
এত রত্ন-অধীশ্বর অন্যে আর কেহ।
অংশুর নিক্ষেপ-হেতু বিলজ্জিতমানা
নগনা কিন্নর-রামা মুদিতনয়না
তথা সহসা সে দরীদ্বারে ঘন ঘন আসি
ফেলে দিয়ে যবনিকা ঢাকে লজ্জারাশি।
যথা ভাগীরথিজাত শীকর নিকরে
স্নিগ্ধ বায়ু শিখিপুচ্ছ দীর্ণ করি ফিরে
বিকম্পিত দেবদারু যথায় পবনে
মৃগান্বেষী ব্যাধকুল বিরাজে যে স্থানে।
যার উচ্চ শৃঙ্গজাত পাদ্মনা সমূহ
সপ্তর্ষি চয়ণ শেষ সেই সরোরুহ
তাহার বিকাশ তরে যেন বিবস্বান্
ঊর্দ্ধ মুখে চেয়ে করে কিরণ প্রদান।

ধরণী ধারণ ক্ষম বলে সেই জনে
যথা সোমলতাজাত যজ্ঞোপকরণ
যজ্ঞেক ভাগে তারা করিয়া আরক্তি
শৈলকুলে রাজা যারে করেছেন বিধি।
বিধির মানসী কন্যা বিদূষী বিখ্যাতা
যুবতী রূপসীশ্রেষ্ঠা মেনকা আখ্যাতা
যার গলে বরমাল্য করেছেন দান
মৈনাক-তনয় যাঁর গুণে গরীয়ান্।
দুর্দ্দান্ত পর্ব্বতকুল পক্ষ বিচ্ছেদিত—
ইন্দ্রের কুলিশ-ঘাতে সে নহে ব্যথিত
সমুদ্রের সাথে হায় মিত্রতা বিখ্যাত
মৈনাক যারে পেয়ে নাগবালা নিত্য তিরপিত।
যাহার পবিত্রতম অধিত্য প্রদেশে
যোগেশ সমাধিমগ্ন ধ্যান-নির্ব্বিশেষে,
সেই হিমালয়-গৃহে দক্ষ-সুতা সতী
হইলেন অবতীর্ণা স্বরূপে দুহিত্রী।
নীতির প্রয়োগে যথা উৎসাহিত জন
প্রসবে সুফলচয়, মেনকা যেমন
প্রসবিলা পার্ব্বতীরে ভব পূর্ব্ব দারা
যোগে পরিত্যক্তদেহা সতী শ্রেষ্ঠতরা।
নব মেঘজাত যথা শোভা পায়
ইন্দ্র-নীল রত্নাঙ্কুর বিদুরাদ্রি কায়
যথা বিচ্ছুরিত কান্তি জ্যোতিঃ নবজাত শুক্লা
ধারণ করিয়া অঙ্কে শোভান্বিতা মাতা।

প্রসন্ন দিগ্বধূবৃন্দ উজ্জ্বল আনন
ধূলিবিরহিত হয়ে বহিল পবন
বাজিল মঙ্গল শঙ্খ মধুর গম্ভীরে
বর্ষিলা কুসুম-রাশি দেবগণ শিরে।
স্থাবর জঙ্গম হর্ষে সে দিন স্মরণে
পার্ব্বতী লভিলা জন্ম সেই শুভক্ষণে।
দিনে দিনে শশিকলা যথা পুষ্টমানা
বর্দ্ধিতা ভূধর-গৃহে তথা চন্দ্রাননা
পার্ব্বতী হইল নাম পর্ব্বতে জনমে
তপস্যা নিষিদ্ধ হেতু মাতৃদত্তা 'উমে'।

মিলন

অঞ্জলি ভরিয়া নিত্য পূত বিল্বদাম
পলে পলে দিয়েছিলে মহেশ-চরণে.
রতির সীমন্ত মণি, হের, দেব কাম
নামিয়া এসেছে আজি তাহারি বিধানে।
সুষুপ্ত প্রেমের রাগে জাগাইয়া ধীরে
ধীর মলয় বহে চুমি তরু-শিরে ;
রক্তিম অধরে সুপ্ত কোকনদ-হাস,
মিলনের নন্দনের অস্ফুট আভাষ।
লজ্জা বাসে, প্রণয়ের প্রথম চুম্বনে,
নব রূপে উঠ ফুটে চিত্তের ভুবনে।

দেশবন্ধুর কন্যার বিবাহে লিখিত।

দ্বৈত-বা দান

১

সে আমারে কত রূপে
দি'ছে প্রেম উপহার
সতত পারশে আছে
ধরিয়া বিবিধাকার।

২

প্রথমেতে সে পার্ব্বতী
স্নেহরূপা মূর্ত্তিমতী
প্রকৃতি পুরুষ ভেদে
জনক জননাধার !

৩

কভু সে অনুজা সাথী
ক্রীড়া-রসে মাতামাতি
কায়া পাছে ছায়া সম
একই রূপ একাকার
সে আমারে কত রূপে
দি'ছে প্রেম উপহার।

৪

কভু সে পরাণ সখা
মরমে মরমে রাখি
জাহ্নবী যমুনা যেন
উভে মিশে একাকার।

৫

যৌবনে দ্বিতীয় অঙ্কে
তুলিয়া লইয়া অঙ্কে,
বঁধুয়া, মধুর হেসে
ঢেলে দেছে প্রেমধার !
সে আমারে কত রূপে
দি'ছে প্রেম উপহার।

৬

পুনঃ সে তনুজ, সখা,
স্নেহ ভক্তি মধুমাখা
আলম্বন যষ্টি শেষ,
স্ববীয় জীবনাধার
সে আমারে কত রূপে
দি'ছে প্রেম উপহার
সতত পারশে আছে
ধরিয়া বিবিধাকার।

প্রবন্ধ-প্রতিভা

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত

প্রবন্ধ-প্রতিভা

বুড়ার অ্যালবাম

বৃদ্ধের সম্বল কি তোমরা কেহ জান না বোধ হয়। একে একে বৃদ্ধের নিকট হইতে যখন সকলেই সরিয়া যায়, শৈশবের সরলতা, যৌবনের উৎসাহ, আশা, ভরসা, এমন কি প্রাণাধিক আত্মীয়-স্বজন— সকলেই চলিয়া যায়, তখন থাকে কি? থাকে কে? থাকে তাহার লোল, কম্প্র, জরাজীর্ণ দেহ-যষ্টিখানি—'আমি' আর আমার লোহার সিন্দুক। 'আমি' কে জান কি? আমি তোমাদের সেই নির্জ্জন সঙ্গিনী, আনন্দ ও দুঃখ-সুখবিধায়িনী ত্রিকাল-চিত্রকরী শ্রীমতী স্মৃতি। আমারই লোহার সিন্দুকটি বুড়ার সম্বল। বৃদ্ধের যা কিছু সম্বল উহার মধ্যেই সঞ্চিত এবং ইহাই তাহার নীরস দীর্ঘ দিবস-যাপনের চিত্তবিশ্রাম। আমিই তাহার তন্দ্রাহীন রজনীর শয্যা-সঙ্গিনী। বৃদ্ধ ইহাকেই আগুলিয়া বসিয়া থাকে; দিনের মধ্যে শতবার খোলে ও দেখিয়া তৃপ্ত হয়। কাহাকেও দেখাইতে চায় না। তোমরা কি দেখিতে চাও? তবে এস আমি দেখাইব। তোমাদের বিচরণ-ক্ষেত্র মহার্ঘ, বিচিত্র জ্ঞান-গালিচামণ্ডিত; তোমাদের দিক্‌-চক্রবাল নবসূর্য্যপ্রভাসমন্বিত। তোমাদের রত্নমণ্ডিত অ্যালবাম জগতের সুন্দর সুন্দর দেশ-বিদেশের উৎকৃষ্ট চিত্রে সুশোভিত। বুড়ার অ্যালবাম দেখিতে ভাল লাগিবে কি? যাই হ'ক দেখিতে যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন দেখ।

প্রথম চিত্রে ঐ দেখ হংসকারণ্ডবসমাকুল, স্বচ্ছ দর্পণতুল্য বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা। চতুষ্পার্শ্বে আম, জাম, রসাল, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষরাজি ফলভরে অবনত। পশ্চিমে বাঁশ-বন সমীরে আন্দোলিত হইয়া কখনও আকাশ, কখনও ভূমি চুম্বন করিয়া উঠিতেছে, পড়িতেছে। খেজুরের স্কন্ধদেশে সারি সারি মৃত্তিকা-কলসগুলি বাঁধা রহিয়াছে। বুলবুলির ঝাঁক ভিড় করিয়া কলসনিহিত রসাস্বাদনে ব্যগ্র। হরিদ্রাবর্ণের বেনে বউগুলি মধুর স্বরে গান করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছে। কুলবধূরা নাসিকা অবধি ঘোমটা টানিয়া জলে আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া মৃদু রসালাপ করিতে করিতে তনুলতা মার্জ্জিত করিতেছে। প্রাচীনারা স্নানান্তে আর্দ্রবসনে ধৌত-সোপানে সন্ধ্যাহ্নিকে নিমগ্না। ঘাটের এক পার্শ্বে মৃত্তিকার উপর বসিয়া, মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া, কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঘস্ ঘস্ করিয়া বাসন মাজিতে মাজিতে ঝীয়েরা কোন্দল বাধাইয়া দিয়াছে। মার্জ্জনার চোটে হাতের বাসন যেমন উজ্জ্বল হইতেছে, ঝগড়ার দাপটে গলার স্বরও তেমনি ক্রমে সপ্তমে উঠিতেছে। চাকরেরা পিত্তলের কলস স্কন্ধে লইয়া ঘাটের দ্বার-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া "ঘাটে যাবো গো?" বলিয়া আদেশের অপেক্ষা করিবার কালে গোপনে সরোবর-রহস্য দেখিয়া লইতেছে। ঐ দেখ বড় উঠানের এক পার্শ্বে প্রকাণ্ড মরাই সোনার ধান বুকে ধরিয়া গৌরবে শির উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অপর দিকে রান্নাঘরের চালের মাথা দিয়া ধূম উত্থিত হইতেছে, যেন নীলগিরিশ্রেণীতে কুজ্ঝটিকার সমাবেশ হইয়াছে। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ গোময়-লেপিত হইয়া পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। রান্নাঘরের দাওয়ার উপর পিতলের গামলা, কাঠের পিঁড়ী, বড় বড় বঁটি, তরকারীর চাঙ্গারী, বউ ঠাকুরাণীদের সুগোল বলয়শোভিত, সাংঘাতিক কোমল করস্পর্শের অপেক্ষা

করিতেছে। একদিকে গোল হইয়া বসিয়া ছোট ছোট বালকবালিকারা বাসি লুচি-সন্দেশের সদ্ব্যবহারে নিমগ্ন। বিড়াল-শাবকগুলি সকরুণ "মিউ-মিউ" স্বরে চক্ষু মুদিয়া ডাকিতেছে, আর ছোট ছোট হাতের মৃদু চাপড় খাইয়া এক একবার পিছু হঠিতেছে। ঠাকুরঘরে গোপাল জিউ বিগ্রহের নিত্যপূজা আরম্ভ হইয়াছে। রূপার সিংহাসনের উপর গোপাল বসিয়া আছেন; হাতে বালা, মাথায় চূড়া, গলায় তক্তি, কণ্ঠ-মালা, কোমরে বোর। গোপালের হাসিমুখ; হাতে সোনার বাটিতে মাখন। গোপালের ঘরের পার্শ্বের ঘরে ঘোলমওয়া চলিতেছে, তাহার মৃদু মধুর শব্দ উঠিয়াছে। সম্মুখের দালানে নগ্নপদে বাটীর কর্ত্তারা ও যুবকেরা বিগ্রহের আরতি দেখিতেছেন। বালকেরা ছোট ছোট হাত দুলাইয়া রূপার চামর ব্যজন করিতেছে। ঠাকুরঘরের চাকর কাঁসার ঘড়ী পিটিতেছে। পুর-মহিলারা স্নাত হইয়া ঠাকুরঘরের মধ্যে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া নন্দকিশোরকে দর্শন করিতেছেন। ঐ দেখ, সৌম্য-মূর্ত্তি বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য তিলক ও মাল্যচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া বাহিরের একটি ঘরে সতরঞ্চের উপর কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রী লইয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত। কাহাকেও চাণক্যের শ্লোক, কাহাকেও বা মুগ্ধবোধের সহর্ণের ঘঃ বুঝাইতেছেন। দুর্গাবাড়ীর সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের আটচালায় পাঠশালা বসিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তালপাতার গোছা জড়াইয়া, মাটীর দোয়াত, খাঁকের কলম লইয়া বেত্রধারী গুরুমহাশয়ের নিকটে ভীতচিত্তে উপস্থিত হইতেছে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকেরা, কড়ানে, গণ্ডাকে, সিরকে, পুণকে চীৎকার করিয়া সুর তুলিয়া মুখস্থ করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে সহপাঠীর কোঁচড়ের মুড়ীর মোওয়ার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। আরও দেখ, বাহিরের ফটকস্থ সম্মুখের ময়দানে ভীমদর্শন দ্বারবানেরা মোচ মুচড়াইয়া কানের পাশে তুলিয়া দিয়াছে;

রক্তচন্দনের রেখায় বাহু ও ললাট অঙ্কিত করিয়া গেরুয়া মালকোচা বাঁধিয়া বাহ্বাস্ফোট করিয়া কেহ কুস্তী করিতেছে, কেহ মুগুর ভাঁজিতেছে, কেহ বা সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে। দেউড়ীর মধ্যে ঢাল-তরবারি শোভা পাইতেছে। বৈঠকখানার নিম্নে দেউড়ীর পাশের ঘরে কাছারী বসিয়াছে। কর্ত্তা মছলন্দের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া প্রফুল্ল-চিত্তে গড়কা টানিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণে বিস্তৃত গালিচার উপর লম্বিতশিখা নামাবলীধারী ন্যায়রত্ন, তর্কালঙ্কার, বিদ্যাবাগীশের দল শাস্ত্র আলোচনায় নিযুক্ত। সম্মুখে নস্যের ডিবা। বাম দিকে পারিষদবর্গ; ঘোষজা, বোসজা, মিত্রজা প্রভৃতি; খোসগল্পে রত। সম্মুখে দেওয়ানজী, গোমস্তা নায়েবাদি নাকে চশমা, কানে কলম, সম্মুখে দপ্তর, হিসাব নিকাশে ব্যস্ত। কাছারীর বাহিরের রোয়াক ও প্রাঙ্গণে, পাইক, মোড়ল, প্রকৃতিবর্গ, পিতৃদায়, কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব লোকের ভিড়।

দ্বিতীয় চিত্রে দেখ—স্বর্ণাম্বরী, তপ্তকাঞ্চনবরণী, অম্বুজনয়না, বিমল জ্যোৎস্না-হাসিনী শরৎসুন্দরী পথে পথে শারদার আগমন সূচিত করিয়া দিতেছে। কাশ-বালকগুলি যেন শুভ্র পতাকা হস্তে ধরিয়া পথের ধারে ধারে দণ্ডায়মান। দেবীর চরণস্পর্শলাভার্থ ব্যগ্র হইয়াই যেন কমলবনগুলি এককালে দীর্ঘিকা আচ্ছন্ন করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কোমল সুমিষ্ট গন্ধে দিক্‌সকল আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। পল্লী-বালকবালিকারা কোমল মৃণাল তুলিয়া কেহ মালা গাঁথিয়া গলায় পরিতেছে; কেহ বা উহা ভক্ষণে রত হইয়াছে। পূজার বাটী সহসা অমল ধবল কান্তি ধারণ করিয়া হাসিতেছে। ঘেরাটোপরূপী ঝেরকা বা অবগুণ্ঠনমুক্ত হইয়া ঝাড়-লণ্ঠনরূপিণী স্বচ্ছাঙ্গিনারা সর্ব্বাঙ্গ মাজিয়া ঘসিয়া জ্যোতির্ম্ময় প্রিয় সমাগমের আশায় শুভ রাত্রির অপেক্ষা করিয়া, ঐ দেখ মহা উল্লাসে, দুলিতেছে, ঝুলিতেছে, টুং-টুং ঠুং-ঠুং চিক্-মিক্ ঝিক্-মিক্

করিতেছে এবং ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণের শাড়ী পরিয়াছে। ওদিকে খই-মুড়কীর ঘরে বৃহৎ বৃহৎ হোগলার ডোলের মধ্যে মুড়কীর নারিকেল-লাড়ুর গন্ধমাদন স্থাপিত হইতেছে। ভিয়ান-বাড়ীতে তিড়ুঙী কাটা ও কাঠ চালা হইতেছে। ছিষ্টে (সৃষ্টিধর) বাড়ীর শ্যাকরা "হার কই, মাকড়ী কই, তাগা কই, আংটী কই, কবে আর হবে" প্রভৃতি বউ ঠাকুরাণীদের তাগাদায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

ঐ দেখ, আজ পূজার ষষ্ঠী, পূজার দালান আলোকে পুলকে গন্ধে আনন্দে ভরপুর, বধূমাতা ও কন্যাকাগণে পরিবেষ্টিতা গৃহিনী, করে রতনচূড় পরিধান করিয়া, মাথায় বরণডালা ধারণ করিয়া প্রতিমা প্রদক্ষিণ করিতেছেন; বধূমাতারা অলক্তরঞ্জিত-চরণে মুখর নূপুর পরিধান করিয়া গৃহিনীর পশ্চাৎ অনুবর্ত্তন করিতেছেন; হাতে হাত-ঝুম্‌কাগুলি দুলিয়া দুলিয়া ঝুণ ঝুণ করিয়া বাজিতেছে। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর সানাই আর বালক-বালিকার কলকণ্ঠে পূজাবাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে; রঙ্‌-বেরঙের শাটীর তরঙ্গে বরাঙ্গে মেঘ-ডম্বর-অম্বরের মধ্য দিয়া কনক-নিকষ বিদ্যুদ্-দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

ভাষা

"ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসি নি।"

ভাষার মধ্যে এমন কতকগুলা কথা আছে, যাহা কাণের কাছে, প্রাণের কাছে কেবল কোলা ব্যাঙের মত কড় কড় করিতে থাকে; মনে হয় যে, সে কথাগুল না থাকিলে ভাল হইত। আর প্রীতি-পদার্থটা সার্ব্বভৌমিক করিতে পারিলেই যেমন তাহার জন্মের উদ্দেশ্য সফল হয়, শব্দসমুদ্রের মধ্যেও তেমনি কয়েকটা কথা আছে, যাহার

সুধাবিশেষ মাখিয়া তুলিতে পারিলে অমর হওয়া যায়। তবে জগতে ব্যাঙগুলরও ত আবশ্যক আছে। আষাঢ়ে ঘোর বরষায়, ভেকের অবিশ্রাম সমতান কড় কড় ধ্বনিতে আকাশের কোমল হৃদয় ফাটিয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকে, সেইরূপ ঘোর ঈর্ষার নীরস, নিষ্ঠুর কথাগুলর কড়-কড়ানিতে কোমলতার হৃদয় ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে থাকে; তবে কি জগতে উভয়েরই জন্য কেবল যাতনার অশ্রু আদায়ের জন্য? তাহাতে কি সুখ কে জানে? যাউক, কিন্তু সমুদ্রের বুকে যেমন কালাগ্নি ও অমৃত, শম্বুক ও রত্ন দুই-ই আছে, তেমনি শব্দসিন্ধুর মধ্যে সুধা ও হলাহল দুই-ই আছে!

উপরোক্ত ছত্রটী যাঁহার হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তিনি মনুষ্য হইলেও দেবতা। যদি কেহ এই সুখ, দুঃখ, আশা, তৃষ্ণা, লালসা, বাসনা, অতৃপ্তি, অপূর্ণতা-সঙ্কলিত জগতে শান্তি আকাঙ্ক্ষা করেন, পূর্ণতার অন্বেষণ করেন, তৃপ্তির আস্বাদন চাহেন, তবে, "ভাল-বাসিবে ব'লে ভালবাসি নি।" এই মূলমন্ত্রে সাধনা করুন; দেখিবেন, যাহা অতি দূর-দূরান্তরে—যাহা সহস্র কর্ম্মানুষ্ঠানে সিদ্ধ হয় নাই, সেই অমূল্য শান্তিনিধি "ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসি নি," এই মহামন্ত্রের সাধনে লাভ করিয়াছেন।

হৃদয়

হৃদয়টা আমাদের বিশাল দর্পণ—ইহাতে বিশ্বের ছায়া প্রতিফলিত হয়, যিনি এই ছায়া ধরিয়া রাখিতে পারেন, তিনি ফটোগ্রাফার কবি। যিনি পারেন না, তিনি শূন্য (০)। যাউক, এমন কোন একটী ভাব নাই বা থাকিতে পারে না, যাহা আমাতে আছে, তোমাতে

নাই,—ইতরবিশেষ কেবল বিকাশ লইয়া। তোমাতে যাহা, আমাতেও তাহা আছে, সেই জন্যই আমি তোমাকে ভালবাসি, এই সাদৃশ্য যদি না থাকিত, তাহা হইলে কখন মনুষ্য মনুষ্যকে ভালবাসিতে পারিত না; যে ঘৃণাভাজন, সে কাহারও স্নেহভাজন হইতে পারিত না, শ্রদ্ধা-ভাজন, ভক্তিভাজন ইত্যাদি কাহারও সৃষ্টি হইত না। তোমার হৃদয়ে যদি অন্যের হৃদয় প্রতিবিম্বিত না হয়, তাহা হইলে তুমি অন্ধ, এক ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিও, রাস্তায় বাহির হইয়া অযথা লোকের ঘাড়ে পড়িও না, নিজের একটী অঙ্গহীনতার উপরে আর একটা অঙ্গহীনতা বৃদ্ধি করিয়া লোকের দোষ দিয়া অন্যায় বিবাদে প্রবৃত্ত হইও না।

তৃপ্তি

(জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল,) চিরদিনই এক এই অতৃপ্তির গান শুনিয়া আসিতেছি। শত শত প্রাণের অভ্যন্তর হইতে যুগযুগান্তর ধরিয়া একসুরে এই বিলাপধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তৃপ্তি যে কেবল রূপেই নাই তাহা নহে, গুণে প্রেমে সুখে কিসে তৃপ্তি আছে? এক কথায়—যাহা কিছু সুন্দর তাহার মধ্যেই অতৃপ্তি বিরাজিত। সুমধুর সঙ্গীতশ্রবণে, ফুলের সৌরভ-আঘ্রাণে, সুখের মিলনে কবে কাহাকে তৃপ্ত হইতে শোনা গিয়াছে; কে বলিয়াছে যে, আমি ধন, মান, রূপ, যৌবনে তৃপ্ত; কে বলিয়াছে, আমি ভালবাসিয়া তৃপ্ত। বাস্তবিক প্রেম, যশ, মান, রূপ, যৌবন কিছুতেই তৃপ্তি নাই; এমন কি জ্ঞানেতেও তৃপ্তি দিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া সংসারে যে সুখ নাই, তাহাও বলা যাইতে পারে না। যাহা কিছু

সুন্দর, তাহার মধ্যেই অতৃপ্তি বিরাজিত, তাই যাহা কিছু সুন্দর তাহাই অনন্ত, তৃপ্তি সুখ নহে—উহা পার্থিব বস্তু, অতৃপ্তিই সুখ—অতৃপ্তি অনন্তের সোপান। আবার সুন্দর অনন্ত, অনন্তই সুন্দর। কিন্তু কুৎসিতের অপেক্ষাও যেমন কুৎসিত দেখা যায়, তেমনি সুন্দরের মধ্যেও আবার সুন্দর আছে—যেমন প্রেম। কতকগুলি সৌন্দর্য্য অনন্ত হইলেও সাময়িক ছেদবিশিষ্ট; যেমন ফুল, ফুলের সৌন্দর্য্যের মধ্যে অনন্ত অতৃপ্তি থাকিলেও তাহাও শুকাইয়া যাইতেছে, ঝরিয়া যাইতেছে। উহা তাহার সাময়িক ছেদ। কিন্তু সুন্দরের মধ্যে সুন্দর আছে—প্রেম। প্রেমে ছেদ নাই, ক্ষয় নাই, প্রেম চিরযৌবনা; এই জ্যোৎস্না-লাবণ্যময়ী, বিচিত্র-পত্রপুষ্পাভরণা, সুনীল-নীরদ-কুন্তলা ধরণীরও একদিন বার্দ্ধক্য আসিবে; কিন্তু প্রেমের শিশুত্ব কল্পনায় আসে না, প্রেম কখনও বুড়াও হইবে না। প্রেম সুন্দরের মধ্যে সুন্দর, প্রেম অনন্ত। সেই জন্যই প্রেমে এত অতৃপ্তি! প্রেম, তাই কি তোমাকে, 'কোটি কোটি জনম হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল?' তুমি এক জন্মের আয়ত্ত নও বলিয়া, তুমি অনন্ত বলিয়া, তাই কি প্রকৃতি-তত্ত্ব-অভিজ্ঞ, প্রেমিক কবি তোমার উদ্দেশে বলিয়া গিয়াছেন, 'লাখে না মিলন এক?' জানি না, তুমি কোন্ মহাযামিনীর সুখ-স্বপ্ন!

ভোগ

এ জগতে মানুষ চিরদিন সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছে, তবে দুঃখ লোকে যত অধিক ভোগ করিতে পায়, সুখ ততটা পায় না,—সুখের অল্পতা এবং দুঃখের আধিক্যও ইহার কারণ বলিয়া

বোধ হয় না। পরমকারুণিক পরমেশ্বর কখনই এত নিষ্ঠুর ও প্রতারক হইতে পারেন না যে, পৃথিবীকে দুঃখরূপ মৃত্তিকাতে গঠিত করিয়া, উপরে একটু সুখের ঝক-ঝকা মুড়িয়া দিয়াছেন। ভোগ কাহাকে বলে? বহুদিন আমরা যাহাতে জড়াইয়া থাকি, যাহার মধ্যে নিমগ্ন থাকি, তাহাই আমাদের ভোগাধীন বা তাহা আমরা ভোগ করিয়া থাকি। আহারীয় বা পানীয় বস্তু প্রভৃতি অতি অল্পক্ষণই আমাদের আয়ত্ত অতএব উহাকে ভোগ বলিয়া আমাদের তৃপ্তি হয় না। ঈপ্সিত বস্তুজনিত চিন্তা বা তাহার অভাবই আমাদের ভোগ, এই জন্যই সচরাচর আমরা সুখাপেক্ষা দুঃখই অধিক ভোগ করিয়া থাকি।

অভাব দুঃখ আর ভাব পাওয়াই সুখ। কিন্তু এই ভোগশব্দের মধ্যে কি দুঃখের রাজত্বই অধিক নহে? পূর্ব্বে বলিয়াছি, অনেক সময় আমরা যাহাতে জড়িত থাকি, তাহাই ভোগ। এখন দুঃখ আমাদের একবার উপস্থিত হইলে তাহা প্রায় আর ঘোচে না.—(এখানে দারিদ্র্য দুঃখের মধ্যে উল্লিখিত হইতেছে না); সুতরাং উহা আমরা যাবজ্জীবন ভোগও করিয়া থাকি, আমরা পাইলে যতটা পাই, না পাইলে তাহার অধিক পাইয়া থাকি, এই জন্যই আমরা দুঃখ ছাড়া তিলার্দ্ধ নই; সুতরাং দুঃখই অধিক ভোগ করিতে পাই, সুখ ততটা নয়। তবে মনুষ্য মনুষ্যকে নাকি সম্পূর্ণরূপে পাইতে পারে না, সেই জন্যই আমরা পাইলেও একেবারে ভোগ হইতে বঞ্চিত হই না! লোকে বলে, 'আহা, অমুকের অমন স্ত্রী-পুত্র বা স্বামি-পুত্র ভোগ হইল না, অসময় বিসর্জ্জন দিয়াছি!' (বিসর্জ্জন দেওয়া যে দুঃখ তাহার ত কথাই নাই?) কিন্তু যে যায়, সে ত আপনাকে কতকটা রাখিয়া যায়? অবশিষ্ট যেটুকু লইয়া যায়, তাহা আমাদের দর্শনাতীত—অন্ধকারের মধ্যেই সে ভোগ করে কি

না করে, তাহা কে জানে? কিন্তু যে থাকে, সে ত পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বেশী পরিমাণে ভোগ করে। এক ব্যক্তির চিন্তা তুমি যতক্ষণ করিতেছ, ততক্ষণ কি তাহাকে ভোগ করিতেছ না? এখন এই ভোগ সুখ কি দুঃখ, তাহা কি বলিতে পারা যায়?

চিন্তা-পাদপ

নির্জ্জনে থাকিলেই ভাবনা আসে, আজ আমি একাকী শুইয়া কি ভাবিতেছিলাম—জান? ভাবিতেছিলাম, যেমন বটের ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে তাহার প্রকাণ্ড কাণ্ড শাখা-প্রশাখা, দীর্ঘাসনা, ক্রোশ-ব্যাপৃত ছায়া লুকায়িত; ভাবুক ব্যক্তি মাত্রই তেমনি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, নির্জ্জনে মানবহৃদয়োত্থিত এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী চিন্তা-পাদপের বীজও অতি সামান্য। হয় ত তাহা কোন সময় একটী ক্ষুদ্র পাখীর ডাক, কি একটী ক্ষুদ্র কথা, কি কাহারও একখানি ম্লানমুখ কিম্বা একটী শুষ্কপত্রের পতন। প্রথম ইহা হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু পরে এই চিন্তাবৃক্ষের গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত যদি দৃষ্টিচালনা করা যায়, তা হ'লে বিস্মিত স্তম্ভিত চমকিত হইতে হয়, সময় সময় হাসিও আসে। কিন্তু বটের কাণ্ডের সহিত, তাহার শাখা-প্রশাখা, জটা, পল্লব—তাহার সকলের সঙ্গেই সকলের যোগ আছে দেখা যায়; আমাদের এই চিন্তাতরুর মূলের সহিত শাখার সংশ্লিষ্টতা কোথায়, এই ত কাল, কোথায় পুকুরপাড়ে আম্রবৃক্ষের পত্রপতন, আর কোথায় আমার দূরপ্রবাসী বন্ধুর কমলসন্নিভ আনন, কোথায় প্রাসাদের চব্বিশ কোটার ভিতরে ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে শয়ন

করিয়া পূর্ণিমার পূর্ণালোকে চন্দ্রালোকে পরিভ্রমণ ? এই ত চিন্তাতরুর শাখাকাণ্ডের ঘনিষ্ঠতা।

ইহাকে অনেকেই 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখটাকার স্বপ্ন' বলিতে পারেন; কিন্তু এই ছেঁড়া কাঁথার সঙ্গে, লাখটাকার শুষ্ক পত্রের সঙ্গে, বন্ধুর মুখের আর আমার ক্ষুদ্র গৃহের সঙ্গে সৌরজগতের যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহা নিশ্চিত বলিতে পারি; তবে বুঝাইতে হইলে অনেক টীকা, টিপ্পনী ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আবশ্যক; দুর্ভাগ্যক্রমে তত ক্ষমতা আমার নাই। এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহা বলা যায়;—যেমন পথিকেরা বৃহৎ বৃক্ষমূলে আসিয়া কেহ রাঁধিয়া খায়, কেহ বা তাহার বিস্তৃত সুশীতল ছায়ায় বসিয়া শীতল সমীরণে ও বিহঙ্গমকূজনে শ্রান্তি দূর করে, আর কেহ বা তাহার শীতল মূলদেশে উত্তরীয় বিস্তৃত করিয়া নিদ্রায় তাহার বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত স্বপ্নসমাগম লাভ করিয়া থাকে, (কে জানে, এই ক্ষণ-পরিচিত বান্ধবগণের জীবনপথে কখনও দেখা হয় কি না ? দেখা না হইলেও যেমন তাহাকে মিথ্যা বলা যায় না।) তেমনি আমরা এই জীবনমধ্যাহ্নে শোক, দুঃখ, ভয়, বিস্ময়-পরিপূর্ণ সংসারপথে ভ্রমণ করিতে করিতে এই চিন্তা-পাদপের ছায়ায় আসিয়া কখন বিশ্রাম, কখন স্বপ্ন, আবার কখন কখন অনাহূত অপরিচিত ক্ষণিক বান্ধবে সম্মিলন লাভ করিয়া থাকি। (বোধ করি, অনেকে অনুভব করিয়া থাকিবেন।)

সেই যে সময় সময় আমাদের চিন্তামগ্নতার মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্র কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থানের ছায়া, ছায়াবাজীর চিত্রপটের মত আমাদের মনের সামনে, চোখের সামনে আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার চকিতে সরিয়া যায়, তাহা কি ? এই যে ক্ষণিক পূর্ব্বে অস্পষ্ট ছায়ার মত, বিস্মৃত স্বপ্ন-দৃশ্যের মত এক একটি অপরিচিত মুখচ্ছবি মনে আসিতেছিল, উহারা

কে? উহাদের কি পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছি? না পরে কখন দেখিব? ইহার মূলে কি কিছুমাত্র সত্য নাই? এক্ষণে দেখা যাউক, মিথ্যা কাহাকে বলে? আমাদের স্বভাব, যাহা ক্ষণিক, যাহা অদৃশ্য, তাহা কি মিথ্যা বলিয়া তুপ্ত? (এখানে সত্যের অপলাপ, মিথ্যার কথা হইতেছে না।) আমরা প্রত্যক্ষবাদী, স্থূলবাদী; সুতরাং সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হইতে পারি না। কিন্তু সময় সময় স্বতোদিত চিন্তা-মায়ার মধ্যে যে অনেক সত্য নিহিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; তাহার মূলে যে কোন সত্য নাই, এমনও মনে হয় না। জানি না, কে আমাকে হস্ত-সঙ্কেতে এই কুহেলিকাচ্ছন্ন অভিনব জগতের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে বলিতেছে।

বিষম সমস্যা

মেয়েরা পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট, এই এক বিষম সমস্যা লইয়া আজকাল সভ্যসমাজে এক তুমুল আন্দোলন উত্থাপিত হইয়াছে; তাহা লইয়া অনবরত বাদানুবাদ তর্কবিতর্ক চলিতেছে, অনেক যুক্তি অযুক্তি বর্ষিত হইতেছে। কতকগুলি পুরুষ স্ত্রীজাতির পক্ষ আর কতকগুলি স্ত্রী পুরুষের পক্ষ।

দেখা যায়, এখন হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার বড় বিশেষ প্রয়োজন হইত না। এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে দেশীয় সাহিত্যের যেরূপ অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, মেয়েদেরও সেইরূপ অকস্মাৎ অদৃষ্ট ফিরিয়াছে বলিতে হইবে। পূর্ব্বে কোথাও যেখানে অধমত্বজ্ঞাপক কোনও তুলনার

প্রয়োজন হইত, সেইখানেই কেবল হতভাগ্য নারীর নামোল্লেখ হইত। যেমন "অমুক স্ত্রীলোকেরও অধম ইত্যাদি।" এখনও যে নারীর প্রতি অন্তর হইতে এ ভাব দূর হইয়াছে, এমন বলি না, তবে আজকাল বাহিরে ধূয়া স্বতন্ত্র উঠিতেছে। থাক্! আজকাল সংবাদপত্র, মাসিক-পত্র, সভাসমিতি, রঙ্গালয়, বিচারালয় নারীর প্রসঙ্গপূর্ণ, ইহা হইতে সুধা বা গরল যাহাই উত্থিত হউক, এই আন্দোলন মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত আশাপ্রদ বলিতে হইবে। মেয়েরাও এখন সকলে আর সেভাবে নাই, অসূর্য্যম্পশ্যা গৃহপিঞ্জরবদ্ধা পক্ষিণী নাই; তাঁহারা এখন উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা স্কুল, কলেজ, কার্য্যক্ষেত্র, রণক্ষেত্র প্রভৃতি সকলেতেই সমানাধিকার স্থাপনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। পদনিক্ষেপশঙ্কিতা নিরীহ অবলাদিগের মধ্যে এ ভাব কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? তাহার বিচার এ স্থলে অনাবশ্যক, কিন্তু মেয়েদের এই অত্যাচারে পুরুষ-সম্প্রদায় কিছু বিচলিত, কিছু চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন।

তাঁহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলেন, কোমলাঙ্গী রমণী কঠিন কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিলে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তা প্রভৃতি কমনীয় গুণগুলি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইবে। মেয়েরা আদৌ সে উপাদানে গঠিত নহেন,—গৃহস্থালীর ছোটখাট কর্ম্ম, সন্তানপালন প্রভৃতি ইহাই তাঁহারা পারেন এবং উহাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। জগতে কোন বৃহৎ কার্য্য কখন নারীর দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই, দুই একটি স্থলে যাহা যাহা দেখা যায়, তাহা সম্পূর্ণ নহে। মেয়েরা ক্ষণিক আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া একটা কার্য্য করিতে পারেন; কিন্তু ধারাবাহিক বা নিত্য-নৈমিত্তিকরূপে কখনও পারেন না।

মেয়েরা এখন যে অবস্থায় আছেন, তাহার মধ্য হইতে না পারাই

সম্ভব; কিন্তু কখনও পারিবেন না, ইহার অকাট্য প্রমাণও কিছুই নাই। উহার মীমাংসা কালসাপেক্ষ।

পুরুষেরা পুরুষ-পরুষপরম্পরায় জাতীয় শিক্ষার ফলের কথা স্বীকার না করিয়া গায়ের জোরে মেয়েদের হীনতা সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব দোষে প্রকৃতিকে অপরাধী করিয়া থাকেন। তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। তবে গায়ের জোরের উত্তরে কথা চলে না, গায়ের জোরেরই আবশ্যক, সেটা মেয়েদের বেশী নাই। পুরুষেরা মেয়েদের সমর্থপক্ষে দু-চারিটা উদাহরণকে আমল দেন না, নগণ্য করেন; কিন্তু উদাহরণ-বাহুল্যই যখন পুরুষদের সর্ব্বস্ব, তখন মেয়েদের প্রতি উহার স্বল্পতা প্রক্ষিপ্ত হয় কেন? যত দিন পুরুষেরা ইতিহাসের ষোল আনা পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ভরসা করি, তত দিনে মেয়েরা তদপেক্ষা আরও অধিক দু'চার পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিতে পারিবেন। এক জন ইংরাজ পুরুষের কর্ম্মদক্ষতা, নির্ভীকতা, অটলতার সহিত তুলনা করিলে, এক জন বাঙ্গালী পুরুষকে রমণীর মতই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তাই বলিয়া এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, বাঙ্গালী চিরকাল ইংরাজের কেরাণীগিরি করিবার মত উপাদানেই গঠিত হইয়াছে। এখন কেরাণীগিরি ছাড়িয়া অনেকেই জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, দেখিয়া কি মনে হয়? বাঙ্গালী গোড়ায় দুর্ব্বল বলিয়া দুর্ব্বলতা পোষণ করিয়া রাখাকে কেহ সদ্যুক্তি বলিতে পারে না। রমণী চিরদিন গৃহস্থালীর ছোটখাট কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন বলিয়া যে শিক্ষা পাইলেও তদূর্দ্ধে উঠিতে পারিবেন না, এমন কথা কখন আর বলা সাজে না। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বের অবস্থার সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিলেই উহা বেশ বুঝা যাইবে। কেহ কেহ এমনও বলেন, মেয়েরা যদি বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানবলে পুরুষদের সমকক্ষ হইতে

পারিত, তবে হইল না কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়, পুরুষ সমাজে এখন যেরূপ সভ্য ও উন্নত পদবীতে আরূঢ় হইয়াছে, গোড়াতেই তাহা হয় নাই কেন? গোড়াতে কি তাঁহাদের বলবুদ্ধি ছিল না? ইক্ষু হইতে যেমন একেবারেই চিনিতে পৌছান যায় না, প্রথমে গুড়, পরে বার'বার রিফাইন হইয়া চিনি হয়, তেমনই পুরুষেরা পুরুষানুক্রমে চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা রিফাইন হইয়া চিনি হইয়াছেন। মেয়েদের তাহা কেহ করে নাই—তাই হয় নাই, গুড়ই আছে। যখন করিত, তখন হইয়াছে—খনা, লীলাবতী, গার্গী, দুর্গাবতী প্রভৃতি দেখা যায়, যখনই কোন নারী স্বভাবপ্রণোদিত হইয়া অধীন জড়ক্রীড়াপুত্তলীভাব পরিহার করিয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের চেষ্টা করিয়াছেন, মনুষ্যত্বের দিকে পদমাত্র বাড়াইতে অগ্রসর হয়েন, তখনই পুরুষসমাজ বাধা-বিঘ্ন, দৃষ্টান্ত, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? জিজ্ঞাসা করি, রমণীর অস্তিত্ব কি তাহাদের নিজের নহে? নর ও নারী পৃথিবীর জীব, একে পিতা অপরে মাতা,—সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ও পালন উভয়েরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পুরুষের যদি আত্মনির্ভরতা, স্বাধীনতার আবশ্যক হয়, আত্মোন্নতির জন্য প্রচুর জ্ঞানশিক্ষার, জীবনরক্ষার জন্য জীবিকানির্ব্বাহার্থ ব্যবসায়ের প্রয়োজন হয়, তখন মেয়েদের উহাতে প্রয়োজন নাই কেন? তাহারা কি পৃথিবীর জীব নহে, কেবল সন্তানকে স্তন্যদান ও পুরুষের দাসীত্বের নিমিত্তই কি নারী সৃজিত হইয়াছে? পুরুষের খেয়ালের উপর, অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবার জন্য নারীর সৃষ্টি হইয়াছে? এ কথা কেহ বলিতে পারে না। আত্মনির্ভরতা জীবমাত্রেরই পক্ষে প্রয়োজনীয়, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অতএব সকলেরই উহা থাকা আবশ্যক। মেয়েদের এমন অবস্থা কি সচরাচর উপস্থিত হয় না,

যখন পিতার ভার মাতার কর্ত্তব্য উভয়ই তাহাকে নির্ব্বাহ করিতে হয়? গার্হস্থ্য-ধর্ম্মপালন পতিপত্নী উভয়ে মিলিয়াই করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত উভয়েরই স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য আছে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অমিত-বলবীর্য্যপ্রণোদিত হইয়া, বৃহৎ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বীরপুরুষ যখন গৃহে কপর্দ্দক-শূন্যা অপোগণ্ড-সম্বলিতা, সংসারশিক্ষ-বিরহিতা গৃহিণীকে গৃহে রাখিয়া বিদেশে রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিতে গমন করেন, তখন শুধু গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের নয়, সেই অনাথিনী অপোগণ্ড-সম্বলিতা ভার্য্যারত্নের সর্ব্বনাশসাধন করা হয় কি না? বোধ করি, তখন তাঁহাদের পতি ও পিতৃ উভয় কর্ত্তব্যই চরম পরিণতি লাভ করে।

জিজ্ঞাসা করি, তখন সেই অসহায়া বামার আত্মরক্ষার্থ, মাতৃকর্ত্তব্য-পালনার্থ আত্মনির্ভরতা এবং কঠোর জীবনসংগ্রামের উপযোগী শক্তিপুঞ্জের বিশিষ্ট প্রয়োজন কি না?

যে দেশে ভদ্রকুলজাতা অপোগণ্ড-নিপীড়িতা অনাথিনীর সামান্য পাচিকাবৃত্তি অবলম্বনের সুযোগ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ঘটিয়া উঠে না, যাহাদের জন্য আইনে ধনী পিতার গৃহে এক কপর্দ্দকেরও ব্যবস্থা নাই, তাহাদের স্বাবলম্বনের আবশ্যকতা নাই বা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রয়োজন নাই। এই কথা স্পর্দ্ধা করিয়া কেহই বলিতে পারেন না, বরং এক দিন এ কথা বলিলে শোভা পায়,—"মা ভৈঃ, চিন্তা কি? তোমাদের দড়ী-কলসীর কড়ি আমরা দিব।"

প্রবচন আছে, 'কথায় চিঁড়ে ভেজে না'; কিন্তু আমাদের অসীম প্রতাপশালী পুরুষেরা চিরদিন কথাতেই চিঁড়া ভিজাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের কথাগুলি শুনিতে যেমন মিষ্ট, তেমনি সত্য ও সবল; কিন্তু কার্য্যতঃ বিরল। তাঁহারা বলেন,—পুরুষে সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম

করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহা কি 'রমণীর' পদপ্রান্তেই উৎসর্গীকৃত হইতেছে না? তবে মেয়েদের কাজের জন্য এত মাথা ব্যথা কেন? উত্তর, নিমকহারামী —স্বীকার করা যা'ক, পুরুষ চিরদিন দানে মুক্তহস্ত, উপার্জ্জন করিয়া নিঃস্ব ভিখারী! রমণী গৃহে বসিয়া অন্নপূর্ণা।

কিন্তু শতের মধ্যে এমন সৌভাগ্যশালিনী কয়জন? আমরা বলিতে পারি, যাঁহাদের ভাগ্য প্রসন্ন, তাঁহারা শত উপার্জ্জনে উন্মুক্ত হইলেও নিশ্চিন্ত আরাম-শয্যা ত্যাগ করিয়া কখন কাণে কলম গুঁজিয়া বা মাথায় সামলা আঁটিয়া শুদ্ধ বাহাদুরের উদ্দেশ্যে পুরুষদের সমকক্ষ হইতে ছুটিবেন না; কিন্তু এক নিয়ম সমাজের সর্ব্বত্র খাটে না। মার্জ্জনা করিবেন, যাঁহাদের পদপ্রান্তে কেবল বর্ব্বরতা স্তূপীকৃত হয়—দুঃখের বিষয় অধিকাংশই তাই।—তাঁহাদের জন্য কোন ব্যবস্থা আছে কি?

সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য সামান্য অর্থের আবশ্যক হয়, কিন্তু জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য তদপেক্ষা উচ্চজ্ঞান ও ধনের আবশ্যক, মহৎ শিক্ষার প্রয়োজন। যদি কোন ধনবতীর শিয়রে অর্থ, পদপ্রান্তে অর্থ, আশে পাশে অর্থ স্তূপীকৃত থাকে, অথচ তিনি অমূল্য জ্ঞানরত্নে বঞ্চিত হন, তবে আমরা তাঁহাকে শতবার দরিদ্র মনে করিতে কুণ্ঠিত হই না; সুখী মনে করি না। এ মহৎ শিক্ষার ছাপ উপাধি নহে। তাহা হইলে উপাধিধারী পুরুষমাত্রকেই মনুষ্যত্বে শোভিত দেখিতে পাইতাম। যে শিক্ষার মধ্যে বিদ্যা আছে, অথচ ধর্ম্মের প্রাণ নাই; ন্যায়ের কৌটিল্য আছে, অথচ বিচার নাই; সত্যের আচ্ছাদন আছে, অথচ চরিত্রের বন্ধন নাই; স্বার্থের দৌরাত্ম্য ও প্রলোভনের বাগুরা আছে, অথচ প্রেমের হৃদয় নাই; সে শিক্ষা মেয়েদের প্রয়োজনীয় বলিয়াও মনে করি না; এ শিক্ষা যত্ন করিয়া কেহ শিখেন, এমন সাধও নাই।

সন্ন্যাসিনী

বা

মীরাবাই

(ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য)



গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত

উৎসর্গ

—*—

শ্রীমতী উমাসুন্দরী দাসী
মাতামহী ঠাকুরাণীর
শ্রীচরণ কমলে
এই গ্রন্থ
ভক্তিভরে
অর্পিত হইল।

পুরুষগণ

কুম্ভসিংহ	...	...	চিতোরের রাণা
উদয় সিংহ	...	...	রাণার পুত্র
মাধবাচার্য্য	...	...	রাণার বয়স্য
শক্ত সিংহ	...	...	চিতোরের সেনাপতি
মন্ত্রী	...	...	চিতোরের মন্ত্রী
রত্নসিংহ	...	...	রাঠোরবংশীয় সম্ভ্রান্ত যুবক
রহিম খাঁ	...	...	যবন-সেনাপতি
মহম্মদ খিলিজী	...	...	মালবের রাজা

রাজদূত ও যবন-সেনাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

রাজমাতা			
মীরাবাই	...	...	রাণা কুম্ভের স্ত্রী
[illegible]	...	...	ঝালরের রাজদুহিতা রাণার দ্বিতীয় স্ত্রী
সোহিয়া	...	...	ভীল বালিকা

বেগমগণ, পুরমহিলাগণ ইত্যাদি।

সন্ন্যাসিনী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(চিতোর ;—অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে মীরা)

মীরা। আহা কি সুন্দর আজি শোভিত ধরণী !
আলেখ্যে চিত্রিত যেন দূর শৈলগুলি !
সব যেন স্বপ্নমাখা ; পথ, ঘাট, সরোবর,
মন্দির, কানন। দু' একটি বিরল তারকা,
তটিনীর বক্ষে যেন দীপ্ত দীপভাতি ;
নীলাকাশ-প্লাবিত জ্যোছনা !
আলোকসাগরে ভেসে যায় পূর্ণচন্দ্র
কনক-তরণী, কেড়ে নিয়ে জগতের
প্রাণগুলি স্বীয় বক্ষ-মাঝে ; যেন, কোনও
সুখময় তীরে দিবে উতারিয়ে। গেয়ে ওঠে
বসন্তের পাখী, নাবিকের গীত সম ;—
মিলাইয়ে যায় তান অনন্ত প্রান্তরে !

জেগে ওঠে শত সুপ্তভাব অহল্যা-পাষাণী মত
ও স্বর পরশে। আসে গান প্রাণ উথলিয়া।
আজি দোলপূর্ণিমার রাত্রি! মনে পড়ে
সে সুখ-উচ্ছ্বাস, পিতৃগৃহে মুক্ত স্বাধীনতা;
অন্তরে বাহিরে হায় সুখ শৈশবের।
সেই শ্যামসুন্দরের দোল পুষ্পিত কদম্বমূলে,
অকাল-প্রস্ফুট-ফুল দেবতার তরে,
যেন বিটপের পুলক রোমাঞ্চরাশি শিহরিত ফুলে;—
ফুলাসনে কমলসম্ভবা, তনু-আধা
রাধা-কমলিনী, সেই আবিরেতে লালে লাল,
অরুণ-অম্বরা, আরক্তিম অনুরাগে
শ্যামলা ধরণী, সম তপোবনভূমি
পলাশ পতনে! হায় কোথা গেল,—
কেন গেল সে সুখের দিন!
কি পেয়েছি পরিবর্ত্তে তার?
বাণবিদ্ধ রক্তাপ্লুত হৃৎপিণ্ডরাশি!
হায়, আজি দোলপূর্ণিমার রাত্রি!
মহারাজ দেছেন আদেশ;—তাঁহার
অপেক্ষা করি থাকিতে উদ্যানে।
কাটাবেন সুখনিশি আনন্দ-উৎসবে।
সখীরা সাজায় কুঞ্জ কুসুমে, পল্লবে,
দেবতার প্রিয়ফুলে বিলাসীর শয্যা,
লতাজাল দিয়ে রচে বন্দীর কুটীর;
মুক্ত প্রাণ ধায় যেতে ঐ নীলাকাশে,

বিহঙ্গের মত উড়ে কাহার উদ্দেশে ?
ভাল ত লাগে না এই বদ্ধ-গৃহ-সুখ,
এই নিশাজাগরণ, পথ চেয়ে থাকা।
জানি নাথ, প্রাণাধিক, ভালবাস মোরে।
হায়! মীরার পরাণ চায় সে গোপীনাথেরে।
কবে তব মুগ্ধ হবে আঁখি সে শ্যামসুন্দরে,
মিশে যাব দুটি স্রোত সে প্রেমসাগরে!
(উদ্বিগ্ন ভাবে) কই এখন ত প্রাণেশের নাহি দরশন,
কেন আজ বিলম্ব এমন ?
তবে নাহি কি হৃদয়ে তাঁর সে স্বচ্ছ মুকুর,
যাহে প্রণয়ীর প্রতি চিন্তা, প্রত্যেক বাসনা—
প্রণয়ী হৃদয়ে স্বীয় করে দরশন ?
হৃদয়ের এই আকুলতা, নাহি কি তীক্ষ্ণতা এর হেন,
সুজটিল রাজ্যচিন্তা ভেদ করি, পশে
গিয়া হৃদয়ে তাঁহার; নিয়ে আসে তারে,
মন্ত্রমুগ্ধ-সম, এই স্নিগ্ধ উপবনে!
জয়দেবসরস্বতীকৃত গীতগোবিন্দের টীকা
রচিত নাথের, শুনিতে কেমন লাগে
প্রাণেশের মুখে; ব'সে আছি পথ চেয়ে
সেই আশা সুখে। ছি ছি পুরুষ নিষ্ঠুর!
অথবা পুরুষের প্রেম শত কার্য্য-
চিন্তা-মেঘে ঢাকা। সে কি পারে রমণীর
ইচ্ছামত ফুটিয়া উঠিতে ? মোরা নারী,
কর্ম্মহীন প'ড়ে আছি বিপুল বিশ্বেতে,

পুরুষের হৃদাকাশতলে ক্ষুদ্র ধূলি-জাল সম।
কাহার আদেশে ফুটে উঠি সেই মুখ চাহি,
ঝ'রে পড়ি সে মুখ দেখিয়া !

গীত

সরফর্দা

মানব-জনম ল'য়ে হায় মন ! কি করিলে ?
কেন আসা ভূমণ্ডলে, বারেক তা' না ভাবিলে।
প্রেমের অমৃত নদী,
এ হৃদয় পেলে যদি,
আজি (ও) কো'ন্ তৃষাতুরে কণামাত্র বিতরিলে ?
দেখিতে পেয়েছ আঁখি,
কিন্তু কোথা দেখাদেখি—
আপনারে দেখেই ত আপনে রয়েছ ভুলে।
আমা সম কত নারী,
কন্যা এক ঈশ্বরেরি,
দাহন হ'তেছে সদা প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে।
কভু তাহা দেখিবারে,
ভুলেছ কি আপনারে—
দেখেও কি নিরালায় ভাসিয়াছ অশ্রুজলে ?

(সখীদের প্রবেশ)

১ম সখী। সখি ! মধুর যামিনী, বকুল কামিনী,
কুসুমিত উপবনে।

করেতে কপোল, নয়ন কমল,
ছল ছল কি কারণে ?

২য় সখী। তিলেক বিরহ, এত কি অসহ ?
এত কি বিঁধিল হিয়া ?
বিরাগসঙ্গীত, এসে উপনীত,
ডেকে কি আনিব পিয়া ?

৩য় সখী। না লো! কবিদের অদ্ভুত সকলি,
সুখে দুঃখ গঠি ভাসে ;
বসন্ত সমীর, পূর্ণিমা-যামিনী,
ছেয়ে ফেলে শ্বাসে শ্বাসে।

মীরা। কি বুঝিবি তোরা সখি চপলা বালিকা !

সকলে। তবে যাই মোরা, ফুল তুলে গাঁথিগে মালিকা।

(দূরে পুষ্প চয়ন করিতে করিতে গীত।)

আহা কি ফুটেছে সখি যূঁই গাছে গাছে রে।
গুঞ্জরি ভ্রমর দেখ ফিরে কাছে কাছে রে।
এ ফুলে ও ফুলে বায়ু ঢলি ঢলি পড়িছে,
কুসুম সুবাসে তনু সুবাসিত করিছে,
পুলকেতে তর্ তর্, বহিতেছে সর্ সর্,
অঞ্চলে অলকে হের লুকাচুরি খেলে রে।
শিরোপরে হের শশী হেসে ঢর ঢর রে !

(রাজার প্রবেশ ও অন্যমনস্কভাবে উপবেশন)

মীরা। দেখ নাথ, সখীরা আমার
ছড়াইয়া সুমধুর সুস্বর-লহরী,

হারায়েছে নিকুঞ্জ কোকিলে।
কৈ তব গীতগোবিন্দের টীকা? মধুপ্রস্রবণ
ঢাল প্রাণে প্রাণেশ্বর, এ মধু যামিনী।

রাজা। সত্য বটে, কিন্তু প্রিয়ে স্বভাবের মধুর বিভব
আজি কিছু লাগিছে না ভাল। সাধে বাদ
সাধে যদি ভাগ্য, কি করিবে প্রাণগত আশা?

মীরা। কেন নাথ রোষ-দীপ্ত মধুর আনন,
কুটিল ভ্রূকুটি শান্ত বিমল ললাটে,
পাবে না কি শুনিবারে মাহষী তোমার?

রাজা। শুন তবে প্রিয়ে!
দেখি কুম্ভ মেরু উচ্চ চূড়া, ঈর্ষ্যা-দগ্ধ হৃদে,—
মালবের রাজা আর গুর্জ্জর ভূপতি,
দোঁহে মিলে করিয়া মন্ত্রণা,
আসিয়াছে করিবারে চিতোরাক্রমণ।
ফিরিতেছে দোঁহে তস্করের মত, গুপ্ত
ছিদ্র অন্বেষিয়া। শান্তিপূর্ণ রাজত্বে আমার
বহুদিন জ্বলে নাই সমর-অনল।
ক্ষুধিত তৃষিত অসি; ইচ্ছা হয়, এই দণ্ডে
গিয়ে, দিই ঘুচাইয়া তার আহব-পিপাসা।
আসিলাম একবার দেখিতে তোমারে।
হয় ত বা এতক্ষণ এসেছেন মন্ত্রী,
রয়েছেন অপেক্ষায় মোর; যাই তবে প্রিয়ে?

মীরা। কেন নাথ! আকাশের উদার হৃদয়ে
গুপ্ত ভীমবজ্র নিষ্ঠুরতা, রাজসিংহাসন-

তলে শুধু রক্তনদী বহিবে কি চিরদিন
একই নিয়মে ; রক্তপাত, কাটাকাটি, যুদ্ধ ছাড়া
আর নাহি কি শাসন অন্য বুদ্ধির মন্দিরে ?
যুদ্ধে মৃত সেনানীর আবাস হইতে,
হৃদয়বিদীর্ণকারী রোদনের ধ্বনি
পারি না যে শুনিবারে প্রদোষে প্রভাতে !
আহা ! তাদের অনাথ শিশু মলিন আননে
দাঁড়ায় আসিয়া যবে রাজদ্বারে দেখা করিবারে,
দীননেত্রে থাকে চেয়ে মুখের পানেতে ;
সে দৃষ্টি দেখিলে নাথ ! ভেঙ্গে যায় বুক।
ইচ্ছা হয় চুমি মুখ ; নিই কোলে তুলে
মহিষীর ক্ষুদ্র মান উপেক্ষা করিয়ে।
শত আঁখি চেয়ে রয় তীব্র-দৃষ্টিপাতে।
হায় ! একটি মধুর দিবা, প্রশান্ত যামিনী
মহার্ঘ্য রাণীর ভাগ্যে ? ধিক্ রাজ্যসুখে !
কূটচিন্তা, সদাশঙ্কা, গোপন মন্ত্রণা,
এরই পরে প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণ-সিংহাসন ?
এই যদি সুখ ভবে, দুঃখ কি যে তবে ?
ভিন্ন রুচি মানবের পারি না বুঝিতে।

রাজা। তুমি নারী সুকোমল হিয়া, কি বুঝিবে
রণরঙ্গে কি সুখ মাতিতে ?

মীরা। কাজ নেই বুঝে।
করহ শপথ প্রভু, হাত দিয়ে রমণীর শিরে,
যত পার দিবে ছেড়ে বিনা রক্তপাতে ?

রাজা। অন্যায় এ মহিষী তোমার, সমর-
অঙ্গন হ'তে আসিব কি ফিরে,—
ভীরু কাপুরুষ মত ভয়ে পলাইয়া ?

মীরা। রাখিবে না অনুরোধ ?

রাজা। ক্ষমা কর প্রিয়ে।

[প্রস্থান।

মীরা। (স্বগত)
হায়! পুরুষে ত বুঝেনাক রমণীহৃদয়,
তা হ'লে কি যেতে পারে অনুরোধ ঠেলে ?
অতনুর অন্ধ ব'লে আছে পরীবাদ ;
প্রেম-অন্ধ! হৃদি, মূর্খ, এ-ও কি সম্ভব ?
আমি দেখিয়াছি বেশ ক'রে ক'রে অনুভব,
যতক্ষণ করি আমি ইষ্ট-উপাসনা
ততক্ষণই থাকি ভাল ; কি এক বিমল
সুখে মগ্ন হয় মন। সে প্রেম এ প্রেম হ'তে
পূর্ণশান্তিময় ; ভেঙ্গে গেলে সেই
ধ্যান কি যে আকুলতা, নিরন্তর
পেতে কারে করে হাহাকার!
সে প্রেম, এ প্রেম হ'তে কত শান্তিময়!
নাহি ক্ষোভ, নাহি শোক, বিরহবেদনা,
প্রশান্ত মধুর জ্যোৎস্না-রজনীর মত,
খালি সুখ, খালি শান্তি, কেবলি আনন্দ ;

আর, জেনে শুনে ভ্রমতলে কেন থাকি প'ড়ে,
সাধ ক'রে পরা যেন সুবর্ণশৃঙ্খল !
যাই সেই নিরঞ্জন উপাসনাগৃহে,
দেখি যদি পাই তাহা, যাহা চাহে প্রাণ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মালবরাজের শিবিরপার্শ্বস্থ কানন।

কয়েক জন যবনসেনানী।

১ম। আঃ—ক'দিনের দিন রাত যুদ্ধে,
একেবারে ভেঙ্গে যেন পড়েছে শরীর।
দেহখানা যেন, ভারী পাথরের বোঝা।

২য়। বলিছ কাহারে ? আছে শুধু প্রাণ মাত্র।
এর চেয়ে মৃত্যু হ'লে বাঁচি ঘুমাইয়ে।

৩য়। কালকে ত গিয়াছিনু মরিয়া তৃষ্ণায়।
বল্‌তে কি, নেই কেউ এখানেতে, আমাদের—
—নেড়ের জাতেতে, নাহি কিছু দয়া মায়া।

২য়। ওতে হিন্দু ভাল।

৩য়। ভাব দেখি কালকের যুদ্ধে, শত্রু
চিতোরের রাজা কি কাজ করেছে !

১ম। তাই ত ! আপনার ভাঁড়ার হইতে,
জল যদি না দিত পাঠায়ে,
হয়েছিল যুদ্ধ করা।

৩য়। তা' নয়? গলা ফেটে, সেই তপ্ত বালি
মাঠের উপার হয়ে যেত সকলেরই ও কর্ম্ম নিকেশ।
সেলাম, সেলাম, একশ' সেলাম তারে।
একি পারে আমাদের নেড়ের জাতেতে।

১ম। চুপ কর, কে আসছে।
শুন্‌তে পেলে একেবারে দেবে জাহান্নবে।

(যবন-সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি। কি করছিস্ তোরা? ঘুমাছিস্ না কি?
আহা ঘুমো, ঘুমো। ক'দিন খেটে খেটে
একেবারে গিয়েছিস্ মারা। দিয়ে
যাই সুসংবাদ; আজ আর হবেনাক
যুদ্ধে যেতে, বলিস্ সবারে।

৩য়। হবেনাক? কেন আমরা ত রয়েছি প্রস্তুত।

সেনাপতি। হাঁ, তাতে তোরা পটু খুব, দেখে বোঝা গেছে।

২য়। কালকে হবে ত?

১ম। কাল আছে কালকের কথা।

সেনাপতি। হয় ত বা একেবারে যাবে থেমে
চিরদিন তরে।

৩য়। এমনটা হ'ল কেন? বলেন না অনুগ্রহ ক'রে।

সেনাপতি। প্রভু বড় হয়েছেন খুসী
কালকের যুদ্ধে, সেই জলদান দেখে।

২য়। আমি ত বোলেছি।

সেনাপতি। বলেছেন, চিতোররাজের কাছে
আপনি যাবেন তিনি; কহিবেন, সন্ধিভিক্ষা।

২য়। বাঁচা গেল শুনে।

সকলে চল, চল বলি গিয়ে সবে।

[প্রস্থান।

সেনাপতি। যাই আমি দেখি কি হতেছে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মালব ও মিবারের মধ্যস্থ রণক্ষেত্র।

শিবির।

(রাণা কুম্ভ, মন্ত্রী, শক্তসিংহ ও মাধবাচার্য্য আসীন)

(মহম্মদ খিলিজীর প্রবেশ)

শক্ত। এ কি এখনি পাইবে এর শাস্তি সমুচিত।

(অসি নিষ্কাশন)

রাণা। থাম সেনাপতি, সকল সময়ে
অস্ত্রের ঝনৃঝনি ভাষা নয় বিদ্রোহ-কাব্যের।
(রাজার প্রতি চাহিয়া)
কি বলেন মহারাজ! দেখিতেছি একক আপনি।

মহম্মদ খিলীজী। মহারাজ, বিদ্রোহের চির-সন্ধি এই সন্ধিস্থানে
চিরদিন তরে হয়, ইহাই প্রার্থনা;
আর, ম্লেচ্ছ ব'লে ভ্রাতৃস্নেহে না হই বঞ্চিত।
কি বা আমি পরাজিত; কর বন্দী, যদি ইচ্ছা মনে।

(যবন-সেনাপতির প্রবেশ)

শঙ্ক। বন্দী ত সুখের কথা অলস লোকের।
পিঞ্জরে বসিয়া শুক খায় আদ্র ছোলা,
কুটুর কাটুর ; কারাগার ভীরুতার
সুখসিংহাসন। নাহি শত্রু, নাহি যুদ্ধ,
নাহি রাজ্যের ভাবনা ; স্বপ্নহীন গাঢ়-
নিদ্রা, সুখের আবাস।

যবন-সেনাপতি। চপলতা বালকের ধর্ম্ম।

মন্ত্রী। প্রাচীনের নীতি ;—রোগ আর রিপু
ক্ষমার্হ কখন নয়। সমূলে উচ্ছেদ।
তরুকোটরস্থ বহ্নি বাসা নিয়ে হৃদে,
ছার খার করে শেষে সমস্ত কাননে।

যবন-সেনাপতি। শুভ্র কেশ, শুভ্র ভুরু, শুভ্র গুম্ফরাজি,
কালিমা পারেনি একেবারে ছেড়ে যেতে,
বদ্ধ মায়াপাশে ; তাই বার্দ্ধক্যতাড়নে
লুকায়েছে পরাণের ক্ষুদ্র কূপতলে।
হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ললাটে।

মাধব। আমি বুঝি সোজাসুজি ; বন্ধুতাই ভাল।
মারামারি, কাটাকাটি, কান ঝালাপালা—
মিটে না অসির কভু শোণিতপিপাসা,
মিষ্টান্নলোলুপ, অনন্ত ক্ষুধিত
পেটুক ব্রাহ্মণ সম। যত দেবে তত খাবে,
"না" কভু কবে না।

রাণা। অবশ্য করিব বন্দী; হাতে পেয়ে শত্রু,
কে কবে দিয়েছে ছেড়ে। কোন্ শাস্ত্রে আছে?

যবন-সেনাপতি। এ কি উদার ক্ষত্রিয়নীতি?
ধিক্, শত ধিক্!

রাণা। বন্দী তুমি মোর; আজি হ'তে বদ্ধ
এই হৃদয়-আগারে।

(উঠিয়া আলিঙ্গন)

ভাই! দ্বেষ, হিংসা, পিশাচীর কালরঙ্গভূমে
করাল কৃপাণ-ক্ষেত্রে শোণিতের হ্রদে;
অসম্ভব-প্রস্ফুটিত প্রণয়-কমল
না চাহিতে দিলে করে, ধন্য উদারতা!
আশার অতীত ধন্য মানি আপনায়
তব সম বন্ধুলাভে। মানবের এই ত
মহত্ত্ব। মহামূল্য অলঙ্কার বীরের,
বিনয়। যুদ্ধে জয়-পরাজয়; সে ত ছেলেখেলা।

যবন-সেনাপতি। ধন্য মহারাজ! শত্রুরে করিতে প্রেম
ক্ষত্রবীর ছাড়া, কেহ পারে নাই।
পারিবে না বুঝি বা জগতে।

মহম্মদ খিলীজী। বন্ধুত্বের নিদর্শন, জিতের ভূষণ
স্বরূপ, রাখুন এ স্মৃতি-চিহ্ন
আপনার পাশে।

(মস্তক হইতে মুকুট উন্মোচন করিয়া প্রদান)

শক্ত। কৃতজ্ঞতা চিহ্ন মহত্বের।

মাধব। বাঁচিলাম নিশ্বাস ফেলিয়া।
দু'পক্ষে না হয় যদি এক পক্ষে হবে।
মহারাজ, মিলনের সুখ—সিদ্ধি নয়
শুষ্ক মুখে, আজ্ঞা হোক ভোজনের
বিশেষ উদ্যোগে।

রাণা। তাই হোক, যাওয়া যাক্ কানন ভোজনে।
সেনাপতি, চল তুমি। সকলেই চল।

সকলে। যে আদেশ মহারাজ!

[যবন রাজা ও সেনাপতির প্রস্থান।

মন্ত্রী। একেবারে এত দূর ভাল কভু নয়!
শত্রুরে বিশ্বাস করা! বিশেষ যবনে!

রাণা। সমস্ত জগৎখানা তত বক্র নয়,
তুমি যত ভাব মন্ত্রিবর!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

(রাজ-অন্তপুরস্থ উদ্যান ; যোগিনী-বেশে মীরা)

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। একি! একি রাণী! কেন এ যোগিনী-বেশ?
কোথা রত্ন-অলঙ্কার? ছি ছি প্রিয়ে,
ফেল খুলে ফেল ত্বরা। দেখনি কি

পূর্ণশশী শোভে নীলাম্বরে ;
তুষারে ঢাকিলে তার রহে কি সে-শোভা ?

মীরা। নাথ ! কি হইবে বৃথা বোঝা ব'য়ে ?
শোভার কি প্রয়োজন ?
রমণীর অলঙ্কার পতি।

রাজা। বুঝিয়াছি প্রিয়ে, অলঙ্কার-বোঝা আমি ;
তাই সন্ন্যাসিনী তুমি ফেলে দেছ খুলে
বৃথা বোঝা, ঐ তব সুকোমল কণ্ঠদেশ হ'তে।

মীরা। সে কি নাথ !

রাজা। হায় ! কখন না দেখিলাম
চাহিছ আমারে, ব'সে আছ মোর পথ চেয়ে,
কহিছ আমার কথা সঙ্গিনীর সনে ;
দেখি নি ত কভু, তুষিবারে অভাগার
তৃষিত নয়ন, সাজিতেছ পুষ্পময়ী ফুল-আভরণে।

মীরা। ফুলে সজ্জা আপনার ?

রাজা। বাহিরে,
নিয়মের প্রাণহীন কর্ত্তব্য সাধিয়া,
কাটাকাটি রক্তস্রোত তর্জ্জন-গর্জ্জনে
অসাড় নিষ্পন্দ হৃদি সজীব করিতে
আসি গৃহে। খুঁজি চারিদিকে ; জিজ্ঞাসি
সাবারে,—কোথা রাণী ? কোথা মীরা ?
সেই এক কথা, "পূজাগৃহে" "আর্চ্চনামন্দিরে।"
কত বার এসে এসে দেখে ফিরে যাই
আছ মগ্ন গভীর ধেয়ানে। মুদিত নয়ন

দু'টি হ'তে ঝ'ড়ে পড়ে জলধারা ;
যেন, গিরিবালা নিরজনে তপে মগ্না
শিখরী-শিখরে।
এত পূজা ? কার পূজা ?
নবীন যৌবনে কেন এত বিরাগিণী ?
হায় ! ম্লান রূপরাশি, উপবাস, অনাহার
রাত্রিজাগরণে। প্রেম কি এমনি
তুচ্ছ, ঘৃণ্য, অপদার্থ নশ্বর সংসারে ?

মীরা। নাথ, তুমি জ্ঞানী, তুমি গুরু, তুমি
স্বামী মোর। শিখাও আমারে প্রেম।
দেহ উপদেশ। কি জানি প্রেমের আমি
ক্ষুদ্রবুদ্ধি নারী ? কোথা সেই প্রেম নাথ !
যে প্রেমে হইবে পূর্ণ সমস্ত বসুধা ?
যে প্রেমের স্রোতে ভেসে যাবে দ্বেষ, হিংসা ;
দূরে যাবে গ্লানি, ঘুচে যাবে কূটতর্কজাল ?
একাত্ম হইবে বিশ্ব ?
পূজা ক'রে পাই প্রীতি, তাই পূজা করি ;
জগতের পতি, যিনি তব পতি,
তাঁরে পূজা করি নাথ ! বল, বল, সে কি দোষ ?
সে কি ভাল নয় ?

রাজা। প্রিয়ে ! ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, মায়া, স্নেহ,
যত কিছু, সবই বিরাট প্রেমের অঙ্গ।
ভক্তি, শুধু একখানি ছিন্ন পদ তার।
শুধু তারে আরাধনা, তাহারই ধেয়ান

আর সব ছেড়ে ; ভেবে দেখ, সে কি পূজা ?
সে পূজা কি অঙ্গহীন নয় ?
সেই উচ্চ প্রেম-স্বর্গ, কল্পনা অতীত,
জ্ঞানাতীত, ধ্যানাতীত, অতীত নেত্রের।
যদি এত অনুরাগ, যাবে যদি সেথা,
কর আগে অতিক্রম স্নেহ, প্রেম,
সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোপান-আবলী।

মীরা। বুঝিতে পারিনে নাথ!

রাজা। কাজ নাই বুঝে! এস প্রিয়ে, এস বাহুপাশে।

(বাহু দ্বারা বেষ্টন)

মীরা। হায়, পূত অগুরুর সারে, শুভ্র ফুলদলে,
পুণ্য ভাগিরথীনীরে মার্জ্জিত করিয়া
বসায়েছি যেই মূর্ত্তি হৃদয়-মন্দিরে,
যে মূর্ত্তি অঙ্কিত হায় মরমে মরমে,
যে মূর্ত্তি মিশেছে মোর শোণিতের সনে,
বিকলাঙ্গ তাহা, সে মূর্ত্তি পূর্ণাঙ্গ নয় ?
ভাবিতে পারিনে!
কোথা প্রেমস্বর্গ ? কোথায় বিরাট অঙ্গ ?
থাক্ থাক্ চাহি না শুনিতে।
বোলো না বোলো না আর।
অন্ধকার, শূন্যময়, কোথা প্রেমস্বর্গ ?
শূন্য করি হৃদয়-আকাশ,
নিষ্ঠুর, নিয়ো না কাড়ি নির্দ্দয় হইয়ে

জ্ঞানহীনা অবলার সুখরত্নমণি।
তা হ'লে মরিবে মীরা।
ভেঙ্গে গেলে আলম্বন-দণ্ড, ধূলায় লুটায় লতা।
হায়! এ ধ্যান দিও না ভাঙ্গি।
অবলা রমণী, চাহিতে পারি না উচ্চে।
ত্রিমূর্ত্তিতে চিরদিন করিতেছি পূজা।
(তোমাদের) পিতা, পতি, পুত্ররূপে;
অঙ্গহীন, বিকলাঙ্গ হোক, সে ও ভাল।
পারিব না স্থাপিবারে শূন্যে ভালবাসা।
দিও না ভাঙ্গিয়া এই মূর্ত্তি—এই মূর্ত্তি
হৃদয়ের অধিপতি মম;
পিতা, পতি, পুত্র, ভ্রাতা, সবই একাধারে।

[প্রস্থান

শঙ্কা। কি সুন্দর মোহান্ধতা!
ভেঙ্গে দিলে বাঁধ, ছোটে যথা বরিষার
কূলবিপ্লাবিনী তরঙ্গিণী, ভাসাইয়া
তট-তরু, তরঙ্গ-তাড়নে।

(নেপথ্যে গীত)

অবোধ, বোঝে না সে ত,
দিতে আসে ভালবাসা।
এ যে বন-বিহঙ্গিনী, কেমনে রহিবে পোষা।
পরায়ে বাসনা ডুরি,
রাখিতে কি চাহে ধরি,

হরি, হরি, মরি, মরি, আকাশে যাহার আশা !
কেমনে রহিবে পোষা !

রাজা অবস্থার উপযোগী হয়েছে সঙ্গীত ;
যাই, আর কি হইবে প'ড়ে থেকে হেথা !

[প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য

(রাজ-অন্তঃপুরস্থ কক্ষ ; রাজমাতা ও পরিচারিকা

রাজমাতা। কি বলিলি, হইয়াছে সন্ন্যাসিনী ?
আহা ! তাই বুঝি ম্লান মুখ বাছার আমার
দেখিনু সে দিন । কেমনে জানিব বল,
অন্তরের এ বিদ্রোহ-কথা ? এমন ত
কখন শুনি নি ! কোন্ রাজকুলে,
রাজরাণী হয়ে থাকে সন্ন্যাসিনী ?
এ কি অলক্ষণ, হায় ! কি আছে না জানি
এ বয়সে ভাগ্যে ! একমাত্র পুত্র মোর :
রাজ-অন্তঃপুরে নাহি নৃত্য-গীত,
নাহি সুমধুর বীণাধ্বনি, যৌবনের
সুখোচ্ছ্বাস, হাস্য-পরিহাস । সদা
বিকট শ্মশান সম নিস্তব্ধ নীরব ।

পরিচারিকা। হেঁ গা এ কি যোগের বয়েস ?
কে জানে মা কেমন প্রবৃত্তি !

রাজমাতা। প্রবৃত্তি যেমনি হোক্, যত ক্ষণ আছি
আমি বেঁচে, হেন অমঙ্গল দিব না

হইতে কভু বাছার আমার। এত স্পর্দ্ধা!
এত অবহেলা। নিঃসপত্ন ভালবাসা,
বিস্তৃত রাজত্ব, রূপে গুণে বীরশ্রেষ্ঠ স্বামী;
এ কি সকলি অযোগ্য তার?
সবই তুচ্ছ? এত উচ্চ তিনি?
বলিব বুঝায়ে আগে,
শোনে যদি ভাল, নহে পাবে শাস্তি সমুচিত।
যা এখনি যা, জানাগে যা আদেশ আমার;
আসে যেন অবিলম্বে।

[প্রস্থান

পরিচারিকা। যাই; হয় ত এখন রয়েছেন পূজাগৃহে।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

(পূজাগৃহ, ধ্যানে মগ্ন মীরা)

"জয় জয় যদুকুল জলনিধি চন্দ।
ব্রজকুল গোকুল আনন্দ কন্দ।
উজ্জ্বল জলধর-শ্যামর অঙ্গ।
হেলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
মুরতি মদন ধনু-ভাঙ বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম-শর নয়ান তরঙ্গ॥
চূড়ায়ে উড়য়ে মত্ত ময়ূর-শিখণ্ড।
টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড॥

সুধই সুধাময় মুরলী বিলাস।
জগজন মোহন মধুরিম হাঁস॥
অবনী বিলম্বিত গলে বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততই রসাল॥
তরুণ অরুণ-রুচি পদ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি ভুবন আনন্দ॥"

পরিচারিকা। রাজমাতা পাঠালেন মোরে
অবিলম্বে ডেকে নিয়ে যেতে
তোমারে তাঁহার ঠাঁই।

মীরা। কেন, হয়েছে কি? চল যাই।

(রাজ-অন্তঃপুরস্থ কক্ষ ; রাজমাতা আসীনা)
(পরিচারিকার সহিত মীরার প্রবেশ)

মীরা। জননি কি ডেকেছ আমারে?
বহুদিন পরে পবিত্র নয়ন মাতঃ,
চরণ দর্শনে।

রাজমাতা। ব'স বাছা!
হায়! এ কি সজ্জা মা-জননি?
গৃহলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী তুমি,
কেন হেন অলক্ষণ;
সন্ন্যাসিনী-বেশ আছে কি করিতে তব?
কোথা তব রত্নবাস?
কোথা মহামূল্য মণিময় আভরণ?

মীরা। দিয়েছি মা দরিদ্রে বিলায়ে,
আহা পরে নি কখন তা'রা!

পরিচারিকা। ও মা কি হবে! সেই তেমন হার!
কি পোড়া কপাল; পেলে কোন্ ভাগ্যিধরী!
(গালে হাত দিয়া একদৃষ্টে মুখ নিরীক্ষণ)

রাজমাতা। ভাল দেছ দেছ, আর কি ভাণ্ডারে নাই?
শূন্য কি মা রাজকোষ শূন্য রত্নাগার?
কেন বাছা বাঁধনি কবরী, রুক্ষ কেশভার;
গন্ধ-তৈল, তাও কি নাহিক ঘরে?

মীরা। জননি, অভাব নাই ভাণ্ডারে তোমার;
পরিপূর্ণ রত্নরাজি দ্রব্য ধন জন,
জানি না কেনই হয় না বাসনা
পরিবারে আভরণ বাস,
তাই ত পরি না মাতা,
কি হইবে বৃথা অঙ্গরাগে চিত্রিত করিয়া অঙ্গ?
চিত্রপুত্তলিকা সম সাজিয়া থাকিতে
আপনিই লজ্জা হয়;—
মাটীর এ দেহ কখন মিশায়ে যাবে
মাটীতে কে জানে, তবে কি হবে জননি,
বৃথা কাজে নষ্ট ক'রে সময় রতন!

পরিচারিকা। কপালে না থাক্‌লে হয় না,
ওমা এক-গা গায়না!

রাজমাতা। বুঝিয়াছি; থাক্ বাছা, বলোনাক আর,
আর আমি শুনিতে পারিনে,
হায় এ কি অলক্ষণ, হায় একি অলক্ষণ!

মীরা। মাতা, আমি জ্ঞানহীনা নারী,
সংসারের কিছুই বুঝিনে,
নাহি বুঝি মানবের মন ;
কি বলিতে কি বলেছি, পেয়েছেন ব্যথা,
ক্ষম দোষ, কর মা মার্জ্জনা।

রাজমাতা। ছাড় যদি স্বেচ্ছাচার।
বাছা, শুনিবারে পাই, দিনরাত কর পূজা,
কার পূজা বল দেখি মোরে ?

মীরা। জগন্নাথ যিনি।

পরিচারিকা। ওগো সে একটা বিষ্ণুমূর্ত্তি !
তাতেই যত ছেদ্দা ভক্তি !

রাজমাতা। সেকি ইষ্টত্যাগ !
আমাদের কুলের দেবতা,
মুক্তকেশী কাত্যায়নী,
তাঁহারে কর মা পূজা,
কে দিল দুর্ব্বুদ্ধি হেন, কে ইহার গুরু ?

মীরা। কেহ নহে মাতঃ,
হৃদয় আমাব আপনিই করেছে বরণ,
নবজলধরকান্তি কমললোচনে।

রাজমাতা। বাছা ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছেলেখেলা নয়,
হৃদয়ের বশে কেমনে চলিবে
তুমি পরাধীনা নারী ;
আমাদের কুলরীতি চিরদিন যাহা,
এখনও তাহাই হবে, হবে না অন্যথা।

ছি ছি ইষ্টত্যাগ ! একি অলক্ষণ !
শোন বাছা, আজি হ'তে আর
পাবে না পূজিতে তব নবজলধরে।
একেবারে ফেল মুছে হৃদয় হইতে
প্রতিমূর্ত্তি তাঁর।

মীরা। কেন মাতঃ ?

রাজমাতা। তার পরিবর্ত্তে আমাদের কুলদেবী
শবাসনা নৃমুণ্ডমালিনী,
লোলজিহ্বা দিগম্বরী করিবে পূজন।

[প্রস্থান

মীরা। মা গো তব নিষ্ঠুর আদেশ।

গীত।

কাঁহা সো মিলই মেরা
কমললোচন রে !
ইহ ভূমণ্ডল, ভরমিব দেশ দেশ,
হেরব কথি সো ভবন রে।
কাঁহা সো মিলই মেরা
কমললোচন রে ?
ছার ধন-পরিজন, ছার রাজ্য-সিংহাসন,
সব কছু আঁধার গহন রে ?
কাঁহা সো মিলই মেরা
কমললোচন রে !

প্রেম-সাগর মাহ এ রিঝ অবগাহ
তুলিব সে নীল রতন রে!
কাঁহা সো মিলই মেরা
কমললোচন রে
দূর কর নীল শারী ঝুট ফুল কওরী
মোতিম-মালা হৃদে বাজে।
হার করি পহিরব, সো নীলমাধব,
রাখব হৃদয়ক মাঝে।
কাঁহা সো মিলই মেরা
কমললোচন রে!

সপ্তম দৃশ্য

চিতোর-রাজসভা।

(রাণা কুম্ভ, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি আসীন
রাজদূতের প্রবেশ)

মন্ত্রী। যা' সংবাদ, কর নিবেদন রাজপদে।

দূত। মহারাজ! মৈরদের আক্রমণ হ'তে,
দেবগড় রক্ষার নিমিত্তে,
যে দুর্গ নির্ম্মাণ হতেছিল—
তাহা অর্দ্ধসৃষ্ট প'ড়ে আছে।

রাণা। আজিও তা' হয় নি সমাধা?
কেন রাজকোষ অর্থশূন্য নাকি?

মন্ত্রী। মহারাজ তাও কি সম্ভব?

রাণা। আর কি সংবাদ।

দূত। আর ভীলেদের আশ্রয়ের হেতু,
যে দুর্গের প্রাচীন সংস্কার হতেছিল
রাজাজ্ঞায়, হয় নাই তাহা
বিপক্ষ-পক্ষের অত্যাচারে,
ভীল নারী যত পথে ঘাটে
কেহ আর বাহিরিতে নারে
নরশার্দ্দূলের তরে; বলেছেন
ভীলরাজ জানাতে এ বার্ত্তা
রাজপদে, আরও বলিলেন
দলবলে তিনি হয়েছেন সুসজ্জিত,
কেবল আছেন অপেক্ষায় আপনার।

রাণা। সুসংবাদ বটে, যাও চ'লে,
বিপক্ষ কে? এত স্পর্দ্ধা কার?
দুর্গনির্ম্মাণেতে বাধা,
মোর আশ্রিতের প্রতি অত্যাচার,
নিশ্চয় এ দুরাত্মা যবন!

মন্ত্রী। মহারাজ দিল্লীশ্বর সুলতান ঘোরী।

সেনাপতি। স্বভাব যাহার যাহা পারে না ছাড়িতে;
মুকুটে উঠিলে কাচখণ্ড
পায় না মণির দীপ্তি।

রাণা। দুরাত্মা বিলাসদাস পাপিষ্ঠ যবন!
শিখাইব কিছু শিক্ষা তারে,

সেনাপতি! বহুদিন পিপাসিত কোষবদ্ধ অসি
ঝুলিতেছে গৃহের প্রাচীরে।
যাও শীঘ্র, কর সুসজ্জিত অবিলম্বে সৈন্যদল,
নাকাড়ায় জানাও ঘোষণা প্রাণদান-নিমন্ত্রণ।
মালবরাজেরে আনিতে পাঠাও দূত,
আইসেন যেন সসৈন্যে করিয়ে সজ্জা।
ভাসাব সমর-সাগর-স্রোতে জীবন-তরণী।

[রাজা ব্যতীত সকলের প্রস্থান

যাই, দেখি কি করিছে মীরা,
সেই দিন হ'তে ভয়ে আর আসেনাক কাছে,
পাছে দিই ভেঙ্গে তার হৃদয়ের প্রিয় ছবিখানি।

[প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

(রাজ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান)

দুই জন সখী ও মীরা

গীত

ফুটিল ফুল অলি আকুল
কোকিল-কুল কুহরে।
মলয় বায় পরশি যায়,
লতিকাকায় শিহরে।
মুকুল মুঞ্জে ভ্রমরা গুঞ্জে
কুসুম কুঞ্জে ফুটিল।

হরিত শাখী গাহিছে পাখী
কলিকা আঁখি খুলিল।
নূতন গান নবীন তান
উথলে প্রাণ সজনি!
মধুর হাসি সুরভি রাশি
বিশদ চন্দ্র যামিনী।

১ম সখী। এ হেন নিশিতে সখি,
বল ত কি সাধ করে?
২য় সখী। গাঁথিয়া বকুল-হার,
সাজাইতে প্রাণেশ্বরে।
১ম সখী। কে তোমার ভালবাসা,
অতনু—অতনু নাকি?
জনমেও তাই বুঝি
দেখিল না পোড়া আঁখি
২য় সখী। দূর মাগি।

মীরা—

গীত

উজল চাঁদিনী, বাসন্তী যামিনী,
সুখেতে জগত হাসে;
হ'তে চাহে হৃদি, বেদনার সাথী,
দুখেতে যে জন ভাসে;
হেন মনে হয়, সারা ধরাময়,
ভ্রমি প্রতি ঘরে ঘরে;

সজল নয়ন, মলিন বদন,
রাখিতে হৃদয়ে ব'য়ে।
বিপুল ধরায়, কত হৃদে হায়,
নাহি সুখ তিল স্থল।
প্রতি নিশি হায়, ব'হে ল'য়ে যায়,
ক'ত পদ্ম-আঁখি-জল।

[সখীদের প্রস্থান।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা : অন্নপূর্ণা নারী, শঙ্কর ভিখারী
এ দেখি তেমতি ধারা ;
সিন্ধুতীরে ব'সে, কপালের দোষে,
পিপাসায় অর্দ্ধমরা।

মীরা। একি নাথ!
এতো নহে বিশ্রামের বেশ,
কেন রণবেশ?

রাজা : বিদ্রোহশান্তির তরে প্রিয়ে,
যেতে হবে সমরক্ষেত্রেতে ;—
তাই, আসিয়াছি লইতে বিদায়।

মীরা। ছি ছি, ছাড় নাথ নিষ্ঠুরতা।
হায়, খালি যুদ্ধ, কেবল বিদ্রোহ,
কবে ঘুচে যাবে রক্তপাত?
মানুষে চাহিবে না কি মানবের মুখ?

রাজা। তুমিও নিষ্ঠুর রাণী।
আজিও কি পা'ব না দুটো মিষ্ট কথা,
ভাবী বিরহের ভয়ে বাহুর বন্ধন
এখনও সেই স্থির ধীর ভাব,
তেমনই উদাস হৃদয়, শূন্য দৃষ্টি,
আপনারি ভাবে ভোর মগ্ন আত্মহারা।
যত স্নেহ, যত প্রেম, যত ভালবাসা,
হৃদয়ের বিপুল সাম্রাজ্য,
সকলি পরের তরে,
তার মাঝখানে, আমি ভিক্ষু একজন,
নাহি কিগো মোর হোথা বিন্দুমাত্র স্থান!

মীরা। কেন অনুযোগ নাথ! আমি ক্ষুদ্র নারী,
কেবা আত্ম, কেবা পর তাও ত বুঝিনে,
আপনার আত্মা হায়! তাও বুঝি নহে আপনার,
নহে কেন লোকে পারে না আপন বশে
চলিতে সর্ব্বথা, নিয়তি যন্ত্রে তে,
ঘুরে মরে ধৃত হস্ত অন্ধের সমান।

রাজা। আসি তবে প্রিয়ে!

[প্রস্থান।

নেপথ্যে গীত।

ঐ চ'লে যায় মলিন মুখে ;—
কেন গো ফিরালে তারে কিসের দুখে।
বিষাদ আঁধার-ভার, ছাইল মুখখানি তার,
বিমল প্রেমের আলো থাকিতে বুকে!

কেন গো ফিরালে তাঁরে কিসের দুখে।
কুসুমে পাষাণ যেন, দেখি নিরদয় হেন,
তবে সকরুণ আঁখি কেন, কি লাগি মুখে!
কেন গো ফিরালে তারে কিসের দুখে।

মীরা। সোনার পিঞ্জরে থাকি, কখন মুদিব আঁখি,
না ভ্রমিনু তত্ত্ব-তরু-ডালে;
খুঁটি নাটি মিছে খেলা, কাটিছে জীবন-বেলা,
রাজ্যসুখ মেঘের আড়ালে।
কেবা পিতা ভ্রাতা পতি, ক্ষণিক স্বপন সাথী,
লুকাইবে নিশি অবসানে;
মিছা ভ্রমে বদ্ধ হ'য়ে, কেন বোঝা মরি ব'য়ে,
নাহি শান্তি স্বর্ণসিংহাসনে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর।

বাদসাহ, সুলতান ঘোরী; মহিষীগণ ও নর্ত্তকী-দ্বয়

১ম মহিষী। নাথ, দিন্ আজ্ঞা নৃত্যগীতে,
রজনী পোহায়।

বাদসাহ। সে কি প্রিয়ে কেন পরিহাস,
আমি দাস তোমাদের।
বিলাস বিপিনে কিনিয়াছ
বিনা মূল্যে বিনোদিনী আমারে সকলে,
দেহ আজ্ঞা বিধুমুখী,
কৈ সিধু কোথা?
নিশ্বাস-পবনে বুঝি জমাট বেঁধেছে
ওই রক্তিম অধরে!

মহিষী। গাও তোমরা।

গীত

নর্ত্তকীদ্বয়।

পাহারা দিতে যদি জেগে সারা রজনী
তা হ'লে বুঝি চুরি যেত না প্রাণখানি,
এখন আর কেমন ক'রে
পাবি লো ফিরে তারে,
রেখছে চুরি ক'রে চোরের চূড়ামণি।

সুলতান। আহা কামিনীর কলকণ্ঠে
সঙ্গীতের ধ্বনি কি মধুর
যেন বল্লতরু-শাখা 'পরে কোকিলা কুহরে
গাও, গাও।

(বাহিরে দামামার শব্দ ও অনতিবিলম্বে
পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরিচারিকা। মহারাজ ! এসেছেন চিতোরের রাণা
সসৈন্যে করিয়া সজ্জা নগর-দুয়ারে ;
বলিলেন সেনাপতি জানাতে এ কথা।

রণসিংহ। তাই ত ; এত কর্ম্মতৎপরতা ?
যাই তবে ; চলিনু এখন।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুরস্থ শয়নকক্ষ।

হৃদয়ের দেবতার মূরতি ভেঙ্গেছে মোর
অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড ক'রে ?
ভাল দেছ দেছ ভেঙ্গে, এই হৃদয়ের ছবি
কে মুছিবে, হেন কে এ সংসারে।
ধর্ম্ম নিয়ে প্রতিবাদ,
আত্মগ্লানি অপবাদ,
আর ত এ সয়না ক প্রাণে
ভক্তিহীন শুষ্ক দৃশ্য,
ঘোর মরুময় বিশ্ব !
নাহি মায়া মানবের প্রাণে।
সংসার ! অনেক সয়েছি তোর
ছিন্ন আজি মায়া ডোর—
চলিলাম তোমারে ছাড়িয়া ;

তোর মিছে হাসি, মিছে বাঁশী,
দ্বেষ, হিংসা, নিন্দারাশি,
থাক নিয়ে পরাণে পুষিয়া !
নির্দ্দয় ভেবো না নাথ। শেষ প্রেম প্রণিপাত
ক'রে মীরা তোমার চরণে !
ক্ষমা করো এই দোষ, করিও না অভিরোষ--
অসন্তোষ হয়োনাক মনে।
সংসার ! চলিনু ছাড়িয়া,
আর আসিব না হেথা,
থাকিব না এ পাপ-আগারে।
মহারাজ ! মহারাজ ! এসে না দেখিতে পাবে
আর তব যোগিনী মীরারে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নাগরিকগণের আবাস।

(পথপার্শ্বস্থ ছাদে বসিয়া দুই জন রমণীর গাঁদাফুলের মালাগ্রন্থন।)

১মা। আরো ঢের চাই ফুল,
এতে তো হবে না।

২য়া। কেন ক' ছড়া হয়েছে গাঁথা ?
দেখ দেখি গুণে।

১মা। সবে চার ছড়া।

(একটি শিশুর প্রবেশ)

শিশু। তাল্ থলা—

২য়া। এই যাঃ! দিলে ছিঁড়ে
হতভাগা ছেলে।

১মা। ছেলের কি দোষ,
তোরই ভাই সাবধান নেই।
ঘুমো ঘুমো, আসছেন রাজা।

শিশু। কেন ?

২য়া। যুদ্ধ জিতে জুজু ধ'রে নিয়ে ;
কত বাজি, কত আলো, কত খেলা হবে

শিশু। না, না।

২য়া। চুপ কর্, চোখ বোজ্!

শিশু। আনী! *

১মা। রাণী কোথা? রাণী গেছে চ'লে।

২য়া। ও কি কথা!

১মা। কেন শুনিস্নি নাকি ?

২য়া। আমি কি ছিলুম হেথা ?
দাদার বিয়েতে যাই নি কো জয়পুরে ?
তা বল্না লো শুনি,
বল ভাই কি হয়েছে ?

১মা। তা হয়েছে বেশ,
রাজা চ'লে গেলে, তার দিন দুই পরে,
রাজ্য ছেড়ে চ'লে গেছে রাণী,

* রাণী

২য়া। কেন কি দুঃখেতে!

১মা। কে জানে কি পূজো পূজো ক'রে।
ঘরে পূজো হয় না কি?
তা' কি জানি ভাই!

২য়া। গিয়েছেন কার সঙ্গে?

১মা। সঙ্গে আর কার,
একলা গেছেন চ'লে।
দুটো ছুঁড়ি লয়ে গেছে।

২য়া। তা' শুনেছেন রাজা?

১মা। শুনবেন এসে।

২য়া। রাণী তাই কথা নেই,
আমাদের হ'লে কত কথা হয়ে যেত—
জেতে ঠেলাঠেলি।

১মা। এখন, মালাগুলো হয়ে গেলে বাঁচি।

২য়া। আহা সুখে নেই তবে?

১মা। কেন মরে নি ত রাণী।
তীর্থে গেলে আসে নাকি ফিরে?

২য়া। আসি বোন্ ছেলে রেখে আসি।

১মা। যাই আমি দুটি ফুল আনি তুলে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

চিতোর-রাজপ্রাসাদ ; কক্ষ।

(সুলতান ঘোরী, রাণা কুম্ভ ও শক্তসিংহ।)

রাণা। যাও সেনাপতি ! সসৈন্যেতে পশ্চাতে পশ্চাতে-
রেখে এসো দিল্লীশ্বরে আপন রাজ্যেতে,
যেন পথে নাহি পান কোনরূপ ক্লেশ।

সুলতান। কেন এই তীব্র পরিহাস !

রাণা। পরিহাস ! পরিহাস নাহি জানে রাজপুতে ;
করে যুদ্ধ উৎপীড়িত হয়ে,
কিন্তু নহে অনভিজ্ঞ ;
রাখিতে মানীর মান প্রস্তুত সর্ব্বদা।

সুলতান। অবশ্য, ক্ষত্রিয়নীতি সমুদার বটে ;
কিন্তু বরং মৃত্যু প্রার্থনীয়, তবু
শত্রুর সৌজন্য একান্ত অসহ্য প্রাণে—
জানিবেন ইহা।

রাণা। বীরের উচিত কথা এইরূপ বটে ;
শুনে বড় হইলাম প্রীত। কিন্তু
কেন অকারণ এ শত্রুতা মোগলে হিন্দুতে,
চিরযুদ্ধ, চিররক্তপাত,
এমনি কি রবে চিরদিন ?
আছে এক বিনীত প্রার্থনা।

সুলতান। প্রার্থনা ! কি প্রার্থনা ? বল, শুনিতেছি।

রাণা। ইহাই প্রার্থনা মোর ;—
আশ্রিতের প্রতি না করেন উৎপীড়ন,
নিরুদ্বেগে বাস করে প্রজা,
আমার আরব্ধ কার্য্যে না করেন হস্তক্ষেপ।

স্থলতান। নাহি পারি সত্য করিবারে।
ইচ্ছা হয় দাও ছেড়ে,
নহে কর যাহা সাধ্য তব ;
বন্দী ক'রে আনিয়াছ ব'লে
দিল্লীর সম্রাট মানিবে না কভু
অধীনতা হিন্দুর কাছে ;
নহি আমি মালবের রাজা।

রাণা। উহাকে কি অধীনতা বলে ?
ভাল ; নাহি যদি করেন মিত্রতা,
করিবেন যাহা ইচ্ছা তব।
তাহে নাহি ডরে রাজপুত ! নির্ম্মুক্ত আপনি।
সেনাপতি ! আছে মনে ?

শক্ত। শিরোধার্য্য প্রভুর আদেশ।

স্থলতান। শিখিলাম শিষ্টাচার।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

(আবু-পর্ব্বত-শিখরস্থ বিশ্রামভবন ।)

রাণা কুম্ভ। সুউচ্চ শিখর দেশে, চন্দ্রমা উঠেছে হেসে,
পুলকেতে গেছে ভেসে ধরার পরাণ ;
অদূরে নির্ঝর-ধারা, দ্রবিত হীরকপারা,
চলেছে বহিয়া তুলি সুগভীর তান ;
সুদূরে পাহাড়ী পাখী থেকে থেকে উঠে ডাকি,
আলো দেখে গিরিগুহা হ'তে ;
ঝোপ ঝাপ গুল্ম ফেলি, হরিণ শাবকগুলি,
খেলা করে জ্যোৎস্নায় পর্ব্বতে ;—
প্রশান্ত নিশীথে হেন, অশান্তির ভাব কেন ;—
কোথা হ'তে আসে দীর্ঘশ্বাস !
ধিক্ রে প্রেমের স্মৃতি, যেথা যাই সেথা সাথী,
তপ্ত করে শীতল আবাস।

(উপবেশন)

হায় !
আসিয়াছি নির্জ্জনেতে বিশ্রামের আশে,
সিঞ্চিবারে শান্তিবারি অবসন্ন প্রাণে,
কিন্তু ঘোর আত্মপ্রতারণা,
সত্যই কি করিতেছি শান্তিভোগ আমি ?

এর চেয়ে কার্য্যে লিপ্ত থাকা,
সে বরং ছিল ভাল ; ছিলাম ভুলিয়ে।
এই শান্ত নিরজনে মনোরম স্থানে,
হৃদয় ব্যাকুল আরো পাইতে তাহায় !
মনে হইতেছে,
সমগ্র ধরণী খুঁজে ধ'রে আনি গিয়ে।
কেন ? রমণীর মুখপদ্ম বিনা
কোথাও কি পূর্ণ নহে শোভার ভাণ্ডার
কেন এই পরাণের অদম্য আবেগ ?
সে ত ছিল চিরদিন উদাসী প্রণয়ে,
কখন ত দেয় নাই প্রতিদান,
কখন বোঝে নি মন,
দেখেনিক চেয়ে এই হৃদয়ের পানে,
আছিল ভাবুক, কিন্তু ভাবে নাই কভু,
ছিল মগ্ন আত্মহারা ভোর আপনাতে,
হায় ! পুরুষের প্রাণ-ফাটা সর্ব্বনাশা তৃষা,
কত ভয়ঙ্কর, কি যে দাহ তার,
নারী বুঝি পারে না বুঝিতে ;
বুঝিলে, কখন পারিত না
ফেলে যেতে এমন করিয়া।
ভাল গেছে গেছে,
আমি কেন ভাবি তার কথা।
প্রেম কি নারীর আছে শুধু,
নারী জানে করিবারে ;

আর কি কাহারও নাই?
শুষ্ক মরু সবে? .. ..
প্রজাগণ ভালবাসে সবে,
প্রাণাধিক বন্ধু যারা আছে আশে পাশে,
তবু কেন লালায়িত হৃদি,
রমণীর একবিন্দু প্রেমসুধা তরে?

(মাধবাচার্য্যের প্রবেশ।)

সখে! একলা এমন ক'রে কতদিন আর
থাকিবে এ বনবাসে?
কি হতেছে নিরজনে? কাব্যপাঠ নাকি?
জগৎ প্রকাণ্ড কাব্য।
নারীর হৃদয় অদ্ভুত রহস্য-পূর্ণ ছবিখানি তাতে
তবে কল্পনায় দেখা কর ইতি,
চল পুনঃ দেখিবারে জীবন্ত আলেখ্য।
কেন, কেন, এসেছেন রাণী?
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া উড়ে গেলে বিহঙ্গিনী
ফেরে কি আবার?
আসিয়াছে নারিকেল ফল;
প্রণয়ের প্রিয়দূত, প্রস্তাব লইয়া।
রাজমাতা পাঠাইলেন মোরে,
সঙ্গে ক'রে অবিলম্বে নিয়ে যেতে তোমা,
চল আর দেরী করা নয়।

রাণা। যাও, পরিহাস সকল সময় প্রিয় নয়,
লাগে নাক ভাল।

মাধব। ভাল, বলি গিয়ে বৃদ্ধা মহিষীরে,
আসি তবে হ'লেম বিদায়।

রাণা। (উঠিয়া) কেন সখা অভিমান পারি না বুঝিতে,
অনেক সময়ে তব রহস্যই সত্য নয়,
সত্য পুনঃ-রহস্য বলিয়া বোধ হয়।

মাধব। শুন তবে খুলে বলি,
ঝালর-দুহিতা সুকুমারী
রূপসীর শ্রেষ্ঠা, তাঁর সাথে পরিণয় তব,
রাজমাতা করেছেন স্থির। বলেছেন
বলিতে তোমারে, ফিরিয়া আসিলে
রাণী,— তাঁরে আর হইবে না লওয়া!
রাজকুলে কলঙ্কের গ্লানি,
হাটে মাঠে পথে ঘাটে ধ্বনিত সর্ব্বদা।

রাণা। পবিত্রা সে জানি আমি তারে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বৃন্দাবন ; গ্রাম্যপথ)

সন্ন্যাসিনী-বেশে মীরা ও দুই জন সঙ্গিনী।

মীরা।

গীত

চল চল সখি চল
বারেক মথুরাধামে,
লুকায়ে শুনিব সেথা,
বাঁশী বাজে কার নামে।
এমনি যমুনাবারি
সেথাও কি সহচরি,
ব'হে যায় ধীরি ধীরি
নিধু কুঞ্জবন পাছে।
সেথা কি কদম্বমূলে,
শিখিনী নাচিয়া বুলে,
মথুরাবাসী কি সেথা
শ্যাম-নামে ম'রে বাঁচে।

(কয়েক জন ভিক্ষুক বালকের প্রবেশ) .

১ম বালক। কাঁহা চলিয়ে মায়ী ?
তেরা ভক্তি মিলে মায়ী।

(করতালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে গীত)

"আরে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড
গিরি গোবর্দ্ধন।
আরে মধুর মধুর বংশী বাজে,
এই ত বৃন্দাবন।"
"হরিবোল গাঁটরি খোল,
হরিবোল গাঁটরি খোল,
হরিবোল গাঁটরি খোল,"

মীরা। তোমরা কি চাও বাছা?

বালকগণ। বড়ি ভুখ লাগে মায়ী,
পয়সা মিলে মায়ী।

(সখিগণ কর্ত্তৃক আহারীয় ও অর্থ প্রদান)

[নাচিতে নাচিতে বালকগণের প্রস্থান।

মীরা। এহি মেরি বৃন্দাবন, কাঁহা মদনমোহন,
চল সোহি যমুনাকি কূলে;
এহি পূত রজঃ ধূলি, তুলহ পূরিয়া ঝুলি,
দেহ দেহ মাথাইয়া চুলে।

[সখীদ্বয় কর্ত্তৃক তথাকরণ।

(কয়েকজন ব্রজবাসিনীর প্রবেশ)

(সকলের কানাকানী)। ঐ দেখ ছদ্মবেশ ধ'রে
এসেছেন রাধারাণী,

ললিতা বিশাখা সঙ্গে নিয়ে
খুঁজিছেন মদনমোহনে।
আয় মোরা ভক্তি মেগে আসি,
নিইগে চরণধূলি।

[নিকটে গিয়া সকলের প্রণামকরণ।

সখী। তোমরা কি চাও বাছা?
ব্রজবাসিনীগণ। কিছু নয় মা, ভক্তির ভিখারী।
সখী। কোথা পাব ভক্তি বাছা,
ইচ্ছা হয় এস সবে সাথে,—
শুনাইব শ্যাম-নাম।
(সকলের কানাকানী) ওরে আয় আয় কাজ নাই;
চল ভাই ফিরে যাই ঘরে,
বুঝিস্‌নে দেবতায় কত ছলে ডাকে,
যাই মা আমরা।

[সভয়ে প্রস্থানোদ্যোগ।

সখী। এস বাছা।

[বস্ত্র ও অর্থ প্রদান

(দুই জন দুষ্ট লোকের প্রবেশ)

১ম। ওরে ভাই শুনেছি নাকি রাধারাণী এসেছেন,
কুঞ্জে কুঞ্জে মদনমোহন খুঁজে বেড়াচ্ছেন;
২য়। আবার সঙ্গে দুটো সখী আছে,
১ম। তবে ত মজা বেধেছে,

মীরা। গীত

চল চল সখি চল
বারেক মথুরা-ধামে,
লুকায়ে শুনিব সেথা
বাঁশী বাজে কার নামে,
এমনি যমুনাবারি
সেথাও কি সহচরি,
বহে যায় ধীরি ধীরি
নিধু কুঞ্জবন পাছে।
সেথা কি কদম্বমূলে,
শিখিনী নাচিয়া বুলে,
মথুরাবাসী কি সেথা
শ্যাম-নামে মরে বাঁচে।
আছে কি সে পীতধড়া,
খুলে কি ফেলেছে চূড়া,
গলে বনফুলমালা
বুঝি বা শুকায়ে গেছে।

(উক্ত লোকদ্বয়ের ভক্তিভরে প্রণামকরণ)

১ম। ভাই, এ সাক্ষাৎ রাধারাণী !
২য়। সেই রকমই বোধ হচ্ছে বটে,
দেখেছিস্ মায়ের চেহারা,
চল, আমরা ওঁর সন্তান,
উনি যেখানে যাবেন, সেখানে যাব।

(পূর্ব্বোক্ত গীতের শেষভাগ)

মীরা। শিরে শিখিপুচ্ছ পাখা,
ছিল রাধানাম লেখা,
চল লো দেখিগে চল,
আছে কি গিয়েছে মুছে!

(দুষ্ট লোকদ্বয়ের নিকট গমন)

মা! আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।
আমরা আপনার সন্তান।

মীরা। তোমরা কি চাও বাছা?

উভয়ে। আমরা কিছু চাইনে মা! আপনার সঙ্গে যাব।

মীরা। এস!

উভয়ে। (সানন্দে)
হরিবোল হরিবোল বল হরিবোল ;
জুড়াল পাপের জ্বালা, পেনু মার কোল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

চিতোর-রাজ-অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(রাজা ও রাজমাতা)

রাজমাতা। বাছা, কত দিন দেখি নি তোর মুখখানি।
এমনি ক'রে কি ঘর দ্বার যেতে হয় ছেড়ে ;

হয় না কি মনে,
প'ড়ে আছে ঘরে একা স্থবিরা জননী ?
জান কি মায়ের প্রাণে কতখানি হয়,
চোখের আড়ালে গেলে,
কত অমঙ্গলছায়া পড়ে মার প্রাণে ?

রাণা। মাতঃ! হইয়াছে অপরাধ গেছিনু না বুঝে।

মাতা। কেন সুখহীন, হেন বিরস বদন
দিবা নিশি একি সয় জননীর প্রাণে,
করিয়াছি মনে, যাইব সংসার ছেড়ে,
সুখী দেখে তোমা ; কর পরিণয় পুনঃ,
দেখে যাই আমি।

রাণা। যে আদেশ তোমার জননি,
কিন্তু মাতঃ! কোথা যাবে তুমি
অভাগা তনয়ে ফেলি ?
জগতে মায়ের স্নেহ সম কিছু নাই,
চেনেনাক অর্ব্বাচীনে।

মাতা। বাছা! সুখী হও করি আশীর্ব্বাদ।
পুত্র-নির্ব্বিশেষে সদা পাল প্রজাগণে,
চিরদিন বদ্ধ রাখা সংসার-শৃঙ্খলে,
নহে বৎস সন্তানের কাজ।
অবশ হতেছে ক্রমে স্ববশ ইন্দ্রিয়,
আঁখিযুগ নিত্য দীপ্তিহীন,
তাই করিয়াছি মনে,
দেখিয়া সংসার তব,

অবশিষ্ট দিন যাপিক নির্জ্জন শান্ত তপোবনাশ্রমে,
এস বৎস ! করি আশীর্ব্বাদ।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

চিতোর, মান-সরোবর।

(দুইজন কুলমহিলার কথোপকথন)

১মা। কলসিটি ভাসিয়ে জলে,
একলা কি সই ভা'বছ ব'সে ;
দেখ্‌না ও সই ঝাউয়ের বনে,
সাঁজের আঁধার ঘনিয়ে আসে,
ফুটেছে সন্ধ্যা-তারা,
বুঝি বা দিশেহারা,
তুই ও লো তেমনি ধারা
পড়েছিস্ একলা এসে।

২য়া। তুই যে হঠাৎ কবি,
ফেলেছিস্ এঁকে ছবি ;
সাবধান, ভাবের জলে
যাস্‌নে যেন তলিয়ে শেষে।

১মা। পুরুষদের হৃদয়গুলো
বাঁধ্‌তে হয় আচ্ছা ক'ষে।

২য়া। এটা কি কবির রীত,
ধান ভান্‌তে শিবের গীত ?

১মা। না লো না, রাজাদের কাণ্ড দেখে
ভ্যাবা চ্যাকা গেছে লেগে,
সেই তত ভালবাসা, কিছু আর নাইক মনে,
তাই বল্‌ছি পুরুষের ভালবাসা
শুধু ভাই চোখের কোণে।
২য়া। দোষ দিস্ বুঝে সুঝে,
রাণী গেছেন আপনি ত্যেজে।
তবে ভাই দোষ কি আছে?
১মা। আছে লো আছে।
এই যে আবার কল্লেন বিয়ে,
তা পরের জিনিষ কেড়ে নিয়ে,
"বাক্‌দত্তা মেয়ে, বার আনা বিয়ে"
এ কি করতে আছে?
বলে 'মেজে ঘষে হেম,
আর ধ'রে বেঁধে প্রেম,
কোন কালেই হয় না।'
তা কপালছাড়া পথ ত নাই,
ইনিও তাঁর ভায়রাভাই!
তাঁর তবু ছিল হাসিখুসী।
২য়া। আর দয়া-মায়াটাও বড্ড বেশী।
১মা। ইনি ভাই একেবারেই অন্ধকার,
তা' রূপটি কিন্তু চমৎকার!
দেখ্‌লে আর চোখ ফেরে না,
কিন্তু রাজার সঙ্গে ত মেশেন্ না।

২য়া। কে জানে ভাই উল্টো ছিরি!

১মা। তা নয় লো, শ্যামকে পারে কি ভুল্‌তে প্যারী?

২য়া। তা শ্যামটি কে?

১মা। ওঁয়ার নামে সিন্নি দে,

২য়া। "রত্ন সিংহ"? তা সে কি এতই ভাল?

১মা। ভাবের কি আছে গোরা কাল?

২য়া। ঠিক বলেছিস্ ভাই,
তা রাত হ'ল, চল্ ঘরে যাই।

গীত।

উভয়ে। ভুলতে নারি কুঞ্জবনের
সেই মধুর হাসি,
আরো কাল হয়েছে ও তার
কুলনাশা বাঁশী!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিতোর-রাজ-অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(নূতন রাণী আসীনা)

শ্রুতি। হায়! আমি অভাগিনী,
করিতেছি কলঙ্কিত স্বামীর আবাস।
হায়! প্রভু কেন না বুঝিলে,
কেন গো আনিলে এই প্রাণশূন্য মৃতদেহ,
কোন্ প্রয়োজন ইথে করিবে সাধন তব?
একি পাপ? স্বামী ছেড়ে ভালবাসি তারে,
কিন্তু ইনি কিম্বা তিনি পতি,—
কে কবে আমারে?
সৃষ্টির মাঝারে চিরপরাধীনা নারী;
নির্দ্দয় বিধাতা, কেন গো অর্পিলে
তার মাঝে স্বাধীন এ প্রেমের হৃদয়?
কিম্বা কেন না করিলে এমন বিধান
দুর্ব্বল নারীর তরে,
প্রাণ দিয়া নিতে পারা যায়,
অবহেলে আবার ফিরায়ে।
হায় যবে আসিবেন তিনি

করিবারে সাদরসম্ভাষ মোরে,
কি বলিব, কি করিব, কেমনে বা রহিব পার্শ্বেতে?
পত্নীভাবে ব'সে কাছে, হৃদে আঁকা একের মূরতি;
স্তরে-স্তরে মর্ম্মে-মর্ম্মে হয়েছে গ্রথিত,
কি করে' তা উৎপাটিব আজি?
অন্য জনে কি করে' পূজিব?
পিতা! পিতা হয়ে একেবারে দিলে ভাসাইয়া
চিরবিষাদের নীরে চিরদিন তরে।
চাহিলে না এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের পানে!
হায়! কোথা মৃত্যু? কর দয়া, নাই আর কেহ!

রাজা। প্রিয়ে! উজ্জ্বল কমল-আঁখি কেন হে সজল,
বিরাগিনী বিষাদিনী বসিয়া ভূতলে;
এস, আলোকিত কর হৃদয়-আগার।
কেন হে নীরবে ম্লান শুষ্ক মুখখানি।
বল বল একবার, এ তৃষার সিন্ধুবারি
আছে ও হৃদয়ে তব, পার তা ঢালিতে?
হৃদয়সর্ব্বস্ব অয়ি মৃত্যু-সঞ্জীবনী লতা,
একবার এস দেখি কাছে।
প্রাণের আশার নিধি, ওই হৃদিতলে বিধি,
দেখি রেখে দেছে কি না দেছে?

শ্রুতি। (স্বগতঃ) হে ধরণি! দ্বিধা হও, কেমনে বলিব?
(প্রকাশ্যে) ছাড় প্রভু, ত্যাগ কর মোরে।

রাজা। চিরদিন লাজ প্রিয়া স্বভাব নারীর,
রাখিতে লাজের মান প্রস্তুত সর্ব্বদা,

তাই কি হে থর থর কম্পিত চরণ
বিবর্ণ অধর-ওষ্ঠ-মলিন কপোল ?
পুরুষের উষ্ণ তীব্র কঠোর পরশে,
সদা কুঞ্চিতা মুদ্রিতা নারী লজ্জাবতী লতিকার সমা
কিন্তু সখি যৌবনের শ্যামল কাননে,
ফুটেছে যে প্রেমপুষ্পকলি, যার আভা
বিকশিত অধরে নয়নে সমস্ত শরীরে হৃদে,
কেমনে লো সৌরভ তাহার
রাখিবে ঢাকিয়া
সরমের ক্ষুদ্র দু'টি পল্লব-আড়ালে !

শ্রুতি। দেখিতেছি হৃদয়-দেবতা।
প্রভু, আমি যোগ্য নহি তোমার পূজার,'
নির্ম্মাল্য কুসুম সম ত্যাগ কর মোরে,

রাজা। সে কি প্রিয়ে ! বিবাহিতা নারী তুমি মোর,
সুখে-দুঃখে অন্তরে-বাহিরে
জীবন-মৃত্যুর সাথী অর্দ্ধাঙ্গরূপিণি !

শ্রুতি। বল প্রভু, বিবাহ কাহারে বলে ?
জ্ঞানহীনা আমি,
মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন সাক্ষ্যহীন যাহা,
অথচ প্রাণে-প্রাণে মর্ম্মে-মর্ম্মে আত্মায় আত্মায়
যেই প্রেম বিজড়িত হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে,
স্বয়মিচ্ছু বন্দী হয়ে থাকা যেই প্রগাঢ় মিলনে ?
তাহা কি বিবাহ নয় !
বিবাহ কি বাহিরের অনুষ্ঠান শুধু,

অন্তরের সাথে
নাহি কি সংস্রব কিছু তার ?
মন্ত্রপাঠ, মালাদান—এই কি বিবাহ ?
ইহাই বিবাহ হয় যদি,
তবে এস, স্বামী তুমি মোর,
করিব পূজন, হৃদয়শোণিত দিয়ে চরণে তোমার !
কি হইবে প্রেম-ফুলহার,
দেহ প্রভু এনে দেহ অসি,
হৃৎপিণ্ড কাটি দিই ও চরণতলে,
লহ লহ প্রাণ।

রাজা। কি করেছি দোষ ?
কেন হেন নিদারুণ বাণী ?

তি। প্রভু, আমি যোগ্যা নহি তোমার প্রেমের,
ছেড়ে দাও, ক্ষমা কর মোরে,
কি দিব কিছুই নাই, আমি অভাগিনী ;
এ হৃদয় প্রাণ মন সকলি পরের,
বহুদিন হ'তে রাঠোর যুবারে
করিয়াছি মনে মনে পতিত্বে বরণ;
এখন কি করে' কিরিব অপরে পূজা।

রাজা। হায় ! বারি-আশে পিপাসিত আকুল চাতক
ঊর্দ্ধমুখে যায় ছুটে জলদের পানে;
নির্দ্দয় নীরদ খুলিয়া হৃদয়া
উপহার দেয় তারে অশনি-অনল !

(কর পরিত্যাগ)

(নেপথ্যে গীত)

অবোধ বুঝে না সে ত
দিতে আসে ভালবাসা !
বোঝার উপরে বোঝা
সে যে গো জীবননাশা !
একে ভারে ভরা তরী ;
আরও ভারে ডুবে' মরি,
এই কি রে সহচরি !
তাহার মনের আশা ?

রাজা। বুঝিয়াছি, যথেষ্ট হয়েছে ?
নাহি দোষ তোমার রমণী,
ভাঙ্গিয়াছে মোহনিদ্রা, ছুটেছে কুহক,
মূর্খ আমি, রূপমোহে উন্মত্ত হইয়ে,
গিয়েছিনু বাহুবলে লভিবারে
নারীর প্রণয়। ধিক্ প্রেমতৃষা !
ধিক্ রমণীর মুখে !
ধিক্ ধিক্ পুরুষের উদ্দাম হৃদয়ে !
একের অভাব পুরাইতে চায় আনি অন্যেরে টানিয়া !
শত ধিক্ পুরুষের প্রেমে !
শিখুক জগৎ গর্ব্ব ছাড়ি প্রেমকাব্য
জ্ঞানহীনা ক্ষুদ্রহৃদি অবলার কাছে !
থাক তুমি নির্ভয়েতে, চলিলাম আমি .

[প্রস্থান।

শ্রুতি। গীত

যে যাহারে চায় যদি সে তারে না পায়,
মনোমত নিধি তবে কেন রে ধরায় ?
যদি পূরিবে না আশা,
তবে কেন ভালবাসা,
নিরাশা-সাগরে ভাসা আজীবনি হায় ! হায় !

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিতোর-রাজপ্রাসাদ।

(রাণা কুম্ভ ও মাধবাচার্য্য)

মাধব। কেন সখা অসময়ে ডেকেছ কি হেতু,
রাজকার্য্য ছাড়ি কেন একা এ নির্জ্জন
চিন্তার আগারে, উচ্ছৃঙ্খল কেশপাশ,
বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ, উদাস হৃদয় ?

রাণা। ব'স সখে ! প্রয়োজন আছে।
করিতেছি মনে,
সমর্পিয়া রাজ্যভার. মন্ত্রীর করেতে,
যাব কিছু দিন তরে তীর্থপর্য্যটনে,
কিবা করিব বিশ্রাম একা,
শান্তিময় নিরজন আবুর শিখরে !

মাধব। (স্বগতঃ) আবার কি হ'ল ? ধরিয়াছে আবু-রোগে !
(প্রকাশ্যে) বাঁচিলাম শুনে ;

নহে কোন রাজ্যের উৎপাত ?
কিন্তু কেন রাজ্য হেন ভারবোধ হইল আবার ?
মিলেছে ত মনোমত অর্দ্ধাঙ্গরূপিনী ?

রাণা। হাঁ, বিভবের জালে যদি ধরা দিত প্রেম,
ধনুর্ব্বাণে বিদ্ধ যদি হইত পরাণ,
তা হ'লে প্রণয়ে পূর্ণিত হ'ত রাজার ভাণ্ডার !

মাধব। এ বিশ্বাস চির তোমাদের।

রাণা। টুটেছে বিশ্বাস, এবে ছুটেছে কুহক,
রমণীর প্রেমতৃষা গিয়াছে ঘুচিয়া !

মাধব ! কে ঘুচালে, নব রাজ্ঞী না কি ?

রাণা। কাজ নাই সে কথায় আর।
হায় মীরা !

মাধব। ওকি হ'ল ? শাখা হ'তে শাখান্তরে বুঝি,
এত যে কি আছে ছাই নারীর প্রণয়ে,
ঔদরিক মোরা কিছু বুঝিতে পারিনে।

রাণা। কাজ নাই বুঝে,
আছ সুখে আমা হ'তে তার ভুল নেই।
রাজা হ'য়ে তবু দীন দরিদ্র ভিখারী
পরের প্রাণের পানে চেয়ে ব'সে থাকা,
ফোটে কি না ফোটে হাসি, দেখিতে অধরে।

মাধব। না থাকিলে কাজ, ওই সবই হয়ে থাকে,
কেন আমরা কি হাসিতে জানিনে ?
আমি বলি গলা টিপে মেরে ফেল প্রেমে,
ও শুধু ফাঁকা নিশ্বাসের বোঝা ; আর কিছু নয়

রাণা। হায় মীরা! তুমি গিয়েছ যে প্রেমতরুতলে,
সেই প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বুঝি নাই আমি,
গিয়াছিনু তোমারে বুঝাতে কূটতর্কজালে;
চেয়েছিনু শৃঙ্খলিতে গৃহ-কারাগারে।
তুমি জগতের প্রেমধারা করিতেছ পান,
বিস্তৃত সিন্ধুর সম হৃদয় লইয়ে,
কোথা আছ? দেখা দেহ, এস একবার!
এই তব অভাগা স্বামীরে
ল'য়ে যাও সেই শান্তিছায়ে,
বিরহ মরুতে প'ড়ে
তৃষাদগ্ধ প্রাণে গিয়েছিনু অন্ধ হ'য়ে
মরীচিকা লাভে, ভ্রান্তিমদে ভুলে,
তব সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ঢাকিয়া ফেলিতে
আনিয়াছি সযতনে, মেঘখণ্ড হৃদয়-আকাশে।
কোথা আছ! এস কাছে করুণারূপিণি!
পিয়ায়ে সে প্রেমামৃত করহ সজীব,
এনে দাও নব বল মুমূর্ষুর প্রাণে,
ঘুচে যাক্ আত্মপর, শ্বেত-কৃষ্ণ, ভূপতি-ভিখারী,
ঘুচে যাক্ ভিন্ন জ্ঞান,
খুলে যাক্ আঁখি,
তব সুমধুর বিশ্বপ্লাবী প্রেমগীতে ডুবে যাক্ প্রাণ!
মাধব। পলাইয়া গেলে চোর বুদ্ধি বড় বাড়ে!
রাণা। কেন সখা মৃতদেহে অস্ত্রাঘাত আর?
ডেকে আন মন্ত্রিবরে;

অসহ্য এ রাজ্যভার,
দুর্ব্বহ জীবন ;

মাধবাচার্য্য। চলিলাম তবে।

[প্রস্থান

রাণা। ভুলে যাহা করে লোকে,
কেন চির নাহি থাকে,
বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া।
জ্ঞানের আলোক-রেখা,
কেন এসে দেয় দেখা,
অনুতাপ দেয় জাগাইয়া !

(মাধবাচার্য্য ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ ! কি আদেশ অনুগত দাসে,
কেন দেখিতেছি রাজকান্তি হেন বিমলিন ?

রাণা। চঞ্চল হয়েছে মন, শান্তিহীন হৃদি ;
ভাল নাহি লাগে সদা সংক্ষুব্ধ অর্ণব সম,
সতত জাগ্রত এই জনকোলাহল।
তাই করিয়াছি মনে
কিছুদিন করিব বিশ্রাম
নিরজন মনোরম গিরিদুর্গবাসে ;
লহ তুমি রাজ্যভার !

মন্ত্রী। প্রভু ! ধরণী ধরিতে পারে হেলায় অনন্ত,
ক্ষুদ্র মহীলতা যোগ্য তাহে নহে কভু,
সিংহভার শশকেতে পারে না বহিতে।

রাণা। বৃথা শঙ্কা, শান্তিপূর্ণ রাজ্য ;
থেমে গেছে বিগ্রহ-ঝটিকা,
তবে দিও না গমনে বাধা আশঙ্কিত চিতে,
অসাধ্য যা হবে তব,
করিব সমাধা আমি থেকে সেইখানে ;
কর ত্বরা গমনের আয়োজন।

মন্ত্রী। যে আদেশ প্রভু।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সুন্দর দুর্গ, সন্ন্যাসিবেশে রত্নসিংহ।

রত্নসিংহ। দিবসের পরে যাইছে দিবস, মাসের পরেতে মাস ;
বৎসরের পরে কাটিল বৎসর, তবু ত গেল না আশ !
নয়নের জল শুকাল নয়নে, পড়ে না দীরঘ শ্বাস,
মরম নিভৃতে এখন তবুও জাগিয়া রয়েছে আশ,
নীরব নিথর রজনীর বুকে জোছনা ঘুমাল হাসি,
ফুটিল ঝরিল উদিল নিভিল তারকা কুসুম-রাশি,
হায় ! কেবলি কেবলি এ ভাঙ্গা হৃদয়ে
যাতনার গুরুভার,
না নড়ে না সরে, না ফোটে,
না ঝরে, শোষিছে শোণিতধার।

হায়! আছে সে কেমন ভাবে, আর কি মনেতে ভাবে?
হইয়াছে রাজরাজেশ্বরী।
নৃত্য-গীত-প্রমোদেতে আছে মগ্ন দিবারাতে,
ভুলেছে কি এ প্রেম-ভিখারী।
জানে কি সে অভাগার হয়েছে জীবন সার,
করি তার প্রেম আরাধন।

(কুম্ভমেরুর দীপ লক্ষ্য করিয়া)

আহা ঐ যে নিশীথদীপ,
নিশার ললাটে টীপ!
ও কি তার প্রেমনিদর্শন,
নিষ্ঠুর প্রাসাদ ওরে!
ওইখানে বদ্ধ ক'রে,
রাখিয়াছ আমার জীবন।
আর কিছু নাহি চাই,
একবার দেখা পাই
সেই তার পঙ্কজ-আনন।

(ভীলবালিকা সোহিয়ার প্রবেশ)

ভীলবালা। আহা! এমন ক'রে গো আর,
কত রবে অনাহার,
শুষ্ক দেহ, শুকাল জীবন।
এনেছি গো বনফল,
এনেছি নির্ঝরজল,
লহ কিছু করহ গ্রহণ!

হাসি খেলি থাকি বনে,
তোমারে পড়িলে মনে,
আসি ছুটে থাকিতে না পারি।
কাছে এলে মুখ তুলে,
ডাক যদি "সোহি" ব'লে
তবে আর কেঁদে নাহি ফিরি।
কও না একটি কথা,
বল না কি মনোব্যথা,
কার নাম কর বার বার।
বটে আমি ভীলবালা,—
—বুঝি গো প্রাণের জ্বালা,—
খুঁজি তারে কানন-কান্তার!

রুদ্র।

করুণা-প্রতিমা নারী, মরুভূমে হিমবারি,
এস কাছে আবাহন বিনা।
নির্ব্বাণ প্রদীপে আর, তৈলসেকে বার বার,
কি হইবে অগ্নি জ্ঞানহীনা।
কি শুনিবি ভীলবালা, জ্বালার উপরে জ্বালা,
কেন আর দিস্ বাড়াইয়া?
শূন্য করি হৃদিখানি, হরেছে জীবনমণি,
নিয়ে গেছে বলেতে কাড়িয়া।
ওই গো মন্দির তার, প্রাণময়ী প্রতিমার,
না না—এই হৃদয়-নিলয়ে

করি ধ্যানে নিরীক্ষণ, সেই পূত চন্দ্রানন,
দিবানিশি জাগিছে হৃদয়ে।
অবিরল জলপাতে, নিদ্রা নাই আঁখিপাতে,
স্বপনেও ঘটে না মিলন।
কল্পনায় ধ্যান করি, রহিয়াছি প্রাণ ধরি,
নিরখিয়ে সেই চন্দ্রানন।
শূন্যে গঠি প্রাণেশ্বরী, শূন্যে আলাপন করি,
ভাবি যেন রয়েছেন পাশে।
আলিঙ্গিতে কণ্ঠ তার, করি বাহু সুবিস্তার,
মাঝখানে শূন্য উপহাসে।
কঠিন হর্ম্ম্যের বুকে, হৃদি চাপি মগ্ন সুখে,
ভাবি যেন হৃদিখানি তার।
নিষ্ঠুর চেতনা আসি, হ'রে লয় সুখরাশি,
দীর্ঘশ্বাস করে হাহাকার!
হায়! এই বাসনার রাশি, হইয়া জোছনা হাসি,
পড়ে যদি দেহেতে তাহার।
যেথা সে সঙ্গিনী সাথে শুভ্র পূর্ণিমার রাতে
গাহিছে সুখের গীত তার।
প্রাণ এত যারে চায়, সে কি ভুলিয়াছে হায়!
ব্যথা পাই ভাবিবারে প্রাণে।
যদি তার দেখা পাস্— একবার ব'লে যাস্,—
ভুলেছে কি রাখিয়াছে মনে!

সোহিনী। কেমন মূরতি তার, বল মোরে একবার,
খুঁজিব করিয়া প্রাণপাত।

দিব তারে মিলাইয়া, জুড়াইবে দগ্ধ হিয়া,
সাক্ষী র'ল পূর্ণিমার রাত।

রুদ্র। এলায়িত কেশভার, মধ্যে দেহখানি তার,
জোছনা-লাবণ্য পরকাশে।
উজ্জ্বল নয়ন দুটি, আধ মোদা আধ ফুটি,
প্রেমের মূরতি তাহে ভাসে।
রক্তিম অধর দুটি, মাঝে ঢাকা মুক্তা ক'টি,
রাখিয়াছে করিয়া গোপন।
সন্ধান পাইলে পাছে, দস্যু ফিরে পাছে পাছে,
টেপা হাসি তাই সর্ব্বক্ষণ।
চিত্তে আঁকি হৃদেশ্বরী, চিত্ত বিনোদন করি,
কত বার ভাবি মনে মন।
দুরু দুরু করে হিয়া, অশ্রু আসে উথলিয়া,
ঘোর শত্রু বিদ্রোহী নয়ন।

সোহিয়া। (গীত)

আমার ভালবাসা নিয়ে কে আছিস রে বাসা বেঁধে ?
আমায় ভালবেসে আমি কত আর বেড়াব কেঁদে !
দিক দশ ধুধু করে,
ধুলা উড়ে ঘুরে ঘুরে,
নাহি একটি তরু-ছায়া প'ড়ে আছি মরুহ্রদে।
কে আছিস রে বাসা বেঁধে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কুম্ভমেরু ; নির্জ্জন কক্ষে শ্রুতি আসীনা।

(সন্নিহিত কাননে ভীলবালিকার গীত)

সোহিয়া। কি করিলে হায় মন এ কারে ভালবাসিলে,
যে তোমারে বাসে ভাল, তারে না জীবন দিলে
হয়ে অন্য-অনুরাগী, ভুলিলে সে অনুরাগী,
মরিল সে প্রেমযোগী, তোমারি বিরহানলে।

শ্রুতি। ঝিম ঝিম করিতেছে তমিস্রা রজনী,
মগন জগৎ ঘোর সুষুপ্তি-সাগরে,
কদাচিৎ বাদুড়ের পক্ষপাট-ধ্বনি,
উঠিয়া মিলায় পুনঃ কানন-মাঝারে,
প্রতিনিশি ওই গীত কে গায় আসিয়া ?
যেন তার হৃদিখানি কাঁদিয়া বেড়ায়,
হায় ! কঠিন রমণী-হৃদি না যায় ফাটিয়া,
কে জানে কেমন ভাবে আছে সে কোথায় ?
হয় ত বা ভাবে মনে ভুলিয়াছি তারে,
ভোগসুখে আছি মগ্ন রাজার আগারে,
নহে নহে প্রিয়তম ! ভেবো নাক মনে,
জীবনে মরণে নারী ভুলিতে না জানে।

(গীত)

হায় এ হৃদয়জ্বালা কত আর সহিব,
এ দগ্ধ পরাণভার কত আর বহিব,

আকুল ব্যাকুল হৃদি আর যে গো সহে না,
কেমন কঠিন হৃদি ফাটে ফাটে ফাটে না,
কত ব্যথা হয় সদা উদিত যে মরমে,
সজল সুনীল আঁখি ভুলিব কি জনমে?
প্রেমের সমুদ্র হৃদি সুমধুর মু'খানি,
যাতনা যে দিবে এত স্বপনেও না জানি,
তা হ'লে তা হ'লে সখা রহিতাম একা গো,
জ্বলিত না প্রাণে ঘোর এ ভীষণ শিখা গো।

(নেপথ্যে ভীলবালিকা)

সোহিয়া। "কি করিলে হায় মন এ কারে ভালবাসিলে?"

শ্রুতি। যাই দেখি, কে গাহিছে ওই গান;
যেন কেহ গাহিতেছে উপবন-মাঝে।

(প্রস্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে সোহিয়ার সহিত প্রবেশ)

শ্রুতি। এ গান কোথায় পেলে তুমি ভীলবালা?

সোহিয়া। গেয়ে যায় কত লোক শিখেছি শুনিয়া।

শ্রুতি। যে গান গাহিতেছিলে—গাও দেখি শুনি,

সোহিয়া। কি হবে তোমার কাছে গেয়ে?
যদি পার লয়ে যেতে রাণীর কাছেতে,
তবে গাই সেইখানে, ভিক্ষা মিলে কিছু।

শ্রুতি। ভাল দেওয়া যাবে ভিক্ষা, গাও তুমি আগে,
আমিই মহিষী।

সোহিরা। করিতেছ প্রতারণা, ভীলবালা পেয়ে ?
রাণী তুমি ? শুনি তবে কি নাম তোমার ?

শ্রুতি। নাম শুনে কি ক'রে বুঝিবে,
মোর নাম নহে পরিচিত,
রাজ্য চলে ভূপতির নামে।
কি দেখিছ একদৃষ্টে কি আছে মুখেতে
লেখা, পড়িতে পারিলে ?

সোহিয়া। কিছু! কিছু!

শ্রুতি। গাহিবে না ?

সোহিয়া। গাই।

(গীত)

দূর-দুরান্তরে থেকে তবু হৃদি-মাঝে বাসা,
আঁখিরে ভাসায়ে জলে মনে মনে ভালবাসা,
তারে এমন নীরব প্রেম নীরবে শিখালে কেবা,
আশার অতীত সে যে কেঁদে কাটে নিশি-দিবা।

শ্রুতি। আর কিছু জান ?

সোহিয়া। জানি ঢের।

শ্রুতি। গাও তবে।

সোহিয়া।

(গীত)

এ ত প্রেম নহে সজনি,
এরে কি কহে, তা না জানি ;

তুষের অনল এ কি, স্তরে স্তরে দহে দেখি,
মিলনে বিরহে জ্বলে, জ্বলে দিবা-রজনী।
দহিবে অনন্ত কাল, সজনি রে তা জানি।
সদা হৃদে জাগে স্মৃতি, ফুরাবে না দুখগীতি,
হায়! কে হবে ব্যথার ব্যথী, যে হবে, সে যে পাষাণী।

শ্রুতি। কে শিখালে এই গান?
সোহিয়া। কি হবে শুনিয়া?
শ্রুতি। আছে প্রয়োজন মোর।
সোহিয়া। শিখিয়াছি যার কাছে,
আসিয়াছি তারই জন্তে হেথা,
চপলতা মাপ কর দেবি!
শিখেছি যাহার কাছে এই গান,
অভাগ্য যুবারে সেই কথন কি দেখেছিলে তুমি?
বলেছে সে বলিতে তোমারে,
"ভুলেছে সংসার যারে রাজ্যধন সব ছেড়ে,
হয়েছে যে গিরিদুর্গবাসী।
মগ্ন যে তোমার ধ্যানে, তারে কি রেখেছ মনে,
ইহা শুধু শুনিতে প্রয়াসী।"
আছে কিছু বলিবার তারে?
শ্রুতি। আছে; বলিও তাহারে,—
আমি এবে চিতোরের রাণী, রাজার মহিষী;
পারি না তাঁহার উজ্জ্বল মুকুটে
লেপন করিয়া দিতে কলঙ্কের কালি।

বোলো তাঁরে,
স্বার্থ অনুরোধে
নাহি ইচ্ছা লঙ্ঘিবারে
লোকাচার, সমাজবন্ধন ;
এ জনমে আর
দেখা মোর হবে না তাঁহার সনে,
বৃথা আশা ; যেতে বোলো গৃহে ফিরে ;—
ভুলে যেতে পরের নারীরে !
ভুলিতে তাঁহারে করিতেছি চেষ্টা আমি !

সোহিয়া। যাই তবে, হইনু বিদায়।

শ্রুতি। লয়ে যাও ভিক্ষা তব।

সোহিয়া। আর কিছু নাহি প্রয়োজন।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

সোহিয়া।

(গীত)

কঠোর হৃদয় যার সে কেন পীরিতি করে,
প্রেম ত নহে ছেলেখেলা, জীবন মরণ ওরে !
যে জন প্রেমেরই লাগি, হইয়াছে সর্ব্বত্যাগী,
অনাহারী মত্ত যোগী তোমারই তরে,
যে কুসুম-হৃদি হ'তে, বহে রক্ত খরস্রোতে,
পাষাণী পাষাণ প্রাণে হেরিলি তা অকাতরে !

শ্রুতি। আজি হ'তে আঁখি আর, ফেলিবে না অশ্রুধার,
পড়িবে না একটিও প্রদীপ্ত নিশ্বাস।

বিধির মানস পূর্ণ এইরূপে যদি হ'ল,
যাক্ ভস্ম হয়ে যাক্ প্রেমের নিবাস !
নিষ্ঠুরতা, কঠিনতা, বিবেক, বিস্মৃতি কোথা,
এস হেথা চিরাতিথ্য কর চিরদিন।
একেবারে মরুময়, ক'রে দাও এ হৃদয়,
বাসনা-কামনাহীন নীরস কঠিন।
দগ্ধ বিটপের মত, শূন্যে শাখা প্রসারিয়া,
র'ক্ প্রাণ শূন্য আলিঙ্গিয়া।
ধরণীর সুখ দুখ, লুটাক্ ধরণীতলে,
পদতলে কাঁদুক পড়িয়া !

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

(সুন্দর দুর্গ ; রত্নসিংহ।)

রত্নসিংহ। কল্পনে আমায় আজিকে সজনি !
লইয়া সেথায় চল,
মেঘের আঁধার ছেয়েছে গগন,
সই ! ছেয়েছে মরমতল ;
দুরাশার মত বিজলী চমকে,
পলকে মিলায় কায়,
জলভরা মেঘ মধুর গরজে,
সে মোরে ডাকিছে হায় !

কুটিয়া উঠেছে প্রাসাদ কুটীর,
গাছ-পালা উপবন।
হৃদয়ের মাঝে উঠেছে ফুটিয়া,
তাহার মধুরানন।
জলদ-সাগরে ভাসে বকাবলী,
অমনি ভাসিয়া যাই।
চাতকের মত আছি ত চাহিয়া,
কেন না উড়িতে পাই?
একা এ আঁধারে—বিরহ-পাথারে
ভাসিতে পারিনে আর।
নিয়ে যা আমায় নিয়ে যা সজনি!
সে ডাকিছে বার বার।
(একদৃষ্টে কুম্ভমেরু নিরীক্ষণ)
নিশ্চয় যাইব আজি, গিরিদুর্গ বনরাজি
পারিবে না কেহ দিতে বাধা।
[উন্মত্তভাবে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(চিতোর রাজপথ; কতিপয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক)

১ম পু। বলি রাজবাড়ীর শুনেছ সংবাদ?
২য় পু। শুনিছি বই কি কিছু কিছু,
ভাল ক'রে বল দেখি শুনি।

৩য় পু। সেই যে রাজার উদ্যানে,
এক বেটা চোর যোগী পড়েছিল ধরা!

২য় পু। হাঁ হাঁ কি হয়েছে তার?
শুনেছি ত রয়েছে হাজতে।

১ম পু। পেয়েছে খালাস;

২য় পু। সে কি! সে কি! দিলে কে গা?

১ম পু। কে আবার? মহারাজ।

২য় পু। তিনি ত সেই আবু পর্ব্বতেতে?

১ম পু। হাঁ সেইখানেই হয়েছে বিচার,
বলেছেন ছেড়ে দিতে।

১ম স্ত্রী। হাঁ গা, তা রাজা ছেড়ে দিলেন কেন?

২য় স্ত্রী। এটা বুঝ্‌লিনে, সন্ন্যাসী ব'লে।

১ম স্ত্রী। ও মা কি হবে গো, সন্ন্যাসী চোর?

২য় স্ত্রী। ভণ্ডামীই ত নষ্টামীর গোড়া!

১ম স্ত্রী। তা, অত বড় দুর্গ ডিঙ্গিয়ে যাবেন তিনি
রাজার অন্দরে, আস্বাও ত মন্দ নয়।

১ম পু। গাঁজার ঝোঁকেতে উঠিতেছিল আশমানে;
অন্ধের অধিক!

২য় পু। আচ্ছা ভাই! ছেড়ে দেওয়া কাজটা কি বড় ভাল হ'ল?
দুষ্টলোকে সাজা না পেলে ত মাথায় বস্‌বে উঠে।

২য় স্ত্রী। তাই ত! আছে কিছু অবিশ্যি ভিতরে!

পুরুষগণ। থাক্, থাক্ চল্ চল্, কাজ নাই আর,

১ম পু। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের
নেই আবশ্যক। [পুরুষগণের প্রস্থান।

১ম স্ত্রী। হাঁ ভাই! তা রাজা কেন
এত দিন আছেন সেথানে?
ভিতরে বা আছে কিছু।

২য় স্ত্রী। তোর এক কথা, তা কি
রাজা-রাজড়ায় একঠাঁই থাকবেক্ ব'সে?
দেখিস্ নি? ভুলে গেলি না কি,
বড় রাণী চ'লে গেলে পরে,
কত দিন রাজ্য ছেড়ে গেছলেন চ'লে।
এও হয় ত গিয়েছেন মায়ের শোকেতে,
বুড়োরাণী গিয়েছেন তীর্থবাসে কি না?

১ম স্ত্রী। হাঁ তা হ'তে পারে,
তা নাতী বুঝি সঙ্গে গেছে আয়ীকে রাখ্‌তে।

২য় স্ত্রী। তা কে জানে কোথা গেছে?
চল্ চল্ বেলা হ'ল, ঘরে ঢের কাজ প'ড়ে আছে।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

(মথুরা; যমুনাতটে ধ্যানে মগ্ন মীরা)

(কিছুক্ষণ পরে উত্থান করিয়া)

মীরা। হায়! কেন আজ প্রাণ এত হতেছে আকুল,
নাহি পারিতেছি করিবারে মনঃস্থির।
বার বার যাইতেছে ভাঙ্গিয়া ধেয়ান,
দুরু দুরু ক'রে হিয়া উঠিছে কাঁপিয়া।

এমন ত হয় নি কখন,
কোথা হ'তে যেন এক অন্ধকারচ্ছায়া,
আসিতেছে গ্রাস করিবারে মোরে।
সন্ন্যাসিনী আমি ;
হেন অশান্তির ভাব আসে কোথা হ'তে ?
মায়া মোহ সুখ দুঃখ দেছি ভাসাইয়া,
বহুদিন ছেড়েছি সংসার,
এমন ত হয় নি কখন,
আজ কেন পড়িতেছে মনে—
সেই ঘর দ্বার লতাকুঞ্জ সহাস্য আনন ;
কেন হইতেছে মনে দেখে আসি,
চেয়ে আসি কাতরে মার্জ্জনা।
প্রাণ কেন থেকে থেকে উঠিতেছে কেঁদে,
আসিছে নয়নে জল কি হেতু না জানি ;
যাই, কিছুক্ষণ পথে পথে করি গে ভ্রমণ,
মুছে যাবে এই ছায়া, ক্ষণ-বিড়ম্বনা।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

(আবু-পর্ব্বতশিখরস্থ প্রাসাদের এক কক্ষ)

উদয়সিংহ আসীন।

ভেবেছিনু প্রণয়েতে হস্তগত করি বিমাতারে,
তারি হাতে ক'রে নেব কণ্টক উদ্ধার ;

পারে না সে দেখিবারে বৃদ্ধ মহারাজে,
এক লোষ্ট্রে দুটি পক্ষী হইবে শীকার!
—রমণীর প্রেম আর রত্নসিংহাসন।
কিন্তু, প্রত্যাখ্যাত প্রেমলিপি মোর,
অসহ্য যেমন বৃদ্ধ পিতার জীবন,
তার চেয়ে অসহ্য নারীর অহঙ্কার!
ধর্ম্মমদে প্রেমমদে গর্ব্বিতা রমণী,
দেখিব কেমনে
অটুট রাখিবে এবে চরিত্রগৌরব!
হবে যবে বাদশার রিপুসেবাদাসী,
তখন বুঝিবে,
পাপিষ্ঠ উদা যোগ্য কি না তার।
দেখায়েছি যে প্রলোভন বাদশাহে,
গাঁথিয়াছি মীন জালে, কোথা যায় আর?
করেছে অনুজ্ঞা, যে কৌশলে পারি,
সরাইয়া বৃদ্ধরাজে নিতে মোরে রাজসিংহাসন।
আমি দিব উপহার রূপসী রাজ্ঞীরে।
যদি পড়ি ধরা, কিই বা আশঙ্কা তাহে?
রাজ্যেশ্বর আমি, প্রজাগণ হইবে বিদ্রোহী?
দিবে শাস্তি দিল্লীশ্বর সসৈন্যে সাজিয়া;
তবে আর ভয় কারে?
সিংহাসনে ব'সে ব'সে অমাত্য-রাজন্
করিবেন রাজ্যভোগ ভূপতির নামে,
আমি যেন ভৃত্য আজ্ঞাবহ!

শান্তিভোগে এত সাধ যদি,
রয়েছি ত বর্ত্তমান আমি ;—
কেন মোরে নাহি দেন রাজ্যভার ?
কোন দোষে মোর প্রতি এত অবিশ্বাস ?
অবিশ্বাস যদি,
তবে অবশ্যই অধিকার লইতে আপন
কেন না করিব আমি কণ্টকমোচন ?

[বেগে প্রস্থান ।

নবম দৃশ্য

(আবু-পর্ব্বতে শিখরস্থ শয়নকক্ষে রাণা কুম্ভ নিদ্রিত ।)

ছুরিকা হস্তে ছদ্মবেশী উদয়সিংহের প্রবেশ ।

উদয় । কি গম্ভীর নিশি, করাল রজনী !
ঘন ঘোর কাল মেঘে আচ্ছন্ন গগন ।
থেকে থেকে ঘন ঘন খেলিছে বিজলী,
কালফণী করে যেন জিহ্বা সঞ্চালন !
(আজি জন্মদিন, মৃত্যুদিনও আজি !)
এই ঘোর অন্ধকার পাপের প্রসূতি ?
এই ঘন ঘন বজ্রধ্বনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
করিতেছে যেন মোরে সত্বর আদেশ ।
একি দুরু দুরু কেন করিছে হৃদয় ?
দূর হও বৃথা ভয়; স্নেহের শাসন,

কেন মনে পড়িতেছে শৈশবদিবস,—
ধরিয়া পিতার কণ্ঠ নিশ্চিন্তে শয়ন !
কিন্তু বহু দূর আসিয়াছি, আর ত না হয়।
দূর হও বৃথা মায়া পাপ বিভীষিকা,
পড়ে যাক যবনিকা, বিস্মৃতির পট,
এখন ফিরিতে গেলে বহুল সঙ্কট।
(নিকটে গিয়া) বোধ হয় এতক্ষণে অবশ্যই হয়েছে নিদ্রিত,
স্তিমিত কক্ষের দীপ, প্রাণদীপও তাই !
(রাণা জাগরিত হইয়া স্বগত)
একি ! আমি স্বপ্ন দেখিতেছি ?
কিছুই ত পারিনে বুঝিতে।
(প্রকাশ্যে) কে তুই তস্কর এসেছিস হরিবারে রাজার জীবন ?
কণ্ঠস্বরে বোধ হ'ল উদার মতন।
(নিরীক্ষণ করিয়া)
হায় ! অনুমান সত্যই আমার।
কারে বলি এ রহস্যকথা ;
কিম্বা মম সম অভাগার পুত্রহস্তে অপমৃত্যু—
বিধাতার ঠিকই নির্ব্বাচন !
সত্যই কি তুই উদা ?
তুই এসেছিস গুপ্তভাবে
বধিবারে আমার জীবন !
খুলে ফেল ছদ্মবেশ, কোন প্রয়োজন ?
স্নেহহীন গেহহীন জীবন আমার
রহিয়াছে একদৃষ্টে মৃত্যু-প্রতীক্ষায়,

যন্ত্রণার হোক অবশেষ !
মার বৎস মার বক্ষ দিয়াছি পাতিয়া।

উদা। (স্বগত) বৃথা মায়া দেখাইয়া নারিবে ফিরাতে,
আসিয়াছি বহুদূর, আর নাহি হয়।
কর্ত্তব্যবিমুখ যেই অলস দীর্ঘায়ু,
তাহার জীবন শুধু বিড়ম্বনাময়।

(নেপথ্যে কর্ণ দিয়া।)

উঠিছে না পুরবাসী, আসিছে না এই দিকে ?
তবে আর নয় ; বৃথা মায়া হও অন্তর্হিত।
হও হস্ত বিশ্বাসী আমার।
যাক্ খুলে নরকের দ্বার,
মন্ত্রীর রাজত্বভোগ আর নাহি সয় !

(উন্মত্তভাবে আঘাত করিয়া প্রস্থান

দশম দৃশ্য

(চিতোররাজোদ্যানস্থ নির্জ্জন-বক্ষে শ্রুতি।)

শ্রুতি। কার পাপে, কোন দোষে মহারাজ হ'লেন নিহত ?
আমারি করম দোষে, নিশ্চিত আমারি !
আমি অভাগিনী, করেছিনু প্রত্যাখ্যান,
তাই তিনি বিষম বিরাগে,
ঘৃণা ভরে, ঘোর অভিমানে
একাকী ছিলেন পড়ি' নিভৃতনিবাসে ;

তা না হ'লে কি সাধ্য চোরের
গুপ্তাঘাতে করে রাজজীবন-হরণ।
হায়! এই কালভুজঙ্গিনী কেনই বা এনেছিলে গৃহে,
কেন নাহি দিলে তাড়াইয়া?
কেন নাহি বিদারিলে হৃদ, তীক্ষ্ণ অসিধারে তব?
উঃ! কি পাষণ্ড উদা পাপাত্মা দুর্ম্মতি!
না, না, আমিই ত মূল?
রাজঘাতী, স্বামিঘাতী এই পাপীয়সী!
আমারি পাপের ভরা হয়েছে পূরণ;
কিন্তু আর নহে,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব বিধান;
গত-অনুশোচনারও নাহি অবসর,
এখনি আসিবে উদা নীচাত্মা দুর্ম্মতি
করিবারে অবলার সতীত্বহরণ।

[প্রস্থান

একাদশ দৃশ্য

(কুম্ভমেরুর সন্নিহিত কাননে ভীলবালিকা সোহিয়া।)

প্রতিজ্ঞা রয়েছে জেগে চিরাঙ্কিত হৃদে।
বলেছিনু দেখাইব, দিব মিলাইয়া।
রাক্ষসী দিল না দেখা
কঠিনা পাষাণী!
বলেছিল নিদারুণ বাক্যবাণ যাহা,—
বলিতাম যদি তারে,—তখনি মরিত।

আহা।
রয়েছে কেবল প্রাণ আশায় বাঁচিয়া।
হায়!
রমণীর হৃদয়ের মহামূল্য নিধি,
অযতনে অনাদরে ধূলিতে লুটিয়া!
এত সুগম্ভীর প্রেম অচল অটল
দেখিনে ত পুরুষেতে; দুর্লভ সদা।
এত যদি যশঃপ্রিয়া, সমাজের দাসী,
কেন তবে বেঁধেছিল অলীক প্রণয়ে?
রাণী তিনি চিতোরের, ছি ছি হাসি পায়
রাজ্ঞীর হৃদয় থাকে
তুচ্ছ নিন্দা-যশ মুখ অপেক্ষিয়া।
মোরা ভীলবালা, ভিখারিণী;
হৃদয়ের অনুগামী সদা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিনাক, বুঝিনে ছলনা।
শুনিতেছি জনরব, রাজার সঙ্গেতে
যাবে আজি সহমৃতা রাণী,
যাই—দেখি,
যদি অভাগারে পারি দেখাইতে
জীবনের শেষ-দেখা জন্মের মতন।

গীত।

জীবন হইল শেষ না ফুরাল আশা।
হায় কি দারুণ ওগো প্রেমের পিপাসা!

কোথা খ্যাতি, কোথা মান—হয়েছে স্বপন ;
হৃদয়ের মাঝে জেগে সে চারু আনন।
সকলি হয়েছে শেষ জীবনের সখি,
অন্তিম বাসনা, মুখচন্দ্রমা নিরখি।

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)

দ্বাদশ দৃশ্য।

(চিতোররাজোদ্যান সংলগ্ন প্রশস্ত ভূমি।)

রাণা কুম্ভ চিতাবক্ষে শয়ান, নিকটে স্বতন্ত্র চিতা সজ্জিত
এক দিকে মাধবাচার্য্য ও অনুচরগণ দণ্ডায়মান;
অন্য দিকে সখীদের সহিত শ্রুতির প্রবেশ

শ্রুতি। দেহ সখি দেহ আজি সাজাইয়া মোরে,—
আন্ তুলে রাশি রাশি ফুল ;—
ফুলহারে বেঁধে দে কবরী,
চিরসাধ পূর্ণ লো তোদের,
যাব আজ প্রাণেশের প্রেমনিকেতনে,
আজ হবে ফুলশয্যা মোর!

(সখীরা সরোদনে পুষ্পসজ্জা করিতে করিতে)

সখীগণ। কি দোষ করেছি সখি! কেন ফেলে যাবে?
সুখে দুখে তোমা বিনা জানি না যে মোরা ;

কেমনে ধরিব প্রাণ তোমাহারা হয়ে ?
হায়! কোথা যাও ;
কার কাছে রেখে যাও আমাদের।

শ্রুতি। কেঁদ না কেঁদ না সখি, যাও গৃহে ফিরে,
প্রধূমিত চিতানল ডাকিতেছে ধীরে ;
কি না জান ? জান ত সকলি।
হায়! হৃদয়ের সুশ্যামল তরুকুঞ্জ মোর
প্রেমের পাবকে দগ্ধ হ'য়ে,
বহুদিন হয়েছে শ্মশান।
আজি এই চিতানলে চিতানল করিব নির্ব্বাণ।
শীঘ্র শীঘ্র কর অনুষ্ঠান—যাও চ'লে করিয়া সমাধা।

(দূরে রত্নসিংহের প্রবেশ।)

শ্রুতি (স্বগত)। একি ? এ কে ? একি সেই রত্নসিংহ ?
মূর্ত্তিমান হতাশ্বাস এ যে !
উঃ! বিদীর্ণ হৃদয়! পারিনে পারিনে আর !
মরণের তটে আর কেন এই দেখা ?

(চিতাপ্রদক্ষিণ।)

কি দেখ রাঠোর ? ওকি, কেন নিশ্চল নয়ন ?
যাও চ'লে যাও গৃহে, মিছা দীর্ঘশ্বাস।
অচ্ছেদ্য অভেদ্য ঘোর পরিণয়পাশ।
চলিলাম, বিদায় সংসার !

(অনলে ঝম্পপ্রদান।

(সহসা মীরার প্রবেশ)

একি? একি? কোথা মহারাজ!
কোথা মহারাজ!
হায়!
গিয়েছিনু না ব'লে তোমারে,
দিয়াছিনু হৃদয়ে বেদনা;
তাই কি নিয়তি,
নিয়ে এল এই দৃশ্য দেখাতে মীরারে,
কোথা নাম অখিলের পতি!

(অশ্রুমোচন।)

রত্নসিংহের উন্মত্তভাবে চীৎকার করিয়া চিতাভিমুখে গমন।

রত্ন। দাঁড়াও দাঁড়াও জীবনের ধ্রুবতারা,
কোথা যাবে? আমি যাব সাথে!
পারিবে না পারিবে না কখন এড়াতে!
যেথা যাবে সেথা এই দরিদ্র ভিক্ষুক
অনন্ত কালের তরে যাবে পিছে পিছে;—
ক'রো ঘৃণা যত পার ক'রো!

মীরা। (বাধা দিয়া) কোথা যাবে, আত্মহত্যা মহাপাপ।

রত্ন। কে তুমি গো সন্ন্যাসিনি,
কাহাকে ফিরাবে?
সমাগত প্রাণবায়ু দেখ কণ্ঠদেশে।
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণবায়ু,
অতৃপ্তবাসনা

ভাঙিয়া হৃদয় চাহিতেছে যেতে ছুটে।
যাই, যাই আমি।
দেখ দেখ দেবি! পরিণয় হ'তে প্রণয় নহেক হীন,
যাই প্রাণময়ি!

(পতন ও মৃত্যু।)

মীরা। উঃ! কি গভীর প্রেম;—প্রেমিক-সন্ন্যাসী!
হায়! এত প্রেম স্থাপন করিতে লোকে
পারিত ঈশ্বরে যদি,
ঘুচে যেত হৃদয়ের চির হাহাকার।
বুঝেনাক অপার্থিব প্রেম-আকুলতা—
তাই লোকে মোহমদে ভুলে,
মানব হৃদয়-কূপে খুঁজে মরে
অনন্ত সে প্রেমপারাবার!

মাধবাচার্য্য। হায় সখা! পারি না যে ধরিতে জীবন!
অবশেষে এই ছিল ললাটে তোমার?
অবনীর অধিরাজ হ'য়ে
একটুকু স্নেহ আশে ভিখারীর মত,
সুদীর্ঘ জীবনপথে
করিয়াছ কাতরে ভ্রমণ;
শেষে কুপিত ভাগ্যের ফেরে,
স্নেহময় পুত্র হ'ল কৃতান্ত তোমার!
ধিক্! ধিক্! শত ধিক্! তোরে রে সংসার!
ধিক্ রাজ্য! ধিক্ ঐশ্বর্য্য! রত্নসিংহাসন!
যাহার প্রলোভে অমৃত হইয়া উঠে ভীষণ গরল!

মীরা।

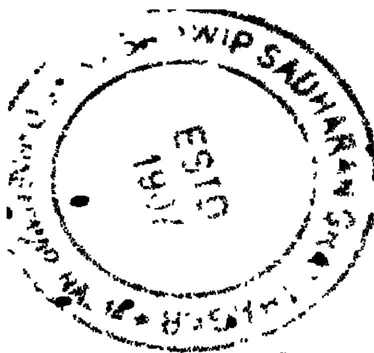
গীত।

সুশীতল শ্যাম-নাম, গাও রে ভবধাম
জুড়াইবে তাপিত পরাণ ;
গাও তরুলতা-ফুল, গাও রে বিহগকুল,
গাও, গাও নীরব শ্মশান।

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ

13068



বসুমতী সাহিত্য-মন্দির,—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গে এই প্রথম পুস্তক ❊ বঙ্গে এই প্রথম পুস্তক

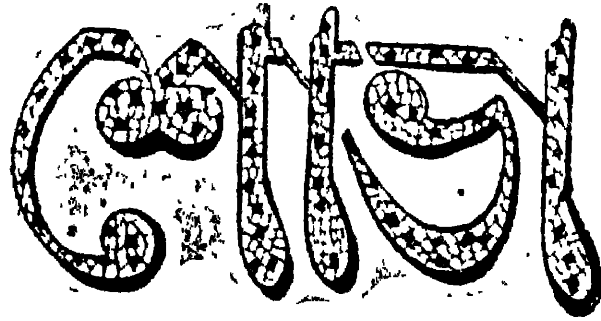
সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয়ের

সঙ্কলিত—সুসজ্জিত—সুঅঙ্কিত—সুশোভন—সুমনোহর—

চিত্র এলবাম

চিত্র এলবাম   চিত্র এলবাম



একশত আটখানি চিত্রে সুশোভিত

শোভা নয়—কেবল কবিতার সজীবমাধুরী!

আবার কবিতাও নয়—অথচ সবই চিত্রময়!

সরল কথায়—রবিবাবুর কবিতা

ভবানীবাবুর তুলিকাস্পর্শে মূর্ত্তিমতী হইয়াছে!

ভাবের বিকাশ কাব্যে—কাব্যের বিকাশ চিত্রে, করিয়া

কাব্যকরে ও চিত্রকরে পার্থক্য নাই।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির,—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শোভার কাব্যকর—শোভার চিত্রকর—

সাধারণ লোক নহেন

কাব্যকর—
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রকর—
শ্রীভবানীচরণ লাহা

ইঁহাদের তুলনা বঙ্গদেশে আর কোথায়?

শোভা চিত্রে চিত্রে চিত্রময়

রূপসীগণের মোহন ভঙ্গীর বিজলী-তরঙ্গ

বঙ্কিম কটাক্ষের মাধুরীচ্ছটায় পুলক তরঙ্গ—

সঙ্গে সঙ্গে কবি সম্রাট—শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

প্রেম-কাব্যের অমিয় মাধুরী?

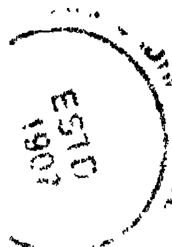
এ যেন মেঘ জ্যোৎস্নায়—হীরায় পান্নায়—কিশলয়ে পুষ্পে—

মোহন হাসিতে বঙ্কিম কটাক্ষে মধুর সম্মিলন।

চিত্রে রূপের ঠাটঠমক চটক চমক বাহার এক দিকে-

আর এক দিকে

কবিতার মাধুর্য্যে—পুলকস্বপ্ন—কল্পনা



...নাদের চক্ষে রূপের দীপ্তি মুখে অতুল্য

...-সমুজ্জ্বল হাস্যচ্ছটা ফুটাইয়া তুলিবে।

...দৃশ্য বাঁধাই মোহন শোভন এলবামের মূল্য ১।।০ টাকা

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ; কলিকাতা।

কি সুন্দর ! কত সুন্দর ! কেমন সুন্দর—
তাহা সৌখীন সমাজের বিবেচ্য !

এই নূতন হইতে নূতন

আনন্দের খনি ! সৌন্দর্য্যের ঝরণা !!!

মনের মত—দেখবার মত—রাখবার মত—দিবার মত—

অতি সুন্দর অভিনব সংস্করণ !

সচিত্র—চিত্রময় চিত্রশালা

ভারতের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক-গায়িকা, নর্ত্তকী, অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের ফটো। অভিনেতাদিগের অভিনয়কালীন ফটো-চিত্র, নাট্যশালার দৃশ্যাবলী

কবিগণের চিত্রশালা—সুন্দরীর মেলা !

আরও দেখিবেন মূর্ত্তিমান ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।

সেই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের পুনঃ প্রচার !

আপনাদের বড় সাধের, বহু আশার ধন

সৌখীন সমাজের সখের কোহিনূর

বীণার ঝঙ্কার

দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত ৭ম সংস্করণ

বহু নূতন নূতন চিত্রে পরিশোভিত।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ; কলিকাতা।

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু সম্পাদিত

বীণার ঝঙ্কার

সম্পূর্ণ নূতন খণ্ড সন্নিবেশিত। পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ নূতন গ্রন্থ

যাঁহাদের পুরাতন সংস্করণ আছে, তাঁহাদেরও লইতে হইবে

১ম খণ্ড—কলের গান।

ফনোগ্রাফ, গ্রামোফোন, জনোফোন, প্যাথিফোন, রেকর্ডে যে সমস্ত সঙ্গীত লহরী গীত হইয়াছে, সেই সকল সঙ্গীত, গায়ক ও গায়িকাগণের চিত্রসহ সন্নিবিষ্ট। এই সংস্করণ আবার নূতন নূতন রেকর্ড সঙ্গীতে সমৃদ্ধ।

২য় খণ্ড—অভিনয়।

সুপ্রসিদ্ধ নাটক ও অপেরার নির্ব্বাচিত অভিনয়, যাহা রেকর্ডে উঠিয়াছে, চিত্রসহ এই খণ্ডে পাইবেন।

৩য় খণ্ড—রঙ্গরসিকগণের চিত্র।

অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী, অমৃতবাবু, চিত্তরঞ্জন, গোপাল সিংহের ফটো সহ রঙ্গরস, হাসি, বিদ্রূপ।

৪র্থ খণ্ড—আবৃত্তি।

সুবিখ্যাত কবিগণের চিত্রশালা—রেকর্ড আবৃত্তি। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের ও নটকুলচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দু শেখরের নানা কলাবিস্তার—নানা ভঙ্গী।

নূতন সংযোজিত ৫ম খণ্ডে—নক্সা।

হাস্য-রঙ্গ-বিদ্রূপের তুমুল তুফান কেবল হাসির মজাদার গান হাসিতে হাসিতে পাগল হইবেন!

সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী সখীগণের নাচের দৃশ্য!

মড অ্যালেনের মহা-নৃত্য চিত্র।

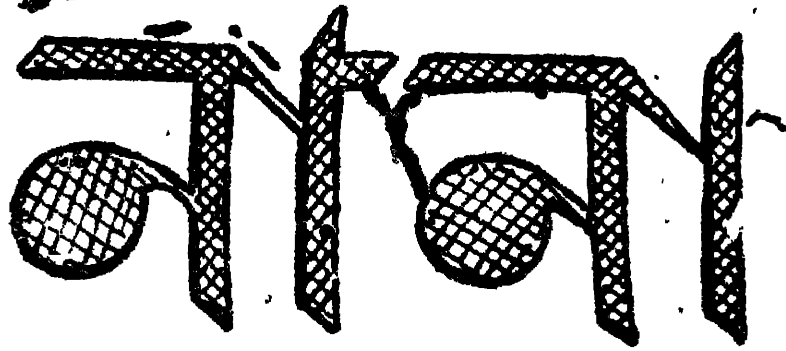
সুন্দর বাঁধাই নয়নরঞ্জন মুদ্রণ—উপহারে চিত্তবিনোদন

মূল্য সেই ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির,— ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফরাসী সাহিত্যের প্রমোদ-মদিরা-প্রবাহ
তরঙ্গায়িত লাম্পট্য-লীলা!

প্যারিসের বিলাস-স্রোতের রঙ্গ-উৎস! আর্টের চরম নিদর্শন
ফরাসী সাহিত্যের বিশ্ববিমোহন ঐন্দ্রজালিক



এমিলি জোলার

রিজিয়া প্রণেতা—নটবর শ্রীমনোমোহন রায়
বি, এল অনূদিত।

গৌরবময়ী প্যারি, তারাই চিত্তাকর্ষক নাট্যশালা
আবার সেই নাট্যশালার অভিনেত্রী-কুলরাণী—
সুন্দরী কুলগরবিনী নানা
তাহার রূপের প্রভায় প্যারিস আলোকিত;
সে রূপের বহ্নিতে ধনকুবের পতঙ্গগণ
কেমন মোহনমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া আত্মাহুতি প্রদান করিয়া
তীব্র লালসার জ্বালা প্রশমিত করিত,
তাহার কেচ্ছাকাহিনী দেখিয়া
পাপের আতঙ্কে মুহুর্মুহু শিহরিয়া উঠেন।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির—১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নর্ত্তকীর গুপ্তকথা—গুপ্ত নহে ব্যক্ত!

সে রূপ-লালসায় আত্মহারা রাজপুত্র

থিয়েটারের সাজঘরে গিয়া নগ্ন সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছেন।

সৌন্দর্য্য-লালসায় সম্ভ্রান্ত কাউণ্ট

নর্ত্তকীর পদপ্রান্তে পদগৌরবের অঞ্জলি দান!

বৃদ্ধ স্থবির শ্বশুর মারকুইসের সহিত

মাথা ঠোকাঠুকি হইল কেহই পিছাইলেন না!

আবার জামাতা স্বামীর বিবাহের পূর্ব্বরাত্রে

নর্ত্তকীর রঙ্গ-কক্ষে মধু-যামিনী যাপন!

ধনকুবের ব্যাঙ্কার নর্ত্তকীর প্রণয়কুহকে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। সৌভাগ্যবান্ ব্যবসায়ীর অভিনেত্রীর প্রেমের দায়ে আত্মহত্যা! রাজকোষ তছরূপে সৈনিক প্রেমিকের জেলে প্রয়াণ!

শিশু নায়ক সে মোহের প্রাবল্যে অবাধে বুকে ছুরিকা বিদ্ধ করিল।

সম্পাদক খেলোয়াড় লোক—প্রেম-সাগরে ডুবিতেছেন ও ভাসিতেছেন!

৭০ বর্ষের বুড়ো প্রেম-পাগল হইতে ১২ বর্ষের বালক প্রেমিক পর্য্যন্ত এ সৌন্দর্য্যরস-প্রমোদ-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন—কাহাকে রাখিয়া কাহার প্রেমলীলার কথা বলিব—কাহার রসরঙ্গের ব্যাখ্যা করিব—কাহার লাম্পট্য লীলার মজা প্রকট করিব—

এ যে অফুরন্ত প্রস্রবণ—

যত পড়িবেন তত রস—তবে সব কথা বলা যায় না—লিখিতেও লজ্জা বোধ হয়! আর দেখিবেন:—

ধনীর গৃহিণীর সাধ্বী পত্নীর গুপ্তপ্রেমের ব্যাপার!

রূপের নেশায়—প্রেমের প্রলয়ে

লাম্পট্যলীলার কেলেঙ্কারীতে—মজাদারী কেচ্ছাকাহিনীর ধাঁধায়—গুপ্ত কথার সুপ্রকাশে পড়িতে পড়িতে আত্মহারা পাগলপারা হইবে!

আমরা বহু চেষ্টায় ইহা মূল ফরাসী উপন্যাস হইতে অনুবাদ করিয়া অশ্লীল অংশ আবৃত করিয়া বহু মূল্যের সংস্করণ হইতে ১৬ খানি চিত্র সংগ্রহ করিয়া বাঁধাই ১।০ সিকায় দিতেছি।